বেদের পরিচয়

প্রণেতা

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

প্রকাশক

দি বুক কোম্পানী লিমিটেড,

কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ—শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী দিবস

২০শে ভাদ্র, ১৩৪৬ সন

৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯ সন

দি বুক কোম্পানী লিমিটেড্,

৪।৩বি, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা, হইতে

শ্রীগিরীন্দ্রনাথ মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত

এবং

কালিকা প্রেস লিমিটেড্,

২৫, ডি, এল্, রায় ষ্ট্রীট্, কলিকাতা, হইতে

শ্রীশশধর চক্রবর্ত্তী কর্তৃক মুদ্রিত।

বেদের পরিচয়

মদীয় গুরুদেব

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের

শ্রীকরকমলে

অর্পিত হইল

সহানুভূতি-সাহায্য

বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর, স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, স্যার হরিশঙ্কর পাল, রাজা কমলারঞ্জন রায়, ডাঃ বিমলচরণ লাহা, শ্রীযুক্ত ভবাণীচরণ লাহা, মিঃ বি-সি-ঘোষ ব্যারিষ্টার, মিঃ টি-পি-ঘোষ জমিদার, মহোদয়গণের আগ্রহে ও অর্থানুকূল্যে "বেদের পরিচয়" গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। এই সহানুভূতির জন্য গ্রন্থকার তাঁহাদিগের নিকট চির কৃতজ্ঞ।

সূচিপত্র

ভূমিকা

[স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক লিখিত]

হিন্দুজাতির ও হিন্দুধর্ম্মের এই যুগ-সন্ধিক্ষণে "বেদের পরিচয়" এর আবির্ভাব মহা মঙ্গলের সূচনা। এই মহামূল্য গ্রন্থের ভূমিকা রচনা বাহুল্য মাত্র। অত্যুজ্জ্বল হীরকখণ্ডের পরিচয় দিবার জন্য ভূমিকার প্রয়োজন হয় না। তথাপি এই গ্রন্থখানির ভূমিকা লিখিবার ভার আমার উপর অর্পিত হইয়াছে। আমি অধীত-শাস্ত্র নহি, সুতরাং "বেদের পরিচয়"এর কোনও পাণ্ডিত্যপূর্ণ পরিচয় দিবার সাধ্য আমার নাই। তবে বেদের আবির্ভাব ও মহিমা সম্বন্ধে চিন্তা করিতে গিয়া যাহা আমার মনে আসিতেছে তাহাই লিখিতেছি।

সমগ্র জগৎ অন্ধকার-সমাচ্ছন্ন। অজ্ঞানতার ঘনঘোর মহানিশার ক্রোড়ে সমুদয় জীব-জগৎ গাঢ়নিদ্রায় অভিভূত। সহসা প্রাচ্যদিক্-চক্রবাল অরুণাভ হইয়া উঠিল। সারা জগতের পবিত্র-তীর্থ এই ভারতের পুণ্য পঞ্চনদের তীর হইতে গভীর উদাত্তস্বরে শাশ্বত প্রশ্ন উচ্চারিত হইল—"কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম"—কে সেই দেবতা? কাহাকে হবি প্রদান করিব?

চিরন্তন প্রশ্ন! ভারতের আকাশ বাতাস কম্পিত করিয়া—পঞ্চনদের বক্ষ মথিয়া—এই প্রশ্ন হিমালয়ের কন্দরে কন্দরে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইয়া ফিরিতে লাগিল। ভারতের বুকে এই প্রশ্ন প্রথম জাগিয়াছিল—কে সেই দেবতা, কাহাকে পূজা করিব? বিশ্বমানবের এই আকুল জিজ্ঞাসা সর্ব্বপ্রথম উত্থিত হইল যে পুণ্যতীর্থে, সেইখানেই মিলিল ইহার উত্তর ও ইহার সমাধান; এবং এই অভিনব আবিষ্কারের তীব্র আনন্দে যাঁহাদের দেহের শোণিত-প্রবাহ রক্তিমরাগে রঞ্জিত হইয়া

উঠিল, তাঁহারা এই ভারতের আর্য্য সন্তান—পুণ্যশ্লোক মন্ত্রদ্রষ্টা সর্ব্বত্যাগী মহর্ষিগণ। তাঁহাদের মুখনিঃসৃত সনাতন ও অপৌরুষেয় বাণী হিন্দুস্থানের স্বাধ্যায়নিষ্ঠ হিন্দুর মুখে মুখে ফিরিতে লাগিল। এই শ্রুতমন্ত্রের ধ্যান ও ধারণা হইতে পৃথিবীর যে পরম মঙ্গলকর বিশ্ব-ধর্ম্মের সৃষ্টি হইল, তাহারই নাম হিন্দু-ধর্ম্ম। শ্রুতি বা বেদের উপর মূলভিত্তি করিয়াই এই ধর্ম্মের সৃষ্টি।

পৃথিবীর ইতিহাসে বৈদিকগ্রন্থ (চতুর্ব্বেদের মধ্যে বিশেষতঃ ঋগ্বেদ) মানব-সমাজের প্রাচীনতম গ্রন্থ বলিয়া সর্ব্ববাদিসম্মত। ঐতিহাসিক গবেষণার ফলে মানব-সভ্যতার বহু প্রাচীন নিদর্শন মিসর ও মেসোপটেমিয়া হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে সত্য, কিন্তু সেখানেও বেদের ন্যায় জ্ঞানধর্ম্মের কোনও বিরাট্ সৌধের আবিষ্কার হয় নাই। চরম ও পরম সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এই বৈদিক ধর্ম্ম ও তন্নিঃসৃত এই বৈদিক সভ্যতা যে অদ্যাবধি অবিচ্ছেদে প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে, ইহাই বেদের বিশেষত্ব। বেদের প্রাচীনত্ব লইয়া ঐতিহাসিকগণ বহু গবেষণা করিয়াছেন ও নানারূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। কিন্তু ঐতিহাসিক যুক্তি-পদ্ধতি অভ্রান্ত নহে এবং একদিন হয়ত বেদের বয়স-নির্ণয়-প্রচেষ্টা সত্যই বাতুলতা বলিয়া প্রমাণিত হইবে। এই ভারতের হিন্দুগণ বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্ব হইতেই বেদকে অনাদি ও অপৌরুষেয় বলিয়া আসিয়াছেন। পরাশর-সংহিতায় দেখা যায়—

ঋষয়ঃ মন্ত্রদ্রষ্টারঃ ন তু বেদস্য কর্ত্তারঃ।
ন কশ্চিৎ বেদকর্ত্তা চ বেদস্মর্ত্তা চতুর্ম্মুখঃ॥

পূর্ব্বেই বলিয়াছি বেদ হিন্দুধর্ম্মের মূলভিত্তিস্বরূপ। ভারতীয় সভ্যতায় ও ভারতীয় ধর্ম্ম-জীবনে এমন কোনও স্তর বা পর্য্যায় নাই

যেখানে বেদের প্রভাব লক্ষিত হয় না। বেদ প্রাচীন সভ্যতার শ্রেষ্ঠ ইতিহাস ও প্রাচীন সমাজের অপূর্ব্ব জ্ঞান-ভাণ্ডার! হিন্দুর যাহা কিছু বৈশিষ্ট্য, হিন্দুত্বের যাহা কিছু গরিমা ও ভারতের যাহা কিছু বৈচিত্র্য, তাহা এই বেদের পূত মন্দাকিনী-ধারার প্রতি অমৃত-বিন্দুতে দেদীপ্যমান। ভারতীয় সভ্যতা ও ধর্ম্ম-জীবনের মূল তথ্য জ্ঞাত হওয়া এই বেদের প্রকৃত অনুশীলন ব্যতীত কখনই সম্ভবপর নহে। পাশ্চাত্য জগতের সভ্যতাভিমানী জাতিসমূহ বিজ্ঞান ও দর্শনের গবেষণা দ্বারা জগৎবাসীকে যতই মুগ্ধ করুন না কেন, বেদের প্রতি-অনুবাক ও মন্ত্র-নিহিত সৃষ্টিতত্ত্বের মূল মর্ম্ম-কথা তাহাদের গবেষণা-লব্ধ জ্ঞান হইতে বহু ঊর্দ্ধে। ইথার (Ether) তরঙ্গকে করায়ত্ত করিয়া যতই কেন রেডিয়ম্ (Radium) চর্চ্চা হউক, বিজ্ঞানের বলে পঞ্চতত্ত্বের প্রকৃতিগত শক্তিকে যতই কেন উপেক্ষা করা হউক—বিজ্ঞান-গর্ব্বস্ফীত সভ্য জগৎ এখনও বহু পশ্চাতে পড়িয়া আছে। ইথার-তরঙ্গ ভেদ করিয়া দুইটা শব্দ প্রেরণ করিলে কি হইবে, বায়ু-তরঙ্গ অতিক্রম করিয়া গগনমার্গে মেঘ-পুঞ্জের সহিত ক্রীড়া করিতে পারিলেই বা কি হইতে পারে, শব্দ-গন্ধ-স্পর্শের একত্ব-প্রতিপাদনের দ্বারাই বা কি ফল উৎপাদন ঘটিবে? অন্তঃসংজ্ঞাসমন্বিত জীবনিচয়ের সৃজনীশক্তি লাভ করিয়াও মহর্ষি বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণত্ব-লাভ-আশে যে মহর্ষি বশিষ্ঠের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, সেই বশিষ্ঠ প্রমুখ ঋষিগণও ঊর্দ্ধমুখে আকুল প্রার্থনা জানাইতেছেন—

অসতো মা সদ্‌গময়—

তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতং গময়।

যাঁহারা সপ্তলোকে ইচ্ছামাত্র অভিলষিত বাণী প্রেরণ করিয়াছেন, যাঁহারা সৌরমণ্ডলের অধিদেবকে এই বিরাট্ সৌরজগতের অসংখ্য গ্রহ

ও নক্ষত্রনিচয়ের মধ্য হইতে আবিষ্কার করিয়াছেন, তাঁহাদেরও মুখে এই প্রার্থনা! কণ্ঠ রোধ হইয়া যায়, বাক্য স্তব্ধ হইয়া আসে, বুদ্ধি তাহার বিচার-শক্তি হারাইয়া ফেলে! এই প্রার্থনা তাঁহারা কোথায় প্রেরণ করিয়াছেন? কাহার উদ্দেশ্যে উচ্চারণ করিয়াছেন?

এ প্রশ্নের উত্তর বিংশ শতাব্দীর মানব দিতে অসমর্থ। কিন্তু ইহার উত্তর আছে, ভারতের এই নিত্য, সনাতন ও অপৌরুষেয় বেদ-মধ্যে। সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতের বক্ষঃ ভেদ করিয়া হিরণ্যগর্ভ প্রজাপতি প্রমুখাৎ পূতমন্ত্র-নিঃসৃত ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দে স্থাবর জঙ্গম দুলিয়া উঠিল—

য আত্মদা বলদা যস্য বিশ্ব
উপাসতে প্রশিষং যস্য দেবাঃ
যস্য ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ! অর্থাৎ—

'আত্মা যে দেয়, শক্তি যে দেয়, বিশ্বধ্যেয়,
সকল দেবতা যে করে শাসন সবার শ্রেয়,
অমৃত-মৃত্যু যাঁহার দুইটী ছায়া ও ছবি'
সেই সে দেবতা পূজিব আমরা প্রদানি হবি!

আত্মার পরেও যে চিন্তা করিবার আরো কিছু আছে বা থাকিতে পারে, এ কথা শুনিলে পাশ্চাত্যদার্শনিকগণ হয়ত স্তম্ভিত হইয়া যাইবেন; কিন্তু হিরণ্যগর্ভ প্রজাপতির মুখ হইতে যে মন্ত্র উচ্চারিত হইল, তাহার সর্ব্বপ্রথম শব্দ—যঃ! য আত্মদা। কে সে, যে সৃষ্টির সারভূত এই আত্মাকেও দান করিয়া বিশ্বধ্যেয় হইতেছেন? যিনি দেবতাকেও শাসন করেন, তিনি কে? ইহার উত্তরও সমগ্র পৃথিবী-মধ্যে একমাত্র বেদই দিয়াছেন। বৈবস্বত মনুর মন্ত্রে বাণী শুনিলাম—যিনি বিশ্বদেব।

এই বিশ্বদেববাদ সম্বন্ধে অজ্ঞতা-বশতঃই অনেকে আমাদিগকে পৌত্তলিক বলিয়া অবজ্ঞা করিয়া থাকেন।

এস্থলে এই বিশ্বদেববাদ-সম্বন্ধে স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয় যাহা বলিয়াছেন, তাহার কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিলেই আমাদের সাকারবাদ ও পৌত্তলিকতার প্রকৃত মর্ম্ম সম্যক্ উপলব্ধি হইবে। এতৎ সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন যে, হিন্দুর "দেবতারা অসংখ্য, অথচ মিলিত। তাঁহাদের মন সমান, হৃদয় সমান, অভিপ্রায় সমান, কার্য্য সমান। তাঁহাদের 'মহৎ অসুরত্ব' অর্থাৎ সমবেত দেবশক্তি এক। ঋগ্বেদ প্রধানতঃ দেবতাদের এই সমবেত মহতী ঐশী শক্তিকেই পূজা করে। কেননা যদিও ঋগ্বেদী ঋষিদের বিবেচনায় প্রকৃতপক্ষে দেবতার সংখ্যা করা যায় না, তথাপি ঋগ্বেদে উপাস্য বলিয়া যে সকল দেবতার নাম পাওয়া যায়, তাঁহারা এই সমবেত ঐশী শক্তিরই জ্ঞানের বৈচিত্র্য-বশতঃ নামের বিচিত্রতা মাত্র। মূল কথা, বেদে দেবতা শব্দ দুই অর্থে ব্যবহৃত এবং এই দুই অর্থের ভেদ সম্যক্ না বুঝিলে ভ্রম জন্মে। প্রথম অর্থে দেবতা সিদ্ধ-পুরুষ এবং তাঁহারা অসংখ্য। দ্বিতীয় অর্থে দেবতা সিদ্ধ-পুরুষগণের মিলিত ঐশী শক্তি, তাহা এক। এই মিলিত দেব-শক্তির নামান্তর ব্রহ্ম; সমগ্র বেদ সেই ব্রহ্মেরই মহিমা প্রকাশ করে। এই কথাটী বিশেষ প্রণিধানের যোগ্য এবং তজ্জন্যই দ্বিতীয় অর্থে এক এক দেবতা অন্যান্য সর্ব্বদেবতার সমতুল্য।"

এই বাদ সম্বন্ধে বেদ-প্রবেশিকায় দেখা যায়—"আমাদের ঋগ্বেদের নাম বিশ্বদেব-বাদ, অর্থাৎ অসংখ্য দেবতার সমবেত ঐশী শক্তির নাম 'বিশ্বদেবাঃ' বা বিশ্বদেব বা ব্রহ্ম; এবং অগ্নি, বিষ্ণু প্রভৃতি উপাস্য দেবতারা সেই মহাশক্তির নামান্তর মাত্র।

এক হইতে বহু এবং বহু হইতে এক, ইহাই হইল মূল তত্ত্ব। একক ব্রহ্মের বহু হইবার সঙ্কল্প হইয়াছিল, তাই 'সর্ব্ব' শব্দের সহিত 'ব্রহ্ম' এর অপূর্ব্ব সমন্বয় ঘটিয়াছে এই হিন্দুধর্ম্মে। পরম ব্রহ্মের স্বরূপ উপলব্ধির

নিমিত্ত এই বিশ্বদেবের ধ্যান ও ধারণা ব্যতীত জীবের আত্যন্তিক মঙ্গলের আর অন্য কোনও উপায় নাই। হিন্দুর দর্শনে ও উপনিষদে ইহারই প্রচেষ্টা লক্ষিত হয়। যে সনাতন বেদের মধ্যে, আমাদের এই পবিত্র জন্মভূমির পুণ্য-যজ্ঞশালা-প্রসূত যে অমৃতের মধ্যে, মানবের চরম ও পরম কল্যাণ সুন্দর ভাবে নিহিত রহিয়াছে সেই বেদের পরিচয় আমরা রাখি না; ইহাপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে?

আর একটী কথা। একথা এখন সর্ব্ববাদিসম্মত যে, বেদ অধ্যয়ন করিতে হইলে শুধু অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিলে হয় না, বিধিমত পাঠ করাও বিশেষ আবশ্যক। নিয়মমত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরিচালনা-সহ পাঠ করিলে শারীরিক ও মানসিক উন্নতি প্রকৃষ্টরূপে সাধিত হইয়া থাকে। পণ্ডিত-প্রবর ৺সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছিলাম যে, তিনি যখন বারাণসী ধামে বেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তখন তাঁহাকে দুই জন গুরুর আশ্রয় লইতে হইয়াছিল—একজনের নিকট অর্থের জন্য অধ্যয়ন করিতেন, ও অপরের নিকট পাঠ শিক্ষা করিতেন।

বেদের সম্যক্ পরিচয় এই "বেদের পরিচয়" গ্রন্থে আছে। বেদের ঐতিহাসিকতা, তাহার সাহিত্য ও কাব্যরূপ, তাহার বিজ্ঞান ও ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় সকল তথ্যই এই আলোচ্য গ্রন্থখানিতে অতি সুষ্ঠুভাবে বিচার-বিশ্লেষণ-পূর্ব্বক আলোচিত হইয়াছে। বৈদিক পাঠ এবং পুরুষসূক্তের ও ঈশোপনিষদের বন-ব্যাখ্যাগুলির এই সুন্দর ও প্রাঞ্জল সমাবেশ বড়ই উপাদেয় হইয়াছে। বেদের বহুল-প্রচার-কল্পে এই সাধু ও মহতী প্রচেষ্টা সফল হউক। ভারত তাহার এই নিজ-বৈশিষ্ট্যের দ্বারা সমগ্র বিশ্বের শান্তি-প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হউক, ইহাই আমার অন্তরের প্রার্থনা।

নিবেদন

বঙ্গের হিন্দু-সমাজে বেদশাস্ত্রের আলোচনার অভাব দেখিয়া বহুদিন যাবৎ হৃদয়ে দুঃখ অনুভব করিয়া আসিতেছিলাম। প্রচার-প্রভাবেই সাধারণের মধ্যে বেদ-শাস্ত্রের প্রতি অনুরাগ ও শ্রদ্ধা আনয়ন করা সম্ভব। কিন্তু বেদের পণ্ডিতগণ, তথা বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক প্রচারকগণ, এই বিষয়ে এক প্রকার উদাসীন। কোন কোন ধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দুসন্তান বেদ অধ্যয়নের ইচ্ছা পোষণ করিলেও বেদের ভাষা ও বিপুলত্ব নিবন্ধন সহজ প্রাথমিক গ্রন্থের অভাবে তাঁহার সেই ইচ্ছা হৃদয়েই বিলীন হইয়া যায়।

সহজ ও সুখবোধ্য পাঠের মধ্য দিয়া সাধারণ শিক্ষিত বঙ্গের হিন্দু নরনারী যাহাতে সংস্কৃত ভাষার জ্ঞানাভাবেও বেদের

প্রতি অনুরাগ পরায়ণ হইতে পারেন, তজ্জন্য এই প্রাথমিক "বেদের পরিচয়" গ্রন্থ লিখিয়া বঙ্গভূমির সর্ব্ব সম্প্রদায়ের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার প্রতি আমার নম্র নিবেদন এই যে, তাঁহারা বেদের প্রতি দৃঢ় শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হউন—বেদের সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করুন—বেদের মহিমা প্রচার করুন এবং বেদপুরুষের সেবানিরত হইয়া হিন্দুর মর্য্যাদা অক্ষুণ্ন রাখুন। ✓

"বেদের পরিচয়" লিখিতে আমি পূর্ব্বাচার্য্যগণের সনাতন শ্রৌতশাস্ত্র-পরম্পরাই অনুধাবন করিয়াছি। সায়ণাচার্য্যের 'উপোদ্ঘাত', উবটভাষ্য, মহীধরভাষ্য, মিশ্রভাষ্য, শতপথব্রাহ্মণ, গোপথব্রাহ্মণ, কাত্যায়নসূত্র, চরণব্যূহ, যাজ্ঞবল্ক্যশিক্ষা, জৈমিনীর মীমাংসাসূত্র প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়া এবং বেদশাস্ত্রের মদীয় শ্রদ্ধাস্পদ শিক্ষক বেদাচার্য্য শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপাঠক কাবলে মহোদয়ের সাহায্যে এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছি। মাধ্যন্দিনীয় শুক্লযজুর্বেদের বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যাই প্রথমে আরম্ভ করিয়াছিলাম। কিন্তু সেই গ্রন্থ অনুধাবন করতঃ তাহাতে অনুরাগবিশিষ্ট হইতে হইলে প্রথমে বেদশাস্ত্রের সাধারণ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। বেদ বিষয়ক জ্ঞানের স্বল্পতা নিবন্ধন সর্ব্বসাধারণ হিন্দু এই গ্রন্থ হইতে বেদের ন্যূনাধিক সংবাদ জ্ঞাত হইয়া যদি কিঞ্চিন্মাত্রও বেদের প্রতি আকৃষ্ট হন, তাহা হইলে তাঁহারা সমগ্র যজুর্বেদ যথাবিধি অধ্যয়ন করিয়া বৈদিক যজ্ঞে বঙ্গের গৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠা

করিতে যত্নশীল হইবেন, এই আশাবন্ধ লইয়া হিন্দুর হৃদয় আনন্দাবেগে জাগিয়া উঠিবে। সুতরাং এই বর্ত্তমান গ্রন্থ শুক্লযজুর্বেদ অধ্যয়নের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই পূর্ব্বাভাসরূপে লিখিত হইল।

সমগ্র শুক্লযজুর্বেদ ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিয়াছি। তাহা সমাপ্তির জন্য যজ্ঞেশ্বরের অনুকম্পা, গুরুর আশীর্ব্বাদ, সজ্জনগণের শুভেচ্ছা এবং বঙ্গের হিন্দু মাত্রেরই সহানুভূতির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছি। তাঁহারা আমার এই সেবা গ্রহণ করিলে নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করিব! শতপথব্রাহ্মণ ও কাত্যায়ণ সূত্রানুসারে শ্রুত্যুক্ত বিধানে উবটাচার্য্য ও মহীধর আচার্য্যের ভাষ্যানুযায়ী যজুর্বেদের 'বন-ব্যাখ্যা' লিখিবার সৎসাহস পোষণ করিতেছি। সেই ক্ষীণা চেষ্টার দৃষ্টান্তস্বরূপ এই 'বেদের পরিচয়' গ্রন্থের শেষ দুই অধ্যায়ে "পুরুষসূক্তের" এবং "ঈশোপনিষদের" বন-ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইল। পঞ্চশতোত্তর দ্বিসহস্র পৃষ্ঠায় সমগ্র শুক্ল যজুর্বেদের 'বন-ব্যাখ্যা' সম্পূর্ণ হইবে, আশা করিতেছি। আমি ভিক্ষুক সন্ন্যাসী; যদি কোন সহৃদয় বেদানুরাগী হিন্দুসন্তান সেই গ্রন্থ প্রকাশে সাহায্য করেন, তবেই আমি নিজ কর্ত্তব্য-বোধে চেষ্টার ফল বঙ্গের হিন্দুর করকমলে অর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারিব।

বেদশাস্ত্র অধ্যয়নে এবং সর্ব্বসাধারণের উপযোগী করিয়া বঙ্গভাষায় এই গ্রন্থ লিখিতে শ্রদ্ধেয় স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়

মহোদয় আমাকে প্রচুর উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন ; তজ্জন্য আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

পরিশেষে নিবেদন, প্রচারকার্য্যে বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ সময়ে এই গ্রন্থ মুদ্রিত হওয়ায় এবং অতি দ্রুত গতিতে মুদ্রণকার্য্য সম্পন্ন হওয়ায় কোন কোন স্থলে মুদ্রাকর প্রমাদ রহিয়া গিয়াছে। সুধী পাঠকগণ ত্রুটি গ্রহণ না করিয়া সংশোধন পূর্ব্বক পাঠ করিলেই কৃতার্থ হইব। ইতি—

রায়গঞ্জ,
অযোধ্যাধাম
২৯শে ফাল্গুন, ১৩৪৬ সাল
১৩ই মার্চ্চ, ১৯৩৯

নিবেদক
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিহৃদয় বন

বেদের পরিচয়

প্রথম অধ্যায়

প্রস্তাবনা

সে এক অতীত গৌরবের শান্তিময়ী কথা। জগতের সভ্যতা তখন এই স্নেহময়ী জননী-স্বরূপিণী পরমপূতভূমি আমাদের সমুজ্জ্বল ভারতবর্ষে চরম সীমা লাভ করিয়াছিল। গ্রীক্-সভ্যতার সংবাদ তখনও লোক-সমাজে পৌঁছায় নাই—জগৎ তখনও বিচলিত হয় নাই কুহকিনীর কুটিলনাট্যসম জড়-সভ্যতার মনোমুগ্ধকর বাহ্যিক চাকচিক্যে। এমন কি, বর্ত্তমান সময়ের তথাকথিত বহু সভ্য জাতির অস্তিত্ব পর্য্যন্ত তখন ছিল কি না সন্দেহ। আর যদিও সেই সকল জাতির কোনও অস্তিত্বের সংবাদ পাওয়া যায়, তাহাদের আচার-ব্যবহার, শিক্ষা-দীক্ষা, শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি বন্য পশু হইতে বিশেষ শ্রেষ্ঠ ছিল বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

ভারতের সেই গৌরব-রবি আজ পরমার্থাকাশের পশ্চিমাচলে অস্তমিতপ্রায়। অনন্ত ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়া আবহমান কাল যে পারমার্থিক সভ্যতার জয়-পতাকা আজও পর্য্যন্ত কোন-প্রকারে উড্ডীন রহিয়াছে, তাহাকে চিরতরে ধূলিসাৎ করিবার জন্য চতুর্দ্দিক হইতে যে প্রবলা বাত্যা উত্থিতা হইয়াছে, তাহার সর্ব্বগ্রাসিনী শক্তির হস্ত হইতে ভারতের সেই সর্ব্ব-প্রাচীন পরমার্থ-জয়পতাকা আজ রক্ষা করিয়া অভ্রভেদি-গিরিশৃঙ্গসম উন্নত রাখিবার জন্য কি সেই গৌরবে গৌরবান্বিত শতসহস্র ঋষি-সন্তান উন্নতমস্তকে স্ফীতবক্ষে উঠিয়া দাঁড়াইবেন না? নিভৃতে নির্ঝরিত বক্ষ-ভাসান চক্ষের তপ্তবারি মুছিয়া ফেলিয়া অতীত গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য কি আর্য্য-পুত্রগণ প্রবলোৎসাহে বিপুলা চেষ্টার আবাহন করিবেন না?

সেই পারমার্থিক গৌরব কেবল মাত্র আর্য্যসন্তানগণেরই সম্পত্তি নয়; সমগ্র বিশ্ব—যাবতীয় চেতনাচেতন জগতের প্রাণীই অনাদিকাল হইতে ভারতের ভাগ্যাকাশে উদিত পরমার্থ-রবির কিরণে উদ্ভাসিত, জ্যোতিতে অনুপ্রাণিত ও আকর্ষণে নিত্য-শ্রেয়ের পথে পরিচালিত। এই আদি-আদিত্যেরই অতি ক্ষুদ্র কিরণচ্ছটায় পথ দেখিয়া পরবর্ত্তী কালের পথভ্রষ্ট দিশাহারা বহু জীবকে পথ প্রদর্শনের প্রয়াস পাইয়াছেন কতশত আচার্য্য, ধর্ম্মগুরু ও ধর্ম্মমত-প্রবর্ত্তক। নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিলে ইহা সহজেই প্রমাণিত হয় যে, তাঁহাদের

যাবতীয় শিক্ষা, ধর্ম্মোপদেশ ও প্রচারপ্রচেষ্টার অশেষ যত্ন জ্ঞাতাজ্ঞাতভাবে এই পারমার্থিক ভারতেরই অফুরন্ত আদি রত্ন-ভাণ্ডার হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে সেই অমূল্য রত্নরাজির সনাতনী বীর্য্যবতী কথার আলোচনাভাবে তাহা বিস্মৃতির অগাধ জলধিগর্ভে নিক্ষিপ্ত দেখিয়া অনেক সদয়-হৃদয়, ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জনের শঙ্কার কারণ হইয়াছে এবং এই জন্যই সেই অপ্রাপ্য রত্ন-ভাণ্ডারের গভীরতম তলদেশ হইতে দুই একটি মাত্র রত্ন আহরণ করিয়া তাহার দিগ্‌দর্শন করিবার জন্য বর্ত্তমান প্রয়াস। অতীত গৌরবের মূলভিত্তি হইল ঋষিসন্তান-গণের হৃদয়-ধন বেদশাস্ত্র ও তাহার শিক্ষা। এ হেন বেদশাস্ত্র কি, ইহার উৎপত্তি কি প্রকারে হইয়াছিল এবং ইহাতে আছেই বা কোন্ রত্ন কি ভাবে নিহিত, তাহা উদ্‌ঘাটনের প্রযত্ন করিব সকলের বোধগম্য সহজ-সরল বঙ্গভাষার মধ্য দিয়া, যাহাতে বাঙ্গালার আর্য্যসন্তান বেদ-রত্নাভরণে সজ্জিত হইয়া দাঁড়াইতে পারেন সহাস্যবদনে বেদপুরুষের সম্মুখে।

বেদসংহিতা তুলিয়া ধরিয়াছেন বিশ্বদরবারের সম্মুখে সকলপ্রকার হিতকর বস্তুর সারপদার্থটী। যদি কিছু জগতে গ্রহণীয় হয়, তবে মঙ্গলকামীর পক্ষে বেদশাস্ত্রই সর্ব্বাগ্রণী! যদি সর্ব্বকল্যাণকর অবিনশ্বর পরম-রত্নের সন্ধান করিতে হয়, তবে বেদই তাহা সম্যক্ প্রদান করিতে যোগ্যতম বলিয়া চির-পরিচিত। ভারতের ঋষিসন্তানগণের নিত্যধর্ম্মের মূল ও

অবলম্বনস্বরূপ এই বেদ। রাক্ষসী-স্বরূপিণী পাপিয়সী নাস্তিকতা স্বতঃই পরমশত্রুর ন্যায় মানব-জাতিকে ধর্ম্মপথ হইতে বিচ্যুত করিয়া অন্তিমে ভগবদ্বিদ্বেষে নিযুক্ত করিতে যত্নবতী; তাহার এই অকল্যাণকারিণী চেষ্টার হস্ত হইতে রক্ষা করিতে বেদই সর্ব্বোত্তম শক্তিশালী বান্ধব। সনাতন সিদ্ধান্তের বেদই এক-মাত্র আগম এবং পরোক্ষ-বস্তুর বিভিন্ন ধর্ম্মাদির তারতম্যবিচারে ভ্রমশূন্যতা সূচনাকারী বেদ। পুরাকালে কতশত মহর্ষি-রাজর্ষিই না বেদপ্রভাবে সংসারে সুখ-সম্পত্তির অধিকারী হইয়াও অন্তিমে পরাৎপর ভগবানের অশোক-অভয়-চরণামৃত-পানে প্রমত্ত হইয়া নিত্য-কল্যাণ প্রাপ্তিতে ধন্যাতিধন্য হইয়াছিলেন। গোভিল-আশ্বলায়ন-মনু-প্রভৃতি কত কত মহর্ষি বেদের বিধি-নিষেধ-বাক্য অনুশীলন করিয়া সূত্র-সংহিতা, স্মৃতি-শাস্ত্রাদি রচনা করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়া গিয়াছেন—মার্কণ্ডেয়-ব্যাসাদি উপদেষ্টৃগণ বেদের আখ্যায়িকাভাগ পল্লবিত করিয়া বিবিধ বিস্তৃত ইতিহাস-পুরাণাদি প্রচার করিয়া বিশ্বের মহা-মঙ্গল বিধান করিয়া গিয়াছেন—কঠ-বাল্মীকি প্রভৃতি মুনিগণ বেদের কবিত্বের আশ্রয় করিয়াই "আদি-কবি" বলিয়া যশঃ অর্জ্জন করিয়াছেন—যাজ্ঞবল্ক্য-পাণিনি প্রভৃতি মনীষিগণ বেদের বোধ সরল করিবার মানসে কতই না পরিশ্রম করিয়া ব্যাকরণ-শাস্ত্র প্রচার করিয়া গিয়াছেন—স্থৌলাষ্ঠীবী-শাকপূনি-যাস্ক প্রভৃতি ঋষিগণ বেদের শব্দার্থ হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্য

অঙ্কশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন—বেদের ভাবগত বিবাদ মীমাংসা করিয়া জৈমিনি প্রভৃতি মহামুনিগণ শিষ্যপরম্পরায় অটুটকীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন—মহর্ষি-কপিলাদি যোগিগণও বেদের দোহাই না দিয়া চলিতে সমর্থ হন নাই এবং বেদের কোটী অংশের এক অংশ আশ্রয় করিয়াই বর্ত্তমানকালে কতশত ব্যক্তিই না সাহিত্যিক, কবি, জ্ঞানী, ধার্ম্মিক প্রভৃতি আখ্যায় যশঃশোভা লাভ করতঃ সৌভাগ্যার্জ্জন করিয়াছেন। এই বেদশাস্ত্রের অধ্যয়ন হইতেই পুরাতন আর্য্যগণ বহুপ্রকার অস্ত্র-শস্ত্র ব্যোমযান-ধূমযানাদি আবিষ্কার করিয়া তাঁহাদের কার্য্যকুশলতার পরিচয় দিয়াছেন। যে আর্য্যাবর্ত্তে শতসহস্র রাজবিপ্লব, রাষ্ট্রবিপ্লব, বিধর্ম্মীর কূটনাট্য, ম্লেচ্ছের কূটনীতি সত্ত্বেও বেদ-ভাস্কর এতাবৎকাল সমুজ্জ্বল থাকিয়া আজ তমসাবৃত হইতে বসিয়াছেন, সেই অতীতের পরমগৌরবস্বরূপ বেদসংহিতার পরিচয় জ্ঞাত হইতে এবং তাঁহার মর্য্যাদা রক্ষার্থে কঠিনতম হৃদয়ও কি কাঁদিয়া না উঠিবে? আজ এই মহাদুর্দ্দিনে বাঙ্গালার আর্য্যসন্তানগণের হৃদয় কি এই ক্ষোভ-বারিতে বিগলিত হইবে না? আমরা নিকট ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য করিয়া আশাবন্ধ মাত্র পোষণ করিতেছি।

পরমকারুণিক শ্রীভগবানের পাদপদ্মমধুপানে বিমুখ এবং বিপথগমনকারিণী দাসীস্বরূপিণী অঘটন-ঘটন-পটীয়সী পরমা দুস্তরা ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার ঘৃণ্যপদ-লেহনে সতত নিরত

স্বরূপবিভ্রান্ত ত্রিতাপক্লিষ্ট বদ্ধ-জীবকুলের মধ্যে মানব-জাতিই শ্রেষ্ঠ। বিচার করিলে দেখা যায় যে, এই মানব-সমাজ ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির তুলাদণ্ডে চারভাগে বিভক্ত। অতি স্বল্পসংখ্যক লোকই বর্ত্তমান কলিহত জগতে আছেন যাঁহারা নিত্য-মঙ্গলস্বরূপ শ্রীভগবানের অনুকম্পায় সেশ্বর-নৈতিক-জীবন যাপন করিয়া শ্রেয়ঃপথাশ্রয়ে পরমা গতি লাভের জন্য উন্মুখ; অনেকেই আছেন যাঁহারা ভজন তো দূরে থাকুক্, ভগবানের অস্তিত্বে পর্য্যন্ত বিশ্বাস করেন না —না আছে তাঁহাদের আত্মবল আর না আছে তাঁহাদের নৈতিক ও মনোবল—দৈত্যপ্রকৃতি-সদৃশ সেই নিরীশ্বর নীতিবিহীন নাস্তিককুল সমাজের মহা অকল্যাণকারী; তৃতীয় শ্রেণীর লোক যদ্যপি নিরীশ্বরবাদী বা নাস্তিক, তথাপি নৈতিক ও মানসিক বলে বলীয়ান্ হইয়া প্রতিমুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তনশীল হেয় জগতে সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়ক অকিঞ্চিৎকর বস্তুর উন্নতি সাধনে ক্ষণভঙ্গুর সুখস্বচ্ছন্দ প্রদান করিয়া পরোপকার-ব্রতে আগ্রহান্বিত, আর চতুর্থ শ্রেণীর ব্যক্তি জগতে এখনও অনেক আছেন, বিশেষতঃ ধর্ম্মক্ষেত্র এই ভারতভূমিতে, যাঁহারা সমগ্র ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্য-ঔদার্য্য-বিগ্রহ সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের অচিন্ত্য শক্তিতে বিশ্বাস-পরায়ণ এবং স্বভাবের নিত্য রাজ্য হইতে অভাবের ভূমিকায় হৃদয়-দৌর্ব্বল্য বশতঃ স্খলিতপদ হইলেও পরমার্থ-পথের পথিক হইয়া বিশ্বের যাবতীয় জীবের ইহ-

পরকালের সুযোগ সুবিধা প্রদানে নিষ্কপট পরোপকারব্রত। এই চতুঃশ্রেণীর মানবগণের মধ্যে প্রথম শ্রেণীই সর্ব্বোত্তম এবং দ্বিতীয় শ্রেণীই সর্ব্বনিকৃষ্ট। মায়ার প্রলোভনে মুগ্ধ বদ্ধজীবগণ অসচ্চিন্তা-হৃদয়দৌর্ব্বল্য-দ্বিতীয়াভিনিবেশ-দেহাত্মবুদ্ধি দোষ-চতুষ্টয়ে ক্লিষ্ট হইয়া আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনাদি কার্য্যে ব্যস্ত। সুতরাং বেদসমুদ্রের নিম্নতমভাগে লুক্কায়িত পরমার্থরত্ন সংগ্রহে তাঁহাদের সময় কোথায়?—সময় থাকিলেও আগ্রহ কোথায়? এবং কাহার কাহার আগ্রহ থাকিলেও যোগ্যতাভাবে সৎসাহস কোথায়? এই প্রকারের সর্ব্বস্বহারা মৃতপ্রায় বঙ্গসন্তানের যদি বেদালোচনায় কিঞ্চিন্মাত্রও উৎসাহ জাগ্রত হয়, তবে অদূর ভবিষ্যতে যে আশার ক্ষীণা রেখা দৃষ্টা হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? যে 'সুজলা-সুফলা' বঙ্গমাতার পুণ্যস্রোতে ভাসিয়াছিল একদিন তাঁহার কৃতিসন্তানগণের গৌরব-গাথা, তাহার মূলে ছিল বেদানুরাগ। যে আর্য্যাবর্ত্তে একদিন 'গভীর ওঁকারে সাম-ঝঙ্কারে কাঁপিত দূর বিমান'---যেখানে বেদ-ধ্বনিতে চেতনাচেতন জগৎ মুখরিত হইত---যে দেশের বেদগানের মূর্চ্ছনা সুপ্তহৃদয়েও দিব্যভাব উদ্দীপিত করিত---যে পূত-বেদভূমির এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত দ্বিজগণ-মুখোচ্চারিত ঋক্-যজুঃ-সামমন্ত্র দিগন্ত সঞ্জীব করিয়া ব্রহ্মাণ্ড ভেদপূর্ব্বক পরব্যোমের দিকে আনন্দের আবেগে জীবন-গতি পরিচালিত করিত—যে ধর্ম্মক্ষেত্রে যজ্ঞবেদীতে যাজ্ঞিক ঋত্বিক্-অধ্বর্য্যুগণের অর্পিত আহুতি মন্ত্রের সহিত ধূমায়িত

অগ্নির লেলিহান জিহ্বার অগ্রভাগ হইতে এক দিব্যগন্ধ নিঃসৃত হইয়া ভূর্লোকবাসিগণকে পুলকিত ও দ্যুলোকবাসী দেবগণের আনন্দ বিধান করিয়া যজ্ঞেশ্বর শ্রীহরির জয়গাথাকে সুষমাযুক্তা করিয়া দিত, সেই বেদশাস্ত্রে কি নিগূঢ় তত্ত্ব আছে, তাহা জ্ঞাত হওয়া সকল শ্রেয়স্কামীরই নিত্যাবশ্যকীয় ব্যাপার।

শ্রেয়ঃ ও প্রেয়োভেদে জগতের বস্তু দ্বিবিধ। তন্মধ্যে অনেকেই প্রেয়ের প্রার্থী—যাহা যাঁহাকে প্রীতি প্রদান করে, তাহা বরণ করা জীবের স্বাভাবিকী বৃত্তি। কিন্তু বিচার্য্য বিষয় এই যে, জগতের প্রিয়বস্তু কি সর্ব্বসময়ে আমাদের নিকট হিতকর হয়? বস্তুতঃ, শ্রেয়ঃ বস্তু আমাদের বর্ত্তমান রসনার তৃপ্তি বিধান করে না; যেমন, রুগ্ন ব্যক্তি অম্ল মধুর সুস্বাদু খাদ্য গ্রহণ করিতে আকাঙ্ক্ষা করেন, কিন্তু তৎপ্রকারের প্রিয়বস্তু যে তাঁহার মৃত্যুকে নিকটে আহ্বান করিবে, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন না; আবার, সেই রুগ্ন ব্যক্তির রোগারোগ্যকরণযোগ্য তিক্ত-ঔষধ তাঁহার রসনার তৃপ্তি বিধান না করিলেও অন্তিমে তাহাই তাঁহার ক্লেশকর রোগ প্রশমিত করিবে। এই বিশ্বে এমন কোন প্রাকৃতিক বস্তু লভ্য হয় না, যাহা সর্ব্বপ্রাণীর পক্ষে সর্ব্বাবস্থায় যুগপৎ মধুর ও উপকারী। কিন্তু অনুসন্ধান করিলে জ্ঞাত হওয়া যাইবে যে, এক নিত্য-সুস্বাদু ও পরম-মঙ্গলপ্রদ বস্তু গুপ্ত আছে ঐ বেদ-বাক্যের অন্তরালে।

এমন যে আমাদের জীবনসর্ব্বস্ব পরম মঙ্গলের আশ্রয়স্বরূপ

এই বেদ-মহামণি, তাহা কোন এক সময়ে ভারতের প্রতি-ঘরে প্রতি-শরীরে শিরোরত্নরূপে দেদীপ্যমান ছিল। সর্ব্বত্র তখন বেদধ্বনিতে মুখরিত হইত—প্রতি বর্ষে অসংখ্য যজ্ঞ সম্পাদিত হইত। কাহারও কোন প্রকারের শঙ্কা ছিল না। আস্তিকতা ও ধর্ম্মভাবে দেশ ভরপূর ছিল এবং সার্থ-সুস্বরসমন্বিত বেদসংহিতা তখন দ্বিজাতিগণের কণ্ঠাগ্রে থাকিত। কিন্তু সময় চিরদিন এক রকম থাকে না; কালক্রমে বৈদিক ক্রিয়া অজ্ঞান অন্ধকারে আচ্ছাদিতা হইতে লাগিল। যে দেশে অসংখ্য বেদজ্ঞ ছিলেন, সেখানে আজ বহু অনুসন্ধান করিলে ক্বচিৎ কোথাও দুই একজন মাত্র বেদজ্ঞ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে আবার মন্ত্রার্থ-জ্ঞানসহ সুবেদজ্ঞ অতি বিরল—পাঠমাত্র জ্ঞাতা বৈদিকই অধিক। যদি এই সময় একজন সাম-বেদজ্ঞের প্রয়োজন হয়, তবে অনুসন্ধান করিয়া প্রাপ্ত হওয়া এক দুরূহ ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। বারাণসী হইতে কান্যকুব্জ পর্য্যন্ত যে দেশ বেদবিদ্যার ভাণ্ডার ছিল, সেই বারাণসীতেই বা অযোধ্যাদি ধর্ম্মক্ষেত্রে বর্ত্তমান সময়ে দুই একজন মাত্র বেদজ্ঞ পাওয়া যায়।

হিন্দুধর্ম্মান্তর্গত বিভিন্ন সৎসম্প্রদায়ের বিদ্বৎ-সমাজ স্ব স্ব সাম্প্রদায়িক বন্ধনে এত ব্যাপৃত হইয়া পড়িয়াছেন যে, বেদ কি বস্তু এবং তাহাতে কি আছে তৎসম্বন্ধে তাঁহাদের কৌতূহল পর্য্যন্ত জাগ্রত হয় না। তাঁহারা স্বীয় সাম্প্রদায়িক ভজনের নামে বেদাধ্যয়নে সময় বৃথা নষ্ট হইবে প্রভৃতি বাক্যের প্রচারদ্বারা স্বীয়

ভজনোৎকর্ষ্য প্রতিপন্ন করিয়া ভজনানন্দী নামের প্রতিষ্ঠা লাভের গুপ্তা আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়াই বেদের প্রতি তাচ্ছিল্য করত শ্রুতিশাস্ত্র-নিন্দনরূপ অপরাধ করিতেও ক্রুটী করেন না। কত বড় দুঃখের বিষয় যে, এক এক সাম্প্রদায়িক গ্রন্থের উপর বিংশাধিক টীকা-টিপ্পনী হইয়া গিয়াছে, কিন্তু ভগবৎ-বিষয়ক জ্ঞানের যে মূল আশ্রয়—সর্ব্বশাস্ত্রের যে প্রাণস্বরূপ—যাবতীয় সম্প্রদায়প্রবর্ত্তক জগদ্‌গুরু আচার্য্যগণের প্রতিপাদ্য বিষয়ের যে মূলাধার, সেই বেদের অর্থবিস্তারের নিমিত্ত দুই চার ভাষ্যও পাওয়া যায় না। উবট, সায়নাচার্য্য, মহীধর এবং ইদানীন্তন পণ্ডিত মিশ্র ও স্বামী দয়ানন্দ ব্যতীত বেদার্থ-জ্ঞানার্জ্জনের নিমিত্ত কয় জন সাম্প্রদায়িক মহাত্মা বেদ ব্যাখ্যা করিবার জন্য জীবন নিয়োগ করিয়াছেন? আজ এই সুবিস্তীর্ণ ভারতবর্ষে সুবেদজ্ঞ বিদ্বানের এক রকম সম্পূর্ণ অভাব বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। তথাপি হৃদয়ে আশাবন্ধ পোষণ করিতেছি যে, আবার এমন এক সময় আসিবে যখন কালচক্রের গতির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বৈদিক যুগের সুষমা বিস্তারিতা এবং সর্ব্ব জগতে বেদের নিগূঢ় ধর্ম্ম প্রসারিত হইয়া, অতীতের গৌরব-বিজয়-ডঙ্কা নিনাদিত করিবে। এই জন্য এখন হইতেই ধর্ম্মপ্রাণ পণ্ডিতগণের মধ্যে বেদ-বিদ্যার আলোচনা হওয়া বিশেষ আবশ্যক। ইহা হইতেই জীবের পরম মঙ্গল সাধিত হইবে।

বেদজ্ঞ ও বেদধর্ম্মের অভাব হেতুই আজ দেশে বহুপ্রকারের

মত-মতান্তর লইয়া সাম্প্রদায়িক কলহ। কলহে ও পরস্পর দোষ-নির্দ্দেশ-কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া ঐ প্রকার ধর্ম্মপ্রচারকগণ ধর্ম্মের মূল শাস্ত্র, যাহা হইতে বিশ্বচরাচর ও যাবতীয় ধর্ম্মভাব ও সাধন-পদ্ধতির উদ্ভব হইয়াছে, তাহার আলোচনা, এমন কি সেই বেদ-গ্রন্থ একবার চক্ষে মাত্র দেখিবারও অনেকেই অবসর পান না। সঙ্কীর্ণতায় অন্ধীভূত সাম্প্রদায়িকগণের চিত্ত পরস্পর নিন্দাবাদে মলিন ও অবশেষে হিংসানলে দগ্ধ হইয়া যায়। তাঁহারা তখন পরমার্থপথ হইতে বিচ্যুত হইয়া বাহ্যিক ধর্ম্মের আবরণে অতি ঘৃণ্য কুকার্য্যে ব্রতী হইতে কুণ্ঠিত হন না। সাম্প্রদায়িক রহস্যালোচনা ও তৎসিদ্ধান্তে সুদৃঢ় নিশ্চয়তার যে আবশ্যকতা নাই, এমন কথা নয়। কিন্তু বক্তব্য এই যে, যে মূলাধার হইতে যাবতীয় সম্প্রদায়ের উদ্ভব, সেই ভগবৎস্বরূপ বেদশাস্ত্রের প্রতি লক্ষ্য রাখা সাম্প্রদায়িক সজ্জন পণ্ডিতগণের উচিত। ভগবদ্দত্তা সর্ব্বাদি, মূলাশ্রয়স্বরূপা, ভগবানের সাক্ষাৎ মুখ-নিঃসৃতা বেদবাণীর অনুসন্ধান, আলোচনা ও তদর্থবোধের প্রয়াস ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচার পরিত্যাগ করিয়া প্রশান্ত ও প্রশস্ত হৃদয় প্রত্যেক ধর্ম্মানুরাগী সাম্প্রদায়িকগণ গ্রহণ করিলে, ভারতের মেঘাবৃত বেদ-ভাস্কর আবার সহাস্যবদনে আমাদের প্রতি তদীয় দিব্যজ্ঞান-কিরণ বিতরণ করিবেন।

আজ বাঙ্গালার ব্রাহ্মণসমাজের দুর্গতির সীমা নাই। ইষ্টি, যজ্ঞাদি করা দূরের কথা, এমন কি নিত্য-নৈমিত্তিক সন্ধ্যাবন্দনা ও

পঞ্চযজ্ঞের পর্য্যন্ত লোপ হইতে বসিয়াছে। নাস্তিক্যবাদ রাষ্ট্র-নীতির ভিতর দিয়া জগৎকে পশুত্বের দিকে লইয়া চলিয়াছে। ভারতের আর্য্যগণ যদি ঐভাবে বেদবিহীন-দেশ ও জাতির অনুকরণে রাষ্ট্রনীতিতে নিমজ্জিত হন, তাহা হইলে পরমার্থ-ভারতের, তথা বিশ্বের, এক মহা-অন্ধকার যুগ উপস্থিত হইবে। ভারত ও ভারতের আর্য্য- ঋষিসন্তান হিন্দুগণ বেদ-ধর্ম্মের ভিত্তি উৎপাটিত করিয়া স্বারাজ্যলক্ষ্মীর কৃপা কখনও পাইতে পারিবেন না। ভারতে বেদরাজ্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবে।

যেদিন বেদ-ধর্ম্ম আমাদের নিকট হইতে অনেক দূরে সরিয়া পড়িল, সেই দিন হইতে অনেক স্বার্থপরায়ণ ব্যক্তি স্বীয় প্রাকৃত প্রয়োজনসিদ্ধির উদ্দেশ্যে বেদের অনেক কদর্থ করিয়া বেদধর্ম্মের নামে বেদের প্রকৃত অর্থের প্রতি কুঠারাঘাত করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। বর্ত্তমান যুগের তথাকথিত সভ্যতা, বৈদিক আচার-ব্যবহার, শৌচাশৌচবিচার, যজ্ঞানুষ্ঠান-পূজন-পঠন-জপ-তপাদি-বর্জ্জিতা হইয়া সর্ব্বসাধারণকে মনোমুগ্ধকর আপাত সুখপ্রদ বস্তুর প্রলোভনে প্রলুব্ধ করিয়া নিত্যকল্যাণ হইতে চিরবঞ্চিত করিতে কৃতসঙ্কল্প। এহেন দুর্দ্দিনে বেদ কি বস্তু এবং তাহাতে কি তথ্য ও সিদ্ধান্ত আছে, তাহা হিন্দুমাত্রেরই অবগত হওয়া অত্যাবশ্যক।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বেদের উৎপত্তি

কোন বস্তুর উৎপত্তি-বিষয়ক-জ্ঞানার্জ্জনে জগতে সাধারণতঃ দ্বিবিধ পন্থা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রপঞ্চের পরিবর্ত্তনশীলা ভৌম-ভূমিকায় অবস্থিত হইয়া স্থূল কর্ম্মেন্দ্রিয় ও সূক্ষ্ম জ্ঞানেন্দ্রিয়ের প্রভাবে দৃশ্যমান প্রকৃতি-জাত বস্তু হইতে অপ্রাকৃত ও অতীন্দ্রিয় পদার্থের অনুমানাদি-সিদ্ধ অনিশ্চিত জ্ঞান আরোহপথাবলম্বনে বদ্ধ জীবের লভ্য, আর স্বতঃসিদ্ধ বাস্তব-সত্য অধোক্ষজ স্বরাট্ বস্তু শ্রীভগবান্ ও ভগবজ্জ্ঞান স্বপ্রকাশ বলিয়া শ্রোত্রিয় ও ব্রহ্ম-নিষ্ঠ নিত্যমুক্ত জগদ্গুরু মহাজনের প্রদর্শিত পথে সেবকের শুদ্ধান্তঃকরণে তদীয় প্রণিপাত-পরিপ্রশ্ন-সেবাবৃত্তির ফলে অভ্রান্ত ও সুষ্ঠুরূপে প্রকাশিত হন—ইহাকে অবরোহ বা শ্রৌতপন্থা কহে। অমাবস্যার নিবিড় অন্ধকারে দ্বিপ্রহর রজনীতে জাগতিক বৈদ্যুতিক প্রদীপের সাহায্যে গগনের রবি দর্শনের বৃথা

প্রয়াসই অতীন্দ্রিয় বস্তু ও তৎসম্বন্ধীয় জ্ঞান লাভের জন্য উক্ত আরোহ-পথ বলা যাইতে পারে; আবার, অরুণোদয়ে পূর্ব্বাকাশে উদিত অংশুমালী স্বীয় কিরণচ্ছটায় দিগ্‌দিগন্ত উদ্ভাসিত করিয়া দর্শকের নিকট যেমন স্ব-স্বরূপ স্বতঃই প্রকাশ করে, তদ্রূপ স্বরাট্‌ ভগবান্‌ প্রণত ও নিষ্কপট অনুসন্ধিৎসু দৃঢ়শ্রদ্ধ ব্যক্তির নিকট সদ্‌গুরু পারম্পর্য্যেই অবিকৃতভাবে প্রকাশিত হন। ইহার নাম অবরোহ-পথ।

বেদের উৎপত্তি সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত স্থির করিতে যাইয়া পারমার্থিক হিন্দু-সমাজ জগৎসৃষ্টির প্রারম্ভ হইতেই অবরোহ বা শ্রৌতপন্থাবলম্বনে বেদের নিত্যত্ব ও অপৌরুষেয়ত্ব স্বীকার করিয়াছেন। বেদ বলিতে ভগবজ্‌জ্ঞান নির্দ্দেশ করে—সেই অখণ্ড-অদ্বয়জ্ঞান পরব্রহ্ম-পরমাত্মা হইতে অভিন্ন। পরব্রহ্ম যেমন প্রাকৃত দেশ-কাল-পাত্রের অতীত হইয়া নিত্য বিরাজমান, ভগবজ্‌জ্ঞানও তদ্রূপ শাশ্বত, পূর্ণ ও অভ্রান্ত হইয়া কালাতীত। সৃষ্টির প্রারম্ভে ভগবান্‌ যদ্যপি বেদ ব্রহ্মার হৃদয়ে উদয় করাইয়াছিলেন এবং তদবধি গুরুপারম্পর্য্যে শ্রৌতপথে জগতে তাহার অপ্রতিহত প্রবাহ চলিয়া আসিয়াছে, তথাপি বেদের উৎপত্তি জগৎসৃষ্টির প্রথমেই হইয়াছিল—ইহাও বলা যাইতে পারে না। ভগবান্‌ যেমন তৎপূর্ব্বেও নিত্যকাল বর্ত্তমান, বেদও অব্যক্ত অবস্থায় সৃষ্টির পূর্ব্বে বর্ত্তমান। এই জন্য বেদকে নিত্য ও অপৌরুষেয় বলা হয়। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য তদীয় পরমা বিদুষী স্ত্রী

মৈত্রেয়ীকে উপদেশ করিয়াছিলেন—"হে মৈত্রেয়ি! মহত আকাশাদপি বৃহতঃ পরমেশ্বরস্যৈব সকাশাদৃগ্বেদাদিবেদচতুষ্টয়ং নিঃশ্বাসবৎ সহজতয়া নিঃসৃতমস্তীতি বেদ্যম্। যথা শরীরাচ্ছ্বাসো নিঃসৃত্য পুনস্তদেব প্রবিশতি তথৈবেশ্বরাদ্বেদানাং প্রাদুর্ভাব-তিরোভাবৌ ভবত ইতি নিশ্চয়ঃ॥" অর্থাৎ মানব-শরীরের শ্বাস-প্রশ্বাস যেমন সহজ, মহৎ আকাশ হইতেও বৃহৎ সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বর হইতে, হে মৈত্রেয়ি! জগদুৎপত্তির প্রারম্ভে ঋগ্বেদাদি বেদচতুষ্টয়ের আবির্ভাব এবং প্রলয়ে তাঁহাতেই তিরোভাবও তদ্রূপই স্বাভাবিক। অথর্ব্ববেদের দশম-কাণ্ডের ত্রয়োবিংশ-প্রপাঠকে চতুর্থ-অনুবাকের সপ্তম-সূক্তের বিংশ-মন্ত্রেও এইরূপ আছে—

"যস্মাদৃচো অপাতক্ষন্ যজুর্য্যস্মাদপাকষন্।
সামানি যস্য লোমান্যথর্বাঙ্গিরসো মুখম্।
স্কম্ভং তং ব্রূহি কতমঃ স্বিদেব সঃ॥"

—অথর্ব্ববেদ

অর্থাৎ সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর হইতে ঋক্-যজু-সাম-অথর্ব্ব বেদচতুষ্টয় উৎপন্ন হইয়াছে—এই পরমপুরুষের বদনতুল্য অথর্ব্ব-বেদ, লোমসম সামবেদ, হৃদয়সদৃশ যজুর্ব্বেদ এবং প্রাণতুল্য

ঋগ্বেদ। এমন পুরুষ কে, যাঁহা হইতে বেদের উৎপত্তি? উত্তরে 'স্কম্ভ' শব্দদ্বারা পরমেশ্বরই নির্দ্দিষ্ট হন।

পারমার্থিক আস্তিক হিন্দুগণ বেদের নিত্যত্ব ও উৎপত্তি সম্বন্ধে এবম্বিধ শাস্ত্রপ্রমাণমূলে গুরুপরম্পরায় বিশ্বাস ও স্বীকার করেন। আর আধ্যক্ষিক কেবল মাত্র যুক্তিবাদী আরোহপথাবলম্বী বেদবাদরত প্রাচ্য ও প্রতীচ্য পণ্ডিতগণ বেদের কাল-নির্ণয়ে বহু মত-মতান্তর উপস্থিত করিয়াছেন। বেদের শিক্ষা, উদ্দেশ্য ও প্রতিপাদ্য বিষয় যখন নিত্য-সত্য বাস্তব-বস্তু ভগবান্, তখন অবাস্তব-রাজ্যের সীমাবদ্ধ ভূমিকায় দণ্ডায়মান হইয়া অসম্যক্ আরোহ-পথে বাহ্যিক প্রমাণাদিদ্বারা বেদের সিদ্ধান্তনিরূপণ বা কালনির্দ্দেশদ্বারা অজ্ঞ-সমাজে বিজ্ঞ বলিয়া খ্যাতি অর্জ্জন বা তাহার তাৎকালিক ও প্রাকৃতিক ক্ষণভঙ্গুর আপেক্ষিক মূল্য থাকিলেও পারমার্থিকগণ তাহার বিশেষ আদর করেন না। চিৎসাহিত্য ও জড়-সাহিত্যালোচনা সমপর্য্যায়ে বিবেচিত হইলে আকারে সামঞ্জস্য এবং বস্তুগত বিভেদত্ব নিবন্ধন খদ্যোতে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ-ভ্রমরূপ বিবর্ত্ত উৎপাদন করিবে। ভ্রম-প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সা-করণাপাটব দোষচতুষ্টয়যুক্ত পণ্ডিত-সমাজের জড়-সাহিত্যে আত্মশ্লাঘা শোভা পাইলেও চিৎসাহিত্য-জগতে তাঁহারা কতটুকু স্থান পাইতে পারেন, তাহার নিরপেক্ষ বিচার হওয়া আবশ্যক।

ভট্ট-মোক্ষ-মূলার, ম্যাক্‌ডোনাল্ড প্রভৃতি জড়-সাহিত্যিকগণের

বেদালোচনার প্রভূত প্রচেষ্টা ভূয়সী প্রশংসাযোগ্যা সন্দেহ নাই। কিন্তু বেদের নিগূঢ় তথ্য, সিদ্ধান্ত ও প্রতিপাদ্য বিষয়ের সুষ্ঠু জ্ঞান উপলব্ধি আর্য্য ঋষিগণেরই হইয়াছিল। বেদ-গ্রন্থ লিখিত অক্ষরে কোন্ সময়ে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল, সঠিক স্থিরীকৃত হইলেও তাহা হইতে বেদের সময় নির্দ্দেশ করা সম্ভব নয়। জড়-সর্ব্বস্ববাদের যুগে বহিঃপ্রজ্ঞা প্রচালিত পথে চলিতেই মানবের স্বাভাবিকী বৃত্তি; সুতরাং কোন পণ্ডিত, বিশেষতঃ কোন বৈদেশিক আবার আমাদের জীবনসর্ব্বস্ব পরমার্থরাজ্যের বেদ-রত্ন সম্বন্ধে কি বলেন, তাহার আদর করিতেই আমাদের প্রগাঢ়ানুরাগ। কিন্তু তত্ত্বতঃ বস্তুর অনুধাবন করার প্রবৃত্তি স্বল্প সংখ্যক লোকের হইলেও, তাহাই আদরণীয়। অদ্য যদি কোন বিষয়ের সংবাদ কোনও ব্যক্তি অন্য দশব্যক্তিকে বলেন এবং তাহারা যদি সেই শ্রুত কথা দশ বৎসর পরে লিপিবদ্ধ করেন, তাহা হইলে যেমন পরবর্ত্তীকালের পাঠকগণ সেই দশ বৎসর পরে লিখিত সংবাদের উদয় কাল যে অদ্যই, তাহাই বলিবেন, এবং প্রথম লিখা হইয়াছিল অদ্যাবধি দশ বৎসর পরে, তদ্রূপ বেদের উৎপত্তিকাল বলিতে গেলে সৃষ্টির অভ্যুদয়ের প্রথমে ভগবৎকীর্ত্তিত ও ব্রহ্মার দ্বারা শ্রুত সময়কেই ইহ জগতে বেদের উৎপত্তির কাল নির্দ্দেশ করা যায়। পরে কোন্ সময়ে বেদব্যাস বেদ বিভক্ত করিয়া লিখিয়াছিলেন, এবং কোন্ সময়ে কোন্ ব্যক্তি কোন্ পুঁথিতে বেদমন্ত্র হস্তলিপিতে দিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে কতকগুলি প্রামাণিক

এবং কতক আনুমানিক বলা যাইতে পারে। যেমন, কেহ বলেন বেদের উৎপত্তি খৃষ্টপূর্ব্ব ২৪০০ বৎসর, কেহ বলেন খৃঃ পূঃ ২৬০০ বৎসর, কাহারও মতে খৃঃ পূঃ ৩০০০ বৎসর, আর কাহারও মতে ৩১০০ বৎসর। স্ব স্ব দেশ, সমাজ ও মনোবৃত্ত্যনুযায়ী যাঁহারা আরোহপন্থায় উক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাঁহাদের আর্য্য বিচারধারা ও সম্প্রদায়বিদ্যার জ্ঞান থাকিলে ঐ প্রকার পরস্পরে বিরোধ সিদ্ধান্ত সম্ভব হইত না। বাহ্য বিচারে পুস্তকাকারে থাকিলেই প্রত্যেক গ্রন্থের আলোচনা এক পদ্ধত্যনুসারে গৃহীতা হইতে পারে না। রসায়নশাস্ত্র, পদার্থ বিদ্যাশাস্ত্র, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, সমাজ-নীতি, নাটক, উপন্যাস প্রভৃতি জড়-সাহিত্য যে প্রকারে শিক্ষালোচনা করা হইয়া থাকে তৎপ্রকারেই অপ্রাকৃত বিষয়ক চিৎসাহিত্য বিচার করিতে গেলে সত্যের অপলাপ হইবে।

সৃষ্টির প্রথম হইতে আজও পর্য্যন্ত পারমার্থিক ভারতে বৈদিক ব্রাহ্মণগণের মধ্যে সেই পুরাতনী রীতি চলিয়া আসিয়াছে গুরু সমগ্র বেদমন্ত্র শিষ্যকে বলেন এবং শিষ্য সেই শ্রুত মন্ত্র সমূহ একাদশ প্রকারে অভ্যাস করিয়া বিশুদ্ধ ভাবে স্মৃতিপটে রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। এখনও ভারতে এমন বৈদিক ব্রাহ্মণ আছেন যে, আজ যদি সমস্ত বেদগ্রন্থ অগ্নিতে ভস্মীভূত হয় তাহাহইলেও বেদ নষ্ট হইবে না—অর্থাৎ সেই সকল বৈদিক ব্রাহ্মণগণের কণ্ঠ হইতে শিষ্য পরম্পরায় শ্রৌতপথে বর্ত্তমান

থাকিবে। এমন কি, এখনও যে সকল ব্যক্তি বেদের সংহিতাভাগ মুদ্রণ করেন, তাহার বর্ণশুদ্ধি, স্বর-স্বর, উদাত্ত-অনুদাত্ত-স্বরিত চিহ্নাদি এই প্রচীন পন্থাবলম্বী পণ্ডিতগণ তাঁহাদের স্মৃতি হইতেই সংশোধন করিয়া থাকেন। মুদ্রাকর-প্রমাদ অনেক হইতে পারে, কিন্তু বৈদিকগণের শ্রৌতপন্থায় প্রাপ্ত বেদ বিশুদ্ধই আছে। এই বাক্যের যাথার্থ্য "বেদপাঠ বিধি" অধ্যায়ের উদাহরণ দেখিলে সহজেই অনুমিত হইবে।

এই প্রকার বেদের যদি কালগত সময় নির্দ্দেশ করিতেই হয়, তাহা হইলে জগদুৎপত্তির সময় হইতেই বেদ জগতে প্রকাশিত বলিতে হইবে। জগতের কালনির্ণয়েই বেদের কাল নির্ণয় করা উচিত। ত্রিকালজ্ঞ ভগবানের অভিন্ন ভগবজ্‌জ্ঞান-স্বরূপ বেদশাস্ত্রকে কালাধীন করিতে হইলে, মনুস্মৃতি-প্রমাণ এই যে—

ব্রাহ্মস্য তু ক্ষপাহস্য যৎপ্রমাণং সমাসতঃ।
একৈকশো যুগানাং তু ক্রমশস্তন্নিবোধত ॥
চত্বার্য্যাহুঃ সহস্রাণি বর্ষাণাং তু কৃতং যুগম্।
তস্য তাবচ্ছতী সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশশ্চ তথাবিধঃ ॥
ইতরেষু সসন্ধ্যেষু সসন্ধ্যাংশেষু চ ত্রিষু।
একাপায়েন বর্ত্তন্তে সহস্রাণি শতানি চ ॥
তদেতৎ পরিসংখ্যাতমাদাবেব চতুর্যুগম্।
এতদ্দ্বাদশসাহস্রং দেবানাং যুগমুচ্যতে ॥

দৈবিকানাং যুগানাং তু সহস্রপরিসংখ্যয়া।
ব্রাহ্মমেকমহর্জ্ঞেয়ং তাবতী রাত্রিরেব চ॥
তদ্বৈ যুগসহস্রান্তং ব্রাহ্মং পুণ্যমহর্বিদুঃ।
রাত্রিং চ তাবতীমেব তেহহোরাত্রবিদো জনাঃ॥
যৎপ্রাগ্দ্বাদশসাহস্রমুদিতং দৈবিকং যুগম্।
তদেকসপ্ততিগুণং মন্বন্তরমিহোচ্যতে॥
মন্বন্তরাণ্যসংখ্যানি সৃষ্টিঃ সংহার এব চ।
ক্রীড়ন্নিবৈতৎ কুরুতে পরমেষ্ঠী পুনঃ পুনঃ॥

—মনুসংহিতা, অধ্যায় ১, শ্লোক ৬৮-৭৩, ৭৯, ৮০

উক্ত প্রমাণানুসারে জগতের ও বেদের কাল নির্ণয় করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। এতৎ সম্বন্ধে গীতার মদীয় ইংরেজী অনুবাদ দ্রষ্টব্য। যাহাহউক, বেদ কোন প্রাকৃত সাহিত্যের সমপর্য্যায়ের গ্রন্থ নহেন—বেদ ব্রহ্মজ্ঞান-প্রতিপাদক অখণ্ড-জ্ঞানস্বরূপ। সুতরাং পারমার্থিক বিচার ধারায় অবরোহ বা শ্রৌতপন্থানুযায়ীই ইহার উৎপত্তি অনুসন্ধান করা সত্যানুসন্ধিৎসুর পক্ষে মঙ্গল বিধায় আমরাও সেই শাশ্বতী ধারা অবলম্বন করিলাম।

ব্যাকরণগত অর্থ করিতে যাইয়া অমরকোষ বেদের চতুর্ব্বিধ ধাতু ও তদর্থবোধক বলিয়াছে। যথা—বিদ্ ধাতু জ্ঞানার্থে, বিদ্ ধাতু সত্তার্থে, বিদ্‌লৃ লাভার্থে এবং বিদ্ ধাতু বিচারার্থে। এই চার ধাতুর সহিত করণ ও অধিকরণকারকে ঘঞ্ প্রত্যয় করিয়া

বেদ-শব্দ সিদ্ধ হয়। যাঁহা হইতে যথার্থ বিদ্যার জ্ঞানোদয় হয়, যাঁহা হইতে যথার্থ বিদ্বান্ হওয়া যায়, যাঁহা হইতে পরাশান্তি লাভ করা যায় এবং যাঁহা হইতে সদসৎ বিচার ভেদ সিদ্ধ হয়, তাহাই ঋক্‌সংহিতাদি বেদ নামে অভিহিত। পরবর্ত্তীকালে এবম্বিধ দিব্যজ্ঞানস্বরূপ বেদ গুরুর নিকট শ্রবণ করিয়া গ্রন্থাকারে লিখিত হইয়াছে। এইজন্য ইহাকে "শ্রুতি"-ও বলা হয়। শ্রবণ অর্থে শ্রু-ধাতুর করণকারকে 'ক্তিন্' প্রত্যয় করিয়া শ্রুতি-শব্দ ব্যাকরণ সিদ্ধ হয়। শ্রুত বেদের কালান্তরে লিপিবদ্ধ-সময়ের নির্দ্দেশ লইয়াই বর্ত্তমান যুগের মনীষিগণের বিপুলা গবেষণা।

কিন্তু অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমানকালেরও উৎপত্তির পূর্ব্বে এমন এক অবস্থা ছিল যখন বিশ্বচরাচরের দৃশ্যাদৃশ্য কোন বস্তুরই অস্তিত্ব ছিল না। স্বগত-স্বজাতীয়-বিজাতীয় ভেদও তখন প্রপঞ্চান্তর্গত বস্তু বিশেষের মধ্যে অসামঞ্জস্য উদ্ভব করায় নাই এবং মায়ার দৈবী শক্তিও ছিল তখন অব্যক্তাবস্থায়। ত্রিকাল ধারণার উৎপত্তির পূর্ব্বে এক অচিন্ত্য অখণ্ড জলরাশির উপর একটী দশাঙ্গুল পরিমিত পত্রে সন্ধিনী-সম্বিদ্-হ্লাদিনী ও তদাশ্রিতা জ্ঞান-বল-ক্রিয়াশক্তির মূলাধার তদভিন্ন সর্ব্ব-শক্তিমান্ সচ্ছিদানন্দবিগ্রহ স্থূল-সূক্ষ্মশরীর-রহিত, অরূপ-অব্যয়-অনাদি-অনন্ত এবং যাবতীয় প্রাকৃতেন্দ্রিয়াগ্রাহ্য নিত্য চিন্ময় অচিন্ত্য রূপ-গুণ-লাবণ্য-মাধুর্য্য-বিশিষ্ট অধোক্ষজ সর্ব্বাদি পুরুষ

দ্বিভুজ ভগবান্ মহাবিষ্ণু শয়ন করিয়াছিলেন। তদনন্তর সেই পরম পুরুষ মহাবিষ্ণু কারণবারিতে সহস্রফণাবিশিষ্ট শ্রীঅনন্তদেবের পৃষ্ঠোপরি বিষয়বিগ্রহ কারণার্ণবশায়ী বিষ্ণুরূপে তদভিন্না আশ্রয়বিগ্রহা স্বরূপশক্তি লক্ষ্মীদেবীর দ্বারা সেব্যমান হইয়া বিরাজমান হইলে, তদীয় বহিরঙ্গা-শক্তি মায়ার সহিত সঙ্গসুখেচ্ছায় স্বীয় দক্ষিণ নেত্রের ঈক্ষণরূপ ইচ্ছা হইতে সহস্রশীর্ষা, সহস্রাক্ষ ও সহস্রপাদ বিরাট্মূর্ত্তি গর্ভোদশায়ী পুরুষ উদ্ভূত হন।

সেই পুরুষবর্য্য তখন হিরণ্যগর্ভরূপে গর্ভবারিতে প্রবে[illegible] করিলেন এবং তদীয় মানসে সৃষ্টির কল্পনা করিবামা[illegible] তাঁহার নাভিদেশ হইতে কমলাসনে উপবিষ্ট চতুর্ম্মুখ-ব্রহ্মা, [illegible] প্রজাপতি, বিরাট্ বা কমলাসন স্বয়ং ভূত হইলেন। [illegible] যাবতীয় ব্যষ্টিচৈতন্য অংশমাত্ররূপে সমষ্টিচৈতন্য সহস্রশীর্ষাপুরু[illegible] অন্তর্নিহিতভাবে চিরবিদ্যমান, তাহা স্বয়ম্ভু-ব্রহ্মার দ্বারা সুষ্ঠুরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য এবং সেই ব্যক্ত ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশিত হইলে তাহাকে ধারণ করিয়া রক্ষা করিবার যোগ্য ভগবদভিন্ন সর্ব্ব শক্তিসম্পন্ন "ধর্ম্ম" সার্দ্ধত্রি-অক্ষর-সমন্বিত প্রণব বা 'ওঁ' কাররূপে আদি প্রজাপতি ব্রহ্মার হৃদয়ে উদয় করাইলেন। এই জন্য বলা হইয়া থাকে যে, 'ধর্ম্মন্তু সাক্ষাৎ ভগবৎপ্রণীতং'—ধর্ম্ম স্বয়ং ভগবৎপ্রদত্ত, মানব-সৃষ্ট নহে।

ভগবদাদেশে ব্রহ্মাও তখন ব্রহ্মাণ্ড এবং প্রজাসৃষ্টি করিবা[illegible]

জন্য স্বীয় মনঃকল্পনা হইতে ব্রহ্মলোকে তদীয় মানসপুত্র ব্রহ্মর্ষি সনক-সনন্দ-সনাতন-সনৎকুমার চতুঃসনকে প্রকট করিলেন এবং তদ্রূপ ইচ্ছামাত্রে দ্যুলোকে কশ্যপ-অত্রি-ভরদ্বাজ-বিশ্বামিত্র-গৌতম-যমদগ্নি-বশিষ্ঠ এই সপ্ত দেবর্ষিগণের অরুন্ধতী নাম্নী এক পত্নীসহ প্রকাশ করিলেন। সৃষ্টিকার্য্য তখনও আরম্ভ হয় নাই—ব্রহ্মা ধ্যানযোগে ভগবান্ সহস্রশীর্ষা পুরুষের নিকট হইতে সর্ব্ব প্রথম শব্দরূপে শ্রুত ওঁকার-তত্ত্ব সম্যক্ অবগত হইয়া কলিকা যেমন সুগন্ধ পুষ্পাকারে প্রস্ফুটিত হয়, সেই প্রকারে সৃষ্টির পূর্ব্বেই তাহা চতুঃসনের নিকট একলক্ষ মন্ত্র-ব্রাহ্মণ সমন্বিত বেদরূপে প্রকাশ করিলেন। যথা—

"লক্ষং তু চতুরোবেদাঃ লক্ষং ভারতমেব চ।
লক্ষং ব্যাকরণং প্রোক্তং চতুর্লক্ষং তু জ্যোতিষম্॥"

—চরণব্যূহ

মন্ত্রে ক্রিয়া এবং ব্রাহ্মণে বিধি সংযুক্ত একত্রে একলক্ষ মন্ত্র-ব্রাহ্মণাত্মক বেদ। ব্রহ্মার পূর্ব্বদিকের মুখ হইতে ঋগ্বেদ, দক্ষিণ মুখ হইতে যজুর্বেদ, পশ্চিম মুখ হইতে সামবেদ এবং উত্তর মুখ হইতে অথর্ব্ববেদ শ্রবণ করিয়া চতুঃসন ব্রহ্মলোক হইতে দ্যুলোকে ব্রহ্মার কল্পনা-প্রসূত সপ্ত দেবর্ষিগণকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সমগ্র বেদ উপদেশ করেন এবং সেই শ্রুত বেদই সপ্তর্ষি সৃষ্টির পর ভূর্লোকে বা মনুষ্যলোকে মন্বাদি মুনিগণের

নিকট কীর্ত্তন করেন। এই ভাবে আদি ঋষিগণ হইতে শ্রৌত পারম্পর্য্যে প্রাপ্ত হইয়া ব্যাসদেব একলক্ষ মন্ত্র-ব্রাহ্মণাত্মক সমগ্র বেদকে সর্ব্বপ্রথম ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব্ব এই চারভাগে বিভক্ত করেন। তৎপূর্ব্বে প্রণবের বিস্তার একলক্ষ মন্ত্ররূপ সমগ্র বেদ ব্রহ্মা হইতে শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসাবধি একত্রেই ছিল।

এখানে একটী কথা বলিয়া রাখা অনাবশ্যক হইবে না যে, ব্রহ্মা বলিতে যেমন বহু ব্রহ্মার সংবাদ পাওয়া যায়, তদ্রূপ প্রতি কল্পান্তেই সপ্তর্ষিগণের উদয় হয়। কর্ম্মানুসারে যোগ্যতা লাভ করিয়া মহাপ্রলয়ের পর প্রথম সৃষ্টিতে বা খণ্ডপ্রলয়ের পর সৃষ্টি ব্যক্ত হইবার প্রাক্কালে যে কোন মহাত্মাই সপ্তর্ষিরূপে ব্রহ্মার দ্বারা গৃহীত হইতে পারেন। এই পরবর্ত্তী কালের একই নামধারী অন্যান্য সপ্তর্ষিগণের সহিত আদি বা বৃদ্ধ ব্রহ্মা ও আদি সপ্ত দেবর্ষি কশ্যপ-অত্রি-ভরদ্বাজ-বিশ্বামিত্র-গৌতম-যমদগ্নি-বশিষ্ঠে এক বলিয়া ভ্রম করিতে হইবে না। এই সপ্তর্ষিগণই মনুগণে আদি পিতা এবং সেই ঋষিগণের পিতাই ব্রহ্মা বলিয়া আদি প্রজাপতিকে পিতামহ বলা হইয়া থাকে। সমশক্তিধৃক্ অথ তদধীন সপ্তর্ষিগণও প্রজাপতি নামে অভিহিত হইয়া থাকেন মনুগণ হইতে মানব সমাজ।

যাহা হউক, এইভাবে শ্রৌত-পারম্পর্য্যে ব্রহ্মা হইতে চতুঃসন, চতুঃসন হইতে হৃষ্টচিত্তে শ্রবণকারী সপ্তর্ষি সেই বে মুনিগণকে বলেন এবং তাঁহারা ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যগণের নিক

কীর্ত্তন করিয়া বেদবাণীর অবিরত গঙ্গা-ধারা জগতে প্রবাহিতা করান। শ্রেয়স্কামী ব্যক্তিমাত্রই সেই বেদবাণীর গঙ্গায় স্নাত হইয়া নিত্য কল্যাণ লাভ করেন। কিন্তু মানব স্বল্পবুদ্ধি সম্পন্ন এবং ত্রিতাপক্লিষ্ট। তাঁহার এই দুঃখ দেখিয়া পরদুঃখদুঃখী জগদ্গুরু ভগবান্ ব্যাসদেব অকূল-অগাধ-সমুদ্রসম বেদ যাহাতে তাঁহারা কথঞ্চিৎ গ্রহণে সমর্থ হইয়া নিঃশ্রেয়স লাভের অধিকারী হইতে পারেন, তাহা চিন্তা করিয়া বেদের বিভাগ করিলেন। অনন্তর শ্রীব্যাসদেব স্বীয় শিষ্য পৈল ঋষিকে ঋগ্বেদ, বৈশম্পায়ন ঋষিকে যজুর্বেদ, জৈমিনি ঋষিকে সামবেদ এবং সুমন্ত ঋষিকে অথর্ব্ববেদ বিশেষভাবে শিক্ষা দিলেন। তাঁহারা পুনরায় স্ব স্ব শিষ্যগণকে বেদ উপদেশ করেন। এবম্বিধ প্রকারে গুরু-শিষ্য-শ্রৌত-পরম্পরায় বেদের সহস্র শাখা হয়।

পদ্যময় রচনাবলী ঋক্, গীতিময় রচনাবলী সাম ও যজ্ঞময় গদ্যপদ্য রচনার নাম যজুর্বেদ। এই ত্রিবিধ রচনানুযায়ী বেদ তিনভাগে বিভক্ত হইয়া প্রথমে "ত্রয়ী" নামে জগতে বিখ্যাত হন। এই 'ত্রয়ী'রই এক অংশ প্রত্যক্ষফলপ্রদ মোহন-উচ্চাটন প্রভৃতির উপযোগী যজ্ঞাদি স্বতন্ত্রভাবে অথর্ব্ববেদ আখ্যা লাভ করে। সমগ্র বেদের প্রধান অংশই 'ত্রয়ী-বিদ্যা', এবং লঘু অংশকে 'অথর্ব্ব' কহে। এখানে ইহা হৃদয়ঙ্গম করা উচিত যে, পূর্ব্বে যে সময়ে ত্রয়ীবিদ্যা হইতেই যজ্ঞ সম্পাদিত হইত, সেই সময় অথর্ব্বের আবশ্যকতা ছিল না এবং তখন

অথর্ব্ববেদানুসারে যজ্ঞানুষ্ঠান করিলে ত্রিভাগীকৃত বৃহদংশেরও আর প্রয়োজন হইত না। ত্রয়ীর কর্ম্ম পরস্পর সাপেক্ষ ; এইজন্য শাস্ত্রের সর্ব্বত্রই প্রায় ত্রয়ীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। অশ্বমেধ-যজ্ঞে ঋক্-যজু-সাম এই বেদত্রয় হইতেই মন্ত্রের ব্যবহার, এবং এই তিনের একত্র সমাবেশ এক দুর্ল্লভ বস্তু। সুতরাং যেখানে ত্রয়ীর সমাবেশ সেখানে চতুর্থবেদ অথর্ব্বের পৃথক্ প্রয়োজন হয় না। অথচ, অথর্ব্ববেদীয় শ্যেনাদি যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রয়োজনীয় গীতি ঋক্-যজু-মন্ত্র হইতে একত্রে সন্নিবিষ্ট হই[illegible] অথর্ব্ববেদেই থাকার দরুন্ পৃথক্‌ভাবে আর ত্রয়ীর অপেক্ষা করে না। ত্রয়ীবিদ্যার কর্ম্ম হইতে অথর্ব্ববেদের কৃত্য সম্পূর্ণ পৃথক্ হইয়াও অপেক্ষা যুক্ত। এই ভাবে পরস্পর সম্বন্ধ যুক্ত হইয়া চতুর্ব্বেদের উৎপত্তি।

ব্রহ্মা দেবগণের যজ্ঞসিদ্ধির নিমিত্ত অগ্নি হইতে ঋগ্বেদ, বা[illegible] হইতে যজুর্বেদ এবং আদিত্য হইতে সামবেদ আকর্ষণ করেন যথা—

"অগ্নিবায়ুরবিভ্যস্তু ত্রয়ং ব্রহ্মসনাতনম্।
দুদোহ যজ্ঞসিদ্ধ্যর্থমৃক্‌যজুঃসামলক্ষণম্ ॥"

—মনুসংহিতা

অগ্নি, বায়ু ও রবি কোন ঋষি বিশেষ নহে, পরন্তু ব্রহ্মার শরীরে বিদ্যমান ত্রিবিধ বস্তু। তাঁহার শরীরে যে সময় অগ্নি-

ধাতু সংধুক্ষিত হইয়াছিল, সেই সময় ঋক্ মন্ত্র নির্গত হন ; যে সময়ে তিনি স্বীয় শারীরিক বায়ুকে প্রবাহিত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, সেই সময় যজুঃ মন্ত্র প্রকাশিত হন ; আর যে সময় তাঁহার শরীরস্থ সূর্য্যধাতু উত্তপ্ত হয়, সেই সময় সাম-মন্ত্র প্রকটিত হন। (পুরুষসূক্তের সপ্তম মন্ত্রের বন-ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।)

বেদের উৎপত্তি সম্বন্ধে ব্রহ্মবিদ্যোপনিষদেও তথ্য কথা পাওয়া যায়। যে ব্রহ্মবিদ্যা প্রণব রূপে প্রথম ব্রহ্মার হৃদয়ে প্রকাশিতা হইয়াছিল, তাহা যে ভগবান্ বিষ্ণুর তেজঃ তৎসম্বন্ধে শ্রুতি প্রমাণ এই—

"প্রসাদান্তরসমুত্থস্য বিষ্ণোরদ্ভুতকর্ম্মণঃ।
রহস্যং ব্রহ্মবিদ্যায়া ধ্রুবাগ্নিঃ সংপ্রচক্ষতে॥"

—ব্রহ্মবিদ্যোপনিষৎ

অর্থাৎ যে ভক্তবৎসল হরি ভক্তরক্ষার্থে স্তম্ভের মধ্য হইতে নৃসিংহ-দেবরূপে প্রকাশিত হইয়াছিলেন এবং যিনি মৎস্যাদিরূপে বেদ-উদ্ধার প্রভৃতি আশ্চর্য্যজনক কার্য্য করিয়াছিলেন, সেই বিষ্ণু-প্রবর্ত্তিতা ব্রহ্মবিদ্যার গোপনীয় বিষয়ই প্রণবতেজঃ। সুতরাং ব্রহ্মবিদ্যার আদিই প্রণবস্বরূপ ওঁ কার। এই ওঁ কার সার্দ্ধত্রি অক্ষরাত্মক পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, অর্থাৎ ইঁহাতে অ, উ, ম এই তিন অক্ষর এবং ঁ অর্দ্ধাক্ষর বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। উক্ত তিন অক্ষর হইতেই যথাক্রমে ঋক্, যজু, সাম এবং অর্দ্ধাক্ষর ঁ

হইতে অথর্ব্ববেদের উদ্ভব। ওঁকার হইতেই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের অধিষ্ঠাতৃ ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর দেবত্রয়; ওঁ কার হইতেই ভূঃ-ভুবঃ-স্বঃ লোকত্রয় এবং ওঁ কার হইতেই দক্ষিণাগ্নি, গার্হ্য-পত্যাগ্নি ও আহবনীয়াগ্নির উৎপত্তি হইয়াছে। যথা—

"তত্র দেবাস্ত্রয়ঃ প্রোক্তা লোকা বেদাস্ত্রয়োঽগ্নয়ঃ।
তিস্রো মাত্রার্দ্ধমাত্রা চ অক্ষরস্য শিবস্য চ॥"

—ব্রহ্মবিদ্যোপনিষৎ

'অ' কার হইতে ঋগ্বেদ, গার্হ্যপত্যাগ্নি, পৃথিবীলোক ও দেবব্রহ্মার উদয়; যজুর্বেদ, ভুবর্লোক, দক্ষিণাগ্নি ও ভগবান্ বিষ্ণুদেব 'উ' কার হইতে উদ্ভূত, এবং 'ম' কার হইতে সামবেদ, স্বর্গলোক, আহব-নীয়াগ্নি ও ঈশ্বর মহাদেব প্রকাশিত হইয়াছেন। সূর্যমণ্ডলের ন্যায় রক্তবর্ণ হইয়া ঋগ্বেদ মহাবিষ্ণুর দক্ষিণ নেত্রস্বরূপে সুশোভিত এবং স্নিগ্ধ চন্দ্রমা তুল্য যজুর্বেদ সেই ভগবানের বামনেত্ররূপে উদ্ভাসিত। এই ভাবেই ভগবান্ দ্বিভুজ মহাবিষ্ণু হইতে ব্রহ্মার হৃদয়ে 'ওঁ' কার প্রকাশিত হইয়া তাঁহা হইতেই বেদের উৎপত্তি হয় এবং শ্রৌতপরম্পরায় ব্যাসশিষ্য পৈল-বৈশম্পায়ন-জৈমিনি-সুমন্ত হইতে চতুর্ব্বেদ জগতে বিস্তার লাভ করেন।

তন্মধ্যে বৈশম্পায়ন যাজ্ঞবল্ক্যাদি শিষ্যগণকে যজুর্বেদ অধ্যাপন করেন।

কৃষ্ণ ও শুক্ল যজুর্বেদের উৎপত্তি

কৃষ্ণ ও শুক্ল যজুর্বেদের ইতিহাস সম্বন্ধে মহীধর তাঁহার ভাষ্যে এইরূপ লিখিয়াছেন যে, একদিন কোন দৈবাৎ কারণবশতঃ ক্রুদ্ধ হইয়া বৈশম্পায়ন তাঁহার শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্যকে বলেন—"আমার নিকট হইতে যে যজুর্বেদ গ্রহণ করিয়াছ, তাহা আমাকে প্রত্যর্পণ কর।" গুরুবাক্যে মর্ম্মাহত হইলেও গুরুর আজ্ঞা অবিচারণীয়া স্মরণ করিয়া যাজ্ঞবল্ক্য তন্মুহূর্ত্তে যোগবলপ্রভাবে গুরুর নিকট প্রাপ্ত যজুর্বেদ মূর্ত্তা বিদ্যারূপে বমন করিয়া ভূমিতে নিক্ষেপ করিলেন এবং বৈশম্পায়নও সেই বমিতা যজুর্বিদ্যা পুনঃ গ্রহণ করিবার জন্য তাঁহার অন্যান্য শিষ্যগণকে আদেশ করিলেন। শিষ্যগণ গুরুর আজ্ঞা শিরে লইয়া যোগবলে তিত্তির পক্ষীর রূপ ধারণ করতঃ যাজ্ঞবল্ক্যের বমিত যজুঃ ভক্ষণ করিয়া লইলেন। এই ভাবে পাদ ও অবসান-হীন যজুঃ সকল বুদ্ধিমালিন্যহেতু কৃষ্ণবর্ণ প্রাপ্ত হইয়া কৃষ্ণ বা যাজ্ঞবল্ক্যের বমিত বলিয়া অশুদ্ধ যজুর্বেদ নামে পরে প্রচলিত হয়। যাজ্ঞবল্ক্য ব্যতীত বৈশম্পায়নের অন্যান্য শিষ্যগণ তিত্তিরপক্ষীরূপে গ্রহণ পূর্ব্বক শিষ্যপরম্পরায় ইহা জগতে প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়া ইহাকে তৈত্তিরীয় কৃষ্ণযজুর্বেদ বলা হয়।

অপর দিকে গুরু কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত ও নির্বেদ হইয়া দুঃখিতান্তঃকরণে যাজ্ঞবল্ক্য সূর্য্যের আরাধনা দ্বারা সূর্য্যমণ্ডল

হইতে অন্য শুদ্ধ যজুঃ প্রাপ্ত হন এবং জাবাল, বৌধেয়, মধ্যন্দিনাদি পঞ্চদশ স্বীয় শিষ্যগণকে সেই শুদ্ধ বা শুক্ল যজুঃ শিক্ষা দেন। আদিত্য হইতে প্রাপ্ত এই শুদ্ধ যজুর্বেদ বাজসানেয় যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার শিষ্যগণকে পড়াইয়াছিলেন এবং মধ্যন্দিনাদি ঋষি দ্বারা প্রসারিত হইয়া বাজসনেয়ী মাধ্যন্দিনী শাখা নাম প্রাপ্ত হন। 'বাজ' শব্দে অন্ন নির্দ্দেশ করে; সেই অন্ন উৎপন্ন করিবার উপায় পর্জ্জন্য, তদুপায় যজ্ঞ এবং যজ্ঞ করিবার উপায় নির্দ্দিষ্ট আছে যজুর্বেদে। তাৎপর্য এই যে, অন্ন উৎপাদনের নিদান স্বরূপ যজ্ঞপ্রধান যে যজুর্বেদ, সেই বাজের বা অন্নের অপত্যই বাজসানেয় যাজ্ঞবল্ক্য, যিনি এই শুদ্ধ বেদ জগতে প্রচার করেন। বেদ হইতে যজ্ঞ, যজ্ঞ হইতে বৃষ্টি, বৃষ্টি হইতে অন্ন এবং অন্ন হইতে জীবের উৎপত্তি; যথা—গীতায় "অন্নাৎ ভবন্তি ভূতানি।" সূর্য্য হইতে বাজসানেয় যাজ্ঞবল্ক্য দ্বারা যে এই যজুঃ সমূহ প্রাপ্ত, তাহার প্রমাণ শতপথব্রাহ্মণের বৃহদারণ্যককাণ্ডে আছে—

> "আদিত্যানি ইমানি শুক্লানি যজুংষি।
> বাজসানেয়েন যাজ্ঞবল্ক্যেন আখ্যায়ন্তে॥"
>
> —শতপথব্রাহ্মণ

এইভাবে মধ্যন্দিন ঋষির দ্বারা লব্ধ যজুর্বেদের বিশেষ শাখার নাম "মাধ্যন্দিনীয়া বাজসনেয়ী শুক্ল-যজুর্বেদ সংহিতা" হইয়াছে।

যদ্যপি যাজ্ঞবল্ক্য বহু শিষ্যকেই এই বেদ উপদেশ করেন, তথাপি ঈশ্বরের কৃপায় মধ্যন্দিন ঋষির নামেই শুক্লযজুর্বেদ বিশেষ খ্যাতি ও প্রসার লাভ করেন।

কৃষ্ণযজুর্বেদ ও শুক্লযজুর্বেদের পাঠে কিছু তারতম্য ও ব্যতিক্রম দেখা যায়। কৃষ্ণযজুর্বেদের পাদ ও অবসান প্রায় মন্ত্র হইতেই ভঙ্গ হইয়াছে এবং তাহা চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়ে সমাপ্ত, আর শুক্লযজুর্বেদ সংহিতা চত্বারিংশ অধ্যায়ে পূর্ণ। এতদ্ব্যতীত অন্য বিশেষ পার্থক্য নাই।

মাধ্যন্দিনীয় 'আহ্নিক সূত্রাবলী' গ্রন্থে 'যাজ্ঞবল্ক্যচরিত্র' আলোচনা প্রসঙ্গে শুক্ল-যজুর্বেদের উৎপত্তি সম্বন্ধে মহীধর-কথিত উপাখ্যান হইতে কিছু পার্থক্য দৃষ্ট হয়। যথা—

কোন এক ধর্ম্মপ্রাণ নৃপতি বৈশম্পায়ন ঋষির আশ্রমের এক-জন করিয়া ব্রাহ্মণ প্রত্যহ ভোজন করাইতেন এবং বৈশম্পায়ন আশ্রমস্থিত একজন করিয়া শিষ্য রাজপ্রাসাদে ভোজনার্থ প্রত্যহ প্রেরণ করিতেন। পালাক্রমে যাজ্ঞবল্ক্য যে দিবস রাজগৃহে গমন করেন, সেইদিন ব্রাহ্মণ-ভোজনের বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়া নৃপতি পূর্ব্বাহ্নে মৃগয়ায় বহির্গত হন। ভোজনান্তে রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিবার মানসে যাজ্ঞবল্ক্য অনুসন্ধানে তাঁহার অনুপস্থিতি জ্ঞাত হইয়া ক্ষুব্ধচিত্তে আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ঋষি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন জানিতে পারিয়া নৃপতি স্বীয় অপরাধ ক্ষালনের জন্য পর দিবসও যাজ্ঞবল্ক্যই যাহাতে রাজগৃহে ভোজন

করেন এইরূপ প্রার্থনা বৈশম্পায়নসমীপে মন্ত্রী প্রেরণ করিয়া নিবেদন করিলেন। রাজার প্রার্থনা পূর্ণ করিবার জন্য বৈশম্পায়ন যাজ্ঞবল্ক্য ঋষিকে রাজগৃহে দ্বিতীয় দিবসও ভোজন করিবার আদেশ করিলে যাজ্ঞবল্ক্য অস্বীকার করিলেন। গুরুর আজ্ঞা অগ্রাহ্যকারী যাজ্ঞবল্ক্যের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া বৈশম্পায়ন তাঁহাকে তাঁহার নিকট হইতে লব্ধ যজুঃ মন্ত্র প্রত্যর্পণ করিতে কঠোরাদেশ করেন। যাজ্ঞবল্ক্যও "অয়মস্তু" বলিয়া মুখগহ্বরে অঙ্গুলি প্রবেশ করাইয়া কণ্ঠস্থ যাবতীয় মন্ত্র যোগবলে অঙ্গাররূপে বমন করিয়া ভূমিতে নিক্ষেপ করেন। সমগ্র যজুর্বেদ কৃষ্ণাঙ্গারত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে দেখিয়া বৈশম্পায়ন ভগবান্ বিষ্ণুকে তপস্যা দ্বারা তুষ্ট করিলে, তিনি তিত্তিরপক্ষীর রূপ ধারণ করতঃ সেই অঙ্গারকৃতি যজুর্বেদ স্বীয় অধরামৃতে মন্ত্ররূপে পুনঃ প্রকট করিয়া বৈশম্পায়নকে প্রদান করিলেন।

যাজ্ঞবল্ক্য নির্বেদ হইয়া কঠোর তপস্যার প্রভাবে অস্থিমাত্র অবশেষ শরীর লইয়া সূর্য্যমণ্ডলে প্রবেশ করিলেন। তিনি ধ্যানে অবগত হইলেন যে, কশ্যপের ঔরসে অদিতির গর্ভে দেবগণ এবং দিতির গর্ভে অসুরগণ জন্ম গ্রহণ করিয়া পরস্প[illegible] যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্ব্বেই দেবগণ তাঁহাদের আহারে[illegible] মূলপ্রত[illegible] যজ্ঞবেদী এবং প্রলয়ে সর্ব্ববস্তুর ধ্বংস হইলে পু[illegible] ব্রহ্মাণ্ড উৎ[illegible] কারণস্বরূপ যে যজ্ঞপ্রধান যজুর্বেদ, তা[illegible] সূর্য্যমণ্ডলে লুক্কায়ি[illegible] করিয়া রাখিয়াছিলেন। সুতরাং শুদ্ধ যজুর্বে[illegible]

আদিত্যের নিকট আছে ধ্যানে অবগত হইয়া যোগবলে মধ্যাহ্ন সময়ে সূর্য্যমণ্ডলে প্রবেশ করতঃ তৎপ্রাপ্তির আশায় সূর্য্যের গতি রুদ্ধ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। কালচক্রের গগন-ভেদী শব্দ উত্থিত করিয়া সূর্য্যদেব মধ্যাহ্নপথে আসিয়া পৌঁছিলে দেখিলেন যে, এক মর্ত্ত্যবাসী ঋষি যোগবলে কালের গতি রুদ্ধ করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। যাজ্ঞবল্ক্যের স্তুতিতে প্রীত হইয়া এবং কালের গতি রুদ্ধ হইতে পারে না বিধায় সেই মধ্যাহ্ন সময়েই আদিত্যদেব দেবগণের দ্বারা গচ্ছিত শুদ্ধ বা শুক্ল যজুর্বেদ ঋষিপ্রবরকে প্রদান করিলেন। যাজ্ঞবল্ক্যও সূর্য্যমণ্ডলে প্রাপ্ত সেই শুক্লযজুর্বেদ পৃথিবীতে আনয়ন করিয়া শিষ্যানুক্রমে প্রচার করিলেন। এই প্রকারেই বৈশম্পায়নের অন্যান্য শিষ্যপরম্পরায় কৃষ্ণযজুর্বেদ এবং যাজ্ঞবল্ক্যের দ্বারা সূর্য্যমণ্ডলে মধ্যাহ্নকালে প্রাপ্ত মাধ্যন্দিনীয় শুক্লযজুর্বেদ জগতে প্রচলিত হইল।

যাজ্ঞবল্ক্যের প্রতি বৈশম্পায়ন ঋষির ক্রোধের কারণ সম্বন্ধে চরণব্যূহের মতের কিছু বৈষম্য দেখা যায়। যথা—এক সময়ে ভারতের ঋষিসমাজে এই নিয়ম স্থিরীকৃত হইল যে, প্রতি বৎসর কান নির্দ্দিষ্ট তিথিতে স্থানবিশেষে প্রত্যেক ঋষি ও মুনি কত্রিত হইয়া পরমার্থালোচনা করিবেন। যিনি সেই সভায় স্থিত না হইবেন, তাঁহাকে ব্রহ্মহত্যার পাপ স্পর্শ করিবে। প্রকারের এক তিথি সমাগতা হইলে, পিতৃশ্রাদ্ধে ব্যাপৃত কিয়া বৈশম্পায়ন সভায় যোগদান করিতে পারিলেন না।

তখন মুনিগণের দ্বারা অভিশপ্ত বৈশম্পায়ন স্বীয় ব্রহ্মহত্যার পাপ ক্ষালনের নিমিত্ত তাঁহার সকল শিষ্যকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে আদেশ করেন। গুরুর আদেশ শ্রবণ করিয়া যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহাকে বলিলেন—"গুরুদেব! আপনার অপরাধের জন্য আপনার শিষ্য এই নির্দোষ মুনিগণ প্রায়শ্চিত্ত কেন করিবেন? আপনার স্বকৃত অপরাধের ফল আপনাকেই ভোগ করিতে হইবে। আর যদি শিষ্যগণকেই এই প্রায়শ্চিত্ত করিয়া আপনার কৃত পাপ দূর করিতে হয়, তবে একজনের জন্য এতগুলি মুনিশিষ্যকে কষ্ট দিবেন না। আমি একাই আপনার পাপ গ্রহণ করিয়া আপনাকে তাহা হইতে মুক্ত করিব। আমাকে তদনুরূপ আজ্ঞা প্রদান করিয়া ইহাদিগকে অব্যাহতি দিউন।" যাজ্ঞবল্ক্যের এই প্রকার উদ্ধত্য ও অহংকার দর্শন করিয়াই বৈশম্পায়ন ক্রুদ্ধ হন এবং তাঁহার নিকট অধীত যজুর্বিদ্যা প্রত্যর্পণ করিতে আদেশ করেন।

তৃতীয় অধ্যায়

বেদের স্বরূপ

বেদ অপৌরুষেয় স্বতঃসিদ্ধ দিব্যজ্ঞানস্বরূপ—'বেদাঃ অপৌরুষেয়াঃ' ইতি শ্রুতেঃ। বেদ পরব্রহ্মের সাকার-নিরাকার-স্বরূপের অপ্রাকৃত সামঞ্জস্য নিরূপক এবং পরা-অপরা-বিদ্যার আশ্রয় ও মূলাধার। বেদ পরব্রহ্ম-দ্বিভুজ-মহাবিষ্ণুর তত্ত্বপ্রতিপাদক, অদ্বয়-অখণ্ড-জ্ঞানের মূলপ্রস্রবণ এবং ব্রহ্মাণ্ডোৎপত্তির সুষ্ঠু রক্ষক এবং জীবের জীবন-স্বরূপ। পরমার্থ-পথের পথ-প্রদর্শক উজ্জ্বল জ্যোতিঃই বেদ এবং বেদই ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসুকে ব্রহ্মস্বরূপ নিত্য-চিদানন্দ-বিগ্রহের অভ্রান্ত জ্ঞান বিদিত করান—'বেত্তি ইতি বেদঃ' যাঁহা হইতে পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে বিদিত হওয়া যায়, তাহাই বেদ। ভগবানের ভগবত্তা নিরূপণে বেদই স্বতঃপ্রমাণ—অন্য কোন প্রমাণের অপেক্ষা থাকে না। বেদ এক অখণ্ড জ্ঞানময়-বিগ্রহ এবং ভগবানের অভিন্ন তনু বলিয়া নিত্য বর্ত্তমান; কালে ইহার উদয় হয় নাই এবং কালে

কখনও বেদ বিলীন হইবেন না। দীপ্তিমান্ বেদ-ভাস্করের সম্মুখে দাসীস্বরূপিণী মায়ার অগ্রসর হইবার অধিকার নাই—সে ভীতা, শঙ্কিতা ও শক্তিহীনা হইয়া দূরে দণ্ডায়মানা থাকে। এই বেদ জীবের পরম মঙ্গলপ্রদাতা। প্রাকৃত স্থূল-সূক্ষ্ম শরীরের ইন্দ্রিয়াতীত, দৃশ্যমান জগতের বহির্দ্দেশে, মায়ার অভ্রভেদী প্রাচীরের বিপরীত দিকে, বিরজার পরপারে পরব্যোমে অধোক্ষজ ভগবান্ নিত্য বিরাজমান—মানব-বুদ্ধির তিনি অগম্য, বিচারের অবোধ্য এবং অপরা-বিদ্যার দ্বারা অলভ্য। এমন যে ভগবান্, তাঁহার নিত্য-শুদ্ধ-দিব্য-চিন্ময় মূর্ত্তির পূর্ণ জ্ঞান পরিবেষণকারীই বেদ। মনুষ্য বলিতে যেমন যাবতীয় মানব জাতিকে বুঝায়, বেদ বলিতেও তদ্রূপ মন্ত্রব্রাহ্মণাত্মক সমগ্র চতুর্ব্বেদই বুঝিতে হইবে। যথা—

"মন্ত্রব্রাহ্মণয়োর্ব্বেদনামধেয়ম্"

—ইতি চরণব্যূহে

বেদ দুই ভাগে বিভক্ত—মন্ত্রভাগ ও ব্রাহ্মণভাগ। মন্ত্র-ভাগকে সংহিতা কহে এবং ব্রাহ্মণভাগ পৃথগ্ভাবে আলোচিত। চতুর্ব্বেদে—সংহিতায় ও ব্রাহ্মণে—একত্রে এক লক্ষ মন্ত্র আছে। প্রধানতঃ তাহা কর্ম্ম-উপাসনা-জ্ঞান ভেদে ত্রিভাগে বিভক্ত। এই একলক্ষ মন্ত্রের মধ্যে অন্যূন অশীতিসহস্র মন্ত্র কর্ম্মপ্রধান, ষোড়শসহস্র মন্ত্র উপাসনাপ্রধান এবং অবশিষ্ট চতুঃসহস্র মন্ত্র,

জ্ঞানাত্মক উপনিষদ্ভাগ। চতুর্ব্বেদের মূলসংহিতা কর্ম্ম-যাগ-যজ্ঞ-স্তুতি-উপাসনারই আলোচনা করিয়া তদতিরিক্ত ভাগেই ব্রহ্মা জ্ঞানোপদেশ করিয়াছিলেন এবং তাহাই পরে উপনিষৎরূপে প্রচলিত হইয়াছিল। কেবলমাত্র শুক্লযজুর্বেদের মূলসংহিতার সর্বান্তে চত্বারিংশত্তম অধ্যায়েই ঈশোপনিষৎ পাওয়া যায়; এতদ্ব্যতীত আর কোন বেদ-সংহিতার মন্ত্রভাগে উপনিষৎ পাওয়া যায় না—ব্রাহ্মণভাগান্তর্গত শাখা ভাগেই উপনিষদাবলী।

এমন যে বেদশাস্ত্র, তাহা মূর্ত্তবিগ্রহ বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। সেই বেদপুরুষের স্বরূপ-বর্ণন মুখে পাণিনি তদীয় শিক্ষায় বলিয়াছেন—

> **"ছন্দঃ পাদৌ তু বেদস্য হস্তৌ কল্পোঽথ পঠ্যতে।**
> **জ্যোতিষাময়নং চক্ষুঃ নিরুক্তং শ্রোত্রমুচ্যতে॥**
> **শিক্ষা ঘ্রাণন্তু বেদস্য মুখং ব্যাকরণং স্মৃতম্।**
> **তস্মাৎ সাঙ্গমধীত্যৈব ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥"**

—পাণিনি-শিক্ষা

সেই বেদপুরুষের পদদ্বয়ই ছন্দ, কল্পই তাঁহার হস্তযুগ্ম, জ্যোতিষ তাঁহার নয়নযুগল, নিরুক্ত তাঁহার কর্ণদ্বয়, তাঁহার নাসিকা হইল শিক্ষা এবং ব্যাকরণ তাঁহার মুখারবিন্দ। এমন ষড়ঙ্গ সহিত বেদ যিনি নিত্য পাঠ করেন, তিনি ব্রহ্মলোকে পূজ্যমান হন। ঋষি, মন্ত্রার্থ, ছন্দ, দেবতা এবং কোন্ মন্ত্রের কোন্ কার্য্যে

বিনিয়োগ ইত্যাদি বিষয় জানিয়া বেদসংহিতা বিধি অনুযায়ী পাঠ করিলে চিত্ত স্বভাবতঃই শুদ্ধ হয়। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য বেদরহিত হইলে শূদ্রতুল্য বিবেচিত হন। যথা—

"তেন শূদ্রত্বং নাশমাপ্নুথুঃ"

—ইতি গৃহ্যসূত্রের হরিহরভাষ্যে

একদিকে যেমন যজুর্বেদের দ্বাত্রিংশ অধ্যায়ের তৃতীয় কণ্ডিকায় "ন তস্য প্রতিমা অস্তি" বলিয়া বেদ ভগবানের প্রাকৃতরূপরাহিত্য জ্ঞাপন করিয়াছেন, অপরদিকে আবার সেই যজুর্বেদেরই চত্বারিংশ অধ্যায়ের সপ্তদশ কণ্ডিকায় ব্রহ্মের নিত্য চিন্ময় রূপ স্থাপন করিয়াছেন। যথা—

"হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতম্মুখম্।

যো সাবাদিত্যে পুরুষঃ সোসাবহম্" ॥১৭॥ ৪০ **অধ্যায়**

—শুক্লযজুর্বেদ

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, জ্ঞান-কর্ম্ম-উপাসনার আলোচনা বেদসংহিতায় বিশদভাবে আছে। কোথায়ও জ্ঞান-কর্ম্ম-উপাসনা মিশ্রভাবে, আবার কোথায়ও অবিমিশ্রভাবে বিদ্যমান। তন্মধ্যে জ্ঞানাবলম্বনে তাহার পূর্ব্বাপর সম্যক্ অনির্ণয় এবং কর্ম্ম লইয়া

পূর্ব্বাপর অনায়াস নির্ণয় করতঃ অন্তঃকরণ শুদ্ধির নিমিত্তই যজুর্বেদের মন্ত্রদ্বারা যজ্ঞের ভিত্তি সংস্থাপিতা হয়—যজ্ঞের অনুষ্ঠান-ভূমি যজুর্বেদই প্রস্তুত করিতে সমর্থ। সেই যজুর্বেদীয় মন্ত্রে স্থাপিতা বেদীর উপর ঋগ্বেদ চিত্র-কর্ম্ম সম্পাদন করিলে, সামবেদজ্ঞ যজ্ঞের উপাস্যদেবের স্তুতি-গান কীর্ত্তন করেন। এই জন্যই যজ্ঞের দেহস্বরূপ যজুর্বেদ, ঋগ্বেদ তাহার অঙ্গরাগ এবং সামবেদ সেই রঞ্জিত-দেহের মণিমুক্তাহীরকাদিসদৃশ আভরণ। সর্ব্ববেদ-ভাষ্যকার সায়নাচার্য্যপাদ সামবেদ-ভাষ্যের ভূমিকায় লিখিয়াছেন—

> **"জাতে দেহে ভবত্যস্য কটকাদি বিভূষণম্।**
> **আশ্রিতন্মণিমুক্তাদি কটকাদি যথা তথা॥**
> **যজুর্জ্জাতে যজ্ঞদেহে স্যাদৃগ্‌ভিস্তদ্বিভূষণম্।**
> **সামাখ্যমণিমুক্তাদ্যা ঋক্ষু তাসু সমাশ্রিতাঃ॥"**

—সায়নাচার্য্য

অর্থাৎ এই বেদপুরুষের দিব্য শরীরের যথা তথা মণি-মুক্তাদির কঙ্কণাভরণসদৃশ প্রভৃত বিভূষণ আছে; যজুর্বেদই তাঁহার জ্ঞ-দেহ, ঋগ্বেদ কঙ্কণাদিসম তাঁহার বিভূষণ এবং কঙ্কণে ণিমুক্তাদি যে ভাবে গ্রথিত থাকিয়া তাহার মূল্য ও শোভাবর্দ্ধন রে, তদ্রূপ মণিমুক্তাদিতুল্য সামবেদ ঋগ্বেদের অঙ্গে সমাশ্রিত থাকিয়া তাহার মাধুর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছেন।

অধ্বর্য্যুপদে প্রতিষ্ঠিত যজুর্বেদজ্ঞ ঋত্বিক্ যজ্ঞের শরীর নির্ম্মাণ করেন; হোতৃপদবীতে আরূঢ় ঋগ্বেদী ঋত্বিক্ স্তোত্র-শস্ত্রাদি লক্ষণাত্মক ঋঙ্মন্ত্রসমূহ পাঠ করিয়া যজ্ঞের দেহ পুষ্ট করেন; এবং উদ্গাত্র-পদ-প্রাপ্ত সামবেদজ্ঞ ঋত্বিক্ শাক্করী প্রভৃতি ঋচা সামগানরূপে পরিণত করিয়া যজ্ঞের শোভা বর্দ্ধন করেন; আর, যজু-ঋক্-সাম-ত্রিবেদজ্ঞ 'ব্রহ্মা-'নামক সর্ব্ববিষয় পরিদর্শনকারী ঋত্বিক্ অন্যান্য ঋত্বিগণের দোষাদোষের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সর্ব্বদোষ দূরীভূত করেন। যথা—

"ঋচাং ত্বঃ পোষমাস্তে পুপুষ্বান্ গায়ত্রং ত্বো গায়তি শক্করীষু।
ব্রহ্মা ত্বো বদতি জাতবিদ্যাং যজ্ঞস্য মাত্রাং বিমমীত উ ত্বঃ॥"

—ঋগ্বেদ, দশম মণ্ডল, দ্বিতীয় অধ্যায়

এখানে ইহা বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, বেদবিহিত যজ্ঞকার্য্যে ষোড়শ জন ব্যক্তির বরণ হইয়া থাকে; তন্মধ্যে যজ্ঞকরণকারী 'যজমান' একজন এবং যজ্ঞকার্য্য পরিদর্শক 'ব্রহ্মা' দ্বিতীয়। অবশিষ্ট চতুর্দ্দশ বৃত ব্যক্তির মধ্যে 'অধ্বর্য্যু', 'হোতা' এবং 'উদ্গাতা' এই তিন ব্যক্তি প্রধান 'ঋত্বিক্'; 'নেতা', 'পোতা,' 'প্রস্তোতা' 'প্রভৃতি প্রধান ঋত্বিকের সহকারী হইয়া থাকেন। আদি ব্রহ্মার হৃদয়ে যখন সর্ব্বপ্রথমে চতুর্ব্বেদ প্রকাশিত হইয়াছিলেন, তখন ব্রহ্মা স্বয়ংই যাবতীয় যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়া তাহা কশ্যপ-অত্রি-ভরদ্বাজাদি সর্ব্বাদি দেবর্ষিগণকে শিক্ষা দিয়াছিলেন;

এইজন্য যজ্ঞের পরিদর্শক ব্রহ্মাই স্বয়ং বিধায় মর্ত্তলোকেও ব্রহ্মার প্রতিনিধিরূপে 'ব্রহ্মা' নামে একজন ত্রিবেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ যজ্ঞ কার্য্য পরিদর্শন করেন। প্রত্যেক যজ্ঞানুষ্ঠানেই যজু-ঋক্-সাম বেদত্রয়ের মন্ত্র আবশ্যক হয়। যজুর্বেদজ্ঞই অধ্বর্য্যু, ঋগ্বেদজ্ঞ হোতা এবং সামবেদজ্ঞ উদ্গাতারূপে প্রধান ঋত্বিক্‌ত্রয় এবং যিনি ত্রয়ী-পারঙ্গত তিনিই 'ব্রহ্মা'-পদে বৃত হইবার যোগ্য হন।

এই প্রকারে সম্পূর্ণ যজ্ঞের মূলভূমি যজুর্বেদ। পরন্তু সকল যজ্ঞেরই বিধি যে কেবল এই বেদেই আছে এরূপ নহে। গবাময়নসত্রের বিধি সামবেদেই বিশেষরূপে আছে—যজুর্বেদে এতৎ সম্বন্ধে সামান্য উল্লেখ পাওয়া যায়; যজুতে তাহার বিধান নাই, দেহমাত্র বলা হইয়াছে। যদ্যপি চতুর্বেদেই যজ্ঞের বিধান প্রদত্ত হইয়াছে, তথাপি বিস্তার হেতু যজুর্বেদই যজ্ঞকার্য্যে সর্ব্বাগ্রণী। ঋগ্বেদে যজু-সামের বিধান ব্যতীত অন্যান্য যজ্ঞেরও বিধান আছে। যজুর্বেদে যেমন অধ্বর্য্যুর কৃত্য পরিলক্ষিত হয়, ঋগ্বেদীয় ও সামবেদীয় যজ্ঞেও অধ্বর্য্যুর কৃত্যের আবশ্যকতা আছে। কিন্তু সেই অধ্বর্য্যুগণ বস্তুতঃ যজুর্বেদ-বিহিত "মূল-যজ্ঞের" অনুকরণেই ঋক্-সাম-বেদীয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া মন্ত্র কেন।

শুক্রা যে যজ্ঞে সর্ব্বাঙ্গের বিধি থাকে, তাহাকে "প্রকৃতি-যজ্ঞ" বা নির্গত ন-যজ্ঞ" বলে। ইহাতে যজ্ঞের পূর্ণস্বরূপ সর্ব্বতোভাবে [illegible]পাদিত হয়। আর, যে যে যজ্ঞ অধিকাংশ বা স্থূলতঃ "মূল-

যজ্ঞের" সদৃশ, সেই সেই যজ্ঞের জন্য বিশেষ বিধান আছে—স্থলবিশেষে কিছু ভেদও দৃষ্ট হয়। এই সকল যজ্ঞকে 'বিকৃতি-যজ্ঞ' কহে। যজুর্বেদে অধ্বর্যুর সম্পূর্ণ মন্ত্র থাকা নিবন্ধন প্রায় সমস্ত 'প্রকৃতি-যজ্ঞ' যজুর্বেদীয় এবং ঋগ্বেদে তৎ তৎ যজ্ঞোপযোগী ঋচা ও সামবেদে তদুপযোগী গীতি-মন্ত্র বিহিত আছে। বেদত্রয়ের মধ্যে যজুর্বেদে কর্ম্মকাণ্ডই প্রধান।

যজুর্বেদের মন্ত্রের মধ্যে কতকগুলি 'যজুঃ' এবং কতকগুলি 'ঋচা'। 'পাদ' ও 'অবসান' যুক্ত মন্ত্রকে 'ঋচা' এবং পাদাবসান রহিত মন্ত্রকে 'যজুঃ' (অর্দ্ধ-মন্ত্র) কহে। সুতরাং কেবল মাত্র 'যজুঃ' বলিতে সমগ্র যজুর্বেদসংহিতা বুঝায় না—ঋচা ও যজুঃ একত্রেই যজুর্বেদ। ছন্দ-জ্ঞান হইতে 'পাদ' ও 'অবসান' জ্ঞাত হওয়া যায় এবং তাহা হইতেই বেদের কোন্ কোন্ মন্ত্র 'ঋচা' জানিতে পারা যায়। পিঙ্গল-সূত্রের মতে 'যজুঃ' এক অক্ষর হইতে যড়োত্তরশত অক্ষর পর্য্যন্ত হয়। এতৎসম্বন্ধে "বেদপাঠের বিধি" অধ্যায় দ্রষ্টব্য। ঋগ্বেদ দেবতার আবাহন ও যজন বিষয়ে প্রাধান্য দিয়াছেন; যজুর্বেদ বিশেষভাবে যজ্ঞবেদী, হবি ইত্যাদি প্রস্তুত প্রকরণ দ্বারা যজ্ঞবিধি নির্দ্দেশ করিয়াছেন ও এবং যজ্ঞান্তে সোমরস মাংসাদি যজ্ঞের আহুতিরূপে প্রাপ্ত হ দেবগণ প্রমত্ত হইলে স্তুতিগানদ্বারা সামবেদ তাঁহাদিগকে ও করেন; আর, অথর্ব্ববেদ শান্তি-পৌষ্টিক-মারণ-উচ্চাটন-অ বিদ্যাদি বিষয়েরই প্রধানতঃ আলোচনা করিয়াছেন।

এস্থলে কথাপ্রসঙ্গে অবান্তরভাবে সংক্ষেপে বর্ণন করিলে ক্রটী হইবে না যে, পূর্ব্বকালে যজ্ঞশেষে সত্যগুণের দেবতা যজ্ঞেশ্বর-বিষ্ণু ব্যতীত অন্যদেবগণ এবং তদনন্তর 'ব্রহ্মা', অধ্বর্য্যু, হোতা, উদ্গাতা, অন্যান্য ঋত্বিক্‌গণ এবং ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য দ্বিজাতিগণ সকলেই যজ্ঞে অর্পিত সুরা ও মাংস গ্রহণ করিতেন। এক সময়ে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য তাঁহার কন্যা দেবযানিকে এক সুস্থ যোগ্য যুবকের সহিত বিবাহ দিবেন স্থির করিলে, কচ্‌ নামক দৈত্য সেই যুবককে বধ করিয়া ফেলে। শুক্রাচার্য্য মৃত যুবকের রক্ত ও মাংস একত্রিত করিয়া 'অমৃত সঞ্জীবনী' মন্ত্রের দ্বারা তাঁহাকে পুনঃ জীবন দান করেন। কচ্‌ যতবার যুবককে বধ করিয়া তাঁহার শরীর ভূমিতে ফেলিয়া রাখে, শুক্রাচার্য্যও তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ জীবন দান করেন। তখন কচ্‌ জানিতে পারিল যে, মৃত যুবকের রক্ত ও মাংস একত্রিত করিয়াই মন্ত্রবলে শুক্রাচার্য্য প্রাণ পুনঃ প্রদান করিতে সমর্থ। এই বিবেচনা করিয়া সে মদ্যমাংসপ্রমত্ত শুক্রাচার্য্যকে সেই বকের শরীরের মাংস ও রক্ত পান করাইয়া দিল। তখন য়ান্তর না দেখিয়া শুক্রাচার্য্য দেবযানিকে 'অমৃত-সঞ্জীবনী'- প্রদান করিয়া আদেশ করিলেন যে, দেবযানি যেন র্য্যের উদর বিদীর্ণ করতঃ তন্মধ্যস্থ যুবকের রক্ত-মাংস ান্তে সেই মন্ত্রের দ্বারা তাঁহার জীবন সঞ্চার করিয়া কেই বিবাহ করেন। দেবযানিও তদনুরূপই করিলেন

এবং শুক্রাচার্য্যকেও সঞ্জীবিত করেন। তদবধি শুক্রাচার্য্যের অভিসম্পাতে মদ্য-মাংস গ্রহণ কলিকালে নিষিদ্ধ হইয়াছে।

সে যাহা হউক, বেদ ঈশ্বর-জ্ঞানের অগাধ সাগর। বুদ্ধিমান্ আস্তিক পুরুষ ইহার এক এক মন্ত্রে অনেক গূঢ় রহস্য পাইবেন—প্রত্যেক মন্ত্রটিই মনোযোগ সহকারে অবধানযোগ্য। বেদ তত্ত্ব-বিদ্যাপূর্ণ এক অদ্বিতীয় অমূল্য রত্ন। এখন চতুর্বেদের পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে স্বরূপ ও বর্ণ নির্ণীত হইতেছে—

**"ঋগ্বেদঃ শ্বেতবর্ণঃ স্যাৎ দ্বিভুজো রাসভাননঃ।
অক্ষমালাযুতঃ সৌম্যঃ প্রীতশ্চাধ্যয়নোদ্যতঃ॥**

—হেমাদ্রিকৃত বিশ্বকর্মশাস্ত্র

শ্বেতবর্ণ, দ্বিভুজ, গর্দ্দভবদনবিশিষ্ট, অক্ষমালা-সুশোভিত ও সৌম্যমূর্ত্তি ঋগ্বেদ প্রশান্তচিত্ত হইয়া নিরন্তর অধ্যয়নে প্রবৃত্ত। চরণব্যূহ-মতে ঋগ্বেদের দিব্যকৃষ্ণবর্ণ, পদ্মপত্রসম তাঁহার নয়নদ্বয়, তাঁহার গ্রীবা সুবিভক্ত, কুঞ্চিত সুচারু কেশ এবং দ্বিহস্ত পরিমিত তাঁহার শরীর। ঋগ্বেদের অত্রি-গোত্র, ব্রহ্মদেবতা এবং গায়ত্রী ছন্দ। এমন যে ঋগ্বেদ, তাহাই সর্ব্বপ্রধান এবং সর্ব্ব দ্বিজাতিগণের অধ্যয়নীয়।

**"অজাস্যঃ পীতবর্ণঃ স্যাৎ যজুর্বেদোঽক্ষসূত্রধৃক্।
বামে কুলিশপাণিস্তু ভূতিদোমঙ্গলপ্রদঃ॥"**

—হেমাদ্রিকৃত বিশ্বকর্ম

যজুর্বেদের ছাগবদন, স্বর্ণকান্তি ও রুদ্রাক্ষমালা গলদেশে শোভমানা এবং তিনি বামহস্তে বজ্রদণ্ড ধারণ করতঃ সর্ব্বজীবের মঙ্গলপ্রদাতারূপে বিরাজমান।

চরণব্যূহ-মতে কৃশদীর্ঘ পঞ্চারত্নী (পঞ্চহস্ত পরিমিত দীর্ঘ যাঁহার দিব্য দেহ), প্রশস্ত ললাট, মধ্যাহ্নের আদিত্যকান্তি, তাম্রবর্ণ এবং গলিত কাঞ্চনসম উজ্জ্বল নয়নবিশিষ্ট পরম জ্যোতির্ম্ময়রূপে যজুর্বেদ শোভমান। তাঁহার ভারদ্বাজ গোত্র, বিষ্ণু দেবতা এবং ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দ। (বৈষ্ণব ও শৈবগণ সাধারণতঃ যজুর্বেদী)

"নীলোৎপলদলাক্ষাস্যঃ সামবেদো হয়াননঃ।
অক্ষমালান্বিতোদক্ষে বামেকম্বুধরঃ স্মৃতাঃ॥"

—হেমাদ্রিকৃত বিশ্বকর্মশাস্ত্র

নীলোৎপলদলাক্ষ, অশ্বমস্তকবিশিষ্ট সামদেবের দক্ষিণ হস্তে অক্ষ-মালা এবং বামকরে তাঁহার শঙ্খ সুশোভন। চরণব্যূহে সামবেদের স্বরূপ বিচারে এইরূপ আছে যে, ষড়রত্নী (ষট্-হস্ত-পরিমিত দীর্ঘ) শ্বেতবর্ণ দেহে আনন্দময় চর্ম্ম বিশিষ্ট দণ্ডধারী সামবেদের নয়ন-দ্বয় শুভ্র-রক্তমিশ্রিত পরম সুন্দর, তিনি শুদ্ধ ও দিব্য নিত্যস্রগ্বী অর্থাৎ মালায় শোভিত। তাঁহার কাশ্যপ গোত্র, রুদ্রদেবতা এবং জগতী-ছন্দ। (শাক্তগণ সাধারণতঃ সামবেদী)

"অথর্বণাভিধো বেদো ধবলো মর্কটাননঃ।
অক্ষসূত্রঞ্চ রবদ্ধাঙ্গং বিভ্রাণোযজনপ্রিয়ঃ ॥"

—হেমাদ্রিকৃত বিশ্বকর্মশাস্ত্র

অথর্বণ নামক বেদপুরুষ শুভ্রবর্ণ, মর্কটবদন, অক্ষসূত্র হস্তে, কামানলসম দেহবিশিষ্ট, দীপ্তিশালী এবং যজনপ্রিয় বলিয়া পরিচিত।

চরণব্যূহকার বলেন—অথর্ব্ববেদপুরুষ তীক্ষ্ণ, ক্রোধী, কৃষ্ণবর্ণ, কামরূপী, ক্ষুদ্রকর্ম্ম, শ্বেতসাধ্যবশী অর্থাৎ শুভ্রবর্ণের সহজেই অধীন, মালাপরিহিত, সুশোভন গণ্ড ও মস্তকবিশিষ্ট, স্বীয় স্ত্রীতে তুষ্ট, পরস্ত্রী অনুরক্ত, পট্টদেব অর্থাৎ তিনি বস্ত্রের দেবতা এবং কশ্যপগোত্রের ন্যায় তাঁহার বিস্তৃত গোত্র বা সন্তান। তাঁহার বৈতানসগোত্র, ইন্দ্র দেবতা ও অনুষ্টুপ্ছন্দ।" (সর্ব্বদেবোপাসকগণ অথর্ব্ববেদী)

ঋষিসন্তানের ঋষির পরিচয়ে 'গোত্র' হয়, এবং 'গোত্র-সন্তানের' পিতৃকুলের পরিচয়ে 'প্রবর' বংশ পরিচয় হয়।

চতুর্থ অধ্যায়

বেদের বিস্তার

এইভাবে নিরবদ্য, নিরঞ্জন নারায়ণের নিকট হইতে সর্ব্ব-বিদ্যাসার বেদমন্ত্র জগৎসৃষ্টিকর্ত্তা প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রাপ্ত হইয়া চতুঃসনকে প্রদান করিলে, সেই অখণ্ড জ্ঞানস্বরূপ বেদমন্ত্র চতুঃসন হইতে সপ্তর্ষি এবং তাঁহাদিগের মুখনিঃসৃত মন্ত্রসমূহ মুনি ও মুনি-পরম্পরায় মনুষ্যলোকে বিপুলভাবে বিস্তার লাভ করে, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সমগ্র বেদে কর্ম্মকাণ্ড ভাগই অধিক, যাহার অনুষ্ঠানে স্থূল শরীর শুদ্ধ হয়; উপাসনা বা স্তুতিকাণ্ড সূক্ষ্মদেহ মন-বুদ্ধি-অহঙ্কারের বিষয়াসক্তি বিদূরিত করে এবং জ্ঞানকাণ্ডভাগ জীবের আত্মমঙ্গল ও পরব্রহ্মের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়া নিঃশ্রেয়স প্রদান করে।

একই বেদ শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নব্যাসের দ্বারা চারভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। তাহার এক এক ভাগকে 'চরণ' এবং চার 'চরণ' একত্রে 'চরণব্যূহ' আখ্যা লাভ করিয়াছে। সাকল্যাচার্য্য হইতে ব্যাস পূর্ণবেদ একত্রে এবং ব্যাস হইতে ব্যাস-সত্যবতীর পুত্র-চতুষ্টয় পৈল, বৈশম্পায়ন, জৈমিনী ও সুমন্ত যথাক্রমে ঋগ্বেদ,

যজুর্বেদ, সামবেদ ও অথর্ববেদ পৃথক্ পৃথক্ চারভাগে প্রাপ্ত হইয়া শিষ্যপরম্পরায় এক সহস্র শাখায় জগতে প্রচার করেন। যথা—

"ঋগ্বেদশ্রাবকং পৈলং সংজগ্রাহ মহামুনিঃ।
বৈশম্পায়ননামানং যজুর্বেদস্য চাগৃহীৎ॥
জৈমিনী সামবেদস্য তথৈবাথর্ববেদবিৎ।
সুমন্তুস্তস্য শিষ্যোঽভূদ্বেদব্যাসস্য ধীমতঃ॥"

—চরণব্যূহ

পৈল ঋষি হইতে ঋগ্বেদের প্রচার জগতে প্রধানতঃ অষ্টশাখা-ভেদে বিস্তার লাভ করে, যথা—সাকল, বাস্কল, ঐতরেয়, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, সাংখ্যায়ন, মাণ্ডুক ও কৌষীতকী এই অষ্ট ভেদশাখা। ঋগ্বেদের এই অষ্ট ভেদশাখা হইতেই বেদপাঠের জটা, মালা, শিখা, রেখা, ধ্বজ, দণ্ড, রথ ও ঘন এই অষ্ট বিকৃতির উৎপত্তি হইয়া এখন চতুর্বেদ পাঠেই প্রয়োগ হইয়া থাকে। এই সম্বন্ধে 'বেদপাঠের বিধি' অধ্যায়ে বিশেষ আলোচনা দ্রষ্টব্য। সংহিতা, পদ ও ক্রম এই ত্রিবিধ পাঠ বেদপাঠের প্রকৃতি, আর উপর্যুক্ত অষ্টপ্রকার বেদপাঠের বিকৃতি।

বেদব্যাস তাঁহার শিষ্য পৈলকে বেদের সংহিতা, পদ ও ক্রম এই প্রকৃতি-পাঠই শিক্ষা দিয়াছিলেন। পৈল হইতে উক্ত ত্রিবিধ পাঠ প্রাপ্ত হইয়া পৈল-শিষ্য অগ্নিমিত্র এবং অগ্নিমিত্রের শিষ্য ইন্দ্রপ্রমতি তাহাতে 'জটা' পাঠ যোগ করেন। ইন্দ্রপ্রমতি

সংহিতা-পদ-ক্রম-জটা এই চতুর্ব্বিধ বেদপাঠ বাষ্কলাদি শিষ্য-প্রশিষ্য ছয় জন ও মাণ্ডুকেয়গণকে শিক্ষা দেন; মাণ্ডুকেয়গণ হইতে সংহিতা-পদ-ক্রম-জটা পাঠ প্রাপ্ত হইয়া মাণ্ডুকেয়ের পুত্র-শিষ্য সাকল্য ঋষি তদতিরিক্ত 'দণ্ড' পাঠ—এই পঞ্চপ্রকার দেব-মিত্রকে প্রদান করেন। এইরূপে ঋগ্বেদ-সংহিতার গুরু-শিষ্য-পরম্পরায় অষ্টবিধ প্রকারে বেদের পাঠপ্রকরণ জগতে বিস্তার লাভ করিয়াছিল।

ঋগ্বেদের শাখা-বিস্তার

সাকল্যাচার্য্য

বেদব্যাস (মূল বেদ চার ভাগে বিভক্ত করেন)

পৈল (ব্যাস-সত্যবতী পুত্র, ইনি ব্যাস হইতে সংহিতা-পদ-ক্রম প্রাপ্ত হন)

বাষ্কল (বেদের অধ্যায় প্রস্তুত করেন)।

অগ্নিমিত্র

ইন্দ্রপ্রমতি (সংহিতা-পদ-ক্রম-জটা পাঠ বিস্তার করেন)

মাণ্ডুকেয় (পুত্র-শিষ্য)

সাকল্য (পুত্র-শিষ্য—সংহিতা-পদ-ক্রম-জটা-দণ্ড পাঠ বিস্তার করেন)

দেবমিত্র

শৌভরী

আশ্বলায়নগণ

ঐতেরেয়

(১) ঐতেরেয়, (২) মহাঐতেরেয়, (৩) সাকল, (৪) বাষ্কল, (৫) সুজাত, (৬) বক্র মৌদবাহিং, (৭) মহৌদবাহিং, (৮) সৌজামি, (৯) শৌনক ও (১০) **অশ্বলায়ন**।

এই আশ্বলায়নগণের **ঐতেরেয়ী শাখা**, আশ্বলায়ন সূত্র ও আরণ্যক-ব্রাহ্মণ।

মাণ্ডুকেয়গণ

ইন্দ্রপ্রমতি

(১) বাহবি, (২) গার্গ, (৩) গৌতম, (৪) **সাকল্য**, (৫) বাভ্রব্য (৬) **মাণ্ডুকেয়**

(২) গার্গ →

সাংখ্যায়নগণ

(১) গার্গী, (২) বাচকবী, (৩) বড়বা, (৪) প্রাচীথেয়ী, (৫) সুলভা, (৬) মৈত্রেয়ী, (৭) কহোল, (৮) কৌষীতকি (৯) মহাকৌষীতকী, (১০) পৈংগ, (১১) মহাপৈংগ (১২) সুযজ্ঞ ও (১৩) সাংখ্যায়ন।

ইঁহাদের **কৌষীতকী শাখা**, কৌষীতক-সূত্র, আরণ্যক-ব্রাহ্মণ।

(৪) সাকল্য →

(১) বাৎস্য, (২) মুদ্গল, (৩) শালীয়, (৪) গোখল্য (৫) শিশির (এই পাঁচজন নিরুক্ত শিক্ষা দেন)

জাতুকর্ণ

বালখিল্যগণ

(১) বাল, (২) পৈংগ্য, (৩) বেতাল, ও (৪) বিরজ

বা[illegible]

বাষ্কল ঋষি আশ্বলায়নগণের প্রতিশাখা হইতে বালখিল্ব-গণের প্রতিশাখা পৃথক্ করিয়া বাল ও কাশীর নামক তদীয় শিষ্যদ্বয়কে প্রদান করেন।

"বেদাহি যজ্ঞার্থং অভিপ্রবৃত্তাঃ"—যজ্ঞের জন্যই বেদ সমূহ প্রবৃত্ত, কেননা যজ্ঞব্যতীত জগতের উৎপত্তি সম্ভব হয় না। এই যজ্ঞ দুই প্রকার—এক অগ্নিতে হুয়মান, আর দ্বিতীয় অনগ্নিপ্রহুতমান। অগ্নিতে হুয়মান যজ্ঞকে 'বৈতানিক' এবং অনগ্নিপ্রহুতমান যজ্ঞকে নিত্যাভ্যাসরূপ 'মন্ত্রপাঠ' কহে। এই 'মন্ত্রপাঠ' বেদপারায়ণ ও ব্রহ্মযজ্ঞ দ্বারা সম্পাদিত হয়। এবম্বিধ অনগ্নিপ্রহুতমান ব্রহ্মযজ্ঞ ও বেদপারায়ণের জন্যই ঋগ্বেদ অধ্যয়ন বিহিত, আর অগ্নিতে হুয়মান যজ্ঞার্থে যজুর্বেদের প্রয়োগ প্রশস্ত।

বেদপারায়ণ চর্চা-শ্রাবক-চর্চকঃ-শ্রবণীপার-ভেদে চতুর্ব্বিধ। ওষ্ঠস্পন্দন ও স্ফুট করিয়া অধ্যয়নের নাম 'চর্চা;' গুরু-শিষ্য-সম্বন্ধে যখন স্বীয় পাঠের জন্য গুরু পাঠ করেন ও শিষ্য শ্রবণ করেন, সেই বেদাধ্যয়নই 'শ্রাবক;' যে স্থলে শিষ্যের শ্রবণের নিমিত্তই গুরুমুখ হইতে শিষ্য শ্রবণ করেন, সেই পারায়ণ 'চর্চকঃ'; এবং সমগ্র বেদ শ্রবণকারীর জন্য যে পারায়ণ, তাহা 'শ্রবণীপার'।

এই চতুর্ব্বিধ বেদপারায়ণ আবার 'প্রকৃতি' ও 'বিকৃতি'-ভেদে দ্বিবিধ। সংহিতার পারায়ণই প্রকৃতি-পাঠ। সংহিতা দ্বিবিধা—রূঢ়া ও যোগা; এক পদ পাঠের নাম রূঢ়া-সংহিতাপাঠ

এবং একপদ পশ্চাতে ছাড়িয়া একপদ অগ্রে পাঠের নাম যোগা-সংহিতাপাঠ। ক্রমপার, ক্রমপদ, ক্রমজট, ও ক্রমদণ্ড এই চতুর্বিধ সংহিতার প্রকৃতি-পাঠ। উক্ত 'ক্রম' শব্দে উভয় রূঢ়া ও যোগা সংহিতাই বুঝিতে হইবে। অনুলোম, বিলোম ইত্যাদি অষ্ট প্রকার পাঠের দ্বারা সংহিতার পারায়ণ হয়। সংহিতা পারায়ণের বিশেষত্ব সম্বন্ধে সকল ঋষিগণই এক মত। সংহিতা-পদ-ক্রমরূপ প্রকৃতি-পাঠেরই প্রশস্ত বিধান গৃহীত হয়; জটা-মালা-শিখা-রেখা-ধ্বজ-দণ্ড-রথ-ঘন এই অষ্ট প্রকার বিকৃতি-পাঠ অভ্যাসের জন্যই প্রশস্ত।

ঋগ্বেদসংহিতাতে চৌষট্টি অধ্যায়, দশ মণ্ডল এবং ২০০৬ বর্গ আছে। যথা—

> **"অধ্যায়াশ্চ চতুঃষষ্টিঃ মণ্ডলানি দশৈব তু।**
> **বর্গাণাং পরিসংখ্যাতং দ্বে সহস্রে ষড়োত্তরে॥"**
>
> —চরণব্যূহ

উক্ত ষড়োত্তরদ্বিসহস্র বর্গের অন্তর্ভুক্ত ঋচাসমূহও জানিতে হইবে। বালখিল্যগণের সংখ্যা এতদতিরিক্ত। তাঁহাদের অনুযায়ী ঋক্সংহিতায় ১৫৩৭৯২ পদ আছে। দশ মণ্ডল ও ষড়োত্তর-দ্বিসহস্র (২০০৬) বর্গ ব্যতীত চৌষট্টি অধ্যায়ের অন্তর্গত আরও সপ্তদশাধিক একসহস্র (১০১৭) সূক্ত আছে।

কোন্ দেশে প্রচার ?

ঋগ্বেদের আশ্বলায়নী, সাংখ্যায়নী প্রভৃতি শাখা নর্ম্মদা নদীর উত্তর প্রদেশ সমূহে প্রচারিত হইয়াছিল।

যজুর্বেদের শাখা-বিস্তার

অধ্যাপকগণের অধ্যাপনা, শৌলী ও দেশভেদে যজুর্বেদের একোত্তরশত শাখা উদ্ভূতা হইয়াছিল। গুরুর নিকট বেদ অধ্যয়ন করিয়া যে শিষ্য যে শাখা যে দেশে গমন করতঃ প্রচার করিয়াছিলেন, তত্তদ্দেশে সেই ঋষির নামানুসারে শাখার নাম প্রসিদ্ধি লাভ করে। এই কারণে শিষ্যগণের উচ্চারণ ও স্মৃতি-ভেদে একই শাখার কোথাও বা এক চরণ, কোথায়ও দুই চরণের ভেদ পড়িয়া গিয়াছে। কোন শাখায় কোন কোন মন্ত্র পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না। যে শাখার যে প্রথম প্রচারক, তিনি যে ভাবে যে মন্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন, ভিন্ন ভিন্ন দেশে তাঁহার নামেই আদিশাখা পরিচিতা হইয়াছে। এবম্বিধ প্রকারে যজুর্বেদের অধিক বিস্তার হইয়াছিল; কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে কোন কোন শাখার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লোপ পাইয়াছে। যে সময়ে চরণব্যূহ গ্রন্থ প্রণয়ন হয়, সেই সময়ে সমগ্র ভারতে মাত্র ৮৬ শাখা প্রাপ্ত হওয়া যাইত, কিন্তু সায়নাচার্য্যের সময় ১০১ শাখা ছিল। তন্মধ্যে কোন কোন শাখার মন্ত্রে ভেদ উপস্থিত হইয়া ভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছে; আর কোন কোন শাখায় পাঠ-ভেদ মাত্র দেখা

যায়। পরন্তু ঔরব্যা, আপস্তম্বী, বৌধায়নী, সত্যাষাঢ়ী, হিরণ্য-কেশী ও ঔখেয়া এই ষড়্বিধ খাণ্ডিকেয় একত্রে 'ছান্দোগ্য তৈত্তিরীয়া শাখা' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিলেও তাহাদের পরস্পরের মধ্যে মন্ত্রের এত অধিক ভেদ যে, এক কৃষ্ণ ও অপর শুক্ল নামে পরিচিত হয়। কৃষ্ণযজুর্বেদের তৈত্তিরীয়া শাখার এবং শুক্লযজুর্বেদের বাজসনেয়ী শাখার বিস্তারই বিশেষভাবে হইয়াছিল।

কৃষ্ণযজুর্বেদের বিস্তার

তৈত্তিরীয় কৃষ্ণযজুর্বেদ দুইভাগে বিভক্ত—ঔক্ষাডিকেয়া ও কাণ্ডিকেয়া। উহা দক্ষিণ ভারতেই বিশেষ প্রচলিত। কাণ্ডিকেয়া ভাগের পঞ্চ শাখা, যথা—আপস্তম্বী, বৌধায়নী, সত্যাষাঢ়ী, হিরণ্যকেশী ও ঔখেয়ী। কৃষ্ণযজুর্বেদে সপ্তকাণ্ড, ৪৪ প্রশ্ন, ৬৫১ অনুবাক, ২১১০৯ মন্ত্র, ১৯১২৯০ পদ ও ২৫৩৮৬৪ অক্ষর; এবং ইহার ব্রাহ্মণভাগে ১৯৪৮০ বাক্য আছে।

কোন্ দেশে বিস্তার

হিরণ্যকেশী শাখা ও হিরণ্যকেশী সূত্র সৈহ্যাদ্রি পর্ব্বত হইতে আরম্ভ করিয়া নৈঋর্তদিকে সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তার লাভ করে। আর, তৈত্তিরীয় আপস্তম্বী শাখা নর্ম্মদা নদীর দক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়া তুঙ্গা, গোদাবরী, কৃষ্ণা ও সৌহ্যাদ্রি-শিখরাবধি প্রচারিতা হয়।

শুক্লযজুর্বেদের বিস্তার

যে দিন বাজিরূপী আদিত্য-হরির কেশর-কম্পন হইতে দেবরাত ঋষির পুত্র যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি মধ্যাহ্ন সময়ে শুদ্ধ যজুর্বেদ প্রাপ্ত হন, সেই দিন হইতেই ব্যাস-শিষ্য বৈশম্পায়ন ও বৈশম্পায়ন-শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্যের দ্বারা সূর্য্যমণ্ডল হইতে প্রাপ্ত শুক্ল-যজুর্বেদ বৈশম্পায়নের অন্যান্য শিষ্যদ্বারা প্রচারিত যাজ্ঞবল্ক্যের বমিত কৃষ্ণযজুর্বেদ হইতে পৃথক্ ভাবে প্রচারিত হয়। কাহারও মতে সপ্তদশ এবং চরণব্যূহের মতে পঞ্চদশ শিষ্যকে যাজ্ঞবল্ক্য এই শুক্লযজুর্বেদ শিক্ষা দেন।

অষ্ট শাখা

সর্ব্বাদিতে অধ্বর্য্যুশাখার অন্তর্গত ৮৬ শাখা ছিল। তাহাই প্রধানতঃ অষ্টভাগে বিভক্ত হয়। যথা—

(১) চরকগণ, (২) আহ্বরকগণ, (৩) প্রাচ্যকটগণ, (৪) কপিষ্ঠলকঠগণ, (৫) চাবায়ণীয়গণ, (৬) বারণীয়গণ, (৭) বার্ত্তন্তবীয়গণ ও (৮) মৈত্রায়নীয়গণ।

দ্বাদশ শাখা

মৈত্রায়নীয়গণ দ্বাদশ শাখায় বিস্তার লাভ করেন—(১) মানব-গণ, (২) দুন্দুভগণ, (৩) কযগণ, (৪) ভাশচগণ, (৫) একেয়গণ, (৬) বারাহগণ, (৭) হারিদ্রবেয়গণ, (৮) শ্যামগণ, (৯) শ্যামায়নীয়-

গণ, (১০) শ্বেতাশ্বতরগণ, (১১) ওপমন্যুগণ এবং (১২) মৈত্রায়নীয়-গণ। এই দ্বাদশশাখী সকলেই বাজসনীয় যজুর্বেদাধ্যায়ী। বাজসনেয় শুক্লযজুর্বেদের চল্লিশ অধ্যায়ে অষ্টোত্তরশত যজুঃ ও ৯৭৫ ঋচা; অষ্টোত্তরশত যজুঃর অন্তর্গত একসহস্র মন্ত্র—মন্ত্র ও ঋচা একত্রে ১৯৭৫ মন্ত্র; চতুর্দ্দশ কাণ্ড; ৯০৫২৫ অক্ষর এবং ১২৩০ অর্দ্ধবিন্দু আছে।

পঞ্চদশ শাখা

চতুর্দ্দশীযুক্ত পৌর্ণমাসী তিথির শুক্লবর্ণ সূর্য্যদেবের নিকট হইতে মধ্যাহ্নে শুদ্ধ যজুর্বেদ প্রাপ্ত হইয়া যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার পঞ্চদশ শিষ্যকে তাহা শিক্ষা দেন। তাঁহাদের নামানুসারে অশীতিশাখাসম্পন্ন বাজসনেয়ী শাখাই পঞ্চদশ শাখায় বিস্তৃত হইয়া বিপুলভাবে প্রচারিত হয়। যথা—(১) কাণ্বী, (২) মাধ্যন্দিনীয়া, (৩) শারীয়া, (৪) স্বায়াযনীয়া, (৫) কাপোলা, (৬) পৌন্ড্রবসা, (৭) আবটিকা, (৮) পরমাবটিকা, (৯) পারাশার্য্যা, (১০) বৈধেয়া, (১১) বৈনেয়া, (১২) ঔধেয়া, (১৩) বৈজবা, (১৪) কাত্যায়নীয়া, ও (১৫) জাবালী বা গালবী। ইঁহাদের (যাজ্ঞবল্ক্যের পঞ্চদশ শিষ্যের) নাম, ব্যবহার ও অধ্যাপন ভেদেই এই পঞ্চদশ শাখার ভেদ পরিলক্ষিত হইয়াছে। পঞ্চদশ বাজসনেয়ী শাখার মধ্যে মাধ্যন্দিনীয়া শাখাই বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ। এই মাধ্যন্দিনীয়া বাজসনেয়ী শুক্লযজুর্বেদসংহিতাই

সম্যক্ শুদ্ধভাবে প্রচারিতা হইয়া আসার দরুন উবট, সায়ন, মহীধর, মিশ্র ও স্বামী দয়ানন্দ ইহার উপর ভাষ্য রচনা করিয়াছেন।

দর সর্ব্বাদি ভাষ্যকার উবট। তাঁহার ভ্রাতা কৈয়ট 'কা[illegible]' নামক ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন, এবং মম্মট নামক তাঁহার অন্য ভ্রাতা 'নৈষধ-চরিত' সাহিত্য রচনা করেন।

কাণ্বীশাখাতে ও মাধ্যন্দিনী শাখাতে অতি সামান্য ভেদ।

অষ্টাদশ উপশাখা

মাধ্যন্দিনী শাখাতে মূল বেদসংহিতা ব্যতীত আরও অষ্টাদশ উপশাখা বা পরিশিষ্ট আছে, যথা—

(১) উপজ্যোতিষ, (২) জ্যোতিষশাস্ত্র, (৩) সামুদ্রিক হস্তরেখাদি, (৪) প্রতিজ্ঞানুবাক, (৫) কোন্ বাক্যে কি সিদ্ধান্ত, (৬) পরিসংখ্যা, (৭) ভূগোলাদি, (৮) চরণব্যূহ, (৯) শ্রাদ্ধকল্প, (১০) প্রবরাধ্যায়, (১১) শস্ত্রক্রতুসংখ্যা, (১২) অনুগমন যজ্ঞক্রিয়া, (১৩) পার্শ্বহৌত্রিক, (১৪) যজ্ঞক্রিয়াহৌত্র, (১৫) পশুকষাণি (পশু বন্ধনের রজ্জু), (১৬) পশুযজ্ঞ, (১৭) কূর্ম্মলক্ষণ ও (১৮) স্নান-ভোজনসূত্র।

কোন্ দেশে বিস্তার?

মাধ্যন্দিনী বাজসনেয়ী শুক্লযজুর্বেদসংহিতা ভারতের প্রাচ্য (পূর্ব্ব), উদীচ্য (উত্তর) ও নৈর্ঋত কোণে (দক্ষিণ-পশ্চিম)

প্রচারিত হইয়াছিল। কৃষ্ণযজুর্বেদ দক্ষিণ দেশে প্রচলিত। নর্ম্মদা নদীকে ভারতের মধ্য রেখা ধরিয়াই এই উত্তর ও দক্ষিণ দেশ বিবেচিত হইয়াছে। বাজসনেয়ী শাখা অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, কান্যকুব্জ এবং গুর্জ্জর দেশে বিশেষ বিস্তার লাভ করিয়াছিল। যথা--

"অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গশ্চ কণিনোগুর্জ্জরস্তথা।
বাজসনেয়ী শাখা চ মাধ্যন্দিনী প্রতিষ্ঠিতা॥"

—চরণব্যূহ

ইহা হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে, বঙ্গের ব্রাহ্মণগণ বাজসনেয়ী শুক্লযজুর্বেদসংহিতার মাধ্যন্দিনী শাখাধ্যায়ী হইবেন।

মৈত্রায়নী শাখা ময়ূর পর্ব্বত হইতে গুর্জ্জর দেশ (গুজরাট্) পর্য্যন্ত এবং তথা হইতে বায়ু কোণে (উত্তর-পশ্চিম কোণে) যাবতীয় দেশে প্রচারিত হইয়া স্থায়ী হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময়েও ঐ সকল দেশে শুক্ল যজুর্বেদেরই প্রচলন দেখা যায়।

কাত্যায়নসূত্র

চতুর্ব্বেদেরই দুই হস্তস্বরূপ দুই সূত্র বা কল্প আছে। সূত্র শ্রুত্যুক্ত ও স্মৃত্যুক্ত। "নিঘণ্টু" হইতে বেদের নিগূঢ় অর্থ জ্ঞাত হইয়া তদর্থানুযায়ী মন্ত্র প্রয়োগদ্বারা যে যজ্ঞ সম্পাদিত হয়, তাহা শ্রুত্যুক্ত; আর, যে মন্ত্রে যে দেবতার নামোল্লেখ ও স্তুতি আছে, তাহা হইতে গূঢ় তাৎপর্য্য বা মূল প্রসঙ্গ গ্রহণ না করিয়া তত্তৎ মন্ত্রের দ্বারা সেই সেই দেবতার বিধিপূর্ব্বক পূজারূপ যে যজ্ঞ

তাহাই স্মৃত্যুক্ত। শ্রুত্যুক্ত যজ্ঞে কোন দেবতার পূজা হয় না, কেবল মাত্র 'হবন' হইয়া থাকে। শ্রুত্যুক্ত বিধানে বেদের মন্ত্র দ্বারা কর্ম্মকাণ্ড ও যজ্ঞ, আর স্মৃত্যুক্ত বিধানে বেদের যে মন্ত্রে যে দেবতার নাম, সেই মন্ত্রের দ্বারা সেই সেই দেবতার পূজন সম্পাদিত হয়; শ্রুতি অনুসারে যজ্ঞ এবং স্মৃত্যনুসারে সংস্কার। সুতরাং বেদের একই মন্ত্র এক ক্ষেত্রে এক প্রকারের যজ্ঞের কার্য্যানুষ্ঠানে শ্রুত্যুক্ত বিনিয়োগ, আবার সেই মন্ত্রই অন্যত্র দেবতা বিশেষের পূজনে স্মৃত্যুক্ত প্রয়োগ হইয়া থাকে।

শুক্ল যজুর্বেদের সূত্র অর্থাৎ মন্ত্রের শ্রুত্যুক্ত বিনিযোগ কাত্যায়ন ঋষি রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া 'কাত্যায়নসূত্র' নামে অভিহিত। শ্রুত্যুক্ত কর্ম্মকাণ্ডের জন্য কাত্যায়নসূত্র মন্ত্রের প্রয়োগ নির্দ্দেশ করিয়াছে। উবট, সায়ন, মহীধরাদি আচার্য্য-গণের ভাষ্য ব্যতীত যেমন বেদের মন্ত্রার্থ বুঝিতে পারা কঠিন, তদ্রূপ সূত্র ব্যতীতও বেদমন্ত্রের কোনই প্রয়োগ বুঝিতে পারা যায় না।

সূত্রভাষ্য

কাত্যায়নসূত্রে ২৬ অধ্যায় আছে। সূত্রার্থ জানিবার জন্য কর্ক, দেবযাজ্ঞিক, অনন্তদেব, পিতৃভূতি, রাম বাজপেয়ী প্রভৃতি ভাষ্যকারগণের কাত্যায়নসূত্র-ভাষ্যই প্রচলিত। ভর্তৃযজ্ঞ ও যজ্ঞপার্শ্বের সাম্প্রদায়িক ভাষ্য ও পদ্ধতি অত্যন্ত পুরাতন বলিয়া কতকাংশ পাওয়া যায়—সম্পূর্ণ বর্ত্তমানে লভ্য নয়।

পদ্ধতি গ্রন্থ

বেদমন্ত্রের শ্রুত্যুক্ত প্রয়োগের জন্য যেমন সূত্র, সূত্র বুঝিবার জন্য যেমন সূত্র-ভাষ্য, সেই প্রকার সেই সূত্র-ভাষ্যের উপর আবার 'পদ্ধতি' হইতেই কাহার পর কি করিতে হইবে তদ্বিষয়ের জ্ঞান লাভ হয়। পূর্ব্বোক্ত সূত্র-ভাষ্যকারগণের প্রত্যেকেরই পৃথক্ পৃথক্ পদ্ধতি আছে, যথা—দেবযাজ্ঞিক [illegible]তি।

প্রাতিশাখ্যসূত্র

প্রত্যেক বেদেরই পঠন প্রণালীর জন্য পৃথক্ পৃথক্ 'প্রাতি-শাখ্যসূত্র' পাওয়া যায়। কাত্যায়ন ঋষি কাত্যায়নসূত্রের উপর কাত্যায়ন-প্রাতিশাখ্যসূত্র অষ্টাধ্যায়ে রচনা করিয়াছেন। উবট ঋষি তাহার ভাষ্যকার।

অন্যান্য বেদের সূত্র

ঋগ্বেদের শ্রুত্যুক্ত সূত্র করিয়াছেন শৌনক ঋষি। ইহা 'শৌনকসূত্র' নামে কথিত। শৌনকসূত্রের 'ভাষ্য' ও 'পদ্ধতি' উভয়ই শৌনক ঋষি প্রণয়ন করিয়াছেন। সুতরাং ঋগ্বেদের শৌনকসূত্র, শৌনকসূত্র-ভাষ্য ও শৌনকসূত্র-ভাষ্য-পদ্ধতি শ্রুত্যুক্ত যজ্ঞের বিধান প্রতিপাদন করে।

সামবেদের সূত্র, পদ্ধতি ও পঠন প্রণালী 'নারদ-শিক্ষাতে' পাওয়া যায়। অথর্ব্ববেদের পৈপ্পল-প্রাতিশাখ্য প্রসিদ্ধ।

স্মৃত্যুক্ত পারস্কর গৃহ্যসূত্র

যজুর্বেদের মন্ত্রে নামোল্লেখমাত্র দেবতাগণের পূজার স্মৃত্যুক্ত বিধান পারস্করপ্রণীত 'গৃহ্যসূত্রে' পাওয়া যায়। 'গৃহ্যসূত্র' তিন কাণ্ডে সম্পূর্ণ হইয়া ষোড়শ সংস্কার সম্বন্ধে বিধিনিষেধ নির্দ্দেশ করিয়াছে। ইহার কর্ক, হরিহর, জয়রাম ও গদাধর প্রণীত চার 'ভাষ্য' এবং চার 'পদ্ধতি' আছে। কাত্যায়নসূত্র যেমন বেদমন্ত্রের সহিত সাক্ষাৎ ভাবে সম্বন্ধযুক্ত, গৃহ্যসূত্রের তদ্রূপ কোন সম্বন্ধ নাই।

গৃহ্যসূত্রের ষোড়শ সংস্কার, যথা—

(১) গর্ভাধান, (২) পুংসবন, (৩) সীমন্তোন্নয়ন, (৪) জাতকর্ম্ম, (৫) নামকরণ, (৬) নিষ্ক্রমণ, (৭) অন্নপ্রাশন, (৮) চৌল বা চূড়াকরণ, (৯) উপনয়ন, (১০-১৩) চত্বারি বেদব্রত ও (১৪-১৬) ত্রেতাগ্নি সংগ্রহ।

চার বেদব্রত

(১) আগ্নেয় ব্রতাদেশ—প্রথম ব্রহ্মচর্য্যাবস্থায় গুরুগৃহে সমি -দান ও সায়ং-প্রাতঃ অগ্নির উপাসনা (সায়ংকালেই অগ্নি: উপাসনা আরম্ভ করিতে হয় বলিয়া সায়ং প্রথমে লিখা ইল)।

(২) সাবিত্রী ব্রতাদেশ —গায়ত্রী-জপ ও গায়ত্রী-উপদেশ।

(৩) বেদারম্ভ —চতুর্ব্বেদ-পাঠ।

(৪) ব্রতবিসর্গঃ —ব্রহ্মচর্য্যবিসর্জ্জন এবং গৃহস্থাশ্রমে সমাবর্ত্তন।

ত্রেতাগ্নি

সমাবর্ত্তনান্তে গৃহস্থাশ্রমে আহবনীয়-গার্হ্যপত্য-দক্ষিণাগ্নি অগ্নিত্রয় সংগ্রহ করিয়া প্রতি অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে একত্রিশ বৎসর ছয় মাসে ক্রমান্বয়ে ৭৫৬ বার "দর্শপূর্ণমাসযজ্ঞ" সমাধান করিয়া ঐ ত্রেতাগ্নির আত্মাতে সমারোপণ হয়। অর্থাৎ ঐ তিন অগ্নির তেজঃ আকর্ষণ করিয়া হৃদয়ে রোপণ করতঃ ছয় রিপু প্রশমিত হইলে গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া বানপ্রস্থ এবং ক্রমশঃ ব্রহ্মবিদ্যালোচনামুখে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে রক্তমাংসের শরীর শুদ্ধ হয়। গৃহস্থাশ্রমে 'দর্শপূর্ণমাস'যজ্ঞ অনুষ্ঠানকালে মৃত্যু হইলে, ঐ আহরিত ত্রেতাগ্নির দ্বারা মুখাগ্নি করিতে হয়। ত্যক্তাশ্রমী যতির দেহাগ্নি না হইয়া সমাধি দেওয়াই বিধি।

যজুর্ব্বেদের তিন ভাষ্য প্রধান। উবটের 'উবট-ভাষ্য' সায়নের "মাধবীয়-ভাষ্য" এবং মহীধরের "মহীধর-ভাষ্য।"

সামবেদের বিস্তার

গায়নভাগ ও মন্ত্রভাগ সমন্বিত সামবেদ। ইহার সহস্র শাখা বেদপাঠ-নিষিদ্ধ দিনেও পঠিতা হইত বলিয়া অসহ্য বিধায় দেবরাজ ইন্দ্র স্বীয় বজ্রদ্বারা তৎসমুদায় নষ্ট করিয়া দেন;

যাহা সামান্য কিছু অবশিষ্ট ছিল, তন্মধ্যে পঞ্চশাখা পাওয়া যায়। যথা—

পঞ্চ শাখা

অসুরায়নীয়া, বার্ত্তান্তরেয়া, প্রাঞ্জলঋগ্যোনাবিধা, প্রাচীন-যোগ্যা ও রাণায়নীয়া।

নব শাখা

রাণায়নীয়া শাখা হইতে রাণায়নীয়া, শাট্যায়নীয়া, সত্যমুদ্গলা, খল্বলা, মহাখল্বলা, লাঙ্গলা, কৌথমী, গৌতমা ও জৈমিনীয়া—এই নয় শাখা প্রাদুর্ভূতা হয়। এই সকল শাখার মধ্যে বর্ত্তমান সময়ে তিন শাখার প্রচলন আছে।

কোন্ দেশে প্রচার?

গুর্জ্জরদেশে কৌথমী শাখা, দক্ষিণে কর্ণাটকদেশে জৈমিনীয়া শাখা এবং মহারাষ্ট্র দেশে রাণায়নীয়া শাখার প্রচলন এখনও কিছু কিছু আছে। বাঙ্গালাদেশে যে সামবেদের যৎকিঞ্চিৎ প্রচলন দেখা যায়, তাহা কৌথমী শাখা হইতেই হইয়া থাকিবে বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে।

সাম ও সামনীর সংখ্যা

সামবেদের মন্ত্রভাগকে 'সাম' এবং গানভাগকে 'সামনী' কহে। প্রত্যেক 'সামনী' চতুর্দ্দশ প্রকারে গীত হইয়া থাকে। প্রতি

'সাম' উচ্চারণের পূর্ব্বে 'হাউ', কিম্বা 'হুয়া' কিম্বা 'হাস্' এই ক্রিয়াপদ তিনবার করিয়া যেখানে যেমন প্রয়োগ তদ্রূপ উচ্চারিত হয়। সামবেদসংহিতার 'সাম'ভাগে ৮০০০ মন্ত্র; 'সামনী'ভাগে ১৪০০০ গান; সামবেদীয় ব্রাহ্মণে ৮১০ মন্ত্র এবং উপনিষদ্ভাগে ৩০০০ মন্ত্র আছে।

অথর্ব্ববেদের বিস্তার

নক্ষত্রকল্প, বিধানকল্প, বিধি-বিধানকল্প, সংহিতাকল্প ও শান্তি-কল্প—এই পঞ্চকল্পসমন্বিত অথর্ব্ববেদ পঞ্চ ভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক কল্পে পঞ্চাশৎ করিয়া মন্ত্র আছে। ইহার নয় শাখা, যথা—পৈপ্পলা, দাস্ত্যাপ্রদা, তাস্তা, ঔতা, ব্রহ্মদা, যশা, শৌনকী, দশচরণ ও বিদ্যা।

পৈপ্পলী ও শৌনকী শাখা নর্ম্মদা নদীর উত্তরের দেশসমূহে প্রচারিত হইয়াছিল।

পঞ্চম অধ্যায়

বেদের ক্রমালোচনা

পূর্ব্বাধ্যায়ে চতুর্ব্বেদের সংহিতার বিস্তার বলা হইল। সংহিতার সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণভাগও বিস্তার লাভ করিয়াছিল। ঋগ্বেদের ব্রাহ্মণভাগ "ঐতেরেয় ব্রাহ্মণাদি" 'ব্রাহ্মণ' নামেই কীর্ত্তিত; শুক্লযজুর্ব্বেদের ব্রাহ্মণভাগের নাম 'শতপথ-ব্রাহ্মণ'— 'বৃহদারণ্যক' তদন্তর্গত; কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের "তৈত্তেরেয়-ব্রাহ্মণ"; অথর্ব্ববেদের ব্রাহ্মণভাগ 'গোপথ-ব্রাহ্মণ' বলিয়া জগতে বিদিত; সামবেদের ব্রাহ্মণভাগ 'ব্রাহ্মণ' নামেই খ্যাত—'ছান্দোগ্য' তদন্তর্গত।

প্রত্যেক বেদের উপবেদও আছে। ঋগ্বেদের উপবেদের নাম "আয়ুর্ব্বেদ-উপবেদ"; যজুর্ব্বেদের "ধনুর্ব্বেদ-উপবেদ"; সামবেদের "গান্ধর্ব্ব-উপবেদ"; এবং অথর্ব্ববেদের "শস্ত্রশাস্ত্র-উপবেদ।"

চতুর্ব্বেদই যজ্ঞপ্রধান। যজ্ঞের প্রধান ঋত্বিক্ অধ্বর্য্যুই যজ্ঞকার্য্যে প্রধান নেতা এবং তাঁহার দ্বারা সম্পাদিত সম্পূর্ণ কার্য্যই প্রকৃষ্ট বলিয়া গণ্য হয়। যাগযজ্ঞের যাবতীয় বিধান যজুর্ব্বেদে আছে; সেই সকল বিধি যজুর্ব্বেদী অধ্বর্য্যু সম্যক্

প্রকারে অবগত হইয়া যজ্ঞ-হোমাদির তত্ত্ব অবধারনান্তে মন্ত্র পাঠ করাইবার জন্য ঋগ্বেদজ্ঞ হোতাকে আহ্বান করিলে, তিনি পাঠ করান; হোতাই বৌষট্‌কার উচ্চারণ করান। যজুঃ অনুবাক পাঠ করান। এই প্রকারে মন্ত্র জ্ঞাত হইয়া পুনরায় ঋগ্বেদের সাহায্যেই যজ্ঞকার্য্যে অধ্বর্য্যু অগ্রসর হইতে পারেন।

সর্ব্বত্রই ঋগ্বেদের নাম প্রথমোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই হেতু সাধারণবিচারে ঋগ্বেদাধ্যয়নই প্রথমে হওয়া উচিত। যথা—

"তস্মাদ্যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুত ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে।
ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাদ্যজুস্তস্মাদজায়ত॥"

—যজুর্বেদ, ৩১ অধ্যা

অর্থাৎ সেই সর্ব্বহুত যজ্ঞেশ্বর হইতে ঋক্ ও সাম উৎপন্ন হইয়াছে, সমস্ত ছন্দ ও যজুঃ তাঁহা হইতেই প্রকটিত হইয়াছে। এস্থলে 'সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ'-মন্ত্রে প্রতিপাদিত যজনীয় পরমেশ্বর "যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ" ইতি শ্রুতেঃ। 'যজ্ঞ' শব্দের অর্থ এবং যাঁহার উদ্দেশ্যে সমস্ত বস্তু বহন করা হয় সেই পরমেশ্বর বিষ্ণুই, 'সর্ব্বহুত' শব্দের প্রতিপাদ্য বিষয়।

যদ্যপি ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ, যমাদি দেবগণের নিমিত্ত যজ্ঞ যজন করা হইয়া থাকে, তথাপি এক পরমেশ্বরই সর্ব্বদেবগণের

অন্তর্য্যামী পুরুষরূপে যজ্ঞের সাক্ষী হইয়া বর্ত্তমান থাকেন বলিয়া তত্ত্ববিচারে একমাত্র যজ্ঞেশ্বরেরই যজন হয়। 'তেঽপি মামেব, কৌন্তেয়, যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম'—গীতায় ভগবানের উক্তি। সুতরাং ইন্দ্রাদির নিমিত্ত যে হবন পূজা, তাহা পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে। যথা—

"ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুরথো দিব্যঃ স সুপর্ণো গরুত্মান্। একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ॥"

—ঋগ্বেদ ২।৩।২২

অর্থাৎ ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র, অগ্নি, সুপর্ণ, গরুত্মান্, অগ্নি, যম, বায়ু, এক বা অদ্বিতীয় ইত্যাদি বহুবিধ নামে সৎব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে বলিয়া থাকেন। এই মন্ত্রে 'অগ্নি' শব্দ দুইবার ব্যবহৃত হইয়াছে—লৌকিক ও বৈদিক উভয় প্রকারের অগ্নিই ইহার অর্থ; কাহারও মতে দ্বিতীয় 'অগ্নি'-শব্দ যমের বিশেষণ অর্থাৎ দীপ্তিমান্ যম। বাজসনেয়ী শাখাধ্যায়ী দ্বিজগণ স্বীয় শাখাতে পাঠ করেন—

"তদ্যদিদমাহুরমুং যজামুং যজেত্যেকৈকং দেবমেতস্যৈব সা বিসৃষ্টিরেষ উহ্যেব সর্ব্বে দেবা"—ইতি।

অর্থাৎ 'তাঁহার পূজা কর', 'তাঁহার উদ্দেশ্যে যজ্ঞ কর' ইত্যাদি যাহা কিছু শাস্ত্র বা মহর্ষিগণ বলেন, তাহা সমস্তই একমাত্র পরাৎপর পরব্রহ্ম মহাবিষ্ণুকেই লক্ষ্য করিয়া উক্ত হইয়া থাকে।

অন্যান্য দেবগণ ও অবতারগণ তাঁহারই বিভূতি এবং প্রকাশ—এক পরমেশ্বরই সমস্ত দেবগণের মধ্যে বিরাজমান আছেন। সুতরাং সর্ব্বযজ্ঞে এক পরমেশ্বরই হুত ও পূজিত হন।

অধ্বর্য্যু দ্বারা যজ্ঞকার্য্যের বিধি-বিহিত প্রারম্ভিক বন্দোবস্ত ও যজ্ঞবেদী স্থাপিতা হইলে যে ঋগ্বেদের মন্ত্র পাঠ হয়, কেবলমাত্র তাহাতেই ঋগ্বেদের শ্রেষ্ঠতা নিরূপিতা হয় নাই। পরন্তু, যজ্ঞের দৃঢ়তাও ঋগ্বেদ সম্পাদন করেন। যজু-সাম-অথর্ব্বণ এই তিন বেদেই প্রচুর পরিমাণে ঋঙ্মন্ত্র সন্নিবিষ্ট আছেন; যজ্ঞেতে যে মন্ত্র অধ্বর্য্যু পড়ান, তাহাও ঋগ্বেদে আছে; সামগান ঋগ্মন্ত্রসকল হইতে গীত হইয়া থাকে, এবং অথর্ব্বসংহিতাধ্যায়ীও বহু পরিমাণে ঋগ্মন্ত্র পাঠ করেন। তৈত্তিরীয় শাখাধ্যায়ী বলেন—

"যদ্বৈ যজ্ঞস্য সাম্না যজুষা ক্রিয়তে শিথিলং তদ্যদৃচা তদ্দৃঢ়মিতি"

—তৈত্তিরীয়সংহিতা—৬।৫।১০

তাৎপর্য্য এই যে, যজু ও সামদ্বারা সম্পন্নাংশ যজ্ঞ শিথিল, ঋচাদ্বারা সম্পাদিত যজ্ঞই দৃঢ় হয়। এই বিচারানুসারে ঋগ্বেদেরই অধ্যয়ন ও ব্যাখ্যা প্রথমে হওয়া উচিত।

সামবেদীয় ছন্দোগ—শাখাধ্যায়িগণ সনৎকুমারের প্রতি নারদের উক্তিতেও প্রথম ঋগ্বেদের উল্লেখ এবং পশ্চাতে অন্যান্য বেদের উল্লেখ করিয়াছেন। নারদের বাক্য—"হে ভগবন্! ঋগ্বেদ আমি অধ্যয়ন করিয়াছি; যজুর্ব্বেদ, সামবেদ ও অথর্ব্ববেদ

আমি অধ্যয়ন করিয়াছি।" মুণ্ডকোপনিষদেও এই প্রকার ক্রমানুসারে আছে—"ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বণ" ইতি। তাপনীয়োপনিষদে মন্ত্ররাজের চতুষ্পাদ্‌নির্ণয়-প্রসঙ্গে "ঋক্, যজু, সাম, অথর্ব্ব এই বেদ, অঙ্গ ও অন্যান্য শাখাসহ চার পাদ" এই ক্রমিক পাঠে ঋগ্বেদেরই নাম প্রথম লিখিত আছে দৃষ্ট হয়। সর্ব্ব শাস্ত্রই ঋগ্বেদের নাম প্রথমোল্লেখ করিয়া তাহার প্রথম পাঠ ও যজ্ঞাগ্নির দৃঢ়তা নিষ্পাদনযোগ্যতার কথা ইঙ্গিত করিয়াছেন বলিয়া প্রতীয়মান।

এই বিচার-ধারায় যাঁহারা ঋগ্বেদ পাঠ ও ব্যাখ্যার পূর্ব্বে অন্য কোন বেদ পাঠ ও তাহার ব্যাখ্যা বিধিসঙ্গত নয় বলিয়া আপত্তি উত্থাপন করেন, তাঁহাদের সন্দেহের উত্তর এই যে, যদ্যপি সর্ব্ব বেদের অধ্যয়ন-পারায়ণ-ব্রহ্মযজ্ঞ-জপাদি সকল প্রকারের বিষয়ে সর্ব্বস্থানে ঋগ্বেদেরই প্রথম উল্লেখ দেখা যায়, তথাপি বিচার করিলে দেখা যায় যে, বেদের অর্থজ্ঞান যজ্ঞানুষ্ঠানেই লভ্য। অর্থজ্ঞানবিহীন ঋগ্বেদ-পাঠ-পারায়ণাদিতে যোগ্য ফল প্রদান করিতে পারে না। যজ্ঞানুষ্ঠানেই ঋগ্বেদেরও অর্থজ্ঞান সম্ভব। যজ্ঞবিষয়ক জ্ঞান যজুর্বেদ হইতেই বিদিত হওয়া যায়; এই জন্য, অর্থজ্ঞানে ও অনুষ্ঠানাংশে যজুর্বেদেরই প্রাধান্য। সুতরাং এইরূপ বলিলেই যুক্তিসঙ্গত হইবে যে, সর্ব্বপ্রথম পাঠ ঋগ্বেদের; সর্ব্বপ্রথম অনুষ্ঠান যজুর্বেদের—অর্থজ্ঞান বোধেই অনুষ্ঠান সম্ভব। সুতরাং অর্থজ্ঞানার্থ যজুর্বেদেরই আবশ্যকতা প্রথম—পাঠ-ক্রম

হইতে অর্থ-ক্রমেরই প্রাধান্য দেওয়া যায়। অতএব যজুর্বেদের ব্যাখ্যা প্রথমে করিলে দোষ হয় না; কারণ, যজুর্বেদের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে ঋগ্বেদেই প্রমাণ আছে।

নিরুক্তকার যাস্ক 'ঋচাং ত্বঃ' ইত্যাদি ঋকের তাৎপর্য্য সংক্ষেপে প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, ঋকে ঋত্বিক্ কার্য্যের নিয়োগ, অর্থাৎ কোন্ ঋত্বিক্‌কে কোন্ কার্য্যে নিযুক্ত হইতে হইবে, তাহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ঋগ্মন্ত্রের প্রথম পাদের ব্যাখ্যাতে তাঁহার বাক্য—"হোতানামক ঋত্বিক্ সমস্ত ঋকের পুষ্টি সম্পাদন করেন; ঋক্ অর্চ্চনা-সাধক।" যাস্কের বক্তব্যের উদ্দেশ্য এই—হোতা-নামক এক ঋত্বিক্ যজ্ঞ সময়ে স্বীয় ঋগ্বেদের সম্পূর্ণ ঋক্-মন্ত্র-সকলের পুষ্টি করেন, অর্থাৎ বিভিন্ন স্থানে পঠিত সকল ঋগ্মন্ত্র একত্র সঙ্কলিত করেন। এই স্তুতি-মন্ত্রসমূহ একত্র গ্রথিত করিয়াই ঋক্-মন্ত্র। উহা স্তুতিক্রিয়াবোধক এবং উহা হইতে উৎপন্ন 'গায়ত্র' শব্দ; ঋক্ সমূহ স্তুতিসাধক। 'শক্করী'-শব্দ 'শক্নোতি'-রূপবিশিষ্ট 'শক্'-ধাতু হইতে উৎপন্ন। এই সমস্ত ঋচাদ্বারা ইন্দ্র বৃত্রাসুর বিনাশে সমর্থ হইয়াছিলেন; অতএব ইঁহাকে 'শক্করী'ও বলে—ইহাই 'শক্করী' শব্দের ব্যুৎপত্তি। ব্রাহ্মণ-বিশেষে এইরূপ দৃষ্ট হয়—"এষ এব যজ্ঞস্তস্য মনশ্চ বাক্ চেতি।" অতঃপর তৃতীয় পাদের ব্যাখ্যায় যাস্ক বলেন—"ব্রহ্মা-নামে এক ঋত্বিক্ সাময়িক আগত প্রণয়নাদি কর্ম্মের অনুজ্ঞা প্রদান করেন, ব্রহ্মা সর্ব্বজ্ঞ, অর্থাৎ চতুর্ব্বেদেই দক্ষ।" তাৎপর্য্য

এই যে, ব্রহ্মা নামক ঋত্বিক্ তত্তৎ কালে প্রস্তুত প্রণয়নাদি কার্য্য উপস্থিত হইলে আজ্ঞা দান করেন। "হে ব্রহ্মন্! অপঃ প্রণয়ন করিব?" এই প্রশ্ন করিলে "প্রণয়ন কর"—ব্রহ্মা এইরূপ আজ্ঞা প্রদান করেন। এই 'ব্রহ্মা' ঋক্-যজুঃ-সামবেদোক্ত সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ডে অভিজ্ঞ। সুতরাং যে কার্য্যসাধনে যে ঋত্বিক্ সমর্থ, তাঁহার সামর্থ্য জানিয়া তাঁহাকে তদনুরূপ কার্য্যে প্রেরণ করেন এবং কোন কার্য্যে কদাচিৎ ভ্রমপ্রমাদ উপস্থিত হইলে, তৎসমাধান করিতেও তিনিই সমর্থ। এতৎ সম্বন্ধে সামবেদাধ্যায়ী ছন্দোগ-শাখাধ্যায়িগণ স্বীয় গ্রন্থে সঙ্কলন করিয়াছেন। এই যে যজ্ঞে 'ব্রহ্মা', অধ্বর্য্যু, হোতা, উদ্গাতা ও সদস্য ঋত্বিক্গণের পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত অনুষ্ঠান, ইহা ব্রহ্মাণ্ডোৎপত্তির প্রারম্ভে আদি ব্রহ্মা প্রজাপতিগণকে বিভিন্ন প্রকারে সৃষ্টি-উৎপত্তিকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া প্রদর্শন করিয়াছিলেন। আদি সৃষ্টি অনুকরণেই যজ্ঞাদি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

যজ্ঞে দ্বিবিধ মার্গ আছে। এক মনোরূপ, দ্বিতীয় বাক্‌রূপ। তন্মধ্যে 'ব্রহ্মা'-ঋত্বিক্ স্বীয় মানসে একপ্রকার যজ্ঞমার্গ সংস্কার করেন, অন্যপ্রকার যজ্ঞমার্গ সংস্কারকর্ম্মে গৃহীত হয়। তাহাতে অধ্বর্য্যু ও উদ্গাতা নিযুক্ত হন। সমস্ত যজ্ঞকার্য্য যথোচিতরূপে সম্পাদনে সামর্থ্যের জন্য মনে মনে যাবতীয় যজ্ঞপ্রকরণ অনুসন্ধান করিয়া বাণীদ্বারা বেদত্রয়ের মন্ত্রপাঠ করিতে হয়; হোতা তাঁহার সহকারী ঋত্বিকদ্বয়সহ বাক্‌রূপ যজ্ঞমার্গের সংস্কার

করেন। একা 'ব্রহ্মা'ই মনোরূপ যজ্ঞমার্গের সংস্কারক। সুতরাং যজ্ঞেতে ব্রহ্মার দ্বিবিধ কার্য্য—ভ্রমসংশোধন করা ও ঋত্বিক্‌গণকে তাঁহাদের যোগ্যতানুরূপ কার্য্যে নিযুক্ত করা।

চতুর্থ পাদের ব্যাখ্যায় যাস্ক বলেন—"এক অর্থাৎ অধ্বর্য্যু" —যিনি 'এক', তিনি "অধ্বর্য্যুই," এইরূপ যাস্কের মত। যিনি যজ্ঞের যোজনা করেন, তিনি যজ্ঞের নেতা। যাস্কের ব্যাখার তাৎপর্য্য এই যে, অধ্বর্য্যু-নামক এক ঋত্বিক্ যজ্ঞের 'মাত্রা' অর্থাৎ স্বরূপ বিশেষ প্রকারে নিষ্পাদন করেন। যাহা নির্ম্মাণ করা হয়, তাহাই 'মাত্রা' বা 'স্বরূপ'; তাহা নিষ্পাদনকারী অধ্বর্য্যুর নাম নিরূপণ হইতে বুঝিতে হইবে। যাস্কের ভাষায়—"অধ্যর্য্যু অধ্বরযু"—'অধ্যর্য্যু' এই নামে বৈদিক প্রক্রিয়ানুসারে 'অধ্বর'-শব্দের অন্তস্থ 'অ'-কার লুপ্ত হইয়াছে; এই 'অ'-কার পুনর্ব্বার সংযুক্ত করিয়া 'অধ্বর্য্যু' সম্পন্ন হয়—অধ্বর বা যজ্ঞ যোজনা করা। ইহাই 'অধ্বরযু' শব্দের অবয়বের অর্থাৎ প্রত্যেক পদাংশের সঙ্কলিত অর্থ—অধ্বরের (যজ্ঞের) নেতা ইহাই তাৎপর্য্য; এতদভি-প্রায়ানুসারেই অধ্বর্য্যুবেদ বা অধ্যর্য্যুকর্ম্ম যে স্থানে উপদিষ্ট আছে, সেই যজুর্বেদের যজ্ঞ-নিষ্পাদক দ্যোতক নির্ব্বচন। "যজুর্যজতে" —যজ্ঞ নিষ্পন্ন করার দরুন্ যজুঃ সংজ্ঞা, ইহাই নির্ব্বচন।

'মন্ত্রামননাৎ, ছন্দাংসি ছাদনাৎ, স্তোমঃ স্তবনাৎ"—মনন করিতে হয় বলিয়া 'মন্ত্র।' মনন অর্থাৎ মনে মনে চিন্তা করা। 'মন্ত্র-প্রয়োগকালে কর্ত্তব্যার্থ স্মরণ করাইয়া দেওয়া' ইহা মীমাং-

সকের অর্থ। মানসে চিন্তা করিবার পরই মন্ত্রের দ্বারা অর্থ স্মরণ হইতে পারে। মনে মনে আন্দোলন বা মনন ব্যতীত কেবল অন্যমনস্কভাবে মন্ত্রের দ্বারা প্রয়োজনকালীন অর্থ স্মরণ হইতে পারে না। এই জন্য মন্ত্রের অর্থ স্মরণ প্রয়োজন। ছাদন হইতে ছন্দ; আচ্ছাদন ও ছাদন ভিন্ন কথা। মন্ত্রের স্বরূপ আচ্ছাদন করিতে ছন্দই পারগ। কোন মন্ত্রের অন্তর্গত দুই কিম্বা এক অক্ষর স্খলিত হইলে, ছন্দদ্বারা তাহা জ্ঞাত হওয়া যায়, কেননা ছন্দে অক্ষর-নিয়ম আছে। ছন্দ মন্ত্রকে আচ্ছাদন করিয়া রাখে বলিয়া তাহার কোন অংশই স্খলিত হইতে পারে না। স্তবন গায়ন হইতে স্তোম। 'যজ্ঞ-নিষ্পাদনকারী বলিয়া যজুঃ' এই প্রকার নাম নির্ব্বাচিত হইয়াছে। এখন যদি এইরূপ অবধারিত হইল যে, যজুর্বেদ যজ্ঞের স্বরূপ নিষ্পাদক অধ্বর্যু-নামক ঋত্বিকের কার্য্যকলাপ প্রতিপাদন করেন, আর অধ্বর্যু সম্বন্ধীয় যজুর্বেদে নিষ্পাদিত যজ্ঞশরীর অবলম্বন করিয়া যজ্ঞে অপেক্ষিত স্তোত্র-শস্ত্ররূপ উভয় যজ্ঞাঙ্গ ঋগ্বেদ ও সামবেদের দ্বারা পূর্ণ হয়, তাহা হইলে যজুর্বেদই উপজীব্য অর্থাৎ অবলম্বন এবং ঋক্-সাম উপজীবী অর্থাৎ আশ্রিত, এইরূপ সিদ্ধ হয়। সুতরাং উপজীব্য যজুর্বেদই সর্ব্বাগ্রে আলোচনীয়। প্রগীতসাধ্য মন্ত্র 'সাধ্যতি' ও অপ্রগীতসাধ্য মন্ত্র 'স্তুতি'; এই উভয় স্তোত্র ও শস্ত্রের মধ্যে পার্থক্য আছে। উভয়েরই কার্য্য স্তুতি—কাহার ও গান দ্বারা, আর কাহারও গীতিবিহীন।

এতদনন্তর ঋক্ ও সামের মধ্যে প্রথমে কাহার ব্যাখ্যা করা আবশ্যক, এই বিষয়ে বিচার করিলে দেখা যায় যে, সামবেদ ঋগ্বেদের আশ্রিত। সুতরাং সামবেদের আশ্রয়ভূত ঋগ্বেদের সামাপেক্ষা প্রথমে ব্যাখ্যা করাই উচিত। এখন সিদ্ধান্ত এই হইল যে, পাঠ ও ব্যাখ্যার ক্রমালোচনানুসারে যজুর্বেদ প্রথম, তৎপর ঋগ্বেদ, তৎপশ্চাৎ সামবেদ এবং সর্ব্বশেষে অথর্ব্ববেদের ব্যাখ্যালোচনা হওয়াই উচিত। যদিও ঋগ্বেদের নাম সর্ব্বপ্রথম সর্ব্বশাস্ত্র ব্যবহার করিয়াছেন, এবং যদিও আদিতে ঋগ্বেদের ঋচা পাঠই বিধি, তথাপি দেখা যায় যে, অর্থবোধবিহীন পাঠের অপেক্ষা অর্থবোধসহ পাঠই শ্রেষ্ঠতর। বেদের অর্থজ্ঞান যজ্ঞানুষ্ঠান হইতে হইয়া থাকে এবং যজ্ঞানুষ্ঠানের সর্ব্বপ্রক্রিয়া যজুর্বেদেই আছে। অতএব যজুর্বেদালোচনান্তেই ঋক্-সাম-অথর্ব্ব আলোচনার যাথার্থ্য আছে।

পূর্ব্বে বেদের স্বরূপ নির্ণয়ে বলা হইয়াছে যে, ষড়ঙ্গ সহিত বেদাধ্যয়নই প্রশস্ত। অঙ্গবিহীন পুরুষ যেমন বিকৃতি প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ ষড়ঙ্গ-জ্ঞান-বিহীন বেদের জ্ঞানও অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। ছন্দ, কল্প, জ্যোতিষ, নিরুক্ত, শিক্ষা ও ব্যাকরণ বেদপুরুষের এই ছয় অঙ্গ কি এবং তাহার আলোচনার কি আবশ্যক, সেই সম্বন্ধে শাস্ত্রপ্রমাণ ও যুক্তি দ্বারা সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত হইবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বেদের ষড়ঙ্গ

অতি গম্ভীর বেদের অর্থ জানিবার জন্য শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, ছন্দ, জ্যোতিষ ও নিরুক্ত এই ষড়ঙ্গ আলোচনার প্রবৃত্তি আবশ্যক। অথর্ববেদীয়গণ মুণ্ডকোপনিষদে এই ষড়ঙ্গকে অপরাবিদ্যা এবং যদ্দ্বারা অক্ষরাত্মক ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়, তাহাকে পরা বিদ্যা আখ্যা দিয়া, পরা এবং অপরা ভেদে বিদ্যা দ্বিবিধা বলিয়াছেন। যথা—

"দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যৎ ব্রহ্মবিদো বদন্তি,
পরা চৈবাপরা চ তত্রাপরা ঋগ্বেদোযজুর্বেদঃ
সামবেদোঽথর্ববেদঃ
শিক্ষা কল্পোব্যাকরণম্নিরুক্তং ছন্দোজ্যোতিষম্
অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।"

—মুণ্ডক

পুরুষকে অনুগমন করে পরকালে বিদ্যা, ধর্ম্ম আর পূর্ব্বজ্ঞান। এই অপরা বিদ্যা ও ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া, তাহা মৃত্যুর পরও জীবনের চিরসাথী করিবার জন্য বিহিত প্রকারে

বেদাধ্যয়ন, তদর্থজ্ঞান এবং অর্থজ্ঞান লাভের অনুকূল বেদাঙ্গও অধ্যয়ন করা প্রত্যেক সুবুদ্ধি ব্যক্তির উচিত।

বিষয়, প্রয়োজন, সম্বন্ধ ও অধিকারী—এই চতুর্ব্বিষয়ক জ্ঞান বিনা শ্রোতৃগণের বেদাধ্যয়ন বা অন্য কোন বিদ্যাতেই প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে না। যে কোন বিষয় শ্রবণ করিতে হইলে প্রথম জ্ঞাতব্য বিষয় এই যে, শ্রোতা কোন্ বস্তুর জ্ঞানার্জ্জনে প্রবৃত্ত হইতেছেন; দ্বিতীয়তঃ, তদ্রূপ বস্তু-বিষয়ক জ্ঞানের আবশ্যকতা কি আছে; তৃতীয়তঃ, সেই বিষয়ের সহিত শ্রোতার সম্বন্ধই বা কি; এবং চতুর্থতঃ, সেই বিষয়জ্ঞানের অধিকারীর স্বরূপ লক্ষণই বা কি। এতন্নিবন্ধন বিষয় নিরূপণ প্রয়োজন। বেদই বেদালোচনার ও বেদ-ব্যাখ্যার বিষয়; বেদের অর্থজ্ঞান লাভ করাই বেদ-ব্যাখ্যার প্রয়োজন; বেদ-ব্যাখ্যাতে ব্যাখ্যান বেদেরই ব্যাখ্যা ইহাই সম্বন্ধ; এবং যিনি বেদজ্ঞান অর্জ্জন করিতে চাহেন, তিনিই অধিকারী। এই প্রকারে বিষয়াদি যদ্যপি প্রসিদ্ধ, তথাপি বেদের বিষয়াদি না থাকিলে বেদ-ব্যাখ্যাও পরম বিষয় হইতে পারে না। বেদ-ব্যাখ্যা বিষয়; কিন্তু বেদের বিষয় যদি কিছু না থাকে, তবে তাহার ব্যাখ্যা নিরর্থক। সুতরাং বেদের বিষয়ই প্রয়োজন বলা যাইতে পারে।

বেদের পূর্ব্বকাণ্ডের বিষয়—ধর্ম্ম; বেদের উত্তরকাণ্ডের বিষয়—ব্রহ্মজ্ঞান। ধর্ম্ম ও ব্রহ্ম বেদলভ্য—"ধর্ম্মব্রহ্মণী বেদৈক-বেদ্য" অর্থাৎ ধর্ম্ম ও ব্রহ্ম একমাত্র বেদগম্য—ইতি পুরুষার্থানু-

শাসনে। জৈমিনি ঋষির মীমাংসাদর্শনের প্রথম অধ্যায়, প্রথম পাদের দ্বিতীয় সূত্রে—"চোদনালক্ষণোঽর্থো ধর্ম্মঃ" অর্থাৎ ধর্ম্মে বেদবিধিই প্রমাণ। সাম্প্রদায়িকগণ ইহা স্বীকার করিয়াছেন। বেদবিধিই যে একমাত্র প্রমাণ এই কথা বুঝাইবার জন্য চতুর্থ সূত্রের অবতারণা করিয়া ধর্ম্ম যে প্রত্যক্ষের বিষয় হইতে পারে না জৈমিনি ঋষি তাহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। প্রত্যক্ষ প্রমাণ ধর্ম্ম উপলব্ধি করিতে অসমর্থ—বিদ্যমান বস্তুর উপলব্ধিতেই প্রত্যক্ষ প্রমাণ যোগ্য। কর্ম্মানুষ্ঠানের পশ্চাৎ ধর্ম্মের উদয় হয়; সুতরাং উৎপত্তির পশ্চাদ্বর্ত্তী বলিয়া প্রত্যক্ষের অযোগ্য। উৎপত্তির পরক্ষণেই যে ধর্ম্ম প্রত্যক্ষাধীন হইয়া পড়ে, তাহাও নয়, কারণ ধর্ম্মের কোন স্থূল রূপ নাই—চক্ষু রূপই গ্রহণ করিতে আংশিকভাবে সমর্থ। এইজন্য ধর্ম্মের নাম অদৃষ্ট—যাহা প্রত্যক্ষাধীন নহে।

ধর্ম্ম অনুমানসিদ্ধও নয়, কারণ ধর্ম্মের কোন হেতু নাই—ধর্ম্ম অহৈতুক ও অপ্রতিহত। যদি বলা হয় যে, ধর্ম্ম যখন সর্ব্বসুখের হেতু, তখন সেই সুখ হইতেই ধর্ম্মের অনুমান সিদ্ধ হইতে পারে। কিন্তু এই যুক্তি গ্রহণীয় নয়। কারণ, ধর্ম্ম যে সুখের হেতু এই বিষয়ের জ্ঞান নিজেই বেদপ্রমাণ সাপেক্ষ। সুখ হইতেই সুখের কারণ জ্ঞাত হওয়া যায় নাই। বেদ হইতেই ধর্ম্ম যে সর্ব্বসুখাগার তাহা বিদিত হওয়া যায়। যে প্রকারেই হউক না কেন, একমাত্র বেদই ধর্ম্মের প্রমাণ।

শ্রীব্যাসদেবকৃত বেদান্তদর্শনের তৃতীয় সূত্রের দ্বিতীয় বর্ণকের ভাষ্য ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া, শ্রীশঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মকে স্বতঃসিদ্ধ ও শাস্ত্রৈকগম্য বলিয়াছেন। যথা—

"শাস্ত্ররূপ কারণ হইতেই ব্রহ্ম জগতের উৎপত্তি ও বিনাশের কারণ, ইহা জ্ঞাত হওয়া যায়, ইহাই অভিপ্রায়।"

শ্রুতি বলেন—"যিনি বেদ জানেন না, তিনি ব্রহ্মের মনন করিতে অসমর্থ"। যথা—

"নাবেদবিন্মনুতে তং বৃহন্তম্"

—তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ৩।১২।৯

এস্থলে পূর্ব্বাচার্য্য সায়নপাদ এই প্রকার উৎপত্তি বলিয়াছেন —"রূপও নয়, হেতুও নয়"—এই জন্য ধর্ম্ম অন্য প্রমাণযোগ্য নয়। অন্য প্রমাণযোগ্য না হওয়ায় ধর্ম্ম ও ব্রহ্ম বেদগম্য এবং বেদের বিষয়।

ধর্ম্ম ও ব্রহ্মজ্ঞান বেদের সাক্ষাৎ প্রয়োজন। "সপ্তদ্বীপা বসুমতী," 'রাজা যাইতেছেন' ইত্যাদি বাক্যের জ্ঞান যেমন পুরুষার্থ নহে, সেই প্রকারে ধর্ম্ম ও ব্রহ্মজ্ঞানও অপুরুষার্থ এই কুতর্ক হইতে পারে না। ধর্ম্মপ্রযুক্ত পুরুষার্থ প্রশংসিত হয়; যেমন, 'ধর্ম্মই বিশ্বসংসারের প্রতিষ্ঠা'। পরস্পর বিবদমান দুই পুরুষের মধ্যে যেমন রাজ-সহায়তায় বলবানের নিকট দুর্ব্বলের জয় সংঘটিত হয়, সেইপ্রকারে ধর্ম্মও জয়ের হেতু; অতএব

ধর্ম্মপ্রযুক্ত পুরুষার্থ। সৃষ্টিপ্রকরণে বাজসনেয়ীগণ বলেন—'তিনি শ্রেয়োরূপ ধর্ম্ম সৃষ্টি করিয়াছেন ; ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়ত্বই ধর্ম্ম ; সেই ধর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছু নাই ; ধর্ম্মবলে দুর্ব্বল বলবানকে পরাজয় করিতে সমর্থ হন ; ব্রহ্মবিৎ পরম পুরুষার্থ লাভ করেন ; ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি তরতি শোকমাত্মবিৎ—ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রহ্মবস্তু জ্ঞাত হইয়া তৎ জাতীয় অর্থাৎ ব্রহ্ম-সদৃশ স্বীয় শুদ্ধ চেতনস্বরূপ লাভ করিয়া তদধীন তত্ত্ব হইয়া তদীয় সেবানন্দে যাবতীয় শোক হইতে মুক্ত হন—'ব্রহ্মৈব' শব্দের দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানী জীবাত্মার পরব্রহ্ম ভগবানের সহিত স্বরূপের সাদৃশ্য এবং বিভু-অণুর নিত্য-ভেদত্ব প্রতিপাদন করিয়াছে। এই সমস্ত শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মজ্ঞানপ্রযুক্ত পুরুষার্থ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। যিনি এই ধর্ম্ম ও ব্রহ্মজ্ঞানের প্রার্থী, তিনিই বেদের অধিকারী।

বেদের অধিকারী বিচারে ধর্ম্ম ও ব্রহ্মজ্ঞানের প্রার্থী বলিতে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য দ্বিজাতিগণের পুরুষগণ বুঝিতে হইবে। সর্ব্ববর্ণের স্ত্রী এবং শূদ্রের জ্ঞানপিপাসা থাকিলেও উপনয়নাভাবে বেদাধ্যয়ন নিষিদ্ধ—বেদে স্ত্রী ও শূদ্রের অধিকার নাই, ইহা চিরপ্রসিদ্ধ। স্ত্রীজাতি, দ্বিজ পুরুষ ব্যতীত অন্যান্য জাতির পুরুষ এবং শূদ্রের ধর্ম্মজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞান পুরাণাদি হইতে হইবে। বেদাধ্যয়নের দ্বারা ধর্ম্মজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকার ত্রিবর্ণেরই আছে। বেদ ধর্ম্ম-ব্রহ্ম-প্রতিপাদক এবং বেদ-প্রতি-

পাদ্য বিষয় ধর্ম্ম ও ব্রহ্ম—ইহাই প্রতিপাদ্য-প্রতিপাদক সম্বন্ধ। ধর্ম্ম-ব্রহ্মজ্ঞানের সহিত বেদের জন্যজনকভাব সম্বন্ধ—ধর্ম্মজ্ঞান আর ব্রহ্মজ্ঞান বেদ-জন্য এবং বেদই ধর্ম্ম-ব্রহ্ম-জ্ঞানের জনক। ত্রিবর্ণপুরুষের সহিত বেদের উপকার্য্য-উপকারক সম্বন্ধ—বেদ উপকারক, ত্রৈবর্ণিক পুরুষ উপকার্য্য। এই প্রকারে বেদের চতুরানুবন্ধ বা বিষয় নিরূপণ হইয়াছে। এই যে বেদপ্রতিপাদ্য ধর্ম্মজ্ঞান তাহা ব্রহ্মজ্ঞানেরই সাধন। ধর্ম্মজ্ঞান সাধন-স্বরূপ হওয়া নিবন্ধন, ষড়ঙ্গ সহিত বেদের কর্ম্মকাণ্ডভাগ অপরা বিদ্যা; আর যেই ব্রহ্মজ্ঞান পরমপুরুষার্থের কারণ বলিয়া বেদের উপনিষদ্ভাগে আছে, তাহা পরা বিদ্যা। এক্ষণে বেদের অন্যূন অশীতি-সহস্র-মন্ত্রসম্বিত কর্ম্মভাগ আলোচনায় অপরা বিদ্যার অন্তর্গত ষড়ঙ্গের আবশ্যকতা সহজেই বোধগম্য হইবে।

শিক্ষা

যে শাস্ত্রে বর্ণ, স্বর, মাত্রা ইত্যাদির যথাযথ উচ্চারণ ও প্রয়োগ-বিধি আছে, তাহাকে শিক্ষা কহে। শিক্ষাধ্যায়ে বর্ণ, স্বর, মাত্রা, বল, সাম, ও সন্তান এই কয় বিষয়ের আলোচনা আছে। তৈত্তিরীয় শাখাধ্যায়িগণ উপনিষদের প্রথমেই "শিক্ষা ব্যাখ্যা করিব" এইরূপ বলেন। শিক্ষাগ্রন্থ 'অ'কারাদিকেই স্পষ্টরূপে 'বর্ণ' বলিয়াছে। মহেশ্বরের মতে বর্ণকে স্বয়ং স্বয়ম্ভু বলা হইয়াছে। উদাত্ত—অনুদাত্ত—স্বরিত এই তিন স্বর

শিক্ষাগ্রন্থ নিরূপণ করিয়াছে; হ্রস্ব-দীর্ঘ-প্লুত মাত্রাত্রয়ও এই শিক্ষাগ্রন্থ হইতে জানা যায়। অল্পকালে হ্রস্ব, ততোধিক কালে দীর্ঘ এবং গান-আহ্বানাদি অতিদীর্ঘকালে প্লুত মাত্রা হয়। অর্থ-উৎপত্তি-স্থান-উচ্চারণ-প্রযত্নকে 'বল' কহে। শিক্ষানুযায়ী শরীরের অষ্ট স্থান হইতে বর্ণের উচ্চারণ হয়। কোন্ স্থান হইতে কোন্ বর্ণ উচ্চারিত হয়, ইহা ব্যাকরণশাস্ত্রও বর্ণনা করিয়াছে। স্বরবর্ণের উচ্চারণ-প্রযত্ন অস্পষ্ট; য, র, ল, ব ইত্যাদির উচ্চারণ ঈষৎ প্রযত্ন। 'সাম' শব্দের অর্থ সাম্য—অতি-দ্রুত, অতি-বিলম্বিত, গীত, শিরঃকম্পনাদিরহিত এবং মাধুর্য্যাদি-গুণযুক্ত উচ্চারণকেই সাম্য কহে। গান করিতে করিতে পাঠ করা, অতি শীঘ্র পাঠ করা, শিরঃ কম্পন করিয়া পাঠ করা, অস্পষ্ট পাঠ করা বা দন্তদ্বারা ওষ্ঠ দংশনপূর্ব্বক পাঠ করা ইত্যাদি পাঠ-দোষ বলা হয়; মাধুর্য্য, অক্ষরের স্পষ্ট উচ্চারণ ইত্যাদি পাঠের গুণ প্রভৃতি বিষয়ের বর্ণনা শিক্ষাশাস্ত্রে আছে। "সন্তান" শব্দের অর্থ সংহিতা বা সন্ধি—যথা, বায়ো+আয়াদি—এই স্থলে 'আ' কার পরে থাকায় 'ও' কারের স্থানে 'অব্' হইয়াছে; কিন্তু ইন্দ্রাগ্নী+আগতং—এস্থলে 'আ' কার পরে থাকিলেও দ্বিবচনের 'ঈ' কার স্থানে 'য' হয় না, যেমন ছিল তদ্রূপই থাকিল—ইত্যাদি সংহিতা। এতদ্বিষয়ে ব্যাকরণশাস্ত্রে বিশেষ বিস্তৃতি আছে এবং শিক্ষাশাস্ত্রে সন্ধিপ্রকরণ সংক্ষেপে বিচারিত হইয়াছে। বর্ণ, স্বরাদির বিকলতা উপস্থিত হইলে দোষ হয়—ইহা শিক্ষার শিক্ষা।

স্বর ও বর্ণ অন্যথা উচ্চারিত হইলে মন্ত্র বিকৃত হয়; বিকৃত মন্ত্র হইতে বেদের কোনই অর্থবোধ হইতে পারে না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে—'ইন্দ্রশত্রু' শব্দে স্বরের ভ্রমবশতঃ শব্দের যথার্থ অর্থ জানা অসম্ভব। যখন মন্ত্রের বিকৃত উচ্চারণ হয়, তখন তদ্দ্বারা যজমানের অনিষ্ট সাধন করে, অর্থবোধও হয় না। স্বরমন্ত্রাদি জ্ঞান না থাকিলে হিতে বিপরীত ফল প্রসব করে। "ইন্দ্রশত্রো বিবর্দ্ধস্ব" মন্ত্রে ইন্দ্রশত্রু-শব্দ হইতে যদি ইন্দ্রের শত্রু অর্থাৎ বিনাশক এই অর্থ বিবক্ষিত হয়, তবে তৎপুরুষ সমাস হইবে। তৎপুরুষে 'সমাসস্য' সূত্রে অন্তস্বর উদাত্ত হয়। কিন্তু এই উদাহরণে আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। স্বরজ্ঞানাভাবে অর্থ-বিপর্য্যয় দোষ হয়। এই ত্রুটী পরিহারের জন্য 'শিক্ষা' অধ্যয়নের আবশ্যকতা আছে।

কল্প

আপস্তম্ব, বৌধায়ন, আশ্বলায়ন, কাত্যায়নাদি সূত্র সকলের নাম 'কল্প'। এই শাস্ত্র দ্বারা যজ্ঞপ্রয়োগ কল্পিত বা সমর্থিত হয় বলিয়াও ইহাকে কল্পশাস্ত্র কহে। যজুর্বেদের কল্পসূত্রে সম্পূর্ণ যজ্ঞের কর্ম্মবিধান বর্ণিত; এবং ব্রহ্মযজ্ঞাদি, জপ-পঠন-পাঠনে বেদসংহিতা প্রবৃত্তা। যজ্ঞানুষ্ঠান প্রণালী-অনুযায়ী না হইয়া, দর্শপৌর্ণমাস হইতে অশ্বমেধাদি যজ্ঞ পর্য্যন্ত ক্রমবিচারে

পাঠের নিমিত্ত যজুর্বেদের মন্ত্রভাগ সংহিতা হইয়াছে। পরন্তু সেই সকল মন্ত্র কোন্ কার্য্যের জন্য উদ্দিষ্ট, তথা কি প্রকার তাহার অধ্যয়ন ইত্যাদি মন্ত্রকাণ্ডসংহিতায় কথিত না হইয়া শ্রুতিলিঙ্গবাক্যপ্রকরণ প্রমাণানুসারে কল্পসূত্রে রচিত হইয়াছে। কল্পসূত্রেই 'ঈষে ত্বা' ইত্যাদি যাবতীয়মন্ত্রের ক্রমাবলম্বনে যাগাদি কর্ম্মের পরিপাটি ক্রমভাবে বিধিবদ্ধ। ব্রাহ্মণকাণ্ডে সর্ব্বপ্রথম দীক্ষণীয় ইষ্টির কথা উল্লেখ করিয়াছে, তাহাও দর্শ-পৌর্ণমাসেষ্টির বিকৃতি মাত্র। এই জন্য দীক্ষণীয় যজ্ঞ দর্শপৌর্ণ-মাসযজ্ঞের অপেক্ষা করে, নতুবা সম্পূর্ণ হয় না। দর্শপৌর্ণ-মাসের অনেক ক্রিয়ার প্রয়োগ দীক্ষণীয়তে আছে। এই ভাবে যজ্ঞানুষ্ঠানে মন্ত্রের বিনিয়োগ দ্বারা যজ্ঞাবধান কার্য্যে কল্পসূত্রই উপদেশ করে। সংহিতার মন্ত্রসকল শাখান্তরে আম্নাত এবং ব্রাহ্মণান্তরে বিনিয়োগসিদ্ধ হইয়াছে। এক শাখাতে যে মন্ত্র আদিকর্ম্ম বা গুণ বলিয়া উপদিষ্ট হয় নাই, তাহার প্রয়োগ অন্য শাখাতে থাকিলে তাহা একত্র সমাহৃত করিয়া, কল্পসূত্র একত্র বিহিত কার্য্য অন্যত্র বিহিত গুণের অপেক্ষা প্রদর্শন করে। এই জন্য শাখান্তরের মন্ত্র অন্যত্র বিনিযুক্ত হয়। মীমাংসাশাস্ত্র ইহা বিশেষভাবে স্পষ্টীকৃত করিয়া দেয়। সুতরাং শিক্ষা সদৃশ কল্প-সূত্রও বেদার্থজ্ঞানের সহায়ক। কল্পসূত্র মন্ত্রের বিনিয়োগদ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠানে উপদেশক—কল্পসূত্রের সাহায্য ব্যতীত যাগানুষ্ঠান অত্যন্ত সন্দেহযুক্ত ও ভ্রমাত্মক থাকিয়া যায়। সুষ্ঠুভাবে যজ্ঞ

যাজনে সংহিতামন্ত্রের বিহিত বিনিয়োগ জ্ঞাতার্থে কল্পসূত্রজ্ঞান বিশেষ আবশ্যক।

ব্যাকরণ

ব্যাকরণও প্রকৃতি-প্রত্যয়াদির উপদেশ দ্বারা বেদের অর্থবোধ করায়; এই নিমিত্ত ইহাও বেদাধ্যয়নে উপযোগী। ঐন্দ্রবায়ব-গ্রহ-ব্রাহ্মণে উক্ত আছে—

"বাগ্বৈ পরাচ্যব্যাকৃতাবদত্তে দেবা ইন্দ্রমব্রুবন্নিমাম্নো বাচং ব্যাকুর্ব্বিতি" ইতি তৈত্তিরীয়সংহিতা ৬।৪।৭। ইহার অর্থ এই যে, পূর্ব্বে 'অগ্নিমীড়ে পুরোহিতম্' ইত্যাদি বেদবাক্যসকল সমুদ্র-ধ্বনির ন্যায় একাত্মক ও অব্যাকৃত ছিল—প্রকৃতি, প্রত্যয়, পদ, বাক্যাদির বিভাগকারী গ্রন্থ তখন ছিল না। একাত্মক ধ্বনিত সমস্ত বেদমন্ত্র দেবগণের নিকট অবোধ্য হওয়ায়, তাঁহারা দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট গমন করতঃ প্রার্থনা করিলেন—"হে দেব! এই একাত্মক ধ্বনিত বেদবাক্য সকল আমাদের নিকট ব্যাখ্যা করুন্।" ইন্দ্র বলিলেন, "আপনাদের প্রার্থনা পূর্ণ করিবার পূর্ব্বে আপনারা 'ইন্দ্র ও বায়ু উভয়ের জন্য যজ্ঞীয় সোমরস একপাত্রে গ্রহণ করা হউক্' এই বর প্রদান করুন্।" দেবগণ "তথাস্তু" বলিলে ইন্দ্র সেই অখণ্ড বেদবাক্য পদে পদে ছিন্ন করিয়া প্রকৃতি-প্রত্যয়াদির বিভাগ স্থাপন করিয়া ব্যাখ্যা করি হলেন। তদবধি পাণিনি আদি মহর্ষিদ্বারা প্রকৃতি-প্রত্যয় বিভাগানুসারে

ব্যাকৃত হইয়া জগতে প্রচারিত ও পঠিত হয়। দেবগণের ইন্দ্রের প্রতি বর প্রদানের কারণে যজ্ঞে ইন্দ্র ও বায়ুকে একপাত্রে সোমরস দেওয়া হইয়া থাকে।

বররুচি ব্যাকরণের প্রয়োজনীয়তা দেখাইয়াছেন—"রক্ষোহাগমলঘ্বসন্দেহাঃ প্রয়োজনম্"—রক্ষা, উহ, আগম, লঘু, অসন্দেহ ইহার যে কোন এক ব্যাকরণের প্রয়োজন। এতদ্ব্যতীত আরও অনেক প্রকারের প্রয়োজন মহাভাষ্যে মহর্ষি পতঞ্জলি নিরূপণ করিয়াছেন।

বেদের রক্ষার জন্য ব্যাকরণ পড়া উচিত—"রক্ষার্থং বেদনামধেয়ং ব্যাকরণমিত্যাদি"। বর্ণলোপ, বর্ণাগম, বর্ণবিপর্য্যয় ইত্যাদি ব্যাকরণবিধির যাঁহার সুষ্ঠুজ্ঞান আছে, তিনি বেদের প্রতিপালনে সমর্থ হইয়া বেদার্থ বোধেও যোগ্য হন। বেদের অর্থনির্দ্দেশকার্য্যেও ব্যাকরণ সহায়ক। বেদের মন্ত্র সমূহ সর্ব্বক্ষেত্রে লিঙ্গ ও সর্ব্ব বিভক্তিসংযুক্ত করিয়া না বলা হওয়ায় যজ্ঞকার্য্যের সময় কোন কোন সময়ে একবচনের স্থানে বহুবচন কিম্বা পুংলিঙ্গেরর স্থলে স্ত্রীলিঙ্গের ব্যাবহার ইত্যাদি ব্যত্যয় করিবার আবশ্যকতা হয়। যাঁহার ব্যাকরণে জ্ঞান নাই, তিনি অগ্নিশব্দের চতুর্থীর একবচনস্থানে সূর্য্যশব্দের চতুর্থীর একবচন প্রয়োগ করিয়া ফেলেন, অথবা এক লিঙ্গের স্থানে অন্যলিঙ্গ, একবচনের স্থানে দ্বি বা বহুবচন ব্যবহার করিতে সক্ষম হন না। এতন্নিমিত্তও বেদবিষয়ে ব্যাকরণের বিশেষ আবশ্যকতা আছে।

আগমবাক্য উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

"আগমঃ খল্বপি ব্রাহ্মণেন নিষ্কারণে ধর্ম্মঃ ষড়ঙ্গো বেদোঽধ্যেয়ো জ্ঞেয়শ্চ"—কারণ না থাকিলেও ব্রাহ্মণের ষড়ঙ্গসহ বেদাধ্যয়ন ও তদ্বিষয়ক জ্ঞান থাকা উচিত। ষড়ঙ্গের মধ্যে ব্যাকরণই প্রধান—ইহা অন্যান্য অঙ্গের শুদ্ধি ও অর্থজ্ঞানসহ যজ্ঞানুষ্ঠানের ফল-প্রদানে সহায়ক। অল্প সময়ে সংক্ষেপে কোনও ভাষা বিষয়ক শিক্ষার নিমিত্তও ব্যাকরণ পাঠের উপকারিতা উপলব্ধ হয়। দেবগুরু বৃহস্পতি দিব্য সহস্র বর্ষ ধরিয়া ইন্দ্রের নিমিত্ত এক এক শব্দের রহস্য বর্ণন করিয়া তাহার অন্ত পান নাই। যে স্থলে বৃহস্পতি বক্তা, দেবরাজ শ্রোতা এবং দিব্যসহস্রবর্ষব্যাপী আলোচনা দ্বারাও এই শাস্ত্রের অন্ত পাওয়া যায় নাই, তখন স্বল্পায়ু কলির জীব আমরা, আমাদের পক্ষে ব্যাকরণের সুষ্ঠুজ্ঞান কি প্রকারে লভ্য প্রশ্ন হইতে পারে? প্রতি পদ-পাঠের আগমই বা কি প্রকারে শতবর্ষ পরমায়ুর মধ্যে সম্ভব? এই সন্দেহ দূরী-করণের জন্যও ব্যাকরণ পাঠের আবশ্যক। যথা, যাজ্ঞিক পাঠ করেন—"স্থূলপৃষতীমাগ্নিবারুণীমনড্বাহীমালভেত" ইতি। এখানে স্থূলানি পৃষন্তি যস্যাঃ সা স্থূলপৃষতী—যাহার স্থূল পৃষত আছে—এইরূপ অর্থ করিলে বহুব্রীহি সমাস, অথবা স্থূলা চাসৌ পৃষতী—স্থূলা ও পৃষতী—এই অর্থে কর্ম্মধারায় সমাস নিষ্পন্ন হয়। ব্যাকরণ বিনা এই সব বিষয় কেহ সিদ্ধান্ত করিতে পারেন না। যদি সমাসান্তর উদাত্ত-স্বর হয়, তবে কর্ম্মধারয়; আর যদি পূর্ব্বপদ

প্রকৃতি-স্বর হয়, তবে বহুব্রীহি হইবে। শব্দানুশাসনে এই সকল বাক্যের প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়। তে সুরাঃ, দুষ্টশব্দঃ, যদধীতম্, যস্তু প্রযুঙ্‌ক্তে, অবিদ্বাংসঃ বিভক্তিং কুর্ব্বন্তি, যো বা ইমাং, চত্বারি, উতত্বঃ সক্তুমিত সারস্বতীং দশম্যাং পুত্রস্য সুদেবো অসি বরুণ—মহাভাষ্যে এই সকল বাক্যের প্রয়োজন প্রদর্শনের প্রতীক দিয়াছেন। মহাভাষ্য দ্রষ্টব্য।

এই সকল কারণে শিক্ষার ন্যায় ব্যাকরণও প্রয়োজনীয় শাস্ত্র। ইহার জ্ঞান হইতে দুষ্ট প্রয়োগ নিরোধ হয়। শুষ্ক কাষ্ঠ জলে সিক্ত করিলে যেমন তাহা জ্বলে না, তদ্রূপ অর্থ-বোধ-রহিত বেদপাঠ সুফল প্রসব করে না। সুতরাং বেদের অর্থজ্ঞানার্জ্জনের নিমিত্তও ব্যাকরণ পঠনীয়। ব্যাকরণজ্ঞ কুশল পুরুষ ব্যবহারে যথাযোগ্য শব্দপ্রয়োগ দ্বারা বাক্যের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হন। অর্থজ্ঞান সমন্বিত সুশব্দ প্রয়োগকারীর অশেষ জয় হইয়া থাকে। কিন্তু বাক্ যোগের জ্ঞাতা হইয়াও যদি কেহ অপশব্দের ব্যবহার করেন, তবে তিনি দোষণীয় ও নিন্দনীয় হন।

> "অবিদ্বাংসঃ প্রত্যভিবাদে নাম্নো যেন প্লুতং বিদুঃ।
> কামং তেষু তু বিপ্রোষ্য স্ত্রীষ্বিবায়মহং বদেতিতি॥"

যে অজ্ঞানিসকল নামের প্রত্যভিবাদনে প্লুত ব্যবহার জানে না, তাহাদের মধ্যে উপবিষ্ট বেদজ্ঞ 'আমি স্ত্রীগণের মধ্যে স্থিত আছি' এইরূপ বলেন। যথেচ্ছ উচ্চারণকারী প্লুত-ব্যবহারানভিজ্ঞকে

স্ত্রীসংজ্ঞাবাচ্য বলা হইয়াছে—সেই বেদজ্ঞ স্ত্রীবৎ নহেন—এই অর্থ অনুধাবনের নিমিত্তও ব্যাকরণ পাঠের প্রয়োজন। যাঁহার বিভক্তি জ্ঞান নাই, তিনি প্রয়াজ বিভক্তি যুক্ত করিয়া উচ্চারণ করিতে অসমর্থ। এইজন্যও ব্যাকরণের আবশ্যকতা। যিনি বাক্যকে পদে পদে, স্বরে স্বরে, বর্ণে বর্ণে, অক্ষরে অক্ষরে ভাগ করিয়া পাঠ করিতে পারেন, তিনিই ঋত্বিক্। ঋত্বিক্ যজ্ঞ-কার্য্যের অধিকারী হোতা। সুতরাং ঋত্বিক্ হইতে হইলেও ব্যাকরণের জ্ঞান চাই; আর ব্যাকরণের প্রয়োজন আছে আর্ত্বিজীন হইবার ইচ্ছা থাকিলে।

নাম, আখ্যাত, উপসর্গ ও নিপাত—অর্থাৎ শব্দ, ক্রিয়াপদ, প্র-পরা-ইত্যাদি ও অব্যয়—এই চতুর্বিধ পদ ব্যাকরণের চতুঃশৃঙ্গ; ভূত, ভবিষ্য ও বর্ত্তমান—ত্রিকাল তাহার চরণত্রয়; সুপ্ (শব্দের পরবর্ত্তী একবিংশ সু-আদি বিভক্তি), তিঙ্ (ধাতুর পরবর্ত্তী তিপ্-তস্-আদি অষ্টাদশ বিভক্তি) ব্যাকরণের দুই মস্তক; প্রথমা হইতে সপ্তমী পর্য্যন্ত সপ্ত বিভক্তি তাহার সপ্ত হস্ত। এমন যে কামবর্ষণকারী এক মহা দেবতুল্য ব্যাকরণ, তাহা মনুষ্যে আবিষ্ট হউক এবং আমার সহিত একতাৎপর্য্যাপর হউক। যথা—

"চত্বারিশৃঙ্গা ত্রয়ো অস্য পাদা দ্বে শীর্ষে সপ্তহস্তাসো অস্য।
ত্রিধাবদ্ধো বৃষভো রোরবীতি মহো দেবো মর্ত্ত্যাং আবিবেশ॥"

—মহাভাষ্য-সূত্রে

নিরুক্ত

এক্ষণে বেদাধ্যয়নে নিরুক্ত পাঠের প্রয়োজনীয়তা বলা হইতেছে। অর্থজ্ঞান বিষয়ের অপেক্ষা না করিয়া যাহাতে সকল পদ উক্ত হয়, তাহাকে নিরুক্ত কহে। 'গৌঃ গ্মা' ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া 'বসবো বাজিনঃ দেবপত্ন্যঃ' এই পর্য্যন্ত যে পদ-স্থাপন, উহাই নিরুক্ত। এই নিরুক্ত গ্রন্থে পদার্থ বোধের জন্য অপরের অপেক্ষা করে না। ইহা সুবর্ণের নাম, ইহা পৃথিবীর নাম--এই প্রকারে যেখানে স্পষ্টরূপে বলা হইয়াছে, সেখানে পুনরায় অর্থবোধের আদৌ আবশ্যকতা হয় না।

নিরুক্তশাস্ত্রের তিন কাণ্ড আছে। যথা—

"আদ্যং নৈঘণ্টুকং কাণ্ডং দ্বিতীয়ং নৈগমং তথা।
তৃতীয়ং দৈবতঞ্চেতি সামাম্নায়স্ত্রিধা স্থিতঃ॥
গৌরাদ্যপারপর্য্যন্তমাদ্যং নৈঘণ্টুকং মতম্।
জহাদ্যমুবীসান্তং নৈগমং সম্প্রচক্ষতে॥
অগ্ন্যাদিদেবপত্ন্যন্তং দেবতাকাণ্ডমুচ্যতে।
অগ্ন্যাদি দেবী উর্জাহুত্যন্তঃ ক্ষিতিগতোগণঃ॥
বায়বাদয়ো ভগান্তাঃ স্যুরন্তরিক্ষস্য দেবতাঃ।
সূর্য্যাদিদেবপত্ন্যন্তা দ্যুস্থানা দেবতা ইতে॥
গবাদিদেবপত্ন্যন্তং সমাম্নায়মধীয়তে॥"

—অনুক্রমণিকা-ভাষ্য

অর্থ এই যে, প্রথম নৈঘণ্টুককাণ্ড, দ্বিতীয় নৈগমকাণ্ড, তৃতীয়

দৈবতকাণ্ড—এই তিন প্রকারের আম্নায় নিরুক্তশাস্ত্রে বলা হইয়া থাকে। 'গৌ' হইতে আরম্ভ করিয়া 'অপার' পর্য্যন্ত আদ্য-কাণ্ড অর্থাৎ নৈঘণ্টুককাণ্ড; 'অপার-পর' হইতে আরম্ভ করিয়া 'ঋবীস'-পর্য্যন্ত ইহার নৈগমকাণ্ড বলা হয়; এবং 'অগ্নি' হইতে আরম্ভ করিয়া 'দেবপত্নী' পর্য্যন্ত তৃতীয় দেবতাকাণ্ড। 'অগ্নি' হইতে 'দেবী উর্জ্জাহুতি' পর্য্যন্ত ক্ষিতিগণ; 'বায়ু' হইতে 'ভগ' পর্য্যন্ত অন্তরিক্ষের দেবতাগণ, এবং 'সূর্য্য' হইতে 'দেবপত্নী' পর্য্যন্ত দ্যুলোকবাসী দেবগণের বর্ণন আছে। এইভাবে 'গৌ' হইতে 'দেবপত্নী' পর্য্যন্ত কাণ্ডত্রয়ে বর্ণিত নিরুক্তশাস্ত্র।

একই অর্থ নির্দ্দেশকারী পর্য্যায়শব্দরাশি প্রায়ঃ যাহাতে উপদিষ্ট হয়, সেই গ্রন্থকে 'নিঘণ্টু' বুঝিতে হইবে—ইহাই প্রসিদ্ধ। 'অমরসিংহ' বা 'অমরকোষ', 'বৈজয়ন্তী', 'হলায়ুধ' প্রভৃতি শব্দকোষে এইরূপই নিঘণ্টু নামের অর্থ করিয়াছে। সুতরাং নিরুক্ত শাস্ত্রের নিঘণ্টুক-নামক প্রথম কাণ্ডে পর্য্যায়শব্দ-সকলেরই উপদেশ আছে। নিঘণ্টু-কাণ্ডে তিন অধ্যায়। প্রথম অধ্যায়ে পৃথিব্যাদিলোক, দিক্‌পাল প্রভৃতি দ্রব্যবিষয়ক নাম বলা হইয়াছে; দ্বিতীয় অধ্যায়ে মনুষ্যের অবয়বাদি বিষয়ক নাম, এবং তৃতীয় অধ্যায়ে উক্ত উভয়বিধ দ্রব্যের ক্ষুদ্রত্ব, বহুত্বাদি ধর্ম্মবিষয়ক নাম বর্ণিত হইয়াছে।

নিগম শব্দের অর্থ বেদ। স্থানে স্থানে 'ইত্যপি নিগমো ভবতি' বলিয়া যাস্ক বেদবাক্যের অবতারণা করিয়াছেন। বেদে

যে সমস্ত শব্দের প্রয়োগ আছে, প্রায় তৎসমুদায়ই নিরুক্তশাস্ত্রের নৈগম নামক দ্বিতীয় কাণ্ডে বা চতুর্থ অধ্যায়ে নির্ণীত হইয়াছে, এবং পঞ্চম অধ্যায়ে বা দৈবত নামক তৃতীয় কাণ্ডে নিরুক্তের বিষয় সহজেই বোধগম্য। এই পঞ্চাধ্যায় সমন্বিতই সমগ্র নিরুক্তশাস্ত্র।

"সমাম্নায়ঃ সমাম্নায়ঃ" হইতে "তস্যাস্তস্যাস্তদ্ভাব্যমনুভবতি" পর্য্যন্ত দ্বাদশ অধ্যায়ে যাস্ক পূর্ব্বোক্ত পঞ্চাধ্যায় সমন্বিত নিরুক্ত-শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যাস্ক প্রণীত এই নিরুক্ত-ভাষ্যকেও নিরুক্ত বলা হয়। এক এক পদের সম্ভাবিত অবয়বার্থ এই গ্রন্থে বিশদভাবে বলা হইয়াছে। নিঃশেষে বা বিশদভাবে বলা হইয়াছে, এইজন্য নিরুক্ত—ইহাই নিরুক্ত শব্দের ব্যুৎপত্তি। নিরুক্তগ্রন্থে নাম, আখ্যাত, উপসর্গ ও নিপাত—এই চতুর্ব্বিধ প্রকার পদের বিষয়ের প্রতিজ্ঞা করতঃ তদনন্তর উচ্চাবচ অর্থে নিপতিত হইয়া থাকে। এইজন্য "নিপাত" নাম স্বরূপ নির্ব্বাচন করিয়া স্বয়ংই উদাহরণ দিয়াছে। 'ন' এই নিপাত ভাষাতে প্রতিষেধ বা নিষেধ অর্থে ব্যবহার করা হইয়া থাকে—কিন্তু বেদে উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়। 'নেন্দ্রং দেবমমংসত" এখানে 'ন'কার প্রতিষেধের অর্থ করে; আবার, "দুর্মদা সোনস্থুরায়াম্" ইতি—এস্থলে উপমা অর্থে 'ন'কারের ব্যবহার হইয়াছে। যে 'ন'কার কেবলমাত্র নিষেধার্থে সাধারণ ভাষায় ব্যবহৃত হয়, তাহা বেদের কোন্ স্থলে নিষেধ এবং কোন্ স্থলে উপমাবাচক, নিরুক্তশাস্ত্রই

প্রতিপন্ন করিতে সমর্থ। এই সকল নিরুক্তি অমূলক বুঝা সহজ নয়। তৎ ব্যুৎপত্তিজ্ঞাপক বলিয়াই বেদের ব্রাহ্মণভাগে কোন কোন পদের নির্বচন দেখা যায়। যথা—"তদাহুতীনামাহুতিত্বম্," "তমিন্দ্রং সন্তমিন্দ্র ইত্যাচক্ষতে"—ইতি ঐতেরেয়ারণ্যক, অধ্যায় ৪, খণ্ড ৩, "যদপ্রথয়ত্তৎ পৃথিব্যাঃ পৃথিবীত্বম্"—ইতি তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণ ১।৩।৩ ইত্যাদি ব্রাহ্মণবাক্যোক্ত নির্বচন স্বীয় নির্বচনের মূলরূপ হইতে নিরুক্তকার স্থানে স্থানে উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই নিরুক্তশাস্ত্র বিদ্যার স্থান ব্যাকরণের সম্পূর্ণত্ব সার্থসাধক। সুতরাং বেদার্থ জ্ঞানের নিমিত্ত নিরুক্ত পরম উপযোগী।

ছন্দ

বেদার্থ জানিবার জন্য ছন্দজ্ঞানেরও আবশ্যক। স্থানে স্থানে ছন্দের বিধান আছে। চার চার অক্ষর বৃদ্ধি করিলে উত্তরোত্তর ছন্দ গঠন হইয়া থাকে। এইরূপ সপ্ত ছন্দের নাম পোতরণুবাকে গায়ত্রী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ্, বৃহতী, পংক্তি, ত্রিষ্টুপ্ ও জগতী বলা হইয়াছে। চব্বিশ অক্ষরে গায়ত্রী ছন্দ, তাহাতে চার অক্ষর যোজনা করিয়া আঠাইশ অক্ষরে উষ্ণিক্ ছন্দ, বত্রিশ অক্ষরে অনুষ্টুপ্ ছন্দ, ছত্রিশ অক্ষরে বৃহতী ছন্দ, চল্লিশ অক্ষরে পংক্তি ছন্দ এবং চুয়াল্লিশ অক্ষরে জগতী ছন্দ নিষ্পন্ন হয়। "গায়ত্রী-ভির্ব্রাহ্মণস্যাদধ্যাৎ ত্রিষ্টুব্ভী রাজন্যস্য জগতীভির্বৈশ্যস্য" ইতি

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে ১।১।৯—গায়ত্রী দ্বারা ব্রাহ্মণের আধান কর, ত্রিষ্টুপ্‌ দ্বারা ক্ষত্রিয়ের ও জগতী দ্বারা বৈশ্যের আধান কর।

মগন-যগনাদি দ্বারা গায়ত্রী আদি ছন্দ সকলের তত্ত্ব ছন্দগ্রন্থ ব্যতীত অন্য কোন প্রকারেই বিদিত হওয়া যায় না। কাত্যায়ন অনুক্রমণিকাতে আছে—"যো হ বা অবিদিতার্ষেয়চ্ছন্দোদৈবত-ব্রাহ্মণেন মন্ত্রেণ যাজয়তি বাধ্যাপয়তি বা স্থাণুং বর্চ্ছতি বা পাত্যতে প্রমীয়তে বা পাপীয়ান্‌ ভবতি'—যে ব্রাহ্মণ ঋষি-ছন্দ-দেবতা-জ্ঞান বিনা কেবলমাত্র মন্ত্রদ্বারা যজ্ঞ করান অথবা অধ্যাপনা করেন, তাঁহার কৃত যজ্ঞ বা বেদপাঠ স্থাণুত্ব প্রাপ্ত হয়, কিম্বা গর্ত্তে পতিত হয়, অথবা পাপপূর্ণ হয়। এইজন্য প্রত্যেক মন্ত্রের সহিত তাহার ঋষি, ছন্দ, দেবতাদি জ্ঞাত হইবার আবশ্যক বিধায় ছন্দগ্রন্থের প্রয়োজন।

জ্যোতিষ

"যজ্ঞকালার্থসিদ্ধয়ঃ"—যজ্ঞকালের সিদ্ধির নিমিত্ত জ্যোতিষের প্রয়োজন—ইতি কাত্যায়ন-অনুক্রমণিকা। যজ্ঞানুষ্ঠানে কালের নিয়ম সম্বন্ধে তৈত্তিরীয়ারণ্যক বলেন—"সম্বৎসরমেতদ্ব্রতং চরেৎ"—সম্বৎসর পর্য্যন্ত এই ব্রত কর। "সম্বৎসরমুখ্যং ভৃত্বা"—সম্বৎসর পর্য্যন্ত "উখ্য" অগ্নি ধারণ কর—তৈত্তিরীয় সংহিতা। এই সকল সম্বৎসর কালের বিধি। "বসন্তে

ব্রাহ্মণোগ্নিমাদধীত, গ্রীষ্মে রাজন্যঃ, শরদি বৈশ্যঃ"—তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ১।১।২—বসন্তে ব্রাহ্মণ, গ্রীষ্মে ক্ষত্রিয় এবং শরৎ ঋতুতে বৈশ্য অগ্নি আধান করিবেন। ইহাই ঋতু-বিধি। "মাসে মাসে সকল 'মন্ত্রপৃষ্ঠ' এক এক করিয়া অনুষ্ঠান কর," "মাসে মাসে 'অতিগ্রাহ্য' গ্রহণ কর"—ইত্যাদি মাস-বিধি; "যাঁহার বশ করিবার কামনা হইবে তিনি পূর্ব্ব পক্ষে যজ্ঞ করিবেন"—ইহা পক্ষবিধি; "একাষ্টকে দীক্ষা, ফাল্গুনী পূর্ণিমাতে দীক্ষা গ্রহণ কর"—ইহা তিথি-বিধি; "প্রভাতে হোম কর, সায়ংকালে হোম কর"—ইহা প্রাতরাদি কাল নির্দ্দেশ করিয়াছে; "কৃত্তিকা নক্ষত্রে অগ্নি আধান কর"—ইহা নক্ষত্র-বিধি। যজ্ঞানুষ্ঠানের যাবতীয় সময়বোধের ও নির্দ্দেশের জন্য জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যয়নের প্রয়োজন।

ন্যায়

ন্যায়শাস্ত্রে প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, পূর্ব্বপক্ষ, উত্তরপক্ষ, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্তাদি ষোড়শ পদার্থের প্রতিপাদন আছে। কোন্ বাক্য কোন্ অর্থে প্রমাণ, তাহা ন্যায়শাস্ত্রানুসারে নির্ণয় করা যাইতে পারে। পূর্ব্ব-মীমাংসা ও উত্তর-মীমাংসাতে বেদার্থের উপযোগ স্পষ্ট হয়। মনু-অত্রি-আদি মুনি-রচিত স্মৃতি হইতে বেদোক্ত সন্ধ্যাবন্দনাদির বিধি সকলের বিস্তার প্রাপ্ত হওয়া যায়।

শিক্ষাদি ষড়ঙ্গের সমান পুরাণ এবং স্মৃতিও বেদার্থ প্রতিপাদক। যথা—

"পুরাণন্যায়মীমাংসাধর্ম্মশাস্ত্রাঙ্গমিশ্রিতাঃ।
বেদাঃ স্থানানি বিদ্যানাং ধর্ম্মস্য চ চতুর্দশ॥
ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ।
বিভেত্যল্পশ্রুতাদ্বেদো মাময়ং প্রহরেদিতি॥"

—যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি

অর্থাৎ পুরাণ, ন্যায়, মীমাংসা, ধর্ম্মশাস্ত্র ও অঙ্গমিশ্রিত বেদচতুষ্টয় এই একত্রে চতুর্দ্দশ বিদ্যা ধর্ম্মের স্থান। ইতিহাস ও পুরাণ হইতে বেদের বিস্তার হয়; অল্পশ্রুত হইতে বেদ ভয় করে, 'ইহা আমাকে প্রহার করিবে'। ঐতরেয়, তৈত্তিরীয়, কঠাদি শাখাতেও উত্তম ধর্ম্ম ও ব্রহ্মরূপ অর্থের উপযোগী হরিশ্চন্দ্র, নচিকেতা প্রভৃতি উপাখ্যান তত্তদিতিহাস গ্রন্থে স্পষ্টিকৃত হইয়াছে। উপনিষদের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়াদি বিষয় ব্রহ্ম-পুরাণ, পদ্ম-পুরাণাদি বৈষ্ণব-গ্রন্থে বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে।

"সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশোমন্বন্তরাণি চ।
বংশানুচরিতঞ্চৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্॥

সর্গ বা সৃষ্টি, প্রতিসর্গ বা প্রলয়, অথবা মতান্তরে অবান্তর সৃষ্টি, বংশ, মন্বন্তর, বংশানুচরিত—পুরাণের এই পঞ্চ লক্ষণ। পুরাণে এই পঞ্চ বিষয় জ্ঞাত হওয়া যায়। স্মৃতি ও পুরাণাদি

পঞ্চ মহাযজ্ঞেরও বিধায়ক ; তদ্ব্যতীত স্মৃতিতে আরও অনেক বিধি আছে। এইভাবে পুরাণাদি বেদার্থ জ্ঞানের উপযোগী বলিয়া ইহাকে চতুর্দ্দশ বিদ্যার স্থানও বলা হয়। এই বিদ্যাগ্রন্থের বিশেষ অধিকারিগণের শাখান্ত আদি চতুর্মন্ত্রে নিরুক্ত বর্ণন করিয়াছে। যথা—

প্রথম মন্ত্র

"বিদ্যা হ বৈ ব্রাহ্মণমাজগাম গোপায় মা শেবধিষ্টেঽহমস্মি।
অসূয়কায়ানৃজবেঽযতায় ন মাং ব্রূয়া বীর্য্যবতী তথা স্যামিতি॥

—নিরুক্তশাস্ত্র

বিদ্যাদেবী উপদেষ্টা আচার্য্যের নিকট আসিয়া কহিতে লাগিলেন —"হে ব্রহ্মন্! অনধিকারিগণকে উপদেশ না করিয়া আমার পালন কর, আমি নিধিসম তোমার পুরুষার্থের হেতু ; তোমার ও আমার প্রতি যে দ্বেষ ও ঈর্ষা করে, সরল হৃদয়ে বিদ্যাভাস না করে, এবং যে স্নান-আচমনাদি আচার প্রতিপালন না করে, সেই দুর্ভাগা শিষ্যের সম্মুখে আমাকে কিছু বলিও না ; তোমার হৃদয়েই স্থিত হইয়া আমি ফলবতী হইব।"

দ্বিতীয় মন্ত্র

"য আতৃণত্ত্যবিতথেন কর্ণাবদুঃখং কুর্ব্বন্নমৃতং সম্প্রযচ্ছন্।
তং মন্যেত পিতরং মাতরঞ্চ তস্মৈ ন দ্রুহ্যেৎ কতমচ্চনাহ॥"

—নিরুক্তশাস্ত্র

পূর্ব্ব মন্ত্রে আচার্য্যের বিধি নির্দ্দেশ করিয়া এই মন্ত্রে শিষ্যের প্রতি বিহিত বলিতেছেন—বিতথ অর্থাৎ অনৃত অপুরুষার্থ ভূতলৌকিক বাক্য, আর তাহার বিপরীত সত্য বেদবাক্যকে অবিতথ কহে। এই বাক্যসকল দ্বারা আচার্য্য শিষ্যের কর্ণ পূর্ণ করেন। উপসর্গবশে অন্যার্থও এই হয় যে, যিনি শিষ্যকে সর্ব্বদা বেদবাক্য শ্রবণ করান আর মন্দপ্রজ্ঞ শিষ্যকে প্রথমে অর্দ্ধমন্ত্র, পাদমন্ত্র অথবা তাহারও একাংশ পদ গ্রহণ করাইয়া মুক্তিদায়ক অমৃততুল্য বেদার্থ প্রদান করেন, তদ্রূপ আচার্য্যকে শিষ্য মুখ্য মাতাপিতাস্বরূপ জানিবেন। জন্মদাতা পিতা ও গর্ভধারিণী মাতা তুচ্ছ মনুষ্য শরীর প্রদান করেন, আর আচার্য্য অমৃত দান করিয়া মুখ্য স্থান অধিকার করেন। এবম্বিধ আচার্য্যের প্রতি দ্রোহ বা অন্যায় আচরণ কামনা করিবে না।

তৃতীয় মন্ত্র

"অধ্যাপিতা যে গুরুং নাদ্রিয়ন্তে বিপ্রা বাচা মনসা কর্ম্মণা বা।
যথৈব তে ন গুরোর্ভোজনীয়াস্তথৈব তান্ন ভুনক্তি শ্রুতং তৎ॥"

—নিরুক্তশাস্ত্র

যে অধম ব্রাহ্মণ গুরুদ্বারা শিক্ষিত হইয়া বিনয়-ভক্তি-সহকারে গুরুর চিন্তন ও শুশ্রূষা দ্বারা তাঁহার আদর না করে, সেই নিকৃষ্ট শিষ্য গুরুকৃপা লাভের যোগ্য নহে—গুরু তাহাকে কৃপা অর্থাৎ বেদবাক্য প্রদান করিবেন না।

চতুর্থ মন্ত্র

"যমেব বিদ্যাঃ শুচিমপ্রমত্তং মেধাবিনং ব্রহ্মচর্য্যোপপন্নম্।
যস্তে ন দ্রুহ্যেৎ কতমচ্চ নাহ তস্মৈ মা ব্রূয়া নিধিপায় ব্রহ্মন্॥"
—নিরুক্তশাস্ত্র

'হে আচার্য্য! যাহাকে পবিত্রগুণযুক্ত সুশিষ্য জানিবে, আর যে শিষ্য তোমার সহিত কখনও দ্রোহ করে না, স্বীয় ধনরক্ষকস্বরূপ সেই শিষ্যের নিকট আমার বেদবিদ্যা উপদেশ কর"—বিদ্যাদেবী এই উপদেশ জানাইতেছেন যে, মুখ্য শিষ্যকেই বিদ্যার উপদেশ দিতে হইবে।

এই ভাবে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, বেদাধ্যয়ন ও তদর্থবোধের নিমিত্ত ষড়ঙ্গ আলোচনার বিশেষ আবশ্যকতা আছে। এই বেদাঙ্গজ্ঞানের সহিত এক্ষণে বেদপাঠের বিধি জ্ঞাত হওয়া প্রয়োজন।

সপ্তম অধ্যায়

বেদপাঠের বিধি

প্রাকৃত জগতের বিষয়-জ্ঞান প্রদানকারী গ্রন্থরাজির অধ্যয়ন এবং সর্ব্ববিদ্যাসার ব্রহ্মজ্ঞান-স্বরূপ অপৌরুষেয় ভগবন্মুখ-নিঃসৃত বেদবাণীর উচ্চারণ একই পর্য্যায়ের নহে। বেদমন্ত্রোচ্চারণ দ্বারা বেদপ্রতিপাদ্য অপ্রাকৃত দিব্য জ্ঞানার্জ্জনান্তে অধোক্ষজ ভগবানের অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা চিন্ময়ী সেবাবৃত্তি লাভ হয়। প্রাকৃতেন্দ্রিয়ের স্বরূপবিভ্রান্তকারিণী চেষ্টার হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য যে বেদপাঠ, তাহার যে সকল বিধি-নিষেধ আছে, তদ্বিষয়ের জ্ঞান ও আলোচনা বর্ত্তমান বঙ্গসমাজের স্বল্পসংখ্যকই ধর্ম্মানুরাগী পণ্ডিত ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যগণের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। শাস্ত্রীয় বিধানানুযায়ী বেদাধ্যয়নে যে এক কি অপার্থিব নির্ম্মলানন্দ অনুভব করা যায়, তাহা জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুতশ্রীগর্ব্বে বৃথাভিমানী সমাজ ধারণা করিতে অসমর্থ হইয়া তৎপ্রতি পরাঙ্মুখ হইলেও বস্তুসত্ত্বাতেই বস্তুর অস্তিত্ব চিরবিদ্যমান আছে। যদি বঙ্গের সৌভাগ্যাকাশ আবার পরিচ্ছন্ন হয় এবং যদি কোন বঙ্গসন্তান সাদরে ও সশ্রদ্ধচিত্তে যথাযথ বিধি অনুযায়ী বেদপাঠের জন্য আগ্রহান্বিত হন, তবে আমরা আন্তরিকতার সহিত তাঁহাদের সেবাসাহায্য করিতে

পরমোৎসাহে যত্ন করিব। এই আশা হৃদয়ে ধারণ করিয়াই, যে বৃদ্ধ যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি সূর্য্যমণ্ডল হইতে শুক্লযজুর্বেদ জগতে আনয়ন করিয়া বিলুপভাবে প্রচার করিয়াছিলেন, তাঁহারই 'শিক্ষা'-অনুযায়ী বেদপাঠের বিধি এই অধ্যায়ে সংক্ষেপে বর্ণন করিব। মৈথিলী দেশের স্মৃতিকার যাজ্ঞবল্ক্য ব্রাহ্মণ ও আদি যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি এক ব্যক্তি নহেন।

আসন-বিধি

সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে শয্যা ত্যাগ ও শৌচাদিকার্য্য সমাপনান্তে স্নান করিয়া শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করিতে হইবে। উত্তর কিম্বা পূর্ব্বদিকে মুখ করিয়া দ্বিজ-পাঠক শুদ্ধাসনে স্বস্তিকাসন বিস্তার করতঃ গুরুর সম্মুখে উপবেশন করিবেন। দক্ষিণপদ বামজানুর মধ্যে এবং বামপদ দক্ষিণ জানুর মধ্যে স্থাপন ও উভয় পদের গোড়ালিদ্বারা অণ্ডকোষের নিম্নভাগ চাপিয়া উপবেশন করার নাম 'স্বস্তিকাসন।' মুষ্টিবদ্ধ বামহস্ত দক্ষিণ উরুর উপর ও তদুপরি দক্ষিণ হস্তের কুনুই এবং বামহস্তের কুনুই বাম উরুর উপর ন্যস্ত করিয়া দক্ষিণ হস্তের মণিবন্ধ স্বীয় মুখের দিকে ঊর্দ্ধোন্মুখ করতঃ উপবেশন করিবেন। সম্মুখস্থ গুরুর নেত্রে স্বীয় নেত্র স্থাপন ও তৎপর কিঞ্চিৎ অধোমুখ ও প্রসন্নচিত্ত হইয়া গুরুর অনুমতিক্রমে প্লুতস্বরে প্রথমে "হরিঃ ওঁ" উচ্চারণ করিবেন।

ওঁকার ও গায়ত্রী

ওঁকার পূর্ব্বক যোগোপাসনা এবং যাবতীয় নিত্যনৈমিত্তিক পুণ্যকর্ম্ম, দান-যজ্ঞ-তপ-ব্রত-সন্ধ্যোপাসনা-বেদপাঠ-জপ-ধ্যান-প্রাণায়াম-হোমাদি সর্ব্বকার্য্যের প্রারম্ভে "হরিঃ ওঁ" উচ্চারণ করিয়া মন্ত্র পাঠ করাই বিধি। ঋগ্বেদপাঠে একাক্ষর ওঁ স্বরিত উদাত্ত, সর্ব্ব উদাত্ত একাক্ষর ওঁকার যজুর্বেদ পাঠে, দীর্ঘ উদাত্ত সামবেদে এবং সংক্ষিপ্ত উদাত্ত একাক্ষর ওঁকার অথর্ব্ববেদ পাঠারম্ভে উচ্চারণ করিতে হইবে। ওঁকারের দৈবগায়ত্রী ছন্দ।

এই ওঁকারের স্বরূপ, বর্ণ, দেবতা, স্বর, মাত্রা ইত্যাদি সম্বন্ধে দেবরাজ ইন্দ্র প্রজাপতির নিকট প্রশ্ন করিলে, প্রজাপতি যাহা উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা গোপথ-ব্রাহ্মণ হইতে নিম্নে উদ্ধৃত হইল। গোপথব্রাহ্মণ পূর্ব্বভাগ প্রথম প্রপাঠকে—

"ইন্দ্রঃ প্রজাপতিমপৃচ্ছৎ—'ভগবন্নভিসূয় পৃচ্ছামীতি'।
'পৃচ্ছ বৎস' ইত্যব্রবীৎ।
'কিময়মোঙ্কার, কস্য পুত্রঃ, কিঞ্চৈতচ্ছন্দঃ, কিঞ্চৈতদ্বর্ণঃ কিঞ্চৈতদ্?'
'ব্রহ্মা ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তস্মাৎ বৈ তদ্ভদ্রমোঙ্কারং পুর্ব্বমালেভে;
'স্বরিতোদাত্ত একাক্ষর ওঁকার ঋগ্বেদে;
'ত্রৈস্বর্যোদাত্ত একাক্ষর ওঁকারো যজুর্বেদে;
'দীর্ঘপ্লুতোদাত্ত একাক্ষর ওঁকারঃ সামবেদে;
'হ্রস্বোদাত্ত একাক্ষর ওঁকারোঽথর্ব্ববেদে।

'উদাত্তোদাত্তদ্বিপদ অ উ, ইত্যর্দ্ধচতস্রো মাত্রা মকারে ;
'ব্যঞ্জনমিত্যাহুর্য্যা সা প্রথমা মাত্রা, ব্রহ্মদেবত্যা, রক্তাবর্ণেন
'যস্তাং ধ্যায়তে নিত্যং স গচ্ছেৎ ব্রাহ্ম্যং পদম্ ;
'যা সা দ্বিতীয়া মাত্রা বিষ্ণুদেবত্যা কৃষ্ণা বর্ণেন যস্তাং
ধ্যায়তে নিত্যং স গচ্ছেৎ বৈষ্ণবং পদম্ ;
'যা সা তৃতীয়া মাত্রৈশানদেবত্যা কপিলা বর্ণেন
যস্তাং ধ্যায়তে নিত্যং স গচ্ছেদৈশানং পদম্ ;
'যা সার্দ্ধচতুর্থী মাত্রা সর্ব্বদেবত্যা ব্যক্তীভূতা খং বিচরতি
শুদ্ধস্ফটিকসন্নিভা বর্ণেন যস্তাং ধ্যায়তে নিত্যং স
গচ্ছেৎ পদমনামকমোঙ্কারস্য চোৎপত্তির্বিপ্রো যো ন
জানাতি
তৎপুনরুপনয়নং তস্মাৎ ব্রাহ্মণবচনমাদর্ত্তব্যং যথা লাতব্যো
গোত্রো ব্রহ্মণঃ পুত্রো গায়ত্রং ছন্দঃ শুক্লো বর্ণঃ পুংসো
বৎসো রুদ্রো দেবতা ওঁকারো বেদানাম্"—ইত্যাদি।

ওঁকার উচ্চারনান্তে ব্যহৃতি সকলের—ভূর্ভুবঃ স্বঃ—উচ্চারণ করিয়া গায়ত্রীমন্ত্র পাঠ করিয়া বেদের পাঠারম্ভ হয়। স্তুতি-জপ-পাঠ এই ত্রিবিধ বিনিয়োগের মধ্যে বেদের যে স্থলে গায়ত্রী পাঠে-বিনিয়োগ, তাহাই পাঠ করিতে হইবে—জপকরণে বিনিয়োগের যে স্থানে গায়ত্রী, তাহা উচ্চঃপাঠ করা নিষিদ্ধ। যজুর্বেদের বিভিন্ন চার স্থলে গায়ত্রী মন্ত্র দৃষ্ট হয়। যথা—তৃতীয় অধ্যায়ের চতুস্ত্রিংশ মন্ত্রে অগ্নিহোত্রহোম প্রকরণে গায়ত্রীর জপ-করণে বিনিয়োগ ; দ্বাবিংশ অধ্যায়ের নবম মন্ত্রে অশ্বমেধযজ্ঞ

প্রকরণে গায়ত্রীর পাঠে বিনিয়োগ (পাঠের সময়ে এই গায়ত্রী ব্যাহৃতিসংযুক্ত হয় না); ত্রিংশ অধ্যায়ের দ্বিতীয় মন্ত্রে পুরুষমেধ প্রকরণে গায়ত্রীর স্তুতিকরণে বিনিয়োগ এবং ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়ের তৃতীয় মন্ত্রে শান্তিপ্রকরণের বিষ্ণুপূজনে গায়ত্রী মন্ত্রের জপকরণে বিনিয়োগ। গায়ত্রী পাঠের পর—

"শ্রীগণেশায়নমঃ ॥ শ্রীসরস্বত্যৈনমঃ ॥
শ্রীবেদপুরুষায়নমঃ ॥ শ্রীগুরুচরণকমলেভ্যোনমঃ ॥
গণনাথসরস্বতীরবিশুক্রবৃহস্পতীন্ ॥
পঞ্চৈতান্ সংস্মরন্নিত্যং বেদবাণীং প্রবর্ত্তয়েৎ ॥"—

এই মন্ত্র বলিয়া বেদপাঠারম্ভ করিতে হইবে। কচ্ছপ যেমন হস্তপদ সঙ্কোচ করিয়া লয়, তদ্রূপ বেদপাঠকও স্বীয় চেষ্টা সুষ্ঠু স্বরোচ্চারণে, দৃষ্টি বেদগ্রন্থপঠনে এবং মন তদর্থ গ্রহণে দৃঢ় করতঃ স্বস্থ, শান্ত, নির্ভয় ও প্রশান্তচিত্তে ক্রোধভাব বর্জ্জন করিয়া প্রতি অক্ষর স্পষ্ট, অত্যন্ত উচ্চৈঃস্বরেও নয়, অত্যন্ত নিম্নস্বরেও নয়, গান কিম্বা স্বরকম্পন করিয়াও নয়, মধ্যমস্বরে আরম্ভ করিয়া মধ্যমস্বরেই পরিসমাপ্তির ও মাত্রা শুদ্ধ রাখিবার জন্য মুখোচ্চারিত শব্দের সহিত যুগপৎ যাহাতে দক্ষিণ হস্ত উদাত্ত-অনুদাত্ত-স্বরিত স্বরানুযায়ী সঞ্চালিত হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পাঠ করিবেন। হস্তচালন ও কণ্ঠস্বর ভ্রষ্ট হইলে বেদপাঠ ত্রুটীযুক্ত হইয়া ফলপ্রদ হয় না।

অনধিকারী ও অধিকারী

যাঁহার করালবদন, লম্বোষ্ঠ, জিহ্বা জড় (তোতলা), যিনি অনুনাসিক ও গদ্গদবচন, তাঁহার বর্ণোচ্চারণ শুদ্ধ হইতে পারে না বলিয়া, বেদ পাঠে অনধিকারী। যথা—

"ন করালোনলম্বোষ্ঠোনাব্যক্তোনানুনাসিকঃ॥
গদ্গদোবদ্ধজিহ্বশ্চ ন বর্ণান্ বক্তুমর্হতি॥"

—যাজ্ঞবল্ক্যশিক্ষা

যাঁহার শান্ত প্রকৃতি, দন্ত ও ওষ্ঠ সুশোভিত, যিনি স্পষ্ট উচ্চারণকারী এবং গুরুজনের সম্মুখে বিনীত, তিনি বেদবর্ণ উচ্চারণে অধিকারী। যথা—

"প্রকৃতির্যস্য কল্যাণীদন্তোষ্ঠৌযস্য শোভনৌ।
প্রগল্ভশ্চ বিনীতশ্চ স বর্ণান্ বক্তুমর্হতি॥"

—যাজ্ঞবল্ক্যশিক্ষা

পাঠে চতুর্দ্দশ দোষ

অক্ষর সম্বন্ধে শঙ্কা, ভীতি, উচ্চৈঃস্বর, অব্যক্ত বা অস্পষ্ট, অনুনাসিক, কর্কশস্বর, মূর্দ্ধিস্বর (অত্যন্ত উচ্চঃ স্বর যাহা মস্তককে আঘাত করে), স্থান বিবর্জ্জিত উচ্চারণ (কণ্ঠের স্বর জিহ্বার দ্বারা, তালুর স্বর দন্তে বলা ইত্যাদি), কুস্বর রসশূন্য, বিশ্লিষ্ট

(এক অক্ষরেই অনেক অক্ষরের উচ্চারণ), বিষমরূপে অক্ষরকে আঘাত করিয়া উচ্চারণ, ব্যাকুল হইয়া পাঠ, এবং লয়হীন—এই চতুর্দ্দশ প্রকার দোষ পাঠে বর্জ্জনীয়। যথা—

"শঙ্কিতং ভীতমুদ্ঘৃষ্টমব্যক্তমনুনাসিকম্।
কাকস্বরং মূর্দ্ধ্নিগতং তথা স্থানবিবর্জিতম্॥
বিস্বরং বিরসঞ্চৈব বিশ্লিষ্টং বিষমাহতম্।
ব্যাকুলং তালহীনঞ্চ পাঠদোষাশ্চতুর্দশ॥"

—যাজ্ঞবল্ক্যশিক্ষা

পাঠের ষড়্গুণ

"মাধুর্য্যমক্ষরব্যক্তিঃ পদচ্ছেদস্তু সুস্বরঃ।
ধৈর্য্যং লয়সমর্থঞ্চ ষড়েতে পাঠকাঃ গুণাঃ॥"

—পাণিনিশিক্ষা

অর্থাৎ মধুর কণ্ঠে, প্রত্যেক অক্ষরের সুস্পষ্ট উচ্চারণ, মন্ত্রের পদ বিভাগ করিয়া পাঠ, উদাত্ত-অনুদাত্ত-স্বরিত প্রভৃতি সপ্তস্বরের জ্ঞান, চপলমতি না হইয়া ধৈর্য্যের সহিত এবং লয়সমর্থ সহিত পাঠ—এই ছয়প্রকার বেদপাঠের গুণ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। সংহিতাতে বহুবিধ প্রকারের স্বর আছে; তাহা পদ সংজ্ঞাতে ব্যাপ্ত, ক্রম ও সন্ধিযুক্ত। এই সমস্ত বিষয়ের জ্ঞানের সহিত বেদ পাঠ বিধি। ক্রমে ইহা আলোচিত হইবে।

পাঠের ফল

সংহিতা, পদ ও ক্রম সহিত বেদ পাঠ করিলে দুস্তর সংসার সমুদ্র পার হওয়া যায়; তিনবার ঋক্‌সংহিতা কিম্বা তিনবার যজুর্বেদসংহিতা অথবা সরহস্য তিনবার সামসংহিতা পাঠ করিলে মনুষ্য সর্ব্বপাপ মুক্ত হন।

সংহিতা পাঠ করিলে সূর্য্যলোক, পদ পাঠ করিলে চন্দ্রলোক এবং ক্রম পাঠ করিলে সূক্ষ্ম অবিনাশীলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়। সংহিতা-পাঠ যমুনা-স্বরূপ, পদ-পাঠ সরস্বতী-স্বরূপ ও ক্রম-পাঠ গঙ্গা-স্বরূপ অর্থাৎ তত্তৎ নদী স্নানের ফলপ্রদান করে। মহাদেবের এই বাক্য কখনও অন্যথা হয় না। বিশাল হ্রদের গভীর জলে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিলে যেমন তাহা জলে মিশিয়া যায়, তদ্রূপ সংহিতা-পদ-ক্রমানুযায়ী বেদ পাঠ করিলে শরীরস্থ সর্ব্বপাপ বিধৌত হইয়া যায়। তিনবার বেদ পাঠে মনুষ্যের দুশ্চরিত্র দূরীভূত হয়। যথা—

> "সংহিতানয়তে সূর্য্যপদং চ শশিনঃ পদম্।
> ক্রমশ্চনয়তে সূক্ষ্মং যত্তৎপদমনাময়ম্॥
> কালিন্দীসংহিতাজ্ঞেয়া পদযুক্তাসরস্বতী।
> ক্রমেণাবর্ত্তয়েৎ গঙ্গাশম্ভোর্বাণীতুনান্যথা॥
> যথামহাহ্রদং প্রাপ্য ক্ষিপ্তো লোষ্টোবিনশ্যতি।
> এবং দুশ্চরিতং সর্ব্বং বেদেত্রিবৃত্তিমজ্জতি॥"

—যাজ্ঞবল্ক্যশিক্ষা

অশ্ব যেমন সম গতিতে চলে, পদপাঠেও তদ্রূপ সমভাবে পদগ্রহণ ও পদত্যাগ করিতে হইবে ; কোন পদ দ্রুতপাঠ এবং কোন পদ বিলম্বে পাঠ দোষণীয়। অর্থজ্ঞান সহিত পদ ও অক্ষরের পাঠই প্রশস্ত বিধি।

পাঠ-নিষেধ

"অষ্টমীগুরুহন্তাচ শিষ্যহন্তাচতুর্দ্দশী।
অমায়াং দ্বয়ো মৃত্যুঃ পরিবাপাঠবিবর্জ্জিতাঃ॥"

অষ্টমী তিথিতে বেদ পাঠ করিলে গুরুহত্যারূপ পাপ, চতুর্দ্দশীতে পাঠ করিলে শিষ্যহত্যার পাপ, আমাবস্যা বা পূর্ণিমাতে পাঠ করিলে গুরু-শিষ্য উভয়ের মৃত্যু হয় এবং প্রতিপদ তিথিতে বেদপাঠ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। সুতরাং প্রতিপদ, অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, পূর্ণিমা-অমাবস্যা তিথিতে বেদ পাঠ করিতে হইবে না। পুরাতন পাঠের পুনরাবৃত্তিতে ক্ষতি নাই, কিন্তু নূতন করিয়া ঐ কয় তিথিতে পাঠে অগ্রসর হইতে হইবে না।

মুখের উপর হস্ত রাখিয়া বা চঞ্চলমতি হইয়া বেদ পড়া নিষেধ। যথা—"আস্যেন চশয়ং কুর্য্যাৎ পঠন্ নান্যমতির্ভবেৎ।" ব্যঞ্জন ব্যতীত অন্ন ভোজন যেমন বৃথা, বেদজ্ঞগণ বলেন যে, স্বর-জ্ঞান রহিত যে মন্ত্র পাঠ সেই যজুঃও তদ্রূপই কোন কার্য্যে লাগে না। হস্তহীন, স্বরহীন, বর্ণবিহীন অর্থাৎ বেদ পাঠকালে যিনি

হস্তচালন না করেন এবং সুস্বরের সহিত শুদ্ধ বর্ণোচ্চারণ না করেন, সেই ব্যক্তি ঋক্-যজু-সামদ্বারা দগ্ধীভূত হইয়া বিযোনি প্রাপ্ত হন—তাঁহার অধোগতি হয়। যথা—

"হস্তহীনস্তু যোঽধীতে স্বরবর্ণবিবর্জ্জিতম্।
ঋগ্‌যজুঃসামভির্দগ্ধো বিযোনিমধিগচ্ছতি ॥"

—যাজ্ঞবল্ক্যশিক্ষা

যে ব্রাহ্মণ হস্ত সঞ্চালন বিনা ঋক্-যজুঃ-সাম পাঠ করেন, স্বরজ্ঞানরহিত বলিয়া তিনি ঋচাহীন হন। কর্দ্দমে পতিত গাভী যেমন কষ্ট পায়, মাত্রা-স্বর-সুর-অর্থ ও হস্তসঞ্চালন জ্ঞান বিহীন হইয়া অশুদ্ধ বেদপাঠক দ্বিজও সেই প্রকারেরই পাপপঙ্কে দুঃখ পান। আর যিনি স্বর ও বর্ণের প্রয়োগ এবং হস্তযুক্ত হইয়া বেদ পাঠ করেন, তিনি ঋক্-যজুঃ-সামের দ্বারা পবিত্র হইয়া ব্রহ্ম-লোকে গমন করেন।

পাঠের রীতি

অভ্যাসের সময় দ্রুত, যজ্ঞানুষ্ঠানের সময় মধ্যমা বৃত্তি, এবং শিষ্যকে অধ্যাপন সময়ে অতি ধীরে বেদ পাঠের রীতি; প্রয়োগার্থে মধ্যম পাঠের দেবতা ইন্দ্র, শিষ্যশিক্ষায় বিলম্বিত

পাঠের দেবতা ব্রহ্মা, আর অভ্যাসকালীন দ্রুতপাঠের অগ্নিই দেবতা। দ্রুতপাঠ সর্ব্বশাস্ত্রে সুনিন্দিত, যথা—

"অভ্যাসার্থেদ্রুতাংবৃত্তিং প্রয়োগার্থেতুমধ্যমাম্।
শিষ্যাণামুপদেশার্থে কুর্য্যাদ্বৃত্তিং বিলম্বিতাম্॥
ঐন্দ্রীতুমধ্যমাবৃত্তিঃ প্রজাপত্যাবিলম্বিতা।
অগ্নিমারুতয়োর্বৃত্তিঃ সর্ব্বশাস্ত্রেষুনিন্দিতা॥"

—যাজ্ঞবল্ক্যশিক্ষা

স্বর

উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত ভেদে স্বর প্রধানতঃ তিন প্রকার। উদাত্ত-স্বর শুক্লবর্ণ, সাত্ত্বিক গুণপ্রধান, ব্রাহ্মণজাতি, ভারদ্বাজ গোত্র এবং ইহার দেবতা অগ্নি ও গায়ত্রীছন্দ; অনুদাত্ত-স্বর রক্তবর্ণ, রজঃপ্রধান, ক্ষাত্রভাবাপন্ন, ইহার গৌতম গোত্র, চন্দ্র দেবতা এবং ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ; আর স্বরিত-স্বর কৃষ্ণবর্ণ, তমোবৃত্তি-প্রধান, বৈশ্যভাবযুক্ত, ইহার সূর্য্য দেবতা, গার্গ গোত্র এবং জগতীছন্দ। সংহিতা পাঠে উদাত্ত চিহ্নহীন, অনুদাত্তের চিহ্ন অক্ষরের নিম্নে এবং স্বরিতের চিহ্ন অক্ষরের উপরে;—যেমন—তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যম্—এইস্থলে 'তৎ' চিহ্নহীন উদাত্ত, 'স' উপরে চিহ্ন স্বরিত 'বি' নীচে চিহ্ন অনুদাত্ত। বেদ পাঠের সময় 'স্বরের' অভিব্যক্তি হস্ত সঞ্চালন দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে এবং 'সুরের' প্রকাশ হইয়া থাকে বর্ণ-উচ্চারণে।

কণ্ঠ-তালু প্রভৃতি স্থানের ঊর্দ্ধভাগগত উচ্চারণ হইলে, তাহাকে 'উদাত্ত' কহে; নিম্নভাগ হইতে উচ্চারণ হইলে 'অনুদাত্ত' এবং উভয়ের মিশ্রিত উচ্চারণই 'স্বরিত'। এই প্রকারে কোন স্বরই উদাত্ত-অনুদাত্ত-স্বরিত বর্জ্জিত হইতে পারে না; মৃত্তিকা রহিত ভূমি যেমন ধারণ করা যায় না, স্বর-রহিত বর্ণও উচ্চারণ হয় না। বর্ণের অশুদ্ধি হইতে যেমন অর্থ বিপর্য্যয় হয়, উদাত্তাদির স্বরের ব্যতিক্রমেও অশুদ্ধি হয়; হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত মাত্রা উচ্চারণও এই প্রকারেই আবশ্যকীয় ব্যাপার। বর্ণ, স্বর, সুর, মাত্রার মিথ্যাপ্রযুক্ত হইলে বেদ সংহিতা পাঠের অর্থানুরূপ ফল প্রদান না করিয়া তাহা বাণীরূপ বজ্র হইয়া যজমানকে নষ্ট করে। যথা—

**"দুষ্টঃ শব্দঃ স্বরতো বর্ণতো বা মিথ্যা প্রযুক্তো ন তমর্থমাহ।
স বাগ্বজ্রো যজমানং হিনস্তি যথেন্দ্রশত্রুঃ স্বরতোপরাধাৎ॥"**

বেদের যে ভাষ্য স্বর-সুর-বর্ণ-মাত্রা-জ্ঞান রহিত কেবল স্বকপোলকল্পিত এবং ষড়াঙ্গবর্জ্জিত, তাহা কখনও শ্রেয়ঃ প্রদানে সমর্থ হয় না। স্বর, কল্প, মুহূর্ত্তাদি অঙ্গহীন ভাষ্যে দেবারাধনা-ভজন-পূজন-শ্রাদ্ধ-অবতার-নামস্মরণ-কীর্ত্তন-অঘমর্ষণ-স্বর্গাদিলোক-পাতিব্রত্য-ধ্যানধারণা-সমাধি আদি প্রাচীন সনাতন ধর্ম্মের লোপ করিবার চেষ্টায় বর্ত্তমান পারমার্থিক ভারতকে আক্রমণ করিয়াছে।

সুর

সামবেদ প্রধানত গীতিময়, ইহার উপবেদের নাম 'গান্ধর্ব্ব-বেদ'। এই গান্ধর্ব্ববেদে জাত্য, অভিনিহিত, ক্ষৈপ্র, প্রশ্লিষ্ট, তৈরোব্যঞ্জন, তৈরোবিরামক, পাদবৃত্ত ও তথাভাব্য ভেদে "অষ্টৌ স্বরাঃ"—অষ্টস্বর আছে। এই অষ্টসুর মাত্রাসহ সামবেদ পাঠ-কালে দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলী দক্ষিণে প্রদর্শন করাইয়া এক, বৃদ্ধাঙ্গুলী দ্বারা তর্জ্জনীর মধ্যকর, মধ্যমার মধ্যকর, অনামিকার মধ্য, কনিষ্ঠার মধ্য-অন্ত্য-অগ্র এবং তর্জ্জনী-মধ্যমা-অনামিকা-কনিষ্ঠাব একত্রে অগ্রভাগ স্পর্শ করিয়া যথাক্রমে দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত ও আট মাত্রা এবং ষড়্‌জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত, নিষাদ এই সপ্তসুর ব্যক্ত করিয়া পাঠ হইয়া থাকে। উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত এই প্রধান তিন মাত্রা বাম হস্তে দেওয়া হয়। সুতরাং সামবেদ পাঠে দক্ষিণহস্তের কর-চালন, যজুর্বেদ পাঠে দক্ষিণহস্ত সঞ্চালন এবং ঋগ্বেদ ও অথর্ব্ববেদ পাঠে কণ্ঠস্বরই প্রধান—দক্ষিণ হস্তের মণিবন্ধ ভূমির দিকে করিয়া অল্প পরিমাণে উর্দ্ধে ও নিম্নে চালন করিয়া উদাত্তাদি স্বর ও মাত্রা প্রদর্শিত হয়—কণ্ঠস্বরই বিশেষ সাবধানতার সহিত ব্যবহৃত হয়।

সুরের মধ্যে সপ্ত সুরই প্রধান। যথা—ময়ূরের স্বরের ন্যায় 'ষড়্‌জ সুর'; অজার ডাকের মত 'ঋষভ স্বর'; গাভীর

হাম্বারবের ন্যায় 'গান্ধার'; চক্রবাকের কণ্ঠধ্বনির ন্যায় 'মধ্যম'; কোকিলের কুহুরবের মত 'পঞ্চম' রাগিণী; অশ্বের হ্রেষারবের ন্যায় 'ধৈবত' এবং হস্তীর বৃংহনরূপ 'নিষাদ'। উদাত্ত স্বরে নিষাদ ও গান্ধার সুর হয়; অনুদাত্ত স্বরে ঋষভ ও ধৈবত সুর, এবং স্বরিত স্বরে মধ্যম, পঞ্চম ও ষড়্‌জসুর উচ্চারিত হয়। উক্ত ত্রিস্বরের সহিতই সপ্তসুরের প্রয়োগ; এইজন্য উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত স্বরই বেদোচ্চারণে বিশেষ প্রধান।

মাত্রা

সোম শর্ম্মার মতে চক্ষের এক পলক এক নিমেষ কিম্বা বিদ্যুৎচমকের কাল এক নিমেষ সমান। বর্ণ সকলের অসমান সম্বন্ধের উচ্চারণে যত সময় লাগে, উহাই এক মাত্রা।

"সূর্য্যরশ্মিপ্রকাশাদ্যাকণিকাযত্রদৃশ্যতে।
অণবস্তুসামাত্রামাত্রাচচতুরাণবা॥"

—যাজ্ঞবল্ক্যশিক্ষা

সূর্য্যকিরণে যে কণিকা দৃষ্ট হয়, তাহাকে অণু কহে; ঐ প্রকার চার অণুতে এক মাত্রা হয়। এক অণুর উচ্চারণ মানসেই হয়, দুই অণু কণ্ঠে, তিন অণু জিহ্বাতে এবং চার অণুতে একমাত্রা হইয়াই জিহ্বা হইতে শব্দরূপে বাহিরে নির্গত হয়। অকারান্ত শব্দের পরে স্বরবর্ণ থাকিলে, উভয়ের মধ্যে এক অবগ্রহ হয়

—অবগ্রহে অর্দ্ধ মাত্রা এবং পদ-সমাপ্তির পর শব্দ উচ্চারণের মধ্যের বিরাম এক মাত্রা হয়। পদ ও অবসান যুক্ত মন্ত্রকে ঋচা বলে। অর্দ্ধ ঋচার বিরাম দুই মাত্রা এবং ঋচার সমাপ্তিতে তিন মাত্রার বিরাম। এক মাত্রাযুক্ত বর্ণাক্ষর 'হ্রস্ব', দুই মাত্রা যুক্ত বর্ণ 'দীর্ঘ' এবং ত্রিমাত্রাযুক্ত বর্ণোচ্চারণ 'প্লুত'—প্লুতের চিহ্ন (৺৩) ; অর্দ্ধ বিন্দুর (৺) ও ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ অর্দ্ধমাত্রা।

বর্ণাক্ষরকে 'মাত্রিকা', 'ভূর্ভুবঃ স্বঃ' কে 'ব্যাহৃতী' বলে ; 'ব্যাহৃতী' মাত্রিকা-স্বরূপ এক মাত্রা, কিন্তু ওঁকার প্লুত উচ্চারিত হয়। নীলকণ্ঠ পক্ষীর ডাক এক মাত্রা, বায়সের কাকা-রব দ্বিমাত্রা এবং ময়ূরের ডাক ত্রিমাত্রাযুক্ত।

হস্তদোষ

হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া মোক্ষণ নিষিদ্ধ ; হস্তের অঙ্গুলী সম্পূর্ণ প্রসারণ, হস্ত লম্বা নৌকা সদৃশ কুঞ্চন কিম্বা দণ্ডসম সোজা, অঙ্গুলী পৃথক্ পৃথক্ করিয়া কিম্বা একত্রে অত্যন্ত আড়ষ্ট করিয়া, কিম্বা খড়্গসম করিয়া মোক্ষণ—এই সপ্ত হস্তদোষ। যথা—

> "[illegible]াস্যমুষ্টিবদ্ধীস্যান্নচাত্যুত্তমমাচরেৎ।
> চুলুনৌ কাক্ষ্‌টোদণ্ডীস্বস্তিকোমুষ্টিরাকৃতিঃ ॥
> এতেবৈ হস্তদোষাঃ স্যুঃ পরশুশ্চৈবসপ্তমঃ ॥"
>
> —যাজ্ঞবল্ক্যশিক্ষা

বিবার (অকারাদি উচ্চারণ প্রযত্ন), অবসান (বিরাম), ঋচার্দ্ধে, পদ ও পাদ---এই পঞ্চস্থলে হস্ত-মোক্ষণ বা সঞ্চালন নিষিদ্ধ।

হস্ত-চালন

"যথাবাণীতথাপাণীরিক্তংতু পরিবর্জয়েৎ।
যত্রযত্রস্থিতাবাণীপাণিস্তত্রৈবতিষ্ঠতি ॥
যথাধনুষ্যাবিততেশরেক্ষিপ্তেপুনর্গুণঃ।
স্বস্থানং প্রতিপদ্যেত তদ্বদ্ধস্তগতঃ স্বরঃ ॥

—যাজ্ঞবল্ক্যশিক্ষা

যেখানে যে স্বরের উচ্চারণ, হস্ত ও উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে ঠিক সেই স্থানেই রাখিতে হইবে—উদাত্ত ও অনুদাত্ত উচ্চারণের সহিত হস্ত ঊর্দ্ধে ও নিম্নে কিম্বা বামে ও দক্ষিণে চালন করিতে হইবে। বৃথা হস্ত হিলান নিষিদ্ধ অর্থাৎ যে বিরাম অবসানাদি কালে স্বর উচ্চারিত হয় না, সেই সময় হস্তও যথাস্থানে স্থির রাখিতে হইবে—বিনা উচ্চারণে হস্ত সঞ্চালন দোষকর। যখন যে স্বরে বাণী থাকিবে, পাণিও সেই সময় তত্তৎ স্থানেই থাকিবে—উচ্চারণের ও হস্তের মধ্যে সংযোগ রাখিতে হইবে। ধনুর গুণ আকর্ষণ করিয়া তাহা হইতে বাণ নিক্ষিপ্ত হইলে আকর্ষিত গুণ যেমন স্বীয় স্থানে ফিরিয়া আসে, তদ্রূপ হস্ত হইতে স্বর প্রক্ষেপ হইলেই হস্ত নিজস্থানে অবস্থান করিবে।

এক প্রাদেশ বা দ্বাদশ আঙ্গুল পরিমিত স্থানের মধ্যে হস্ত প্রক্ষেপণ করিতে হইবে, তদ্বহির্দ্দেশে নয়। বৃদ্ধাঙ্গুলের অগ্রভাগ ও তর্জ্জনীর অগ্রভাগ ব্যক্ত করিলে যে স্থান, তাহাই এক প্রাদেশ। যথা—

"অঙ্গুষ্ঠস্যোত্তরেপর্ব্বৈস্তর্জ্জন্যু পরিযন্তবেৎ।
প্রাদেশস্যতু সোদ্দেশস্তম্মাত্রংচালয়েৎকরম্॥

—যাজ্ঞবল্ক্যশিক্ষা

স্বরিতে তিন আঙ্গুল উপর হইতে সম্মুখে, অনুদাত্তে ছয় আঙ্গুল নীচে এবং উদাত্তে নয় আঙ্গুল স্কন্ধের দিকে উর্দ্ধে হস্ত চালন করিতে হইবে। ইহাই স্বর-বিধি। মনুষ্যতীর্থ উচ্চ করিয়া উদাত্ত, পিতৃতীর্থ নীচে করিয়া অনুদাত্ত এবং করপৃষ্ঠদেশ নিম্ন করিয়া স্বরিত উচ্চারণ করিতে হইবে।

অনুদাত্তের পর একই পদে স, য, ব-সংযুক্ত অনুদাত্ত হইলে তাহাকে জাত্য কহে; জাত্যস্বরে (L) হস্তের মণিবন্ধ ভূমির দিক্ করিয়া ছয় আঙ্গুল পরিমিত স্থানের মধ্যে সম্মুখ হইতে বক্ষের দিকে টানিয়া আনিয়া পুনঃ সম্মুখে প্রসারণ করিতে হইবে। অনুদাত্তের পূর্ব্ব তৃতীয় স্বরও যদি অনুদাত্ত হয়, তবে পূর্ব্ব-অনুদাত্ত দক্ষিণে এবং পরবর্ত্তী উদাত্তস্বর বামে যাইবে। অনুদাত্তের পর তৃতীয় অক্ষর স্বরিত হইলে, পূর্ব্ব অনুদাত্ত নীচে যাইবে।

অঙ্গুলী মোক্ষণ

ক্, ট্, ঙ্, ন্ শব্দান্তে থাকিলে, বৃদ্ধাঙ্গুলী ও তর্জ্জনীর নখাগ্র স্পর্শ করিয়া 'কুণ্ডলী' করিতে হইবে।

ত্ শব্দান্তে থাকিলে, বৃদ্ধাঙ্গুলীর মধ্যভাগ তর্জ্জনীর অগ্রভাগ দ্বারা স্পর্শ করতঃ 'কুণ্ডলী' করিতে হইবে।

ম্ অন্তে থাকিলে সর্ব্বাঙ্গুল মুষ্টিবদ্ধ করিতে হইবে।

প্ শব্দান্তে থাকিলে পঞ্চাঙ্গুলের অগ্রভাগ একত্র স্পৃষ্ট হইবে।

উদাত্তস্বর উচ্চারণে আঙ্গুলের অগ্রভাগ ভ্রূ পর্য্যন্ত তুলিতে হইবে; অনুদাত্তস্বর উচ্চারণে ছয় আঙ্গুল পরিমিত ইতস্ততঃ করিতে হইবে, স্বরিত বা পরিচয় উচ্চারণকালে আঙ্গুলের অগ্রভাগ নাসিকাগ্রভাগ পর্য্যন্ত রাখিতে হইবে।

জঠরাগ্নি হইতে হৃদয় পর্য্যন্ত এবং হৃদয় হইতে কণ্ঠ পর্য্যন্ত উষ্মবর্ণ বায়ু আনয়ন করে; সর্পশিশু যেমন চলিবার সময় শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করে, উষ্মার উচ্চারণও তদ্রূপ। এবম্বিধ উষ্মবর্ণ শ, ষ, স, হ অন্তে থাকিলে স্বরানুযায়ী অঙ্গুলী মোক্ষণ-কালে হস্ত সোজা রাখিতে হইবে।

শ, ষ, স, হ এই উষ্মবর্ণের পর বিসর্গ (ঃ) হইলে, উদাত্তস্বরে তর্জ্জনীর বিমুখ, অনুদাত্তস্বরে কনিষ্ঠার মোক্ষণ এবং স্বরিত

স্বরে তর্জ্জনী ও কনিষ্ঠা উভয় আঙ্গুলের মোক্ষণ করতঃ দীর্ঘ উচ্চারণ হইবে। বিসর্গযুক্ত উষ্মবর্ণ স্বরিতে হইলে 'প্রচিত' অনুদাত্তস্বরে 'বলকা' এবং উদাত্তস্বরে 'তারা' নামে পরিচিত। স্বরিতের (ঃ) বিসর্গ যদি উষ্মবর্ণে না হয়, তবে সেই স্থলে কেবল কনিষ্ঠারই বিমুখ হইবে।

অর্দ্ধবিন্দু বা চন্দ্রবিন্দু (ঁ) অন্তে থাকিলে, যথা—ওঁ, ঊর্দ্ধদিকে বৃদ্ধাঙ্গুলী প্রদর্শন করাইতে হইবে।

জাত্যস্বরে যেখানে 'ব' কার সংযুক্ত ও বিসর্গযুক্ত, সেই স্থলে গো-বৎসের শৃঙ্গ বা কুমারীর কুচবৎ কনিষ্ঠা ও তর্জ্জনীর ক্ষেপণ হইবে।

উদাত্তস্বরে বিসর্গ (ঃ) হইলে অঙ্গুষ্ঠ-তর্জ্জনীর কুণ্ডলী, অনুদাত্তস্বরে বিসর্গ হইলে কনিষ্ঠার বিমুখ, নিম্নতর অনুদাত্তস্বরে কনিষ্ঠার মোক্ষণ, এবং স্বরিতের বিসর্গ যদি 'ব' কিম্বা 'য' সংযুক্ত হয়, তবে কনিষ্ঠা-তর্জ্জনীর মোক্ষণ হয়।

ষোড়শ স্বরবর্ণের যে কোন অক্ষর শব্দারম্ভে থাকিলে, তৎপূর্ব্বে অবগ্রহ (ऽ) হয়; অবগ্রহের উচ্চারণ বিসর্গের ন্যায়।

শ, ষ, স, হ এই উষ্মবর্ণে ঊর্দ্ধ রেফ্ হইলে, বেদে 'রে' উচ্চারণ হয়; যথা, 'সহস্রশীর্ষা'কে 'সহস্রশীরেখা' উচ্চারণ করিতে হইবে।

বেদেতে (ৃ) 'ঋ'কারের উচ্চারণ 'রে'কার (ে) হয়; যথা—'মৃত্যু' উচ্চারণ 'ম্রেত্যুর' ন্যায় হইবে।

কেবলমাত্র যজুর্বেদে 'ষ'কারের উচ্চারণ 'খ' হইবে, যথা—'শীর্ষার' উচ্চারণ 'শীরেখা'।

যজুর্বেদে সন্ধিতে (ং) অনুস্বার স্থানে 'গু' উচ্চারণ হয়। দীর্ঘ অক্ষরে ং হইলে হ্রস্ব 'গু' এবং হ্রস্ব অক্ষরে ং হইলে দীর্ঘ 'গু' উচ্চারিত হয়। দীর্ঘ অক্ষরে ং (৩) হইলে অঙ্গুষ্ঠ-তর্জ্জনীর কুণ্ডলী, আর হ্রস্ব অক্ষরে ং (ঌ) হইলে তর্জ্জনীর প্রসারণ হয়।

পদচ্ছেদে ঁ অর্দ্ধবিন্দুর ন্ উচ্চারণ হয়।

চিহ্ন

বেদসংহিতা পাঠে সর্ব্বত্র নিম্নস্থ চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যথা—

উদাত্ত চিহ্নহীন; অনুদাত্ত অক্ষরের নীচে — ; স্বরিত অক্ষরের উপরে । চিহ্ন থাকিবে।

স্বরিতের বিসর্গ ০/০

অনুদাত্তের বিসর্গ ০(০

উদাত্তের বিসর্গ ০)০

হ্রস্ব অক্ষরে ং দীর্ঘ 'গু' ঌ

দীর্ঘ অক্ষরে ং হ্রস্ব 'গু' ৩২

জাত্য (অক্ষরের নীচে) ∟

অবগ্রহ = ऽ

এই প্রকার বিধি নিয়মানুযায়ী বেদ অধ্যয়ন খুব যে সহজ-সাধ্য, এমন নয়; বরং বিশেষ ধৈর্য্য, উৎসাহ ও নিষ্ঠার আবশ্যক। কণ্ঠস্বরের মধুরতা এবং শারীরিক সুস্থতারও প্রয়োজন। সুষ্ঠু উচ্চারণের জন্য দন্ত পরিষ্কার রাখা আবশ্যক।

দন্তধাবন

দন্তধাবন হইতে কণ্ঠস্বরে মাধুর্য্য উৎপন্ন হয়। প্রাতঃকালে শৌচান্তে আম্র, পলাশ, বিল্ব, অপামার্গ * প্রভৃতির দ্বারা দন্ত ধাবন করিতে হইবে। খদির, কদম্ব, করবীর, করঞ্জ প্রভৃতির মধ্যে যে কন্টকপূর্ণ খদির ও করঞ্জ, তাহার দাঁতনে পুণ্য এবং দুগ্ধপূর্ণ কদম্ব ও করবীরের দাঁতনে যশঃ লাভ হয়। এই সকলের দ্বারা দন্ত ধাবন করিলে স্বর মধুর ও গম্ভীর হয়।

ত্রিফলার জল সামান্য লবণসহ পান করিলে বুদ্ধির বৃদ্ধি এবং স্বর ও বর্ণ উচ্চারণে সহায়ক হয়।

---

* 'অপামার্গের' চাউল দুগ্ধের সহিত ভক্ষণ করিলে ছয় মাসের মধ্যে ক্ষুধা-পিপাসা হয় না; শরীর সুস্থ এবং বলিষ্ঠ থাকে। যোগিগণ ব্যবহার করিয়া থাকেন।

বেদবিদ্যালাভে অযোগ্যতা

অস্পষ্ট, সহজ বা তাচ্ছিল্যভাবে, অত্যন্ত দ্রুত, ব্যাকুলতা-পূর্ব্বক পাঠ করিলে সহস্র দোষ আনয়ন করে। মহামূঢ়, নির্ব্বাক্, অলস, রুগ্ন ও স্মৃতিবিভ্রমযুক্ত পঞ্চপ্রকারের ব্যক্তি বেদ অধ্যয়নে অযোগ্য ; আর যিনি বিষয়ীর সঙ্গ সর্পসমান, প্রতিষ্ঠাকে নরক-তুল্য এবং স্ত্রীসঙ্গকে রাক্ষসের ন্যায় জ্ঞান করেন, তিনি বেদবিদ্যা লাভের যোগ্য পাত্র। বিলম্বে ভোজন ও স্ত্রীসঙ্গ নিষিদ্ধ। মৃত্তিকা খনন করিয়া যেমন সুস্বাদু জল প্রাপ্ত হওয়া যায়, তদ্রূপ গুরুর শুশ্রূষাদ্বারা বেদবিদ্যা লব্ধ হয়। আরামপ্রিয় ব্যক্তি বেদ-বিদ্যার্জ্জনে অসমর্থ—সুখপ্রিয় ব্যক্তির যেমন বিদ্যালাভ হয় না, বিদ্যার্থীও সুখের সঙ্গ প্রাপ্ত হন না। শতগুণসম্পন্ন সহস্রবার আবৃত্তিকারীর জিহ্বাগ্রে বেদমন্ত্র প্রকাশিত হন। সংহিতা একশত বার পাঠ করিলে তাঁহার বিদ্যা গুণী, সহস্রবার আবৃত্তি করিলে স্থিতা এবং লক্ষবার আবৃত্তিতে পূজিতা হন। অবিরত জলস্পর্শে যেমন কঠিন প্রস্তরেও দাগ পড়িয়া যায়, কঠিনবস্তু স্পর্শে যেমন মৃদুতা আসিয়া যায়, তদ্রূপ পুনঃ পুনঃ ধৈর্য্যসহ আবৃত্তি হইতে কি না সম্ভব হয় ?

'গুরুশুশ্রূষয়াবিদ্যাপুষ্কলেনধনেন বা।
অথবা বিদ্যয়াবিদ্যাচতুর্থনোপলভ্যতে॥'

—যাজ্ঞবল্ক্যশিক্ষা

অর্থাৎ গুরুর মহতী সেবাদ্বারা, কিম্বা ধনদ্বারা, কিম্বা বিদ্যার প্রতিদানদ্বারা বিদ্যা প্রাপ্ত হওয়া যায়; অন্য কোন চতুর্থ পন্থা নাই। যে বিদ্যা গুরুর শুশ্রূষারহিত, অথবা অল্পবুদ্ধি ও অল্প পরিশ্রমে লাভ হয়, তাহা বন্ধ্যা যুবতীর ন্যায় ফল-প্রসববতী হয় না। অশ্বের যেমন অর্দ্ধমাত্রাকাল মাত্র নিদ্রা, বিদ্যার্থীর নয়নও তদ্রূপ অধিকক্ষণ মুদ্রিত থাকিবে না; পিপীলিকা দুর্ব্বল হইলেও যেমন উদ্যোগ প্রভাবে মৃত্তিকার বিশাল স্তূপ তৈয়ার করে, বিদ্যার্থীও পরমোদ্যমের দ্বারাই বিদ্যাধন অর্জ্জন করিতে সমর্থ হন।

ভোজনের সময় বিদ্যার্থী উদরে চতুর্ভাগ কল্পনা করিয়া দুই ভাগ অন্নব্যঞ্জনাদির দ্বারা ও তৃতীয়ভাগ জলদ্বারা পূর্ণ করতঃ চতুর্থভাগ বায়ু সঞ্চরণের জন্য শূন্য রাখিলে সুস্থ শরীরে ও সুকণ্ঠে প্রতি মন্ত্রের ঋষি-ছন্দ-দেবতা-বিনিয়োগ-অর্থজ্ঞানসহ বেদ অধ্যয়নের যোগ্য হন। উক্ত বিষয়ক জ্ঞানাভাবে যে বেদ-পাঠ, তাহা দোষযুক্ত। মহর্ষি কাত্যায়ন তাঁহার অনুক্রম-সূত্রে বলিয়াছেন "যিনি মন্ত্রের ঋষি-ছন্দ-দেবতা-বিনিয়োগ-অর্থজ্ঞান হীন হইয়া বেদ পাঠ করেন বা অন্যকে উপদেশ করেন, জপ করেন কিম্বা হবন করেন, যজন করেন বা যজন করান, তাঁহার বেদাধ্যয়ন নির্বীর্য্য ও যাতযাম হইয়া যায়; মৃত্যুর পর তাঁহার স্থাণুত্ব কিম্বা হীনযোনি লাভ হয়। আর যিনি পূর্ব্বোক্ত বিষয় সমূহ জ্ঞাত হইয়া বেদ অধ্যয়ন করেন, তাঁহার বেদ-জ্ঞান

বীর্য্যবান্, অর্থবিত্ত বীর্য্যবত্তর এবং জপ-হবন-যজন-যাজনাদি ফল প্রদান করে।"

সুকণ্ঠ সুস্থদেহ সম্পন্ন অর্থজ্ঞানযুক্ত বৈদিক বা বিদ্যার্থী ত্রিবিধ প্রকৃতি এবং অষ্টবিধ বিকৃতি—এই একাদশ প্রকারে বেদ পাঠ করেন। এতৎ সম্বন্ধে পরিশিষ্ট বিশেষ দ্রষ্টব্য।

অষ্টম অধ্যায়

বেদের অপৌরুষেয়ত্ব

আজকাল বেদের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই লোকের আপত্তি। কোন বস্তুর অস্তিত্ব নির্দ্দেশ করিতে হইলে তাহার লক্ষণ ও প্রমাণ আবশ্যক—"লক্ষণপ্রমাণাভ্যাং বস্তুসিদ্ধিঃ"। লক্ষণ ও প্রমাণ নিরূপিত না হইলে বস্তুও সিদ্ধ হয় না। যাহার লক্ষণ নির্ব্বাচন করিতে হয়, তাহাকে 'লক্ষ্য' কহে—লক্ষ্যবস্তুর অতিরিক্তস্থানে যদি লক্ষণ পাওয়া যায়, তবে লক্ষণের অতিব্যাপ্তিরূপ দোষ হয়। উদাহরণে বলা যায় যে, মনুস্মৃতি বেদ নয়—আগম; তাহাকে বেদ বলিলে লক্ষ্যবস্তু যে বেদ, তদ্বহির্ভূত বলিয়া অতিব্যাপ্তি দোষস্পর্শ করিল। নৈয়ায়িকগণ বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিতে লক্ষণ ও প্রমাণ অত্যাবশ্যক কল্পনা করেন। তাঁহাদের প্রমাণ চতুর্ব্বিধ—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও আগম।

উক্ত নৈয়ায়িকের চতুর্ব্বিধ প্রমাণের মধ্যে যদি মন্বাদি মহর্ষিগণ-প্রণীত স্মৃতিশাস্ত্রকে আগম-প্রমাণ বলিয়া বেদের লক্ষণ নির্দ্দেশ করা যায়, তবে ইহাতে 'অতিব্যাপ্তি' দোষ হয় বলিয়া

যাঁহারা আপত্তি করেন, তাহার উত্তর এই যে, আগমের লক্ষণ সম্বন্ধে মনুস্মৃতির আদিতেই আছে—"সময়বলেন সম্যক্ পরোক্ষানুভবসাধনম্"—যেখানে সম্যক্ পরোক্ষজ্ঞান, তথায় কোন ভ্রম নাই বুঝিতে হইবে। অপরোক্ষজ্ঞান অসম্পূর্ণ বলিয়া প্রাকৃত জগতের কোন শব্দ উচ্চারণ করিলে তদ্দ্বারা বস্তুর সত্ত্বা প্রদান করে না; যেমন, 'পুত্র' শব্দ উচ্চারণ করিলে পুত্রবোধ মাত্র উৎপন্ন হয়, পুত্রের উপস্থিতি প্রদান করিতে পারে না। কিন্তু পরোক্ষ অনুভব সাধন করে যে আগম, তাহার বা বেদের অপ্রাকৃত শব্দরাজি পরোক্ষজ্ঞান হইতে অভিন্ন বলিয়া বস্তুর জ্ঞান ও বস্তুসত্ত্বা যুগপৎ প্রতিপাদন করে। নৈয়ায়িকের প্রাকৃতেন্দ্রিয় পরিচালিত প্রত্যক্ষ, অনুমান ও উপমান প্রমাণত্রয় পরিবর্ত্তনশীল বস্তুরও জ্ঞানার্জ্জনে সীমাবদ্ধ নিবন্ধন পরোক্ষ-বস্তুর নির্ভুল প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না।

কেহ কেহ বলেন যে, বেদ অপৌরুষেয় বলা যাইতে পারে না; কেননা, মন্বাদি ঋষিবিশেষের মতই পরমেশ্বর নামক পুরুষ-বিশেষ বেদ রচনা করিয়াছেন। প্রমাণ স্বরূপ তাঁহারা বলেন যে, 'সহস্রশীর্ষা' ইত্যাদি বেদবাক্য-দ্বারাই ঈশ্বরের শরীর আছে প্রমাণিত হইয়াছে। কিম্বা বেদের অন্যত্র আছে যে, অগ্নি, বায়ু ও আদিত্য হইতে যথাক্রমে ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ ও সামবেদ উৎপন্ন হইয়াছে। যথা—"ঋগ্বেদ এবাগ্নেরজায়ত যজুর্বেদো বায়োঃ

সামবেদ আদিত্যাদিতি শ্রুতেঃ।” সুতরাং বেদ অপৌরুষেয় কি প্রকারে বলা যাইতে পারে?

এই প্রকার তর্ক যুক্তিসঙ্গত নয়। বস্তুবিষয়ক জ্ঞানাভাব হইতেই অনেক সন্দেহের উৎপত্তি হয়। বেদে যেখানে পরমেশ্বরকে ‘পুরুষ’ বলিয়াছেন, সেখানে তাঁহাকে জীববিশেষ বলা হয় নাই। তাঁহার স্বপ্রকাশ-নিত্য-অচিন্ত্য-অপ্রাকৃত শক্তিমত্তা স্বরাট্ পুরুষের ভগবত্তাই নির্দ্দেশ করিয়াছে; প্রাকৃত জগতের জীব-পুরুষের ন্যায় তাঁহার কোন পুরুষ আকার নাই— ‘ন তস্য প্রতীমাস্তি’ (যজুর্বেদ)। শতপথব্রাহ্মণ পড়িলে জানা যায় যে, অগ্নি, বায়ু ও আদিত্য কোন ঋষি নহেন। এই তিন বস্তুকে জ্যোতিঃ বলা হইয়াছে এবং এই তিন জ্যোতিঃকে তাপিত করিয়াই ব্রহ্মা যথাক্রমে ঋক্, যজুঃ ও সাম প্রকট করেন। ঐ জ্যোতিঃর অভ্যন্তরে ভগবান্ বর্ত্তমান থাকিয়া ব্রহ্মাকে প্রেরণাদ্বারা স্বয়ংই বেদ প্রকট করান।

মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের লক্ষণ নিরূপিত হয় নাই বলিয়া তাহা বেদের লক্ষণ হইতে পারে না বলিয়া সন্দেহ হয়, কিম্বা শ্রুতিতে নারদবাক্য “হে ভগবন্! আমি ঋগ্বেদ অধ্যয়ন করিয়াছি, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদও অধ্যয়ন করিয়াছি’—ইহাও প্রমাণ বলা যাইতে পারে না, কারণ ইহাতে ‘আত্মাশ্রয়’ দোষ হয়—এই প্রকার পূর্ব্ব পক্ষ হইতে পারে।

নিজেই নিজের আশ্রয় হইলে, তাহাকে ‘আত্মাশ্রয়’ কহে।

বেদই প্রমাণ, পুনরায় বেদই প্রমেয় এবং বেদই লক্ষ্য এইরূপ বিচার সাধারণের বোধগম্য নয় বলিয়া অনেকেই গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হন না। জগতে ইহাই দৃষ্ট হয় যে, প্রমাণ দ্বারা প্রমেয় প্রতিপাদিত হয়। এই কথা সত্য তখনই হয়, যেখানে বস্তু ও বস্তুর প্রমাণে পার্থক্য আছে—প্রাকৃতিক যাবতীয় বস্তু সম্বন্ধে ইহাই প্রযোজ্য। পরন্তু অপার্থিব চিন্ময় ভূমিকায় উপায় ও উপেয় একই বস্তু—সেখানে যাহা প্রমাণ, তাহাই প্রমেয় এবং চরম লক্ষ্য বলিয়া উপলব্ধি হয়। 'বস্তুজ্ঞান নহে বস্তুশক্তি বিনে'—ইতি চৈতন্যচরিতামৃতে। স্বতঃসিদ্ধ স্বপ্রকাশ অপৌরুষেয় বেদই বেদপ্রতিপাদ্য বিষয় এবং তৎপ্রাপ্তির উপায়।

তর্কস্থলে কেহ বলিতে পারেন যে, কোন ব্যক্তি যতই চতুর হউক না কেন, তথাপি নিজের স্কন্ধে সে নিজেই চড়িতে পারে না—তদ্রূপ বেদই বেদের প্রমাণ হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, "বেদ এব দ্বিজাতীনাং নিঃশ্রেয়স্করঃ পরঃ"—যাজ্ঞবল্ক্য আচারাধ্যায় ৪০শ শ্লোক—বেদই দ্বিজগণের পরম কল্যাণসাধন—শ্রুতিপ্রমাণ বলিয়া ইহাও গ্রহণীয় নয়; তৃতীয়তঃ, 'বেদ' বলিয়া বস্তুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে যে লোকপ্রসিদ্ধি, তাহাও গ্রহণ করা সর্ব্বক্ষেত্রে নির্ভুল নয়। 'আকাশ নীল' যেমন সার্ব্বজনীন ভ্রমাত্মক, লোকবাক্য এবং প্রত্যক্ষও তদ্রূপ ভ্রম মাত্র।

এই প্রকার তর্কের নিরশন করিয়াছেন বেদই। 'মন্ত্রব্রাহ্মণ-রূপ শব্দসমূহ বেদ'—এই লক্ষণ দোষশূন্য। যজ্ঞ-পরিভাষাতে

আপস্তম্বনে বলা হইয়াছে যে, মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ উভয়ের নাম 'বেদ' "মন্ত্রব্রাহ্মণয়োর্বেদনামধেয়ম্"। মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের স্বরূপ জানা আবশ্যক। 'বেদ অপৌরুষেয়' বলিতে কি বুঝায় তাহা অবধারণ করা যুক্তিসঙ্গত। শ্রুতি, স্মৃতি, লোক-প্রসিদ্ধির প্রমাণ একেবারে অগ্রাহ্য না করিয়া, তাহাতে কি আছে বা বলে, তাহার প্রতি বেদবিষয়ক প্রমাণ কতদূর সত্য তাহা অনুধাবন করা বুদ্ধিমানের কার্য্য। ঘটাদি বস্তু যেমন স্বপ্রকাশ সূর্য্যাদির বিরোধ নয়, তদ্রূপ মনুষ্য স্বীয় স্কন্ধে চড়িতে না পারিলেও, অকুণ্ঠিত শক্তি বেদ যেপ্রকারে পরপ্রতিপাদক তৎপ্রকারেই স্বপ্রতিপাদকও বটে। এই জন্যই মনীষিগণ বেদের অকুণ্ঠিতা শক্তি দেখাইয়াছেন। "চোদনালক্ষণোঽর্থো ধর্ম্মঃ"—পূর্ব্বমীমাংসা সূত্র ২। বেদবাক্য হইতে ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান, সূক্ষ্ম, ব্যবহিত, দূরস্থিত, প্রেরণা ইত্যাদি সর্ব্বজাতীয় পদার্থ বিদিত হওয়া যায়। এই জন্য বেদমূলক স্মৃতি এবং স্মৃতিমূলক জনপ্রবাদ জগতে দুর্ব্বার। লক্ষণ-প্রমাণসিদ্ধ বেদ বৃথা তর্কদ্বারা অগ্রাহ্য করা যাইতে পারে না।

তর্কস্থলে বলা যাইতে পারে যে, যদ্যপি বেদ বলিয়া কোন পদার্থ থাকিবে, তাহার মধ্যে কিন্তু এমন সকল মন্ত্র আছে যাহার কোন অর্থই হয় না—সুতরাং তাহা কি প্রকারে বেদের সত্যতা প্রমাণ করিতে পারে? বেদপ্রমাণ লক্ষণ দুঃসম্পাদ্য। যাহা ভ্রমহীন জ্ঞানোদয় করাইতে পারে, তাহাই প্রমাণ—অজ্ঞাত

বিষয়ের পরিচয় করায় এই জন্যই প্রমাণ। কিন্তু বেদের মন্ত্র হইতে তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে—"অম্যক্ সাৎ ইন্দ্রঃ ঋষিঃ"—ঋগ্বেদ ২।৪।৮; "আপান্ত-মন্যুস্তৃপলপ্রভর্ম্মা"—ঋগ্বেদ ৮।৪।২৪; "যাদৃশ্মিন্ধায়িতমপশ্য যাবিদদ্"—ঋগ্বেদ ৪।২।২৪ ইত্যাদি। এই সকল মন্ত্রের অর্থই বা কি এবং ইহাতে অনুভবই বা কোথায়? যেখানে বাক্যের সন্দিগ্ধতা, সেখানে বাক্যের অর্থও সন্দেহজনক, সুতরাং প্রমাণাযোগ্য।

এই বৃথা সন্দেহ দূর করিবার জন্য ঋষিগণ বেদভাষ্য ও ষড়ঙ্গ রচনা করিয়া গিয়াছেন। নিজের অজ্ঞতা অন্যের স্কন্ধে আরোপণ করা ন্যায়সঙ্গত নয়। 'অম্যক্ সাৎ' ইত্যাদি মন্ত্রের অর্থ যাস্ক তাঁহার নিরুক্তগ্রন্থে প্রতিপাদন করিয়াছেন। নিরুক্তগ্রন্থের সহিত যাঁহার সম্বন্ধ নাই, তিনি বেদার্থ বুঝিবেন কি প্রকারে? আমি বুঝিতে না পারিলেই যে মন্ত্রে দোষ প্রবেশ করিয়াছে বলা যায়, এমত নয়। অন্ধ যদি কোন স্তম্ভেতে প্রতিহত হন, সেই দোষ স্তম্ভের নয়, অন্ধেরই অপরাধ।

জ্ঞানের গরিমায় দাম্ভিক ব্যক্তিগণের জ্ঞানের ক্ষুদ্রত্ব এবং জগৎ-কারণ পরম বস্তুর অতি গম্ভীরত্ব বুঝাইবার জন্যই বেদমন্ত্র সহজবোধ্য নয়। এই জন্য গুরু-শাস্ত্র-পরম্পরারহিত ব্যক্তিগণের দুর্বোধ্যত্ব উক্ত মন্ত্রসমূহে উপন্যস্ত হইয়াছে। জীবের এই 'অহংকারবিমূঢ়ত্ব' অবগত হইয়া ঋগ্বেদে "কো

অদ্ধাবেদ"—"কে হঠাৎ জানিতে সমর্থ"—স্পষ্ট প্রতিপাদিত হইয়াছে। "তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেব অভিগচ্ছেৎ"—বেদমন্ত্র ও তদর্থ বুঝিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে বেদবিৎ গুরুর নিকট অভিগমন করিতে হইবে।

"হে ওষধে! ইহাকে রক্ষা কর" বলিয়া কুশকে সম্বোধন, "স্বধিতে! ইহাকে হত্যা করিও না" বলিয়া ক্ষুরকে সম্বোধন, "পাষাণসূনো"-মন্ত্রে পাষাণকে সম্বোধন ইত্যাদি অচেতন বস্তুকে চেতনের ন্যায় সম্বোধনের জন্যও কেহ কেহ ইহাতে ত্রুটি প্রদর্শন করাইতে পশ্চাৎপদ হন নাই। চেতন ও অচেতন বিপরীতার্থ প্রতিপাদক—'দুই চন্দ্র' যেমন বিপরীত অর্থ জ্ঞাপক বলিয়া অপ্রমাণ; কিম্বা বেদে কোন স্থলে উল্লেখ আছে "একই রুদ্র, দ্বিতীয় নয়"; আবার কোন স্থলে বলিয়াছেন "সহস্র রুদ্র পৃথিবীতে আধিপত্য করেন"—এই উভয় বাক্যও পরস্পর বিরুদ্ধ। যদি কেহ বলেন, "আমি আজীবন মৌনী", তাহা যেমন তাহার চিরকালীন মৌনতা বুঝাইয়া স্বয়ংই পুনরায় মৌনতার ব্যাঘাত ঘটায়, তদ্রূপ পূর্ব্বোক্ত বেদমন্ত্র সকলকে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না—সুতরাং বেদ অগ্রাহ্য।

এই প্রকার তর্কোত্থাপন কেবলমাত্র শাস্ত্রবিরোধিনী চেষ্টা। ওষধি, ক্ষুর বা পাষাণকে সম্বোধন জ্ঞাপক মন্ত্রে অচেতন ওষধি বা ক্ষুর অথবা পাষাণকে সম্বোধন করা হয় নাই; পরন্তু তত্তদভিমানী চেতন দেবতাকেই সম্বোধন করা হইয়াছে। পরমেশ্বরের

শক্তি লাভ করিয়া সমগ্র চেতনাচেতন বস্তুতেই অধিষ্ঠাতৃ-দেবতার অবস্থান আছে। তাঁহারা সকলেই অভিমানী দেবতা—"অভিমানিব্যাপদেশস্তু"—এই সূত্র হইতে ভগবান্ বাদরায়ণ কর্তৃক ইহাই সূত্রিত হইয়াছে। একই রুদ্রের মহিমাবল হইতে যে পরস্পর ব্যাঘাত উৎপাদন না করিয়া সহস্র রুদ্রের প্রকাশ সম্ভব, তাহা সন্দিগ্ধ-চিত্ত বদ্ধ জীবের বুদ্ধির অতীত হইলেও তাহাই অভ্রান্ত সত্য। জলাদি দ্রব্যদ্বারা ক্ষুরের সাহায্যে মস্তকের ক্লেদনাদির পরিষ্কার করন সম্বন্ধে লোকপ্রসিদ্ধি থাকিলেও, তদভিমানী দেবতার অনুগ্রহ অপ্রসিদ্ধ। সুতরাং দেবতানুগ্রহ মন্ত্রের বিষয় হওয়া নিবন্ধন অজ্ঞাতার্থব্যাপকত্ব। অতএব অজ্ঞাতার্থব্যাপকত্বরূপ প্রামাণ্য লক্ষণসত্ত্বে মন্ত্রভাগের প্রামাণ্য স্থিরীকৃত হইল। এই সন্দেহ-সমূহ দূরীকরণের উদ্দেশ্যেই জৈমিনী ঋষি তদীয় মীমাংসাশাস্ত্রের "মন্ত্রাধিকরণে" বেদের মন্ত্রসমূহের বিবক্ষিতার্থের সূত্র করিয়াছেন। যাহা যাহার উদ্দিষ্টার্থ বা প্রতিপাদ্য বিষয়ই যাহার অর্থ, তাহাকে বিবক্ষিতার্থ কহে; যে বাক্যের আবশ্যকতা আছে, সেই বাক্য বিবক্ষিত হয়।

জৈমিনী ঋষির মীমাংসাসূত্র "অবশিষ্টস্তু বাক্যার্থঃ"—লোকে ও বেদে শব্দের অর্থ একই। সূত্রে 'তু' শব্দদ্বারা মন্ত্রসমূহের অদৃষ্টার্থ উচ্চারণ নিষেধ করিয়াছে। ক্রিয়াকারক সম্বন্ধে প্রতীয়মান বাক্যার্থ লোকে ও বেদে উভয়ত্র একই। অর্থ প্রত্যয় উৎপন্ন করাইবার জন্যই বাক্য উচ্চাচরণ করা হইয়া

থাকে। অতএব মন্ত্রের উচ্চারণ দ্বারা অর্থ প্রকাশ করাই প্রয়োজনীয় ব্যাপার। যদি প্রশ্ন হয় যে, "অভ্রিরসি" মন্ত্রদ্বারা প্রতীত অভ্র-আদান "চার মন্ত্রের দ্বারা অভ্র আদান কর" এই বিধান ব্রাহ্মণবাক্যে পাওয়া যায়, সুতরাং বেদমন্ত্রের বিধানই ব্রাহ্মণে প্রদর্শিত হইয়াছে, অর্থবাদ নয়, তাহা হইলে তাহার উত্তরে "গুণার্থেন পুনঃ শ্রুতিঃ" সূত্রে মীমাংসাশাস্ত্র এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, মন্ত্রের দ্বারা প্রতীত বিষয়ই ব্রাহ্মণবাক্যে যে পুনঃ কথিত হইয়াছে তাহা কেবল চতুঃসংখ্যারূপ গুণবিধানের নিমিত্তই প্রয়োগ হইয়াছে।

ঋগ্বেদের তৃতীয় মণ্ডল অষ্টম অধ্যায়ের দশম প্রপাঠকে—"চত্বারি শৃঙ্গা"—ইহার চতুঃশৃঙ্গ, তিন পদ, দুই মস্তক, সপ্ত হস্ত ইত্যাদি প্রকারের এক মন্ত্র আছে। কিন্তু চতুঃশৃঙ্গবিশিষ্ট কোন যজ্ঞসাধন দ্রব্য দৃষ্ট হয় না, মন্ত্রপাঠদ্বারা যাহার স্মরণ করা যাইতে পারে। এমন পদার্থ নাই বুঝিতে হইবে—'অবিদ্য-মানবচনাৎ'। এই প্রকার তর্ক উত্থাপন করিয়া যদি কেহ বেদের মন্ত্রার্থ গ্রহণে অনিচ্ছুক হন, তবে তাহার উত্তর এই যে, যে বাক্য অসৎ অর্থাৎ বিদ্যমান নাই বুঝাইবে, সেই বাক্যে গৌণরূপে অন্য অর্থ প্রতিপাদন করে এইরূপ দেখা যায়। যথা, সূত্র প্রমাণ—"অভিধানোঽর্থবাদঃ"। "চত্বারি শৃঙ্গা" ইত্যাদি বলিবার গৌণার্থে তাৎপর্য্য এই—ব্রহ্মা, অধ্বর্য্যু, হোতা ও উদগাতা যজ্ঞকর্ম্মে চার শৃঙ্গ; কর্ম্মের তিন পদ—প্রাতঃসবন, মাধ্যন্দিনসবন ও

সায়ংসবন ; কর্ম্মের দুই মস্তক—যজমান ও তাঁহার স্ত্রী ; কর্ম্মের সপ্ত হস্ত—গায়ত্রী আদি সপ্ত ছন্দ ; কর্ম্মের তিন বন্ধন—ঋগ্বেদ, সামবেদ ও অথর্ব্ববেদদ্বারা তিন প্রকারের বন্ধন ; কর্ম্ম "বৃষভ" অর্থাৎ অভিলষিত বস্তু বর্ষণ করে ; "রোরবীতি"—শব্দ করে, অর্থাৎ স্তোত্র-শস্ত্রাদিরূপ শব্দ বারম্বার উচ্চারণ করে। প্রৌঢ় যজ্ঞ-কর্ম্মরূপ দেবতা মনুষ্যগণে আবিষ্ট হইয়াছে—এস্থলে যজ্ঞ কর্ম্মে মনুষ্যই অধিকারী। এই প্রকারের গৌণ প্রয়োগ মনুষ্য-লোকেও দেখিতে পাওয়া যায়।

চক্রবাকরূপস্তননিবিষ্টা, হংসরূপদন্তপংক্তিধারিণী, কাশরূপ-বস্ত্রপরিধানকারিণী, শৈবালকেশবতী নদী শোভমানা ইত্যাদি প্রকারে যেমন নদীর স্তুতি, তদ্রূপই পূর্ব্ব বর্ণিত "হে ওষধে! রক্ষা কর", "হে পাষাণ সকল! শ্রবণ কর" ইত্যাদি অচেতন বিষয়ক সম্বোধন ও স্তুতিপ্রতিপাদক জানিতে হইবে। ওষধির বা পাষাণের স্তুতিপরত্ব বেদের অন্যত্রও দৃষ্ট হয়। এই সকল মন্ত্রের অর্থহীনতা প্রতিপাদনের যত্ন না করিয়া স্তুতি অর্থেই ব্যবহার অভিপ্রায় বুঝিতে হইবে।

ঋগ্বেদের "অদিতির্দ্যৌরদিতিরন্তরিক্ষঃ" মন্ত্র দেখিয়া কেহ বা মন্ত্রের অর্থ বিপ্রতিষিদ্ধ হয় বলিয়া অর্থবোধের নিমিত্ত বেদের মন্ত্র পঠিত হয় না, এইরূপ সিদ্ধান্ত করেন—'অর্থবিপ্রতিষেধাৎ' যাহা দ্যুলোক তাঁহাই অন্তরিক্ষ—এইরূপ অর্থ বিপ্রতিষিদ্ধ। "একই রুদ্র সহস্র রুদ্র"-ও এই দোষে দুষ্ট। ইহা যুক্তি ও

ন্যায়সঙ্গত নহে। "তুমিই মাতা, তুমিই পিতা" ইত্যাদি বাক্য যে প্রকার মাতাপিতারূপ একই বস্তুর স্তুতি করে, সেই প্রকার দ্যুলোক-অন্তরিক্ষরূপ অদিতির স্তুতি হইতে পারে। তদ্রূপেই একই রুদ্র যোগবলে অনেক রূপ ধারণ করিতে পারেন। ইহাতে অর্থবিপ্রতিষেধ হয় না। জৈমিনীর মীমাংসাসূত্র তাহার প্রমাণ, যথা—"গুণাদপ্রতিষেধঃ স্যাৎ"—গৌণপ্রয়োগ স্বীকার করিলে প্রতিষেধ দোষ হয় না। এই গৌণার্থেই যাহা দ্যুলোক, তাহাই অন্তরিক্ষ হইলেও বিরোধ হয় না। সেই প্রকারে যে যজ্ঞকর্ম্মে এক রুদ্রই দেবতা হন, অন্য কর্ম্মে শত রুদ্র আছেন, বলিলে এক রুদ্র শত রুদ্রের বিরোধ দূর করে।

'তদর্থশাস্ত্রাৎ' এই সূত্র হইতে 'মন্ত্রের অর্থ ব্রাহ্মণবাক্য হইতে বুঝিতে হইবে' প্রতিপাদিত হয়। অথচ দেখা যায় যে, মন্ত্র যে অর্থ বুঝাইতে সমর্থ, ব্রাহ্মণবাক্যেরও তাহাই প্রতিপাদ্য ; উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, যথা—তৈত্তিরীয় যজুঃতে "উরু প্রথস্ব"—'পুরোডাশ প্রথন কর' ; আবার, ব্রাহ্মণবাক্যেও আছে —'পুরোডাশ প্রথন করা হউক।" এস্থলে মন্ত্রদ্বারা যাহা বুঝায়, ব্রাহ্মণবাক্যও তদর্থবোধক। সুতরাং পুনরুক্তি দোষ হয় বলিয়া শঙ্কা হইলে, তন্নিরসন এইরূপ ভাবে হইবে যে, "অর্থবাদো বা" —অর্থবাদ বলা হইতেছে। সূত্রের 'বা' শব্দের দ্বারা বিফলতা নিবারণ করে—'যজ্ঞপতিকেও প্রথিত করিতে হইবে" এই অর্থবাদ। ঐ অর্থবাদের সহিত সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য ব্রাহ্মণ-

বাক্যের বিধি ব্যবহৃত হয়। প্রশ্ন হয় যে, "প্রথিত কর" মন্ত্র হইতে "যজ্ঞপতিকেও প্রথিত করিতে হইবে" এইপ্রকার অর্থবাদ কোথা হইতে প্রাপ্ত হইল? মন্ত্র কথন হইতেই হইয়াছে —"মন্ত্রাভিধানাৎ"ই তাহার উত্তর। অধ্বর্যু পুরোডাশের উদ্দেশ্য করিয়া মন্ত্রে "প্রথিত হও" এইরূপ বলেন। এতদ্বাক্য হইতে অধ্বর্যু কর্তৃক প্রথন প্রাপ্ত হইল। সাধারণ ভাষায়ও আমরা 'কর' নিশ্চয়ার্থে প্রয়োগ করিয়া থাকি। এই স্থলে অধ্বর্যু "প্রথিত হউক" বলিয়া প্রথিত করান। মন্ত্রে যাহা আছে, তাহা ব্রাহ্মণে পুনরুক্তিদ্বারা নিরর্থক বলিয়া মনে হয়; যেমন, যে পায়ে জুতা আছে সেই পায়ে আবার জুতা পরা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। এইরূপ তুলনা মন্ত্র-ব্রাহ্মণসম্বন্ধে প্রযোজ্য হইতে পারে না। যে অর্থ জ্ঞাত আছে, মন্ত্রের দ্বারা তাহা স্মরণ করাইয়া দিলে নিয়ম জনিত অদৃষ্টরূপ সংস্কার বিশেষ উৎপন্ন হয়। সুতরাং মন্ত্রদ্বারা স্মরণ করাইবার ফল নিয়মাদৃষ্ট হয়। মন্ত্রের স্মরণ নিষ্ফল হয় না। এতদ্বিষয়ে সূত্রপ্রমাণ এই—"সম্প্রৈষকর্ম্মণো গর্হানুফলত্বঃ সংস্কারত্বাৎ।" মন্ত্রোচ্চারণ হইতে বিদিত অর্থজ্ঞান উচ্চারণের দৃষ্ট-প্রয়োজনও নিতান্ত উপেক্ষার বিষয় নয়।

মানবক যে সময় বেদ পাঠ করেন, সেই সময় অবঘাত-মন্ত্র পাঠ করিলেও পূর্ণিকার কৃত অবঘাত প্রকাশের ইচ্ছা করেন না। বিদ্যাগ্রহণকালে যে অর্থের অপ্রকাশ, যজ্ঞের সহিত তাহার সম্বন্ধ হইলে তাহার উপপন্নতা হইয়া থাকে। পূর্ণিকার অবঘাত

যজ্ঞসম্বন্ধী নয়। কিন্তু যজ্ঞের মন্ত্রপাঠ যজ্ঞসম্বন্ধী অবঘাত প্রকাশক। মানবক যখন যজ্ঞ করেন না, তখন তিনি যজ্ঞের উপকারক না হওয়ার জন্য তাঁহার মন্ত্রপাঠে অর্থবিবক্ষাও হয় না। স্বাধ্যায় গ্রহণকালে মন্ত্রপাঠের অর্থ বোধ হয় না সত্য, কিন্তু যজ্ঞানুষ্ঠানকালে তদ্রূপ নয়—যজ্ঞের প্রত্যেক কর্ম্মই মন্ত্রার্থাত্মক। পূর্ণিকা নাম্নী স্ত্রীবিশেষ মুষলদ্বারা যখন আঘাত করেন, মানবক কদাচিৎ তখন তাঁহার নিকট অবঘাত-মন্ত্র পাঠ করেন। তাঁহার নিজেরও অর্থপ্রকাশের বিবক্ষা নাই, কেননা মুষল প্রহারের সহিত তিনি নিয়মিত মন্ত্র পাঠ করেন না; আর, স্বাধ্যায় অভ্যাসকালে পঠিত অবঘাত-মন্ত্র পূর্ণিকার নিকটও অর্থবোধ জন্মায় না বলিয়াই যে, বেদমন্ত্র যজ্ঞ সময়েও অর্থহীন হইয়া কেবল উচ্চারণের জন্যই হইবে, এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। যজ্ঞে অধ্বর্য্যুর অর্থের বিবক্ষা আছে, বোধও সম্ভব। নিগম, নিরুক্ত, নিঘণ্টু, ব্যাকরণাদি শাস্ত্রদ্বারা বেদের মন্ত্রার্থ প্রমাণিত হয়—বেদমন্ত্র অর্থবিহীন শব্দরাজি মাত্র নহে। বিদ্যাভ্যাসকালে যে মন্ত্রের অর্থবোধ হয় না, যজ্ঞানুষ্ঠানকালে সেই সকল মন্ত্রের অর্থবোধসহ বিনিয়োগ করিতে হয়। যথা সূত্র-প্রমাণ—"বিদ্যাবচনমসংযোগাৎ"। মন্ত্রের অর্থ থাকিতেও অনবধানতা, করণাপাটব, আলস্যাদি দোষ হইতে তাহা জ্ঞাত হওয়া যায় না। নিগম-নিরুক্ত-ব্যাকরণাদির সহায়তায়ই ধাতুর অর্থ জানিতে হইবে। যথা—"জর্ভরী তুর্ফরী তু" ইত্যাদি অশ্বিনী-

কুমারের নাম। ঐ সকল নামে দ্বিবচনান্ত দেখা যায়—"অশ্বিনোঃ কামমপ্রা" ইত্যাদি। এই সকল অসুবিধা বুঝিয়াই যাস্ক নিরুক্ত গ্রন্থে বেদার্থ নির্ণয় করিয়াছেন।

বেদের কোন কোন মন্ত্রে অনিত্যবস্তুর প্রতিপাদন আছে দেখিয়া কেহ কেহ বেদমন্ত্রের অনাদিত্ব স্বীকার করিতে চাহেন না। কিন্তু বেদমন্ত্রে বস্তুতঃ অনিত্য পদার্থ প্রতিপাদিত হয় নাই—অনিত্য সংযোগ সম্বন্ধই বলা হইয়াছে। সূত্র যথা—"উক্তশ্চানিত্যসংযোগ ইতি।" মীমাংসাদর্শনের প্রথম পাদের শেষ অধিকরণে এই অনিত্য পদার্থ প্রতিপাদন দোষ বলিয়া তাহার পরিহারও স্থাপিত হইয়াছে। পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে যে, অধিকরণ এক সম্পূর্ণ প্রস্তাব; প্রথমে বিষয়, পশ্চাৎ সংশয়, তৎপর পূর্ব্বপক্ষ, তৎপর উত্তরপক্ষ এবং শেষে সঙ্গতি—এতদ্দ্বারা প্রস্তাব পূর্ণরূপ বিচারিত হয়। এই প্রকারে বিচারিত সম্পূর্ণ প্রস্তাবকে অধিকরণ কহে। যাহা হউক, এস্থলে পূর্ব্বপক্ষে বেদের পুরুষ-নির্ম্মাতৃত্ব বলিবার নিমিত্ত কাঠক, কাপালক ইত্যাদি পুরুষসম্বন্ধজনিত সংজ্ঞার হেতুরূপে উপন্যস্ত করিয়া 'অনিত্যদর্শন' রূপ হেতু সূত্রিত করা হইয়াছে। উদাহরণ—'ববর প্রবাহণি কামনা করিয়াছিলেন' ইত্যাদি স্থানে অনিত্য ববরাদি পদার্থ প্রতিপাদন দেখা যায়। ববর যখন বেদের প্রতিপাদক, তখন ববর বেদের পূর্ব্ববর্ত্তী, বেদ তৎপরবর্ত্তী—অতএব বেদ অপৌরুষেয় ও অনিত্য—এই প্রকারের যুক্তি

উত্থাপিত করিতে পারা যায় বটে, কিন্তু তাহার উত্তর দিয়াছেন জৈমিনী ঋষি তাঁহার সূত্রে—"পরন্তু শ্রুতিসামান্যমাত্রম্"। কাঠকাদি যে সমস্ত সমাখ্যা আছে, তাহা প্রবচনের নিমিত্ত, রচনার নিমিত্ত নয়। সমাখ্যা নাম বিশেষ। 'বচন' অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপে বলা বা প্রচার করা। কোনও এক বিষয় কাহারও দ্বারা কথিত বা প্রচারিত হইলে, এইপ্রকার সংজ্ঞা বা নাম প্রযুক্ত হয়। ববরাদি অনিত্যদর্শনও শব্দসামান্য মাত্র। এই উদাহরণে "ববর" নামক কোনই অনিত্য ব্যক্তি বিবক্ষিত হয় নাই। কিন্তু 'ববর' শব্দের অনুকরণ মাত্র হইয়াছে। অতএব 'ববর' শব্দের অরি বায়ু ববর শব্দে অভিহিত হয়। তাহা পুনরায় প্রবাহনি অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপে বহনশীল অর্থ হয়। এইরূপ অর্থ হইলে বেদের নিত্যত্বে এবং অপৌরুষেয়ত্বে কোন দোষ স্পর্শ করে না।

মীমাংসকগণ আখ্যায়িকার সত্যতা স্বীকার করেন না, এবং এই জন্য বেদপ্রামাণ্যে সন্দেহ উত্থাপন করেন—বেদে কোন কোন ক্ষেত্রে আখ্যায়িকা দৃষ্টা হয়। কিন্তু ঐ সকল আখ্যায়িকা অধ্যাত্মরূপা কিম্বা জগদ্ব্যাপার-প্রতিপাদনকারিণী। বিবক্ষিতার্থেই অর্থবোধকের নিমিত্ত মন্ত্র প্রয়োগ করা হয়। কেহ কেহ প্রশ্ন করেন যে, অর্থ-প্রকাশ মন্ত্রোচ্চারণের উদ্দেশ্যে হইলে দৃষ্ট-প্রয়োজন সাধিত হয় এবং অর্থ-প্রকাশরূপ দৃষ্ট-প্রয়োজন সম্ভব হইলে অদৃষ্ট-প্রয়োজন কল্পনা করা অন্যায় হয়। যদ্যপি ইহা যুক্তি মাত্র, কিন্তু প্রথমতঃ ইহা শ্রুতি প্রমাণের দৃঢ়তা স্থাপন করে না ;

দ্বিতীয়তঃ, সূত্রের উত্তর এই যে—"লিঙ্গোপদেশশ্চ তদর্থবৎ"—অর্থাৎ বাক্যমাত্র যাহা অর্থবৎ তৎসম্বন্ধে লিঙ্গোপদেশ হয়। শ্রুতিপ্রমাণও এইরূপ—"আগ্নেয্যাগ্নীধ্রমুপতিষ্ঠেত"—আগ্নেয়ী ঋক্ দ্বারা অগ্নীধ্রস্থানে উপস্থান করিতে হইবে। তাৎপর্য্য এই যে, যেই ঋঙ্মন্ত্রের দেবতা অগ্নি, তাহাকে আগ্নেয়ী কহে; সেই আগ্নেয়ীদ্বারা অগ্নীধ্র স্থানে উপস্থান কর। এস্থলে এই উপস্থান উপদেশক ব্রাহ্মণবাক্য, যথা—"অগ্নে নয়' ইত্যাদি ঋক্‌দ্বারা উপস্থান করিতে হয়। এই উপদেশ-মন্ত্র প্রতীক পাঠ করিবার জন্য নয়, কিন্তু মন্ত্রে আগ্নেয়ীত্ব লিঙ্গ প্রদর্শন করিয়াই এই উপদেশে ঐ ঋকের যখন অগ্নি প্রধানরূপে প্রতিপাদিত হয়, তখন সেই ঋকের দেবতা অগ্নিই হইবে। এই প্রকার হইলে, আগ্নেয়ী শব্দে দেবতাবাচী তদ্ধিত-প্রত্যয় উপপন্ন হইয়াছে বুঝিতে হইবে। (ইনি ইহার দেবতা এই অর্থে তদ্ধিত প্রত্যয়)। মন্ত্রার্থের জন্যই উপদেশ, নতুবা তদর্থে তদ্ধিত-প্রত্যয় ও তদনুসারে নিয়োগাদি হইতে পারে না। মন্ত্র বিবক্ষিতার্থ হইলে প্রয়োগকালে অর্থ স্মরণ করাইবার জন্য মন্ত্রোচ্চারণ হইয়া মন্ত্রের অর্থ-বিবক্ষা হইয়া থাকে। তৃতীয়তঃ, এতদ্বিষয়ে সূত্র আর এক হেতু দেখাইয়াছেন—'উহ'—উহ হইতেও মন্ত্রের বিবিক্ষা অর্থ হয়। প্রকৃতি-যজ্ঞে পঠিত মন্ত্রের বিকৃতি-যজ্ঞে সমবেতার্থ রক্ষা করিবার জন্য তদুপযুক্ত অন্য শব্দ সন্নিবিষ্ট করিয়া পাঠ করার নাম 'উহ'। যে যজ্ঞপ্রকরণে সমস্ত বা অধিকাংশ অঙ্গ কর্ম্মোপদিষ্ট হইয়াছে, তাহার নাম

প্রকৃতি-যজ্ঞ, যথা 'সোম-যজ্ঞ'; আর যে যজ্ঞে অল্প অঙ্গ কর্ম্মের উপদেশ, তাহা বিকৃতি-যজ্ঞ। 'প্রকৃতির সমান বিকৃতি কর—' এই বিধানকে চোদক-বাক্য কহে। এতদ্দ্বারা প্রকৃতি-যজ্ঞের অঙ্গ সমূহ বিকৃতিতে উপস্থিত হয়, যথা—'বাজপেয় যজ্ঞ।'

উদাহরণ—'অগ্নেনং মাতামন্যতাম্' ইত্যাদি তৈত্তিরীয় মন্ত্র যথার্থ পশু বিষয়ে পড়া হয়। ঐ মন্ত্রই যখন বিকৃতিতে পঠিত হইবে, সেই সময় মন্ত্রে 'উহ' প্রয়োগ করিতে হইবে। প্রকৃতিতে এক পশু, বিকৃতিতে দুই পশু; এই জন্য প্রকৃতি যজ্ঞে 'অগ্নেনং' এক বচনান্ত পাঠ আছে, আর বিকৃতিতে 'অগ্নেনৌ' এই দ্বিবচনান্ত পাঠ করিতে হইবে; বহু পশু হইলে 'অগ্নেনান্' এই বহুবচনান্ত 'উহ' করিতে হইবে। 'অগ্নেনং' প্রভৃতি মন্ত্রের ব্যাখ্যা ব্রাহ্মণে আছে—'ন মাতা বর্দ্ধতে ন পিতা'। এখানে বিচার্য্য বিষয় এই যে, পিতামাতার শরীর বৃদ্ধি কি নিষিদ্ধ হইয়াছে? অথবা পিতৃ-মাতৃ শব্দের বৃদ্ধি? এক বচনান্ত মাতৃশব্দের দ্বিবচনে 'মাতরৌ' এবং বহুবচনে 'মাতরঃ' প্রয়োগ করিলে শব্দের বৃদ্ধি হয় এবং শরীরের বৃদ্ধিও নিষেধ করা যাইতে পারে না; কারণ বাল্য, কৌমার, যৌবন ইত্যাদি আয়ুর অনুসারে শরীরের বৃদ্ধি প্রত্যক্ষ; কিন্তু শব্দ বৃদ্ধিই সঙ্গত। মাতৃশব্দের বা পিতৃশব্দের বিশেষরূপে বৃদ্ধি নিষেধ করিলে, দ্বিতীয় 'এনং' শব্দের অনুসারিণী বৃদ্ধি সূচিতা হয়। অর্থ যদি এখানে বিবক্ষা না হইবে, তবে পশুর একত্বে একবচন, দ্বিত্বে দ্বিবচন এবং বহুত্বে বহুবচন হইবার

কারণ কি হইতে পারে? অতএব মন্ত্র বিবিক্ষার্থই সিদ্ধান্ত হইল।

মন্ত্রের বিবিক্ষার্থ প্রমাণে চতুর্থ হেতু 'বিধিশব্দাচ্চ', অর্থাৎ বিধি শব্দ হইতেও বিবিক্ষার্থ জ্ঞাত হওয়া যায়। মন্ত্র-ব্যাখ্যারূপ বেদের ব্রাহ্মণভাগান্তর্গত শব্দকে বিধি শব্দ বলা হয়। 'শতং হি মা শতং বর্ষাণি জীব্যাস্মেত্যেবৈতদাহেতি'—এই প্রকার ব্রাহ্মণগত বিধিশব্দ পঠিত হয়। ইহাতে 'শতংহিমা' ইহাই ব্যাখ্যেয় মন্ত্রের প্রতীক ভাগ, অবশিষ্টাংশ মন্ত্রের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা। যদি শব্দের অর্থই বিবক্ষিত না হইবে, তবে কোন্ তাৎপর্য্যের ব্যাখ্যা করিতে হইবে? সুতরাং এতদ্দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, মন্ত্র বিবিক্ষার্থ।

কর্ম্মানুষ্ঠানকালে মন্ত্রের অর্থ প্রকাশ করিবার নিমিত্তই মন্ত্রোচ্চারণ করা উচিত। পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে তাহাই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। "উরু প্রথস্ব" ইত্যাদি মন্ত্রোচ্চারণ করিলে কি অদৃষ্ট উৎপন্ন হয়, অথবা যাগাদিতে পুরোডাশ প্রথনাদির কি অর্থবোধ উৎপন্ন হয়? ব্রাহ্মণ ব্যাখ্যা হইতে পুরোডাশ প্রথমে বলা হইয়াছে; মন্ত্রের উচ্চারণে পুণ্য উৎপন্ন হয় ইহা অদৃষ্ট, আর অর্থজ্ঞানই দৃষ্ট প্রয়োজন। দৃষ্টফল অদৃষ্টফল হইতে শ্রেষ্ঠ। সুতরাং অর্থজ্ঞান মন্ত্রোচ্চারণের উদ্দেশ্য স্বীকার করিতে হয়।

ব্রাহ্মণভাগের মন্ত্রও অর্থবোধক

ব্রাহ্মণ দুই প্রকার—বিধি ও অর্থবাদ। আপস্তম্ব বলেন, কর্ম্মের প্রেরণাই বিধি-ব্রাহ্মণ; আর বিধি-ব্রাহ্মণের শেষভাগই অর্থবাদ। বিধি পুনরায় আবৃত্তপ্রবর্ত্তক ও অজ্ঞাতজ্ঞাপকভেদে দ্বিবিধা। 'দীক্ষণীয়া' নামক ইষ্টিতে (যজ্ঞে) 'অগ্নিদেবতার পুরোডাশ নির্ব্বাপন কর" ইত্যাদি কর্ম্মকাণ্ডগত বিধি অপ্রবৃত্ত কর্ম্মের প্রবর্ত্তক। দীক্ষণীয়া ইষ্টি জ্যোতিষ্টোমের অঙ্গবিশেষ এবং দর্শপূর্ণমাস ইষ্টির বিকৃতি। ইষ্টিতে সামগান হয় না; যজ্ঞেতে সামগানজ্ঞ হোতা হন। যজ্ঞ ও ইষ্টিতে ইহাই ভেদ। 'পুরোডাশ' যজ্ঞীয় হবি বিশেষ—ব্রীহি যবাদি নির্ম্মিত পিষ্টকই 'পুরোডাশ"—ইহা অগ্নিতে ঢালিয়া হোম করা হয়।

এই দৃশ্যমান জগতের 'সৃষ্টির পূর্ব্বে এক সন্মাত্র আত্মাই ছিল' ইত্যাদি ব্রহ্মাণ্ডগত বিধি সমূহ অজ্ঞাতজ্ঞাপক। বিধি যে ব্রাহ্মণ-ভাগের অর্থজ্ঞাপক, তাহার বিরুদ্ধে পূর্ব্বপক্ষ এইরূপ হইতে পারে—অজ্ঞাতজ্ঞাপক বিধিসমূহের মধ্যে কাণ্ডকাণ্ডাংশে "জর্ত্তিল যবাগু দ্বারা অথবা গবীধুক যবাগু দ্বারা হোম কর" প্রভৃতি বিধি প্রমাণযোগ্য নহে, কারণ অনুষ্ঠানের অযোগ্য দ্রব্য বিধান করিলে বিধির সম্যক্ জ্ঞান সাধন করে না। ইহা হইতে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহা অসম্পূর্ণ থাকে। পূর্ব্বোক্ত উদাহরণে জর্ত্তিল যবাগু বিধান করিয়াছে: আবার সেই জর্ত্তিলেরই যজ্ঞে

অযোগ্যত্ব অন্যত্র কথিত হইয়াছে, যথা—"জর্ত্তিল যবাগ্বা জুহুয়াদ্গবীধুকয়বাগ্বেতি।" অন্যত্র, "অনাহুতির্বৈজয়তিলাশ্চ গাংবিধুকাশ্চেতি"—জর্ত্তিল ও গবীধুক আহুতির জন্য অযোগ্য। আরণ্য তিল ও আরণ্য গোধূম আহুতিতে নিষিদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং জর্ত্তিলাদির বিধানে বাধা উপস্থিত হওয়াতে এই সকল বিধি ব্রাহ্মণভাগের অর্থজ্ঞাপনে কি প্রকারে প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করা যায়? ঐতরেয়, তৈত্তিরীয়াদি ব্রাহ্মণে এই প্রকার বহু বিধির নিষেধ আছে।

উক্ত পূর্ব্বপক্ষ খণ্ডন করিয়া উত্তর এই যে, জর্ত্তিলাদি বিধির প্রামাণ্য নহে। কেননা, এই বিধির প্রতিপাদ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে না। অনুষ্ঠেয় অংশই প্রমাণ। "অজাক্ষীর দ্বারা হোম কর"—এই বাক্যদ্বারা বিহিত হোমই এস্থলে অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম। ছাগলের দুগ্ধের প্রশংসার নিমিত্ত জর্ত্তিলাদির নিন্দা করা হইয়াছে। নিন্দার উদ্দেশ্যই হইল অন্যের প্রশংসা করা। সায়নাচার্য্য বলেন—"ন হি নিন্দা নিন্দিতুং প্রবর্ত্ততে ইতরচ্চ প্রশংসিতুম্।" গরু ও অশ্বের প্রশংসা করিবার জন্য যেমন বলা হয় 'এমন পশু আর নাই।" এতদ্দারা অন্য পশুর অস্তিত্বই নাই এইরূপ উদ্দেশ্য নয়, পরন্তু ছাগাদি অন্য পশুর নিন্দাই করা হইয়াছে। অর্থবাদ দ্বারাই বাক্যের তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে। ছাগাদির যেমন যথার্থ পশুত্ব আছে, সেই প্রকারে জর্ত্তিলাদি বিধিরও উক্তস্থলে অজাক্ষীরের দ্বারা হোমের তুলনায় নিন্দাই করা

হইয়াছে ; শাখান্তরে তাহার ব্যবহার বিধিও নিবদ্ধ হইয়াছে। সেই শাখাধ্যায়ীর নিকট তাহাই প্রামাণ্য। অপরের নিকট অপ্রমাণ হইলেও ত্যক্তাশ্রমী বানপ্রস্থ-যতির জন্য প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত। এই প্রকারে সকল স্থানের পরস্পর বিরুদ্ধ বিধি-নিষেধে পুরুষমেধদ্বারা ব্যবস্থা করিতে হইবে। যাহার প্রতি বিধি, তাহার প্রতি নিষেধ নাই ; অধিকার ভেদ হইতে একস্থানের বিধির সহিত অন্যস্থানের নিষেধের কোনই বিরোধ হয় না ; যেমন—মন্ত্রপাঠে শাখাভেদে পাঠ-ভেদ ব্যবস্থিত আছে ; তৈত্তিরীয়শাখাধ্যায়িগণ "বায়বস্থো-পায়বস্থ" এইরূপ মন্ত্র পাঠ করেন, আর বাজসনেয়গণ 'উপায়বস্থ' এই অংশের পাঠ করেন না। এই প্রকারে সূত্রবাক্‌মন্ত্রে অন্য শাখার পাঠ নিরাশ করিয়া তৈত্তিরীয়গণ পৃথক পাঠ গ্রথিত করিয়াছেন। তদ্রূপ বিধি সম্বন্ধেও অনুষ্ঠাতা পুরুষমেধ হইতে এই সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

পুনঃ তর্ক উপস্থিত হয় যে, ঐতরেয়ব্রাহ্মণ অনুদিত হোমের অনেক নিন্দা করিয়া সূর্য্যোদয় হইলে হোম করিতে হইবে, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তৈত্তিরীয়গণও সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে যে অগ্নিহোম তাহার প্রশংসা করিয়া ভস্মসম্বন্ধী হোমের নিন্দা করিয়াছেন। আবার অন্যত্র উদিত হোমে দোষ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অপর উদাহরণও দেওয়া যাইতে পারে, যথা— "অতিরাত্র" সংজ্ঞক যজ্ঞে ষোড়শী-গ্রহ গ্রহণ বিধি আছে। সোম-

রস ধারণের পাত্রকে 'গ্রহ' কহে—অগ্নিষ্টোমের সপ্ত সংস্থার মধ্যে 'অতিরাত্র' এক সংস্থার নাম ; অগ্নিষ্টোমে প্রয়োজনীয় নব গ্রহের মধ্যে 'ষোড়শী' এক সোমরস-পাত্রের (গ্রহের) নাম। উক্ত 'অতিরাত্রে ষোড়শী-গ্রহ গ্রহণ করিও না' নিষেধ বাক্য। ভোজনান্তে যেমন তৃপ্তির সম্ভাবনা, তদ্রূপ যজ্ঞান্তেই স্বর্গাদি লাভ যুক্তি সঙ্গত। পরন্তু অগ্নিষ্টোমাদিতে অনুষ্ঠানের পূর্ব্বেই স্বর্গাদি লাভের উল্লেখ প্রভৃতি নিবন্ধন কর্ম্মবিধিতে প্রামাণ্য সংস্থাপন করা দুষ্কর। অজ্ঞাত-জ্ঞাপক বিধিসমূহে পরস্পর বিরোধ নিবন্ধন প্রামাণ্য সিদ্ধ হয় না। সুতরাং বেদের সমগ্র বিধিভাগ কি প্রকারে প্রামাণ্য হইতে পারে ?

পূর্ব্বোক্ত তর্ক ও সন্দেহের কারণ এই যে, মীমাংসার কথার শ্রবণাভাবেই এবম্বিধ প্রকারের বৃথা তর্ক ও সন্দেহের উদয় সম্ভব। মীমাংসাশাস্ত্রের দশম অধ্যায়ের অষ্টম পাদে 'ষোড়শী' গ্রহণ ও 'ষোড়শী' গ্রহণ না করা সম্বন্ধে বিকল্প নির্ণীত হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে কর্ম্ম বিনাশের পশ্চাৎ অনেক সময়ের অনন্তর প্রাপ্য স্বর্গাদি ফলের সিদ্ধিকরণের নিমিত্ত "অপূর্ব্ব" নির্ণয় করা হইয়াছে। এই প্রকারে উত্তরমীমাংসাতে প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থপাদে "কারণত্বেন চ আকাশাদিষু যথা ব্যপ-দিষ্টোক্তেঃ" এই সূত্রে জগৎকারণ পরমাত্মা। এই বিষয়ে শ্রুতির বিপ্রতিপত্তি বিনষ্ট হইয়াছে। উত্তরমীমাংসার প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থপাদে 'আরম্ভণ অধিকরণে'—"অসদ্ব্যপদেশান্নেতি চেন্ন

রেণ বাক্যশেষাৎ" সূত্রে তৈত্তিরীয়বাক্যগত অসৎ শব্দের 'অসদেব বা ইদমগ্র আসীৎ" এই স্থানে অর্থ 'শূন্য' নয়; কিন্তু 'জগতের অব্যক্তাবস্থা' নির্ণয় করা হইয়াছে। ব্যাসদেবও "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ' সূত্রদ্বারা বেদান্তশাস্ত্রে ব্রহ্মেরই প্রামাণ্য প্রতিজ্ঞা করিয়া 'তত্তু সমন্বয়াৎ' সূত্রসকলের দ্বারা উহার সমর্থন করিয়াছেন। মীমাংসার জ্ঞান রহিত হইলেই বিধিভাগের প্রামাণ্যে সন্দেহ উপস্থিত হয়; অভিজ্ঞ মীমাংসকের তদ্রূপ সন্দেহের কোন কারণ নাই। ব্রাহ্মণে বিধিভাগের প্রামাণ্য স্বীকার্য্য।

এক্ষণে অর্থবাদভাগের প্রামাণ্য সম্বন্ধে বলা হইবে। মহর্ষি জৈমিনি বহু প্রযত্ন স্বীকার করিয়া ইহা সমর্থন করিয়াছেন তদীয় সূত্রমধ্যে। সমস্ত বেদভাগ কর্ম্ম প্রতিপাদন করিয়াছেন; কিন্তু যে সকল মন্ত্র কর্ম্মানুষ্ঠানে বিনিয়োগ হয় না, তাহার অর্থবাদ সম্বন্ধে সন্দেহ অনেকেরই উপস্থিত হয়। অনাদি নিবন্ধন স্বরূপত্বে অনিত্যত্ব সম্ভব নয়—সার্থ প্রতিপাদন করিলে তাহার স্বতঃপ্রামাণ্যও অস্বীকার করা যায় না। বিধির সহিত অর্থ-বাদের একবাক্যতা আছে—অর্থবাদ বিধির স্তুতি করে। যথা, "বায়ুর্বৈক্ষেপিষ্টা দেবতা"—'বায়ু ক্ষিপ্রগামী দেবতা' এই অর্থবাদ বাক্যের সহিত "বায়ব্যং শ্বেতমালভেত"—'বায়ুদেবতাকে শ্বেত ছাগল আলম্ভ কর'—এই বিধির এক বাক্যতা আছে; কারণ, উহার ধর্ম্মে প্রমাণ। অর্থবাদবাক্য ব্যতিরেকভাবে বিধিবাক্যে পদান্বয় সম্পূর্ণ করে, অর্থজ্ঞানও উৎপন্ন হয়। এতদ্ধেতু ঐ

অর্থবাদের উপযোগিতা নাই এইরূপ শঙ্কা হইতে পারে না। সমস্ত অর্থবাদ পুরুষপ্রবৃত্তি আকাঙ্ক্ষাকারী বিধিগণের স্তুতিতে নিযুক্ত। বিধেয় বিষয়ের স্তুতিদ্বারা প্রলোভিত ব্যক্তি বিধি-প্রতিপাদিত বিষয়ে প্রবৃত্ত হন। অর্থবাদসমূহে ভ্রম-প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সা-করণাপাটব-দোষচতুষ্টয় প্রবেশ করিলে উপেক্ষিত হওয়া উচিত।

অনধ্যায়ের দিন পরিত্যাগ করিয়া নিয়মপূর্ব্বক গুরু-সম্প্রদায় হইতে অধ্যয়নকে সাম্প্রদায়িক কহে। বিধি ও অর্থবাদ উভয়েতেই সমান। এই নিমিত্ত অর্থবাদের পাঠও ভ্রম-প্রমাদাদিযুক্ত বলা যাইতে পারে না। শাস্ত্রদৃষ্ট বিরোধ আছে বলিয়া অর্থবাদে অনুপপত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। এইরূপ আশঙ্কা হইলে, তাহার সিদ্ধান্ত স্থাপিত হইয়াছে মীমাংসাশাস্ত্রসূত্রে "অপ্রাপ্তা চানুপপত্তিঃ প্রয়োগেহি বিরোধঃ স্যাচ্ছব্দার্থস্ত্বপ্রয়োগ-ভূতস্তস্মাদুপপদ্যতেৎ।" তন্ত্রবার্ত্তিকে এই সূত্র ত্রিবিধ প্রকারে ব্যাখ্যাত ও পঠিত হইয়াছে, যথা—"অপ্রাপ্তঃ চ অনুপপত্তিঃ," "অপ্রাপ্তাচানুপত্তিঃ," এবং "অপ্রাপ্তং চ অনুপপত্তিম্।" শব্দার্থ বচন দ্বারা শাস্ত্রবিরোধ হয় না—অর্থবাদ উৎপন্ন করে।

শাস্ত্রবিরোধ, দৃষ্টবিরোধ ও শাস্ত্রদৃষ্টবিরোধ—এই তিন প্রকার বিরোধ অর্থবাদবাক্যে কখন কখন দেখা যায়। যেমন —"স্তেনং মনোঽনৃতবাদিনীবাক্"।

এই উদাহরণে শ্রুত মানস চৌর্য্য ও বাচিক মিথ্যাকথন

নিষেধ শাস্ত্রবিরোধ উপস্থিত করে ; দৃষ্ট বিরোধের উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে—"দিনে অগ্নির ধূম দৃষ্ট হয়, লেলিহান দৃষ্ট হয় না," আবার "অগ্নির অর্চ্চিঃ রাত্রে দেখা যায়, ধূম রাত্রে দৃষ্ট হয় না"—এই স্থানে প্রত্যক্ষ বিরোধ হয়, কেননা, বাস্তবিকপক্ষে দিনেও লেলিহান এবং রাত্রেও ধূম দৃষ্ট হয় ; তৃতীয়তঃ, "কে জানে যে সেই লোক আছে, কি নাই ?" এখানে শাস্ত্রদৃষ্টবিরোধ। "স্বর্গকামো যজেত"—'স্বর্গের কামনা দ্বারা যজ্ঞ করিতে হইবে'—ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্যে পারলৌকিক ফল দেখা যায়। এই সকল পরস্পর বিরোধ নিবন্ধন অর্থবাদ কি প্রকারে প্রামাণ্য হইতে পারে ?—এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষ প্রশ্ন উত্থাপন করিতে পারেন।

তদুত্তরে—'মনঃস্তেনং' ইত্যাদি অর্থবাদের শাস্ত্রদৃষ্ট বিরোধ হওয়ায় অপ্রামাণ্য হইলেও ফলপ্রতিপাদক অর্থসমূহের উভয়ে বৈলক্ষণ্য বশতঃ প্রামাণ্য হয়। 'মানস চৌর্য্য' প্রভৃতি উদাহরণে শাস্ত্রবিরোধ অনুপপত্তি হইতে পারে না বলিয়া প্রয়োগ বলা হয় নাই। স্তেনাদির প্রয়োগ বলিলেই শাস্ত্রের সহিত বিরোধ হয়, কারণ চুরি আদি কার্য্য করিতে শাস্ত্র নিষেধ করেন। উক্ত উদাহরণে, 'চুরি করিতে হইবে' এই প্রয়োগ উপদিষ্ট হয় নাই। স্তেন শব্দার্থ কহা যায়, স্তেন শব্দার্থের প্রয়োগ নয়। বিধির স্তুতিকারী অর্থবাদে বৈয়ধিকরণ্য দোষ হইতে পারে শঙ্কা করিয়া 'গুণবাদস্তু' সূত্রে তাহা খণ্ডন করা হইয়াছে। একের স্তুতি অপরের বিধি, ইহার নাম বৈয়ধিকরণ্য। "বেতসশাখয়া

চাবকাভিশ্চ বিকর্ষত্যাপো বৈ শান্তাঃ"—"বেতস শাখা এবং অবকা বিকর্ষণ কর, জল মঙ্গল দায়ক" বাক্যে গুণবাদই বক্তব্য। আমরা ব্যবহারিক জীবনেও যেমন বঙ্গদেশের প্রশংসা হইলে আমরা বাঙ্গালী নিজদিগকেও প্রশংসিত মনে করি, তদ্রূপ এখানেও জল স্তুত হওয়ায় জল হইতে উৎপন্ন বেতস ও অবকা স্তুত হইয়াছে। জলসদৃশ বেতস ও অবকা স্বয়ং শান্ত হইয়া যজমানের অনিষ্ট প্রশমিত করে—এই প্রকার গুণবাদরূপ অর্থবাদ করিতে হইবে।

'সে রোদন করিয়াছে'—এই বাক্যেও রজত-দানের পর ঘরে রোদন হইতে পারে; এই নিবন্ধনের সহিত "বর্হিষি রজতং ন দেয়ম্" এই নিষেধ-বিধির একবাক্যতা হয়। এমতস্থলে রজত দানের অবর্তমানে রোদনেরও অভাব হইবে। রোদন-ভাবই এস্থলে বিবক্ষিত গুণ এবং এই গুণ হইতেই রজত-দান নিবারণরূপ বিধি প্রস্তুত হইয়াছে।

"আদিত্যেঃ প্রায়ণীয়ঃ চরুঃ"—এই বিধি "দিক্ জ্ঞাত হইতে সমর্থ হয় নাই।" এস্থলে, দিক্ মোহ-জ্ঞাপক অর্থবাদ দ্বারা স্তুত হইয়াছে। যেমন, এই অদিতি-দেবতা দিঙ্মোহ দূর করতঃ দিগ্বিশেষে যথার্থ জ্ঞান উৎপন্ন করিয়া দেন। অদিতি- দেবতার গুণের কথন এই উদাহরণে বিবক্ষিত, অর্থাৎ অভিপ্রেত।

ইষ্ট বিরোধ দেখাইবার জন্য 'দিনে অগ্নির ধূম দেখা যায় না' ইত্যাদি যে উদাহরণ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তাহার উত্তরে জৈমিনি

ঋষি সূত্র করিয়াছেন—"দূরভূস্বাৎ"—অনেক দূরত্ব হেতু 'দেখা যায় না' বলা হইয়াছে। 'সূর্য্যঃস্বাহা' এই মন্ত্রে প্রাতঃকালে হোম করিতে হইবে—উভয় বিধিতেই স্তুতি করিবার জন্য পূর্ব্বোক্ত অদর্শন জ্ঞাপক অর্থবাদ উক্ত হইয়াছে। অর্চ্চি রাত্রিতে দেখা যায় না, এই কারণে রাত্রিতে অগ্নিমন্ত্র প্রয়োগ করিতে হইবে এবং দিবসে সূর্য্যমন্ত্র প্রয়োগ বিধি। এখানেও উক্ত উভয় মন্ত্রের স্তুতিই বিধান করা গিয়াছে। ধূম ও অর্চ্চির অদর্শন উল্লেখ বহু দূরত্বের গুণনিবন্ধন। দূরস্থ পর্ব্বতোপরি বৃক্ষ যেমন তৃণসম দৃষ্ট হয় বলিয়া 'বৃক্ষ দেখা যায় না' বলা হইয়া থাকে, এখানেও তদ্রূপই দূরত্ব হেতু 'দেখা যায় না' বলা হইয়াছে।

যজ্ঞ করিবার সময় যজমান বলেন—"আমরা ব্রাহ্মণ কি অব্রাহ্মণ, তাহা জ্ঞাত নহি।" ইহাতে ইষ্ট বিরোধ হয় বলিয়া কেহ কেহ আপত্তি করেন। ইহার উত্তরে মীমাংসা-সূত্র বলেন যে, "স্ত্র্যপরাধাৎ কর্ত্তুশ্চ পুত্রদর্শনাৎ" অর্থাৎ স্ত্রীর অপরাধ ও জনয়িতার পুত্র দর্শনের কারণে "আমরা জ্ঞাত নহি" এই দুজ্ঞেয়ত্ব কহা হইয়াছে। প্রবর-অনুমন্ত্রণকালে "দেবতাগণই পিতা" ইত্যাদি বলিতে হইবে। এই বিধির স্তুতিকারকই "আমরা জ্ঞাত নহি" এই অর্থবাদ। "আমরা জ্ঞাত নহি" এই জ্ঞানের কথা কষ্ট করিয়া জ্ঞাত হইবার কারণে প্রযুক্ত হইয়াছে। কেননা, স্ত্রীলোকের ব্যাভিচারাদি অপরাধ হইতে পারে; যেখানে উপপতি ও পতি উভয়ের ঔরস হইতে পুত্রোৎপত্তি সম্ভব দেখা যায়, এমন

স্থলে স্বীয় জন্ম এই দুইয়ের কোন্ জাতীয় তাহা জ্ঞাত হওয়া যায় না। এই অভিপ্রায় হইতেই (স্বীয় জন্ম দুষ্ট অথবা অদুষ্ট এতৎ সম্বন্ধে অজ্ঞতা নিবন্ধন) "জ্ঞাত নহি" প্রয়োগ করা হইয়াছে। ইহা প্রত্যক্ষের বিরুদ্ধ বলা যায় না। স্বীয় প্রত্যক্ষ ব্রাহ্মণত্ব নিষেধ করিবার নিমিত্ত "জ্ঞাত নহি" এইরূপ প্রয়োগ হয় নাই; শাস্ত্রীয় দর্শনের বিরোধ দেখাইবার জন্যই।

বিধি ও অর্থবাদের পরস্পর সম্বন্ধ আছে। বিধি পুরুষার্থ-বোধক, অর্থবাদ কর্ম্মের প্রশস্তি-বোধক। কর্ম্মপ্রশস্ত এইরূপ জ্ঞাত হইলে কর্ম্মকর্ত্তা উৎসাহের সহিত তাহাতে প্রবৃত্ত হন। জ্ঞান ও প্ররোচন উভয়ই আবশ্যক। এই জন্য অন্বয়ের অপেক্ষা না থাকিলেও তাৎপর্য্যতার অপেক্ষা আছে। এই কারণ, ধর্ম্ম-প্রতিপাদনে অর্থবাদ প্রমাণ। সুতরাং বেদের মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ-ভাগের মন্ত্র, বিধি ও অর্থবাদ এই তিন বিষয়ের প্রামাণ্য সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। অর্থবোধক বাক্যের স্বতঃ প্রামাণ্য জ্ঞাত হইলে সমগ্র বেদেরই প্রামাণ্য সিদ্ধ হয়। এতৎ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিচার জৈমিনি ঋষির মীমাংসাগ্রন্থের অবশিষ্ট সূত্র দেখিলে যাবতীয় সন্দেহ দূরীভূত হইবে। এই অধ্যায়ে কয়েকটী মাত্র সূত্র লইয়া সায়নাচার্য্যের উপোদ্ঘাত-প্রকরণানুযায়ী বেদের আপাতপ্রতীয়মান বিরুদ্ধ বাক্যের সামঞ্জস্য প্রদর্শনমুখে বেদবাক্যের অপৌরুষেয়ত্ব এবং মন্ত্র, বিধি ও অর্থবাদের এক তাৎপর্য্যপরতা প্রমাণ করা হইল।

নবম অধ্যায়

শুক্ল যজুর্বেদের অধ্যায়-সার

স্বতঃসিদ্ধ অপৌরুষেয় ভগবদ্বাণীরূপ যে বেদশাস্ত্র তাহাতে কি বিষয়ের আলোচনা আছে তাহা প্রত্যেক হিন্দুসন্তানেরই জানা আবশ্যক। এই অধ্যায়ে শুক্ল যজুর্বেদের বিভিন্ন অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত কর্ম্মসার লিপিবদ্ধ করিয়া একত্রিংশ অধ্যায়ের পুরুষ-সূক্তের ও চত্বারিংশ অধ্যায়ের ঈশোপনিষদের ব্যাখ্যা উদাহরণ-স্বরূপে দেওয়া যাইতেছে। ইহা হইতে পাঠকগণ অবগত হইবেন যে, বেদে বহু নিগূঢ় তত্ত্ব-সিদ্ধান্ত নিহিত আছে। পরম কারুণিক ভগবানের কৃপাশীর্ব্বাদ হইলে সমগ্র শুক্ল যজুর্বেদের বঙ্গভাষায় ব্যাখ্যানুবাদ করিবার আশা ফলবতী হইবে।

বিশ্বসৃজনকারী ব্রহ্মা বেদের উদ্দিষ্ট বিষয় সমূহে কি কর্ত্তব্য ও কর্ম্ম আছে তাহা ঋষিগণকে জানাইবার জন্য স্বয়ংই যাবতীয় যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া তাঁহাদিগকে প্রত্যক্ষ শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন—"প্রজাপতির্যজ্ঞমসৃজত"—শতপথব্রাহ্মণ। আত্ম-জ্ঞানের জন্য শরীর শুদ্ধির প্রয়োজন এবং তদুপায় বেদের কর্ম্ম-

ভাগে নির্ণীত হইয়াছে। যে অষ্টচত্বারিংশৎ সংস্কারের দ্বারা শরীর শুদ্ধ হয় তন্মধ্যে স্মৃত্যুক্ত গৃহ্যসূত্রানুসারে গর্ভাধানাদি ষোড়শ ও সপ্ত পাকসংস্থা এবং শ্রুত্যুক্ত সপ্ত সোমসংস্থা ইত্যাদি; অঙ্গিরসমতে পঞ্চবিংশতি সংস্কার আছে। স্মৃত্যুক্ত ও শ্রুত্যুক্ত উভয়বিধ সংস্কার দ্বারা প্রাকৃত শরীর শুদ্ধ হইলে জীবের শুদ্ধ-জ্ঞানের অধিকার জন্মে এবং জ্ঞানোদয় হইলে কর্ম্মের অবসান হয়, যথা—"সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে" ইতি গীতা।

প্রথম অধ্যায়ের প্রথম চার মন্ত্রে ব্রহ্মা সর্ব্বপ্রথম সৃষ্টি ইচ্ছা-কল্পে বৃষ্টির 'ইচ্ছা' (ইষেত্বা) এবং তৎপর বল ও প্রাণের ইচ্ছা (উর্জ্জেত্বা) করেন। বীজ উৎপন্নকারী বৃষ্টিগত রসকে 'উর্জ্জ' কহে। বৃষ্টির মধ্যে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজাণু থাকে এবং তাহা ভূমিতে পতিত হইয়াই বস্তুর বল ও প্রাণরক্ষার জন্য অন্ন উৎপন্ন করায়। প্রজাপতি এই ভাবে বৃষ্টি ও অন্ন উৎপাদনের ইচ্ছা করিয়া পরে গো-দোহন-প্রকরণ শিক্ষা দেন। গাভীর দুগ্ধ কি প্রকারে দোহন করিয়া পান করা যায় তাহা প্রজাপতিই সর্ব্বাদিতে জগদ্বাসীকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। গোদোহনান্তে দুগ্ধ অগ্নিতে গরম করিয়া সোমরস সংযোগে তাহা হইতে ঘনীভূত দধি প্রস্তুতকালে প্রজাপতি ইন্দ্রদেবতাকে লক্ষ্য করিয়া বলেন—"হে ইন্দ্র! এই গোদুগ্ধ হইতে সোমরসযোগে তোমার জন্য দধি প্রস্তুত করিতেছি।" সোম বা চন্দ্রমার জ্যোৎস্না হইতে

রাত্রিতে যে চন্দ্রের অমৃতমিশ্রিত নীহার ভূমিতে পতিত হয়, তাহা হইতে তৃণ জন্মে এবং সেই তৃণ ভক্ষণে গাভীর দুগ্ধ হয়—এই জন্য 'সোম-রসযুক্ত দুগ্ধ'। চন্দ্রের অমৃতই দেবগণের পানীয় সোম-রস, তাহারই কিঞ্চিদংশ শীতরশ্মিতে থাকে ; অথবা, সোমবল্লি ইন্দ্রপুর হইতে জগতে আনয়নকালে প্রজাপতির হস্তপীড়নে তাহার দুই এক বিন্দু পৃথিবীতে পতিত হইয়া তাহাই যে পলাশ ও পূতিকারূপে (সোমবল্লি বিশেষ) জন্মে, সেই পলাশপত্র বা সোমবল্লি সংযোগে গরম দুগ্ধ হইতে দধি উৎপন্ন হয় বলিয়া প্রজাপতি "সোমরস-সংযোগে দধি প্রস্তুত করিতেছি' বলিয়াছেন। এই প্রকারে দেবরাজের জন্য দধি উৎপন্ন করিয়া 'ব্রহ্মা' নিম্নলিখিত প্রতিজ্ঞা-মন্ত্রে দর্শপৌর্ণমাস-যজ্ঞ আরম্ভ করেন—

"এই ক্ষণভঙ্গুর শরীর পরিত্যাগ করিয়া আমি সত্যব্রত হইব। এই মনুষ্য শরীরে ইহা সাধনা করা কঠিন, তাহা আমি জ্ঞাত আছি ; অতএব হে দেব ! আপনি আমাকে এই বর প্রদান করুন যাহাতে আমি কৃতসংকল্প হইতে ভ্রষ্ট না হই—যাহাতে এই অনৃত জীবন পরিত্যাগ করিয়া অমৃতত্ব অর্থাৎ স্বস্বরূপোপলব্ধি করিতে পারি।"

দর্শপৌর্ণমাস-যজ্ঞ

অমাবস্যা তিথিতে চন্দ্রসূর্য্যের পরস্পর দর্শন হয় বলিয়া ঐ তিথিতে যে যজ্ঞানুষ্ঠান আরম্ভ হয়, তাহাকে দর্শযাগ কহে ;

আর পূর্ণিমাতে যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকে পৌর্ণমাস-যজ্ঞ বলা হয়। অগ্নিহোত্রকারী এই যজ্ঞের অধিকারী। প্রথমেই অগ্নি-আধানের মন্ত্র বলা উচিত ছিল; কিন্তু অগ্ন্যাধানকার্য্যে পবমান-নামক ইষ্টি সম্পাদন করিতে হয়, কেননা পবমান ইষ্টি ব্যতীত অগ্ন্যাধান হইতে পারে না। পবমান-ইষ্টি দর্শপৌর্ণমাস-যজ্ঞের বিকৃতি। এই জন্যই প্রথম অধ্যায়ের পঞ্চম মন্ত্র হইতে দ্বিতীয় অধ্যায়ের অষ্টবিংশতি মন্ত্র পর্য্যন্ত সর্ব্বাদিতে দর্শপৌর্ণমাস যজ্ঞানুষ্ঠান-বিধান-মন্ত্রই যজুর্বেদ কীর্ত্তন করিয়াছেন। বৈদিক যাবতীয় যজ্ঞ ও ইষ্টি শ্রুত্যুক্ত বিধানে মন্ত্রাত্মক— প্রত্যেক কার্য্য, প্রত্যেক পদবিক্ষেপই মন্ত্রসংযোগে সাধিত হইয়া থাকে।

সোমযাগের দক্ষিণীয়, প্রায়ণীয়াদিতেও দর্শপৌর্ণমাস যজ্ঞের আবশ্যকতা আছে। এই যজ্ঞে তিন দেবতার তিন প্রকার হবির আহুতি হয়। অষ্ট-'কপালে' প্রস্তুত দধির দ্বারা অগ্নির, দধির দ্বারা ইন্দ্রদেবতার এবং দুগ্ধের হবির্দ্বারা পুনরায় ইন্দ্রদেবতার হোম হয়। অথবা পুরোডাশ হবি অগ্নির, উপাংশু (ঘৃতদ্বারা যাঁহার যজন হয়) অগ্নি-সোমের এবং পুনরায় পুরোডাশ অগ্নি-সোমের জন্য আহুত হয়। এই যজ্ঞের ঋষি দুই জন—প্রজাপতি ও তাঁহার পুত্র পরমেষ্ঠী। ঋত্বিগ্গণের দ্বারা বর্ণিত বিধানানুসারে পূর্ব্বোক্ত হবিত্রয় প্রস্তুত করিয়া প্রতি অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে একত্রিংশ বৎসর ও ষণ্মাসে ষট্পঞ্চাশতোত্তর সপ্তশৎ যজ্ঞদ্বারা এই দর্শপৌর্ণমাস-যজ্ঞ সমাপ্ত হয়। অপুত্রক এই যজ্ঞারম্ভ করিতে

যোগ্য নহেন। জাতপুত্র কৃষ্ণকেশ থাকাকালে গৃহস্থ বসন্তে অগ্নি গ্রহণ করতঃ যজ্ঞারম্ভ করিয়া যজ্ঞান্তে সেই অগ্নি হৃদয়ে আকর্ষণ করতঃ বানপ্রস্থাশ্রম গ্রহণ করিবেন। স্বর্গ-সাধনার্থে উক্ত যজ্ঞ সাধিত হইয়া থাকে।

পিণ্ড পিতৃযজ্ঞ

দ্বিতীয় অধ্যায়ের ঊনত্রিংশৎ মন্ত্র হইতে অধ্যায় সমাপ্তি পর্য্যন্ত "পিণ্ড পিতৃযজ্ঞ" বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে 'যজ্ঞ-বেদী' প্রস্তুত বিধি, 'কুশ-প্রসারণ, 'পিণ্ড-প্রস্তুত-প্রকরণ' ইত্যাদি বিষয়ের মন্ত্র-প্রয়োগ ও তদ্বিধি আছে। অপুত্রক এই যজ্ঞানুষ্ঠানের দ্বারা পিতৃলোকের প্রীতি ও আশীর্ব্বাদে বংশ রক্ষার্থে পুত্র-সন্তান লাভ করিতে পারেন।

তৃতীয় অধ্যায়ের কর্ম্মসার অগ্ন্যাধান

স্বর্গপ্রাপ্তির উপায়স্বরূপ প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত "দর্শপৌর্ণমাস" যজ্ঞ সাধনের পূর্ব্বে অগ্নির আধান প্রয়োজন। তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম হইতে বিংশ মন্ত্র পর্য্যন্ত 'আধান' প্রকরণ। আধান কর্ম্মে 'ত্রেতাগ্নি' গ্রহণ বুঝিতে হইবে। যজমান এই মন্ত্র বলিবেন,—হে ঋত্বিগ্গণ! আপনারা সমিধা দ্বারা অগ্নি বৃদ্ধি করুন। অতিথিস্বরূপ অগ্নি যাহাতে প্রসন্ন ও প্রজ্জ্বলিত হন, তজ্জন্য ঘৃত দ্বারা আমি তাহাতে হোম করিব।

তাহা হইলেই অগ্নিদেবতা প্রসন্ন হইয়া আমাকে যজ্ঞের ফল প্রদান করিবেন।" এতদ্বাক্য শ্রবণে ঋত্বিগ্গণ চার সমিধা অর্পণ করিয়া অগ্নিকে হোম গ্রহণের যোগ্যতা প্রদান করেন। তদনন্তর নিত্য-সায়ং-প্রাতঃ অগ্নিহোত্র হোম করিয়া অগ্নি-জ্যোতিঃ ও সূর্য্য-জ্যোতিঃতে 'স্বাহা' সংযোগে হবন বস্তু অর্পণান্তে অগ্নির নিকট প্রার্থনা করেন—"হে দেব! আমার তনু-বুদ্ধি-তেজ-আয়ু প্রভৃতি যাহা কিছু আছে তৎসমুদায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া পূর্ণ হউক।"

'স্বাহা' কিম্বা 'বৌষট্' দ্বারা দেবগণের হোমাহুতি, 'স্বধা' দ্বারা পিতৃগণের এবং 'হন্ত' দ্বারা মনুষ্যগণের আহুতি অর্পিত হয়। যথা—'স্বাহা দেবেভ্যঃ স্বধা পিতৃভ্যঃ হন্তেতি মনুষ্যাঃ।

"বৌষট্ ও স্বাহা"

অগ্নিন্দূতম্পুরোদধে হব্যবাহমুপব্রুবে।
দেবাঁ২আসাদয়াদিহ।

—শুক্লযজুর্বেদ অঃ ২২, মন্ত্র ১৭

অগ্নি যজ্ঞেতে দূতের কার্য্য করেন। যজ্ঞকারীর দ্বারা প্রার্থিত হইয়া দেবগণকে যজ্ঞে আনয়ন এবং যজ্ঞে অর্পিত হবি দেবগণের নিকট পৌঁছান তাঁহার কার্য্য। এইরূপ কথিত হইয়াছে যে, পূর্ব্বে দেবগণের হবি তাঁহাদের নিকট পৌঁছাইবার শক্তি অগ্নিতে ছিল না। সুতরাং দেবগণ অভুক্ত থাকেন বলিয়া তাঁহাদের

ইচ্ছানুক্রমে অগ্নি পরব্যোমে অনপগামিনী স্বরূপশক্তি লক্ষ্মীদেবী কর্তৃক সেব্যমান ভগবান্ মহাবিষ্ণুর নিকট পৌছিলে, ভগবানের আদেশে লক্ষ্মীদেবী অগ্নিকে 'বৌষট্' ও 'স্বাহা'-শক্তি প্রদান করেন। তদবধি 'বৌষট্' বা 'স্বাহা'-যুক্ত মন্ত্রই শক্তি সম্পন্ন হয়; তদ্বিহীনে মন্ত্রের শক্তি থাকে না। 'বৌষট্' ও 'স্বাহা' উভয়ের মধ্যে পার্থক্য সম্বন্ধে প্রমাণ এই—

"উপবিষ্টহোমাঃ স্বাহাকারপ্রদানা জুহোতয়াঃ"—উপবিষ্ট হইয়া 'স্বাহা' দ্বারা যে হবন, তাহাকে "জুহুতি" ধর্ম্ম, আর "তিষ্ঠদ্ধোমা বৌষট্কারপ্রদানা যাজ্যা পুরোনুবাক্যবন্তো যজতয়াঃ ইতি যজতিধর্ম্মঃ"—দণ্ডায়মান হইয়া 'বৌষট্' দ্বারা হবনকে 'যজতিধর্ম্ম' কহে। ভাগবতমতে গজেন্দ্রমোক্ষণে 'বৌষট্'কার হইতে 'যজন' এবং 'স্বাহা'কারান্ত শব্দযোগে 'হবন' হয়। শ্রুত্যুক্ত যজ্ঞে 'বৌষট্' ব্যবহার হয়, কারণ শ্রুত্যুক্ত যাবতীয় যজ্ঞ দণ্ডায়মান হইয়া সম্পাদিত হইয়া থাকে, এবং উপবিষ্টাবস্থায় স্মৃত্যুক্ত (হবনে) যজ্ঞে "স্বাহা" প্রয়োগ হয়।

"চতুর্ভিশ্চ চতুর্ভিশ্চ দ্বাভ্যাম্ পঞ্চভিরেবচ।
হূয়তে চ পুনর্দ্বাভ্যাম্ স মে বিষ্ণু প্রসীদতু॥"

—"ওশ্রাবয়" এই চার অক্ষর; "অস্তু শ্রৌষট্" এই পুনঃ চার অক্ষর; "যজ" এই দুই অক্ষর; "যে যজামহে" এই পঞ্চ অক্ষর; "বৌষট্" পুনঃ দুই অক্ষর—এই সপ্তদশাক্ষরাত্মক যে

যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণু তিনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। অধ্বর্যু তাঁহার সহায়কারক অগ্নিধ্র নামক ঋত্বিক্‌কে বলেন—"ওশ্রা৺বয়—ওহে, শ্রবণ কর;" অগ্নিধ্র-ঋত্বিক্ উত্তরে বলেন—'অস্তু শ্রৌষট্‌"—আজ্ঞে হাঁ, শ্রবণ করিতেছি"; অধ্বর্যু তখন হোতাকে বলেন—"যজ"—আপনি এখন অমুক দেবতাকে যজ্ঞে আহ্বান করুন"; হোতা বলেন—'যে যজামহে—হাঁ, যজন মন্ত্র বলিতেছি"—তৎপর "বৌষট্" সহ মন্ত্রোচ্চারণ করেন।

অগ্নি পঞ্চবিধ—হব্যবাট্, কব্যবাট্, ক্রব্যাদ, আমাদ ও সম্রাট্। দেবগণের হবির্বহনকারী অগ্নির নাম হব্যবাট্; পিতৃযজ্ঞের কব্য পিতৃগণের নিকট বহনকারী অগ্নিই কব্যবাট্; অপক্ব মাংস-ভোজনকারী দূষিত অগ্নিকে ক্রব্যাদ বলে; অপক্কান্ন-ভোজনকারী আমাদাগ্নি এবং সর্ব্বক্ষণ প্রজ্জ্বলিত সম্যকরূপে বিরাজিত জঠরাগ্নিকে 'সম্রাট্' কহে। এবম্বিধ প্রকারে বিংশমন্ত্র পর্য্যন্ত অগ্নির আধানান্তে ৪৩ মন্ত্র পর্য্যন্ত—

প্রবাসোপস্থান

প্রবাসে গমনকালে যুবক অগ্নির উপস্থান অর্থাৎ প্রার্থনা করেন—"হে নরগণের হিতকারক গার্হ্যপত্যাগ্নে। আমার অনুপস্থিতকালে আমার প্রজাগণকে রক্ষা করিও। হে আহবনীয়াগ্নে। আমার পশুগণকে রক্ষা করিও। হে দক্ষিণাগ্নে! আমার পিতৃদেবকে ও অন্ন রক্ষা কর।" প্রবাস হইতে প্রত্যাবর্ত্তনান্তে

পুত্রাদির শিরঃঘ্রাণ ও পূজ্যগণের সম্মান করতঃ গায়ত্রীমন্ত্রে ত্রেতাগ্নির স্তুতি করিয়া বলেন—"হে অগ্নিত্রয় ! গ্রামান্তর হইতে আমি এখন গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছি—তোমরা প্রসন্ন হও।" দেববাণীদ্বারা প্রার্থনাই ফল প্রদান করে—এই জন্যই যজ্ঞের যাবতীয় কার্য্য মন্ত্রোচ্চারণসহ অনুষ্ঠিত হয়।

চাতুর্ম্মাস্য

ত্রিচত্বারিংশত্তম কণ্ডিকা হইতে অধ্যায় সমাপ্তি পর্য্যন্ত 'চাতুর্ম্মাস্য-যজ্ঞ' বর্ণিত হইয়াছে। (১) ফাল্গুনী শুক্লপৌর্ণমাসীতে 'বৈশ্বদেব-পর্ব্ব যজ্ঞ',

(২) চাতুর্ম্মাস্যান্তর্গত আষাঢ়ী শুক্লপৌর্ণমাসীতে "বরুণ প্রঘাস যজ্ঞ"

(৩) শ্রাবণের শুক্লপৌর্ণমাসীতে "মহা-হবি-যজ্ঞ" ;

(৪) ভাদ্রশুক্লপৌর্ণমাসীতে "শুনাসিরীয়-পর্ব্ব-যজ্ঞ" সম্পাদিত হয়। এতন্মধ্যে 'মহা-হবি-যজ্ঞান্তর্গত "ত্রম্বকেষ্টি" (শিব-যজ্ঞ) বিধানে পিপ্পল বৃক্ষের শাখাতে তুলাদণ্ড রক্ষা করিয়া ত্র্যম্বকের জন্য ভূমি হইতে দোদুল্যমান তুলাদণ্ডে হবি নিক্ষেপণ ও ঊরুতে শব্দ করিয়া তিনবার সেই বৃক্ষপ্রদক্ষিণ সম্বন্ধে মন্ত্র-বিধান বলা হইয়াছে। এই চার চাতুর্ম্মাস্য যজ্ঞ পূর্ব্বোক্ত চার মাসে, কিম্বা চার পক্ষে, চার দিনে অথবা এক দিনেই সম্পাদনের বিধি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

অগ্নিষ্টোম

চতুর্থ অধ্যায় হইতে অষ্টম অধ্যায়ের
দ্বাত্রিংশৎ কণ্ডিকা পর্য্যন্ত

ব্রহ্মা, উদ্গাতা, হোতা, অধ্বর্য্যু, ব্রাহ্মণাচ্ছংসি, প্রস্তোতা মৈত্রাবরুণ, প্রতিপ্রস্থাতা, পোতা, প্রতিহর্ত্তা, অচ্ছাবাক্, নেষ্টা, আগ্নিধ্র, সুব্রহ্মণ্য, গ্রাবস্তোতা ও উন্নেতা—এই ষোড়শজন ঋত্বিক্ বরণ করিয়া অরণীতে প্রাকৃতাগ্নির সমারোপান্তে যজমান সোমযজ্ঞশালাতে প্রবেশ করেন এবং অগ্নিহোত্রশালার দক্ষিণ স্তম্ভের দিকে হস্তস্থিত সমারোপিতা অরণী লইয়া প্রবেশ-মন্ত্র বলেন—"ঋত্বিকগণ ও আরোপিত অরণীসহ আমি যে যজ্ঞশালায় আসিয়াছি, এই শালারূপ পৃথিবীতে আমার আহ্বানে আগত সর্ব্ব দেবগণ পূজিত হইবেন ; ঋক্, যজুঃ ও সামের দ্বারা যখন আমি তাঁহাদের যজন করিব, তখন আমার ধন, পুষ্টি ও ইচ্ছা পূর্ণ হইবে"। তদনন্তর সেই অগ্নিষ্টোম যজ্ঞেতে যজমানের দীক্ষা হয়। সর্ব্বশুভকারক দিব্য নির্ম্মল জলদ্বারা মস্তকের কেশ সিক্ত করিয়া তীক্ষ্ণ অস্ত্রের আঘাত যাহাতে না লাগে তজ্জন্য মস্তকের দক্ষিণভাগে কুশ স্থাপন করিয়া অধ্বর্য্যু এই প্রার্থনা করেন—"হে তরুণ কুশ! তুমি যজমানকে ক্ষুরের ধার হইতে রক্ষা কর। হে অস্ত্র! তুমি যজমানের মস্তকে হিংসা করিও না।" এই ভাবে মস্তকমুণ্ডনের দ্বারা কেশমূলে লুক্কায়িত যাবতীয় পাপরাশি বিদূরিত করতঃ যজমানের স্নানের জন্য আপ্য-

দীক্ষা সম্পাদিতা হয়। আপ্সু-দীক্ষান্তে অষ্ট 'দীক্ষণীয়', অগ্নিবিষ্ণুদেবতা নামক একাদশ খরপরখণ্ডের উপর পুরোডাশ রাখিয়া অগ্নিবিষ্ণু-হোমদ্বারা 'ইষ্টি-দীক্ষা' হইয়া থাকে। আপ্সু-দীক্ষা কালে অধ্বর্য্যু বলেন—"হে মাতৃস্বরূপ জল! তুমি যজমানের পাপ নির্গত করিয়া অন্তর শুদ্ধ কর।" স্নানান্তে যজমান পূর্ব্ব স্তম্ভ হইতে উত্তর দিকে গমন করতঃ অঙ্গ প্রোক্ষণ ও বস্ত্র ধারণ করেন। তৎপর যজ্ঞশালার পূর্ব্বদিকে মুখ করিয়া আপাদমস্তকে নবনীত লেপন করিয়া বলেন—"হে নবনীত! তুমি গাভীর দুগ্ধ হইতে উৎপন্ন হইয়াছ, অতএব তুমি আমার তেজ বৃদ্ধি করিবে; তুমি স্নিগ্ধ, সুতরাং কান্তিও দিতে পারিবে। হে অঞ্জন! তুমি ত্রিশৃঙ্গ পর্ব্বত হইতে জাত, তুমি আমার উভয় চক্ষের দিব্য দৃষ্টি প্রদান কর। হে চক্ষের কৃষ্ণ পুত্তলিকা! তুমি বৃত্তাসুরের কনিষ্ঠ বন্ধু। হে নেত্রমধ্যগত কৃষ্ণমণ্ডলরূপ-স্বরূপ! আমাকে চক্ষু দান কর" ইত্যাদি মন্ত্রে 'নবনীত দীক্ষা' সম্পাদনান্তে যজ্ঞশালাতে দেবগণকে আহ্বান করা হয়—"হে দেবগণ! আপনারা এই যজ্ঞশালায় আগমন করতঃ আমার দ্বারা অর্পিত হবি গ্রহণ করিয়া আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন।"

রাক্ষসগণের বিনাশের জন্য "ঔদ্‌গ্রভণ যজ্ঞে" ঘৃতদ্বারা আহুতি দিয়া কৃষ্ণাজিন-দীক্ষা, কৃষ্ণাজিন-গ্রহণ ও মঞ্জু-মেখলা-ধারণ, নিবিবন্ধন, কৃষ্ণবৃষাণ দ্বারা কণ্ডুয়ন, শিরস্ত্রাণ-ধারণ, দণ্ড-গ্রহণ, দণ্ড উচ্ছ্রমন-করন ইত্যাদি কার্য্যানুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়া

যজমান চতুঃস্তন বিশিষ্ট গাভীর দুগ্ধ পান করিয়া ব্রত গ্রহণ করিবেন। মন্ত্রদ্বারা নাভিস্পর্শে তাহা জীর্ণ করিয়া মৃত্তিকাদি দ্বারা শৌচাদি সমাপ্ত করিবেন—দীক্ষা সমাপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত জলস্পর্শ নিষিদ্ধ। তৎপর রাত্রিতে অগ্নির প্রতি—"হে অগ্নে! তুমি ভাল প্রকারে নিদ্রারহিত হও, আমিও তাহা হইলে নিশ্চিন্ত হইয়া সুখে শয়ন করিতে পারিব। যজ্ঞশালায় যেন কেহ প্রবেশ করিতে না পারে, তজ্জন্য তুমি জাগ্রত থাকিও। চতুর্দ্দিক হইতে আমাকে রক্ষা এবং প্রাতঃকালে জাগ্রত হইবার শক্তি দিও।" এই বলিয়া প্রথম দিনের কার্য্য সমাপন করিয়া যজমান শয়ন করিবেন।

পরদিবস প্রাতঃকালে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া যজমান জপ করিবেন—"সুষুপ্তিকালে আমার সর্ব্বেন্দ্রিয় নিদ্রিত ছিল; এখন যখন জাগ্রত হইয়াছে তখন আয়ুঃ ইত্যাদি প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তাহারা ক্রিয়াশীল হইবে। সুতরাং হে তনুপা! হে জঠরাগ্নে! এখন আমাকে পাপ হইতে রক্ষা কর। হে প্রকাশাত্মক অগ্নে! তুমি আব্রহ্মপিপীলিকা সর্ব্বপ্রাণীর পালনকারী—এই যজ্ঞেও তুমি স্তুতিযোগ্য হও। দেবতা হইতে মনুষ্য সকলেরই তুমি ব্রতপালক।" তদনন্তর কাহারও দেওয়া দ্রব্য গ্রহণ করিয়া সোম ক্রয়ের জন্য হিরণ্যক অরণীদ্বারা ঘৃতাহুতি দিয়া হোম করেন। চতুর্থ অধ্যায়ে সোম-ক্রয় ও সোম-বিক্রয় বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। দেবপিতৃকের

কুলাঙ্গার ব্রাহ্মণ সোমবল্লি বিক্রয় করে। তাহার নিকট হইতে স্বর্ণ দিয়া যজমান সোমবল্লি ক্রয় করিলে অধ্বর্য্যু সেই পতিত ব্রাহ্মণকে প্রহারান্তে বহিস্কৃত করিয়া দেন, কেননা সোমবল্লি বিক্রয় করা পাপ-জনক। সোমবল্লি সংগ্রহ সম্বন্ধে এই প্রকার বিধানানুষ্ঠান মন্ত্র সংযোগে সম্পন্ন করিতে হয়। অগ্নিষ্টোম-যজ্ঞ ব্রতকারীর ক্রোধ করা নিষিদ্ধ।

পঞ্চম অধ্যায়ে

আতিথ্য-ইষ্টি—বিষ্ণু যজ্ঞ

দুই অঙ্গুলী পরিমিত দৈর্ঘ্য, দুই অঙ্গুলী প্রশস্ত ও দুই অঙ্গুলী পরিমিত উচ্চ মৃত্তিকার পাত্র বিশেষ, যাহাতে পুরোডাশ সিদ্ধ করা হয়, তাহাকে 'কপাল' বলে। এবম্বিধ নব-কপালে হবি সিদ্ধ করিয়া একত্রে ঋক্-যজুঃ-সাম বেদ-ত্রয়ের মন্ত্র দ্বারা যজমান বিষ্ণুর যজনকালে বলেন—"হে বিষ্ণো! তুমি সর্ব্বব্যাপী—চরাচর জগৎ তুমি আক্রমণ করিয়া ত্রিজগৎ ব্যাপ্ত করিয়া আছ। একপাদে ভূমি, দ্বিতীয়-পাদে অন্তরীক্ষ ও তৃতীয়পাদে দ্যুলোক ধারণ করিয়াছ। সর্ব্ব বিশ্ব তোমারই বিভূতি। হে দেব! কৃপাপূর্ব্বক এই যজ্ঞে আগমন কর।" এই বলিয়া ভগবান্ বিষ্ণু যজ্ঞেশ্বরকে যজ্ঞে আহ্বান করতঃ নব-কপালে পূর্ব্বে প্রস্তুত পুরোডাশ সেই বিষ্ণুকে অর্পণ করা হয়। "হে সর্ব্বব্যাপিন্ পরমেশ্বর! তুমি সর্ব্ব দেব-

গণের বিক্রম স্থান—ভূবাদি তোমার পাদত্রয়ের বিভূতি। তুমি সমগ্র চরাচরে অবস্থিত, স্বীয় প্রভাবে তুমি গিরিগহ্বরশায়ী ভীষণ সিংহসম বিশ্বে নৃসিংহরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলে। তুমি সকলের স্তুতিযোগ্য। গিরিশায়ী সিংহ যেমন মৃগগণের পূজ্য তদ্রূপ, হে বিষ্ণো! তুমিও সকল জীবের অধিপতি ও পূজ্য।" এইভাবে আতিথ্য-ইষ্টির আরাধ্য বিষ্ণু-দেবতার স্তুতি করিয়া যজ্ঞভূমিতে প্রবেশ করতঃ পুরোডাশদ্বারা যজমান সর্ব্বপ্রথমে বিষ্ণুর সংকার করেন। "এই আতিথ্য ইষ্টিই সমস্ত যজ্ঞের শিরসম"—শতপথ ব্রাহ্মণ। এই প্রকারে বিষ্ণু দেবতাকে আসনে উপবেশন করাইয়া "অধরারণী" ও "উত্তরারণী" নামক অগ্নিমন্থন কাষ্ঠ হইতে অগ্নি প্রাদুর্ভূত করান হয়।

পূর্ব্বক্রীত সোমবল্লি মন্ত্রযোগে দুই দিবস পুনঃ পুনঃ জল সিঞ্চনাদিদ্বারা 'সোমাপ্যায়ন' করিয়া দিবসত্রয় "উপসৎ" ইষ্টি অনুষ্ঠানে অগ্নি-সোম-বিষ্ণু দেবতাত্রয়ের ঘৃতাহুতিদ্বারা হবন হয়। উপসৎ যজ্ঞে যজমানের যাহাতে মঙ্গল এবং নির্ব্বিঘ্নে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ সমাধা হয় তজ্জন্য উক্ত তিন দেবতার নিকট ঋত্বিক্ প্রার্থনা করেন। এতন্মধ্যে অগ্নি ও সোম প্রত্যক্ষদেবতা, এবং সর্ব্বজীবে ব্যাপ্ত বিষ্ণু কেবলমাত্র ঘৃতধারাই ভিন্ন ভিন্ন তিন মন্ত্রে হব্যমান হন। উপসদিষ্টির প্রথম দিবস "অয়ঃশয়া" নামক কল্পিত লৌহময়পুরে, দ্বিতীয় দিবস "রজঃশয়া" নামক রজতপুরে এবং তৃতীয় দিবস "হরিশয়া" নামক সুবর্ণপুরে অবস্থান করতঃ

তিন দিবসে যজ্ঞ সমাধান করিয়া যজমান ত্রিলোক জয়ের অধিকারী হন।

উপসৎ যজ্ঞের সমাপ্তির পর গর্ত্ত খনন করিয়া তাহার মৃত্তিকা দ্বারা অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের প্রধান স্থান "উত্তর-বেদী" প্রস্তুত ও তৎ-সম্মুখে 'হবির্দ্ধান'-মণ্ডপ এবং তৎপশ্চাতে 'সদ' নামক মণ্ডপ যজ্ঞের বিশিষ্ট যজ্ঞীয় ব্রাহ্মণগণের উপবেশনের স্থান নির্ম্মিত হইলে যজ্ঞের সোম ইত্যাদি হবি 'হবির্দ্ধান' মণ্ডপে রক্ষা করা হয়। এই পর্য্যন্ত পঞ্চম অধ্যায়।

পশুতন্ত্র

ষষ্ঠ অধ্যায়ের দ্বাবিংশ কণ্ডিকা পর্য্যন্ত 'পশুতন্ত্র'। অগ্নি ও সোম দেবতার হোমে অজ প্রয়োজন হয়। 'উত্তর বেদীর' পূর্ব্বদিকে অজকে স্তম্ভে বন্ধন করতঃ অগ্নি-সোমের প্রোক্ষণ করিয়া জলপানান্তে তাহার সম্মুখে "প্রযাজ" ও "অনুযাজ" ঘৃত-হবন সম্পন্ন করিয়া অজকে "সামিত্রশালায়" লইয়া যাইয়া দেব-পিতৃ-মনুষ্যানর্থক কুব্রাহ্মণের দ্বারা অখণ্ড অবস্থায় তাহার প্রাণ বিয়োগ করান হয়। মন্ত্রদ্বারা মৃত অজকে শুদ্ধ ও তৎপর তাহার উদর বিদরণ করিয়া আবশ্যকীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহ পৃথক্ পৃথক্ করতঃ অগ্নি ও সোম দেবতার যজন হয়।

সোমপ্রকরণ

পশুযজ্ঞ সমাপ্তান্তে পঞ্চম অধ্যায়ের ত্রয়োবিংশ কণ্ডিকা হইতে সপ্তম অধ্যায়ের প্রথমার্দ্ধ পর্য্যন্ত সোমপ্রকরণ-বিধি। যজ্ঞে

গণকে অর্পণ করিবার জন্য প্রবাহিতা নদী হইতে কলশী পূর্ণ করিয়া হবি স্বরূপিণী জলদেবীকে যজ্ঞশালায় লইয়া যাওয়া হয়। যখন যজ্ঞের শিরোদেশ ছিন্ন হইয়াছিল, তখন দ্রুত সেই শিরোভাগ জলে পতিত হইলে তাহার রস জলে মিশ্রিত হইয়া "হবিস্বরূপ" হয়। যাহা হউক, জল বেদীতে রক্ষা করিয়া সোমবল্লি চূর্ণ সময়ে এইরূপ বলা হয়—"হে সোম! হৃদয়বান্ পুরুষের নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির জন্য তোমাকে নিমন্ত্রণ করিতেছি। সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক মনকে পিতৃলোকে, দ্যুলোকে ও সূর্য্যলোকে নিযুক্ত করিবার জন্য তোমাকে গ্রহণ করিতেছি। তোমাকে গ্রহণ করিলে যজ্ঞশালা উন্নত হইবে। যজ্ঞের হোতা, সপ্ত বৌষট্‌কর্ত্তা ও যজমানকে তুমি দেবলোকে দেবগণের মধ্যে দেবত্ব প্রদান কর"—এই বলিয়া প্রার্থনান্তে অধ্বর্য্যু সোমবল্লি হইতে রস এক বিশাল পাত্রে রক্ষা করেন।

গ্রহ-গ্রহণ প্রকরণ

সোমরস প্রস্তুত হইলে এক পাত্রের উপর "দশাপবিত্র" নামক বস্ত্রে আচ্ছাদন করিয়া সেই বস্ত্রপূত সোম হইতে উদ্ধৃত রস এক এক দেবতার নামে পৃথক্ পৃথক্ 'গ্রহ' পাত্রে গ্রহণ করা হয়। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে 'উপাংশু-গ্রহ' ধারণ করিয়া অধ্বর্য্যু বলেন—"হে সোম! তুমি সর্ব্বকামনার ফলবর্ষী। তোমার অংশুদ্বয় (লতাদ্বয়) আমার হস্তে পবিত্র হইয়া এই পাত্রের উপর ধৃত হইতেছে; তুমি প্রাণের প্রীত্যর্থে এই

পাত্রে গমন কর। হে সোম! তুমি দেবরূপ—দেবতাগণের প্রীতির জন্য এই পাত্রে প্রবেশ কর—তাঁহাদের জন্যই এই পাত্রে তোমাকে স্থাপন করিতেছি। হে সোম! তুমি আমার অন্ন মধুর ও সুস্বাদু কর।" এই প্রকারে যজ্ঞবিঘ্নকারিগণের যজ্ঞে প্রবেশ নিষেধ ও যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে সমাপ্তির জন্য উপাংশু-গ্রহের সোমরস দ্বারা অধ্বর্য্যু হবন করেন।

অতঃপর 'অন্তর্য্যাম-গ্রহ' গ্রহণ সূর্য্যের জন্য; ইন্দ্র ও বায়ুর জন্য একত্রে একই "ঐন্দ্রবায়ব-গ্রহে" সোমরস গ্রহণ করা হয়। ইন্দ্র ও বায়ুর এক পাত্রে যজ্ঞভাগ পাইবার সম্বন্ধে শতপথব্রাহ্মণে আছে যে, বৃত্রাসুর-বধের উপায় না পাইয়া দেবরাজ ইন্দ্র ভগবান্ বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলে ভগবান্ দেবরাজকে বলিলেন, "ব্রহ্মার বরে বৃত্রাসুর কোন অস্ত্রের দ্বারা নিহত হইবে না; সুতরাং একখণ্ড কুশে জলের ফেণা লাগাইয়া তাহাদ্বারা বৃত্রের গলা ছেদন কর।" বিষ্ণুবাক্যে দেবরাজের দ্বিধা বোধ হইলে ভগবান্ তাঁহাকে জানাইলেন যে, তিনি স্বয়ংই জলরূপে সেই কুশে প্রবেশ করিয়া বৃত্রকে সংহার করিবেন, আর দেবরাজ উপলক্ষ মাত্র হইবেন। এইভাবে ভগবদাদেশে দেবেন্দ্রের বৃত্রসংহারকালে দেবগণ সম্মুখে থাকিয়া তাহা দর্শন করিতে ভীত হন এবং যজ্ঞের আহুতির স্বীয় অর্দ্ধভাগ বায়ুকে প্রতিজ্ঞা করিলে স্পর্শমাত্র শরীরে বায়ু তাহার সাক্ষ্য ছিলেন। তদবধি ইন্দ্র ও বায়ু একপাত্রে সোমরস হবিরূপে পাইয়া থাকেন।

(১) উপাংশু-গ্রহ দেবগণের জন্য, (২) ঐন্দ্রবায়ব-গ্রহ ইন্দ্র ও বায়ুদেবতার জন্য, (৩) মৈত্রাবরুণ-গ্রহ মিত্র ও বরুণের জন্য, (৪) আশ্বিন-গ্রহ অশ্বিনী-কুমারদ্বয়ের জন্য, (৫) শুক্রামন্থী-গ্রহ যণ্ড ও মর্ক নামক অন্তরীক্ষের দেবতাদ্বয়ের জন্য, (৬) আগ্রহায়ণ-গ্রহ সূর্য্যের জন্য, (৭) উক্থেয়-গ্রহ বিষ্ণুর জন্য, (৮) ধ্রুব-গ্রহ ধ্রুবদেবতার জন্য এবং (৯) আদিত্য-গ্রহ আদিত্যদেবতার জন্য। এই প্রকার নবগ্রহে সোমরস পৃথক্ পৃথক্ মন্ত্রদ্বারা পূর্ণ করিয়া সামবেদীয় "বহিষ্পবমান" সাম-গানের দ্বারা সোমরস ও ঐ নব দেবতার স্তুতি হয়।

রাত্রি চারি ঘটিকা হইতে প্রাতঃ নয় ঘটিকা পর্য্যন্ত প্রাতঃ সবণে উপাংশু, অন্তর্যাম, ঐন্দ্রবায়ব, মৈত্রাবরুণ, আশ্বিন, উক্থেয় ও শুক্রামন্থী গ্রহসকলের সোমরস দ্বারা তত্তৎ দেবগণের হোম হয়। এই সময় মন্ত্রসকল মৃদুস্বরে ও ধীরে উচ্চারিত হইয়া থাকে।

বেলা নয় ঘটিকা হইতে মধ্যাহ্ন তিন ঘটিকা পর্য্যন্ত মাধ্যন্দিন সবনে ব্যক্ত-মন্ত্রপাঠের সহিত উক্থেয় ও শুক্রামন্থী গ্রহের দ্বারা হবন এবং তৃতীয় সবনের পর অপরাহ্ণ তিন ঘটিকা হইতে রাত্রি আট ঘটিকা পর্য্যন্ত উচ্চৈঃস্বরে বেদমন্ত্র উচ্চারণসহ আদিত্য-গ্রহ, আর সর্ব্বশেষে ধ্রুব-গ্রহের হবন সম্পাদিত হয়। এ যাবৎকাল যজমানের মলমূত্রাদি ত্যাগ নিষিদ্ধ। দেবগণকে যজ্ঞে আহ্বান করিয়া তাঁহাদিগকে এই সোমরসের ভাগ প্রদানের নাম "শস্ত্র"।

তৎপর সামস্তুতি দ্বারা দেবগণের তৃপ্তি বিধান করা হয়। এই শস্ত্র-স্তোত্র সাহায্যেই দেবগণের স্তব ও যাগ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।

অতঃপর যজমান একশত দুগ্ধবতী গাভী ও হিরণ্য ষোড়শ ঋত্বিগ্গণকে দান করিবেন। চতুর্ঋত্বিকে এক "সমূহ" এবং "সমূহ" চতুষ্টয় একত্রে ষোড়শ ঋত্বিক্। প্রথম ঋত্বিক্-'সমূহের' প্রত্যেককে দ্বাদশ করিয়া গাভী, দ্বিতীয় 'সমূহে'র প্রত্যেককে ষট্গাভী, তৃতীয় 'সমূহে'র প্রত্যেককে চার চার গাভী এবং চতুর্থ 'সমূহে'র প্রত্যেককে তিন তিন গাভী—একুনে এই শত গাভী দান করতঃ যজমান আদিত্য-গ্রহ হোম হইতে আরম্ভ করিয়া ধ্রুবগ্রহ এবং শস্ত্র-স্তোত্রাদি দ্বারা যজ্ঞশালাতে যজ্ঞ সমাপ্ত করিয়া ঋত্বিগ্গণ ও জনতার অনুগমণে যজ্ঞাবশেষ লইয়া নদীতে বরুণদেবতাকে অর্পণান্তে ব্রহ্মহত্যাদি পাপ হইতে ত্রাণের জন্য "অবভৃথ" দ্বারা সর্ব্বসমেত পঞ্চদিবসে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ সমাপ্ত করেন।

এই যজ্ঞে অনেক অগ্নিহোম অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া ইহাকে 'অগ্নিষ্টোম' বা 'জ্যোতিষ্টোম' বলে। যথা—গার্হপত্য, দক্ষিণাগ্নি, আহবনীয়, সভ্য ও আবসথ্য—এই পঞ্চ প্রাকৃতাগ্নি; উত্তরবেদী, অগ্নিধ্র, সপ্ত হোত্রধিষ্ণ্যা ইত্যাদি অগ্নি অগ্নিষ্টোমযজ্ঞে প্রয়োজন হয়। অগ্নিষ্টোমযজ্ঞানুষ্ঠানে ইন্দ্রত্ব লাভ, 'উত্তর ক্রতু'-যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা মহেন্দ্রত্ব, 'বাজপেয়' যজ্ঞ হইতে স্বর্গারোহণ ও সম্রাট্স্থপতিত্ব, 'রাজসূয়' যজ্ঞ দ্বারা রাজত্ব, 'অগ্নিচিৎ' যজ্ঞ হইতে

অগ্নিস্বরূপত্ব, 'অশ্বমেধ' যজ্ঞ দ্বারা সমগ্র জগতের উৎপত্তি ইত্যাদি সাধিত ও প্রাপ্ত হওয়া যায়। কলিকালে জয়পুরের মহারাজা জয়সিংহই মাত্র একবার অশ্বমেধযজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধি আছে যে, ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের ইচ্ছানুসারেই তিনি অশ্বমেধযজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন, নতুবা কলিকালে অশ্বমেধ যজ্ঞ ঋষিগণ দ্বারা নিষিদ্ধ হইয়াছে।

দর্শপৌর্ণমাস হইতে অগ্নিষ্টোম সমাপ্তি পর্য্যন্ত প্রকৃতি-যজ্ঞ, এবং তৎপর অত্যগ্নিষ্টোম, উক্‌থেয়, ষোড়শী, বাজপেয়, অতিরাত্র ও আপ্তোর্য্যাম ষড়্‌যজ্ঞকে বিকৃতি কহে। প্রকৃতি ও বিকৃতি যজ্ঞ সমূহ আত্মশুদ্ধির জন্য যাজিত হয়। বেদান্ত ইহাকে 'অবিদ্যা' আখ্যা দিয়াছে। যথা—

"অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে"

—শুক্ল যজুঃ অঃ ৪০, কণ্ডিকা ১৪

অর্থাৎ অবিদ্যারূপ কর্ম্মদ্বারা মৃত্যু হইতে ত্রাণ লাভ করতঃ বিদ্যা-রূপ পরমার্থ দ্বারা অমৃতত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ষোড়শী-গ্রহ যজ্ঞ

অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ সমাপ্ত করিয়া অষ্টম অধ্যায়ের শেষ পর্য্যন্ত ষোড়শী-গ্রহ নামক এক বিশেষ যজ্ঞে সোমরস দ্বারা ইন্দ্রদেবকে পৃথক্ যজন করা হয়। ইহাতে ঋগ্বেদের শস্ত্র এবং সামবেদের স্তোত্র ব্যবহৃত হয়।

বাজপেয় যজ্ঞ

(নবম অধ্যায়ের প্রথম হইতে চতুস্ত্রিংশ কণ্ডিকা পর্য্যন্ত)

স্বর্গারোহণের নিমিত্ত শরৎ ঋতুতে অষ্টাদশ দিবসে বাজপেয় যজ্ঞ অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ই অধিকারী ; অন্য জাতির ইহাতে অধিকার নাই। ঋত্বিগ্গণের কণ্ঠে হিরণ্যমালা পরিধান করাইয়া যজমান সবিতৃদেবের নিকট প্রার্থনান্তে যজ্ঞারম্ভ করেন— "হে সবিতৃদেব ! প্রভূত ঐশ্বর্য্য লাভার্থে আমি বাজপেয় নামক যজ্ঞানুষ্ঠানের বাঞ্ছা করিতেছি ; এই যজ্ঞে আপনি আমাকে প্রবৃত্ত করুন। হে দীপ্যমানসহস্ররশ্মি ! আপনি সমস্ত অন্নের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারী, এবং সমস্ত বাক্যের অধিপতি। এই জন্য আপনার শ্রীচরণে প্রার্থনা করি যে, এই যজ্ঞানুষ্ঠানে আমাকে যথেষ্ট অন্ন প্রদান এবং আমার বাক্য সুমিষ্ট করিয়া যজ্ঞের আহুতিযোগ্য করুন।" যজ্ঞান্তে যজমান একসহস্র গাভী এবং ত্রয়স্ত্রিংশ অশ্ব ঋত্বিগ্গণকে দক্ষিণাস্বরূপ দান করেন। বাজপেয় যজ্ঞে পূর্ব্বোক্ত অগ্নিষ্টোম সামান্য ব্যতিক্রমে তিনবার অনুষ্ঠিত হয়। যথা—অগ্নিষ্টোমে এক অজ, আর বাজপেয়ান্তর্গত অগ্নিষ্টোমে এক একবার সপ্তদশ অজের প্রয়োজন হয়। "সুরা-গ্রহ" ও "মধু-গ্রহ" দ্বারা বাজপেয়ে ইন্দ্রের হবন এবং অন্ন (বাজ) হইতে সুরা প্রস্তুত হয় বলিয়া এই যজ্ঞকে 'বাজপেয়' কহে। প্রথমে বৃহস্পতিসব, মধ্যে 'বাজপেয়' এবং

অন্তে পুনঃ 'বৃহস্পতিসব' যজ্ঞ সম্পাদিত হয়। সর্জ্জশাক, ত্রিফলা, শুণ্ঠী, পুনর্ণবা, চতুর্জাতকসংযুক্ত পিপ্পলী, গজপিপ্পলী, বংশোথকা, বৃহচ্ছাত্রচিত্রক ও ইন্দ্রবারুনী—ইত্যাদি দ্বারা প্রস্তুত সুরার সহিত চতুঃস্তনযুক্ত দুইটী গাভীর দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া যজ্ঞে অর্পিত হয়। বংশাদিনির্ম্মিত ভারবাহী শকটের উপর আবশ্যকতানুসারে কাষ্ঠাদিনির্ম্মিত দেবমন্দিরসম এক ক্ষুদ্র যুগ্মগৃহরূপ রথে স্বর্গা-রোহনের জন্য যজমান আরোহণ করিলে প্রাচীন বংশ-শালায় স্থিত উদুম্বরীর কিঞ্চিদূত্তরে উচ্চ মঞ্চোপরি নৌবতস্থান হইতে সপ্তদশ প্রকারের দুন্দুভি-ঢাক-ঢোল-ভেরী-তুরী আদির দিব্য ধ্বনী উত্থিত হইয়া তাঁহার ব্রাহ্মণপ্রজাগণের মধ্যে সাম্রাজ্যাভিষেক ও সম্রাটস্থপতি ঘোষণা হয়। ভগবানের আজ্ঞাতে প্রজাগণের হিতার্থে এই যজ্ঞ নৃপতির কৃত্য বোধে যজমান তখন যজ্ঞে পরমেশ্বরকে উদ্দেশ্য করিয়া আহুতি প্রদান করেন—

"হে পরমাত্মন্! আপনার নিকট হইতেই প্রেরণা প্রাপ্ত হইয়া প্রজারঞ্জনের নিমিত্ত এই যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। হে বিষ্ণো! আপনি ভূর্লোক, ভুবর্লোক ও দ্যুলোক ব্যাপ্ত করিয়া বিরাজমান। আপনি সর্ব্ব অন্নের সৃজন-কারী। আমার ইচ্ছা না থাকিলেও প্রেরণাদ্বারা আপনিই আমাকে যজ্ঞে নিযুক্ত করিয়াছেন, অতএব আমাকে প্রজা রক্ষার্থে ধনরত্ন-পুত্রাদি প্রদান পূর্ব্বক আমার প্রদত্ত আহুতি গ্রহণ করুন। যিনি সমস্ত অন্নের উৎপাদক, যিনি প্রজাপতি ব্রহ্মা হইতে স্তম্ভ পর্য্যন্ত সমগ্র ভুবনের

অন্তর্বহিঃ ব্যাপ্ত, যিনি-ই সর্ব্বাদি নৃপতি, যিনি প্রকৃত বিদ্বান্, যাঁহার শক্তির পরিচয় সর্ব্বত্র পাওয়া যায়, যিনি বহুকাল পর্য্যন্ত আমার প্রজাসম্পতি বৃদ্ধি করেন, আপনি সেই পরমেশ্বর বিষ্ণু—আপনার নিমিত্ত অর্পিত আহুতি আপনি গ্রহণ করুন। যিনি সম্পূর্ণ জগৎ উৎপাদন করিয়াছেন এবং যে প্রজাপতি আমার প্রতিপালনার্থ ইন্দ্র-সোম-বৈশ্বানর-অগ্নি দ্বাদশ আদিত্য সকলের প্রসবকর্ত্তা এবং যে প্রজাপতি সূর্য্য-বৃহস্পতি প্রভৃতি দেবগণকে স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত করেন, তাঁহাকে আহ্বান করিয়া তাঁহার গ্রহনার্থেও আহুতি দিতেছি। হে পরমাত্মন্! অর্য্যমাদেবতা, বৃহস্পতি. ইন্দ্র, বানীর অধিষ্ঠাত্রী সরস্বতী, সকলের প্রসবকর্ত্তা প্রজাপতি, সূর্য্য—যাঁহারা সকলে এই যজ্ঞে আবশ্যকীয় অন্ন (বাজ) উৎপাদন করেন, আপনি তাঁহাদের সকলেরই সৃজনকর্ত্তা। আমাকে ধন প্রদানের জন্য আপনিই যাহাতে ইঁহাদিগকে প্রেরণা দেন, তজ্জন্য আপনার প্রীত্যর্থে এই আহুতি অর্পন করিতেছি। হে অগ্নির অধিষ্ঠাত্রী দেব! এই যজ্ঞে আপনি আমার হিতের জন্য আশীর্ব্বাদ বচন বলুন—আমার প্রতি করুণাদ্রচিত্ত হউন। হে সর্ব্বজিৎ! যেহেতু আপনিই সকলকে ধন প্রদান করিয়া থাকেন, সেই জন্য আপনারই নিকট ধন প্রার্থনা করিতেছি—আপনিই সর্ব্ব প্রার্থনা পূর্ণ করিতে সমর্থ। হে পরমাত্মন্! আপনার প্রসাদে অর্য্যমা, পূষা, বৃহস্পতি, সরস্বতী সকলেই আমাকে অভীষ্ট প্রদান করুন।"

অনন্তর প্রজাপতির প্রীতির জন্য সপ্তদশ অক্ষরাত্মক সপ্তদশ আহুতি দ্বারা বাজপেয় যজ্ঞ সমাপ্ত হয়।

রাজসূয় যজ্ঞ

নবম অধ্যায়ের পঞ্চত্রিংশ কণ্ডিকা হইতে
দশম অধ্যায়ের ত্রিংশ কণ্ডিকা পর্য্যন্ত

ফাল্গুনী শুক্লা দশমীতে আরম্ভ করিয়া দশ দিনে দশ জন সোমযাজী ঋত্বিগ্‌গণের দ্বারা নৃপতিত্ব লাভের জন্য যজমান রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদন করেন। অগ্নিষ্টোমের সর্ব্ববিধি প্রয়োজন ব্যতীত রাজসূয়ে মন্ত্রোক্ত এক বিশেষ যজ্ঞ আছে। 'হবির্যজ্ঞে' বা "কোকিল-সৌত্রামণিতে" পুরোডাশ-পশ্বাদি দ্বারা এবং 'চরক-সৌত্রামণি' যজ্ঞে কেবল মাত্র 'সুরা' দ্বারা আহুতি দেওয়া হয়। অধ্বর্যু যজমানের দক্ষিণবাহু স্পর্শ করিয়া বলেন—'হে যজমান! প্রজা-নিয়ন্ত্রণকার্য্যে জগন্নিয়ন্তা পরমাত্মা তোমাকে প্রেরণা দিউন। গৃহস্থগণের উপাস্যদেব অগ্নিদেবতা তোমাকে গৃহস্থগণের উপর আধিপত্য লাভের প্রেরণা দিউন। বনস্পতি-প্রধান সোমদেব তোমাকে বনস্পতি বিষয়ে, বাক্যপ্রকাশক বৃহস্পতি তোমাকে বাগ্বিষয়ে, জ্যেষ্ঠ বিষয়ে ইন্দ্র, পশুদলের আধিপত্যার্থে পশুরক্ষক রুদ্রদেবতা, সত্য ব্যবহারের জন্য সত্য-স্বরূপ মিত্রদেবতা এবং ধর্ম্মাধিপত্যে ধর্ম্মরক্ষক বরুণদেবতা তোমাকে সর্ব্বতোভাবে প্রেরণা ও যোগ্যতা প্রদান করুন।"

তৎপর ঋত্বিগ্গণ মন্ত্র দ্বারা যজমানকে তাঁহার রাজ্যের নৃপতি বলিয়া ঘোষণা করেন। এই যজ্ঞে ক্ষত্রিয়েরই অধিকার। ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্র সংযোগে সারস্বত, বৃষ্ণঊর্ম্মি, বৃষসেন, স্যন্দমান, প্রাতিলোম্য, অপয়ৎ, আপস্পতি, নিবেষ্য, প্রত্যাতপ, স্থাবর, আতপবর্ষ্য, সরস্য, কূপ্য, প্রুষ, মধু, গোরুল্য, দুগ্ধ ও ঘৃত ইত্যাদি প্রকারের সপ্তদশ কলসীপূর্ণ জল দ্বারা রাজ্যাভিষেক হয়। এই জন্য বেদে সর্ব্বত্রই "আপোদেব্যঃ" বহুবচনান্ত স্ত্রীলিঙ্গের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। রাজ্যাভিষেকান্তে নব নৃপতির কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অধ্বর্য্যু এইরূপ উপদেশ করেন—"হে যজমান! এই রাজ্যের অধিপতিরূপে অদ্য হইতে তুমি ক্ষুদ্র-মহৎ-নির্ব্বিশেষে যাবতীয় প্রজাগণকে সমভাবে বিচার পূর্ব্বক সর্ব্বসাধারণের হিতকামনায় অনুক্ষণ ব্রতী থাকিয়া রাজ্যের বিবিধ উপদ্রব নিবারণার্থে দত্ত চিত্ত হও।"

অগ্নিচয়ন

(একাদশ অধ্যায় হইতে অষ্টাদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত)

অগ্নিচয়ন যজ্ঞানুষ্ঠানের ফলে মহেন্দ্রত্ব লাভ হয়। মহেন্দ্রত্ব লাভের জন্য যাঁহার আকাঙ্ক্ষা হইবে তিনি অগ্নিচয়ন যজ্ঞ সমাধান করিবার পূর্ব্বে ফাল্গুনী কৃষ্ণ প্রতিপদতিথি হইতে পৌর্ণমাস্য ইষ্টি যথাবিধি সমাপ্ত করতঃ সৎকারোদ্দেশে তদুপকরণস্বরূপ অশ্ব-গো-মেষ-ছাগ সংগ্রহ করিয়া ঐ সকলের

মস্তকে ঘৃতসংস্কার পূর্ব্বক প্রথম 'চিতির' উপাধানের জন্য রক্ষা করিবেন। তদনন্তর পুষ্করিণী বিশেষের মৃত্তিকা দ্বারা 'উখা' এবং চতুর্দ্দশ প্রকারের দ্বাদশসহস্র ইষ্টক প্রস্তুত করাইবেন। উক্ত চতুর্দ্দশ প্রকার ইষ্টকের নাম, যথা—বক্রা, বৃহতী, অর্দ্ধবৃহতী, পদ্যা, অর্দ্ধপদ্যা, ত্রিগ্রাহিণী, জঙ্ঘামাত্র, অধ্যার্দ্ধা, পাদোনা, অর্দ্ধোচ্ছেধা, পূর্ণোচ্ছেধা, চতুর্পাদভাগা ইত্যাদি।

যে দেব বিশ্বসংসারের যাবতীয় জীবগণকে স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত ও প্রেরণা প্রদান করেন, যে স্বয়ং-প্রদীপ্ত দেব স্বর্গে বিচরণ পূর্ব্বক ভূলোক পর্য্যন্ত প্রদীপ্ত করেন এমন যে চন্দ্র-সূর্য্য, তাঁহাদিগকে অগ্নিচয়ন কার্য্যে সহায়করূপে আহ্বান করা হয়। আত্মজ্ঞানরূপ অগ্নিতত্ত্বকে জ্যোতিঃপদার্থ জ্ঞানে যোগিগণ জ্যোতিঃপ্রদানার্থ একাগ্রচিত্তে হৃদয়ে স্থাপন করেন; মন্ত্রার্থও তদনুরূপ হইয়া থাকে। যাঁহার গতি হইতে সূর্য্যচন্দ্রাদি সকল দেবগণ গতিশীল—যাঁহার মহিমায় সূর্য্যচন্দ্রাদি মহিমান্বিত—যাঁহার দীপ্তিতে সর্ব্বদেবগণ দীপ্তিমন্ত—যিনি পার্থিব স্থাবর-জঙ্গম নির্ম্মাণ করিয়াছেন—যিনি এই অনন্ত লোকের সৃজন-কর্ত্তা—যিনি স্বমহিমায় সর্ব্বত্র পূর্ণরূপে বিরাজিত—সেই দেব-পরমাত্মাই জগতের প্রত্যেক জীবকে স্ব স্ব কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে নিযুক্ত করেন। সেই পরমাত্মার নিকট যজ্ঞারম্ভে অধ্বর্য্যু প্রার্থনা করেন—"হে পরমাত্মন্! প্রভূত ঐশ্বর্য্য লাভের জন্য অগ্নিচয়নে প্রবৃত্ত যজমানকে পূর্ণমনোরথ করুন। আপনি স্বয়ংই প্রকাশমান

বিশ্বচরাচর ধারণকারী গন্ধর্ব্ব—আপনিই একমাত্র জ্ঞানশোধন-কর্ত্তা—আপনিই বাক্যের অধিপতি। আপনি প্রসন্ন হইয়া যজমানের জ্ঞান শোধন ও বাক্যের মধুরতা প্রদান করুন।"

"অঙ্গিরা ঋষি যে প্রকারে ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দের প্রভাবে পৃথ্বীর ক্রোড় হইতে পুরীষ্যাগ্নি সম্পাদন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আমিও, হে অভ্রি! সর্ব্বপ্রেরক সবিতৃদেবের প্রেরণায়, গায়ত্রীছন্দ-প্রভাবে, অশ্বিনীকুমারের ভুজবলে, পূষাদেবতার হস্তদ্বারা উৎসঙ্গাভ্যন্তর হইতে পশুগণের হিতকারিণী অথবা শুষ্ক মৃত্তিকায় স্থাপিত হইবার যোগ্যা অগ্নিসম এই 'বৈনবী' আহরণ করিতেছি"—এই বলিয়া আহবনীয়াগ্নির উত্তর-পূর্ব্বে এক বংশদণ্ড স্থাপন করিয়া যজমান অগ্নিপূর্ণ "উখা" স্বীয় কণ্ঠে ধারণ করেন। উক্ত উখা প্রস্তুত করিতে বায়ব পশু, অগ্নিসোমীয় পশু, প্রাতঃসবনীয় আগ্নেয় পশু এবং মৈত্রাবরুণী অজা প্রয়োজন হয়। উখা সন্তরণ পূর্ণ হইলে মন্ত্রবৎ ত্রিপদ অগ্রসর হইয়া দক্ষিণ হস্তে উখাগ্নি গ্রহণ করতঃ যজমান বারচতুষ্টয় 'বিষ্ণুক্রম' করেন অর্থাৎ স্বয়ং বিষ্ণুর ভাবনা করিতে করিতে চতুষ্পদ অগ্রসর হইয়া ভূলোক, অন্তরীক্ষ, দ্যুলোক ও তদূর্দ্ধে বৈকুণ্ঠ বা বিষ্ণুলোক স্মরণ করতঃ এইরূপ বলেন—"হে প্রথম পাদবিন্যাস! তুমি বিষ্ণুর বা যজ্ঞাগ্নির শত্রুঘাতী, সুতরাং গায়ত্রীছন্দ অনুগ্রহপূর্ব্বক স্বীকার কর এবং তৎপ্রভাবে এই ভূর্লোক লাভ কর—তোমার প্রভাবে সর্ব্ব শত্রু নষ্ট হউক। হে দ্বিতীয় পাদবিন্যাস! তুমি

উখাগ্নির পাপনাশক—তুমি ত্রিষ্টুপ্ছন্দ গ্রহণ করিয়া তৎপ্রভাবে অন্তরিক্ষলোক ব্যাপ্ত করিয়া প্রাণঘাতক দস্যুদল নষ্ট কর। হে তৃতীয় পাদবিন্যাস! তুমি এই উখাগ্নির ধন অপহরণকারীর নাশক—তুমি জগতীছন্দ গ্রহণ পূর্ব্বক তাহাতে শক্তিমান্ হইয়া স্বর্গলোক প্রাপ্ত হও এবং আমার আত্মবঞ্চনারূপ শক্র নিধন কর। হে চতুর্থ পাদবিন্যাস! তুমি উখাগ্নির শক্রনাশক, সুতরাং অনুষ্টুপ্ ছন্দ গ্রহণান্তে তুরীয়লোকে গমন কর এবং দুর্জ্জন নিধন কর।"

তৎপর যজ্ঞার্থে ভিক্ষার জন্য যজমান "বনীবাহন" কর্ম্ম ও "সমিধা-আধান" পূর্ব্বক অগ্নিচয়ন-যজ্ঞের উত্তর-বেদী নির্ম্মাণের জন্য ইষ্টকোপধান সম্পাদন করেন। প্রথমে দ্বাবিংশ ইষ্টকদ্বারা গার্হপত্যচয়নরূপ চবুতরা প্রস্তুত হইলে তাহার নৈঋ্ঋতকোণে ইষ্টকোপধান, শিরযোজন, ঔষধিবপন, লোগেষ্টকা, উপস্থান এবং তদনন্তর সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডের সন্তারস্বরূপ ইষ্টকের বেদীর প্রথমা চিতি উপাধান বিষয়ের মন্ত্রপ্রয়োগসহ যাবতীয় কর্ম্ম ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের প্রথম মন্ত্র হইতে দশম মন্ত্র পর্য্যন্ত দ্বিতীয়া চিতি, একাদশ মন্ত্র হইতে দ্বাবিংশ মন্ত্র পর্য্যন্ত তৃতীয়া চিতি, অধ্যায় সমাপ্তি পর্য্যন্ত চতুর্থী চিতি এবং পঞ্চদশ অধ্যায়ে পঞ্চমী চিতি প্রস্তুত ইত্যাদি বিষয়ের কর্ম্ম বিস্তারিত সমস্ত সাধিত হইলে উক্ত পঞ্চ প্রকারের চিতির তলদেশে তিলদ্বারা সর্ব্বদুঃখদ্রবকারী রুদ্রদেবতার 'শতরুদ্রী' যজ্ঞ ষোড়শ অধ্যায়ে নিবদ্ধ হইয়াছে।

শতরুদ্রীয় হোম

পূর্ব্বোক্ত চিতি সুবর্ণখণ্ডদ্বারা প্রোক্ষণ পূর্ব্বক উত্তরমুখ হইয়া বামহস্তে অর্কপত্র (আকন্দপাতা) এবং দক্ষিণহস্তে অর্ককাষ্ঠ গ্রহণ করতঃ তদ্দ্বারা বামহস্তস্থিত অর্কপত্রোপরি নিম্নোল্লিখিত মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া পুনঃ পুনঃ বন্য তিল ও অজাদুগ্ধের নিক্ষেপরূপ হবন হইয়া থাকে-—"হে সর্ব্বদুঃখহর জ্ঞানপ্রদাতা ও পাপের ফলবিধানকর্ত্তা রুদ্রদেব! আপনার ক্রোধ ও বাণধারী হস্ত শত্রুর প্রতি নিযুক্ত হউক; আপনাকে নমস্কার। হে কৈলাসপর্ব্বতস্থিত সর্ব্বজ্ঞ এবং প্রাণিগণের সুখবিস্তারকারী রুদ্রদেব! আপনার পাপবিনাশী-পুণ্যপ্রদানকারী-সৌম্য-শান্ত-মঙ্গলরূপ দিব্য দেহ; সেই শান্তময় নয়নে আমার প্রতি প্রসন্ন দৃষ্টিপাত করুন। হে মেঘসমূহের অন্তরালে পর্ব্বতোপরিস্থিত জগন্মঙ্গলকর রুদ্রদেব! আপনার হস্তস্থ যে বাণের দ্বারা আপনি শত্রু ও মহাপ্রলয়ে বিশ্ব ধ্বংস করেন, সেই বাণ আমাদের পুত্র-পৌত্রাদির প্রতি হিংসা না করিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করুক। হে গিরিশ! মঙ্গলবচনদ্বারা আপনার পাদপদ্মে এই প্রার্থনা করি যে, জগতের মনুষ্য-স্থাবর-জঙ্গম সকলেই যাহাতে নিরোগ ও স্বস্থ হয় তদ্রূপ বিধান করুন। হে সর্ব্বদেববন্দ্য সর্ব্বমঙ্গলবিধাতা জন্ম-মরণ-রোগ-নাশক রুদ্রদেব! সর্পব্যাঘ্রাদি হিংস্রজন্তু ও অধো-গমনশীল রাক্ষসাদির হস্ত হইতে আমাকে রক্ষা করুন। হে

নীলকণ্ঠ সহস্রাক্ষ জলশোষণকারী রুদ্রদেব! আপনাকে নমস্কার। হে ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ভগবন্! আপনার হস্তস্থিত ভীষণ ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগ করিয়া আমার সম্মুখে সৌম্য মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হউন। হে রুদ্রদেব! আপনার দিব্য-শান্ত-মূর্ত্তি ও সর্ব্বশত্রুহনন-প্রগল্ভ ধনুর্ব্বাণকে নমস্কার। হে রুদ্রমূর্ত্তে! আপনি আমার বৃদ্ধ পিতৃব্যাদিকে কিম্বা আবাল-বৃদ্ধ-তরুণ-যুবক বান্ধবগণকে, মাতাপিতাকে, প্রিয়া ভার্য্যা বা তাহার গর্ভস্থিত সন্তানকে সংহার করিবেন না—আপনি প্রসন্ন হউন।" অনন্তর সপ্তদশ কণ্ডিকা হইতে ত্রিচত্বারিংশৎ কণ্ডিকা পর্য্যন্ত পাদ-অবসান-হীন যজুঃ মন্ত্রে রুদ্রদেবের 'নমস্কার'-স্তুতি করিয়া স্থাবরজঙ্গমাদি জগতের সর্ব্ব বস্তুতে তাঁহার অবস্থান হেতু প্রত্যেক বস্তুর উদ্দেশে নমস্কার জ্ঞাপন করতঃ যজমান রুদ্রদেবের ললাটস্থ তৃতীয় নয়ন হইতে 'তেজ'রূপ অগ্নিকে আহ্বানদ্বারা অগ্নিচয়ন যজ্ঞের অগ্নিস্থাপন করেন। এই যজ্ঞে যজমান বিশ্বকর্ম্মা দেবতাকেও আহ্বান করেন। যথা—'হে বিশ্বকর্ম্মন্! পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রজাগণ আপনাকে উগ্র ও বিশেষ প্রকারে আহ্বনীয় জানিয়া সম্যক্ নমস্কার করিয়াছেন; আমিও অদ্য এই যজ্ঞশালাতে হবির্বর্দ্ধন বাক্যদ্বারা আপনাকে প্রসন্ন করিতেছি। আপনি সর্ব্ববাগিন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা, সর্ব্ব-মানস-নিয়ন্তা ও বিশ্বনির্ম্মাণকার্য্যে সুকৌশল বলিয়া প্রসিদ্ধ; সুতরাং এই যজ্ঞে সুকল্যাণার্থে আহ্বান করিতেছি, আপনি প্রসন্ন হইয়া আমার আহ্বান শ্রবণ করুন।"

এইভাবে আহ্বানাদি কার্য্য সমাপনান্তে চতুর্ব্বিধ প্রকরণে যজ্ঞের পূর্ণাহুতিদ্বারা অধ্যায় সমাপ্ত।

প্রত্যেক যজ্ঞই চতুর্ভাগে বিভক্ত হয়। প্রথম অধ্বর্য্যু দ্বারা "আশ্রবণ", দ্বিতীয় আগ্নীধ্র দ্বারা "প্রত্যাশ্রাবণ", তৃতীয়তঃ "যজন কর" অধ্বর্য্যু দ্বারা এই প্রকার আদেশ ও হোতা দ্বারা হোম। অথবা, প্রথম অধ্বর্য্যু দ্বারা যজুর জপ, দ্বিতীয়তঃ হোতা দ্বারা ঋচা-পাঠ, তৃতীয়তঃ ব্রহ্মা দ্বারা অপ্রতিরথ-জপ এবং চতুর্থতঃ হোম। এই হোমকেই 'তুরীয় যজ্ঞ' বলা হয়। সপ্তদশ অধ্যায়ে চিতি-আরোহণাদির মন্ত্র বলিয়া অষ্টাদশ অধ্যায়ে যজমান আজ্য-সংস্কারান্তে উড়ুম্বরীতে আজ্যগ্রহণপূর্ব্বক পুরোডাশের উপর ঘৃতের অবিরতা ধারা দ্বারা উনত্রিংশৎ কণ্ডিকা পর্য্যন্ত 'বসোর্দ্ধারা হোম' যাজন করিয়া, সপ্তত্রিংশৎ কণ্ডিকা পর্য্যন্ত 'বাজপ্রসবীয়' অগ্নির হোম, পঞ্চাশৎ কণ্ডিকা পর্য্যন্ত 'রাষ্ট্রভৃৎ' হোম গান্ধর্ব্বাদির জন্য সম্পাদন এবং 'অগ্নিযোজন', 'অগ্নিবিমোখ' ও 'উপস্থান' দ্বারা অগ্নিচয়ন-যজ্ঞ সমাপ্ত করেন। এই পর্য্যন্ত অষ্টাদশ অধ্যায়। এই অধ্যায়ে 'যগ্মস্তোম-হোমে' সংখ্যার যোগ-বিয়োগ বিষয়ক মন্ত্রও দৃষ্ট হয়।

কোকিলসৌত্রামণী যজ্ঞ

একোনবিংশ অধ্যায় হইতে একবিংশ অধ্যায় পর্য্যন্ত তিন অধ্যায়ে হবির্যজ্ঞ বা কোকিলসৌত্রামণী যজ্ঞ বর্ণিত

হইয়াছে। অগ্নিচয়নসমৃদ্ধিকামী বা পশুসম্পত্তি বৃদ্ধি প্রয়াসী অথবা রাজ্য পুনঃ প্রাপ্তিকামী রাজ্যচ্যুত নৃপতি এই সৌত্রামণি-যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। এই [illegible] এক দিব্য সুরা সম্পাদনের নিমিত্ত সোমবিক্রয়কারী কুব্রাহ্মণ কিংবা নপুংসকের নিকট হইতে অঙ্কুরিত ব্রীহি, উর্ণপুঞ্জের পরিবর্ত্তে অঙ্কুরিত যব, খৈ এবং দ্বাদশ বস্তুর নগ্নহু* ইত্যাদি ক্রয় করিয়া কোনও উপযুক্ত স্থানে রক্ষা করিতে হইবে। পুনঃ প্রয়োজনানুযায়ী প্রাচীন বর্হিশালার দক্ষিণদ্বারদেশ দিয়া অগ্নিগৃহে আনয়ন করতঃ তাহা উত্তম প্রকারে চূর্ণ করিয়া পৃথক্ পৃথক্ রাখিতে হইবে। তৎপরে দর্শপৌর্ণমাস-যজ্ঞ-প্রকরণে বর্ণিত বিধানানুসারে যথাপরিমিত ব্রীহি ও শ্যামাক হইতে তুষীরহিত চাউল প্রস্তুত করতঃ পৃথক্ পৃথক্ পাত্রে যথেষ্ট পরিমাণ জলে রান্না করিতে হইবে। এই পক্কান্নের গরম মাড়ের সহিত পূর্ব্ব রক্ষিত শস্যাদি-চূর্ণের মধ্যে অঙ্কুরিত যব ও খৈ-চূর্ণের এক-তৃতীয়াংশের দুইভাগ উহাতে মিশ্রিত এবং নগ্নহু-চূর্ণের অর্দ্ধভাগ পক্কান্নের সহিত মিলিত ও তৎসহ সোমরস মিলিত করিয়া যজ্ঞশালার নৈর্ঋতকোণে এক গর্ত্ত খনন করিয়া তন্মধ্যে

---

* নগ্নহু—সর্জ্জের ছাল, আমলা, হরিতকী, বহেড়া, শুন্ঠী, পুনর্ণবা, পিপ্পলী, গজপীপ্পলী, বংশপত্র, বৃহচ্ছত্রা, ইন্দ্রবারুণী, ধনিয়া, যব, কালা-জীরা, জীরা, হরিদ্রা, অঙ্কুরিত যব ইত্যাদি সমান সমান ভাগ একত্রে মিলিত হইলে, তাহাকে 'নগ্নহু' বলে।

তিন দিবস পর্য্যন্ত রক্ষা করিতে হইবে। সোম-অশ্বিনীকুমারদ্বয়-সরস্বতী-ইন্দ্রের জন্য এই বিশেষ ও দিব্য রসের মন্ত্রবৎ প্রস্তুত প্রকরণ বিংশ অধ্যায়ের বিংশ কণ্ডিকা পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। কেবলমাত্র ব্রাহ্মণেরই উক্ত যজ্ঞানুষ্ঠানে অধিকার।

সৌত্রামণী যজ্ঞের প্রারম্ভে আদিত্যেষ্টি সম্পাদন করিয়া বেদীকরণ এবং ত্রিপশু-সংগ্রহান্তে উত্তরবেদীর উপর অগ্নিপ্রণয়ন কার্য্য অনুষ্ঠেয়। এই যজ্ঞে আশ্বিনদেবতার জন্য অজ, সরস্বতী দেবীর জন্য মেষ এবং ইন্দ্রদেবতার জন্য ঋষভ প্রয়োজন হয়। কিন্তু কাত্যায়নসূত্রে ও স্মৃতিশাস্ত্রানুসারে কলিকালে উক্ত ঋষভ নিষিদ্ধ হইয়া তৎপরিবর্ত্তে ছাগের বিধান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

"হে সোমসুরে! তুমি অতিস্বাদিষ্ট, তীব্র বা কটু ও অমৃতসম গুণবতী; তোমাকে সুমিষ্ট রসযুক্ত ও অমৃতবৎ মধুর সোমের সহিত মিশ্রিত করিতেছি; তুমি সোমতুল্য। সুতরাং অশ্বিনী-কুমারের নিমিত্ত, সরস্বতীর নিমিত্ত এবং সর্ব্বপ্রকারে রক্ষাকারী ইন্দ্রের জন্য যোগ্যরূপে পাচিতা হও"—এই বলিয়া সুরা প্রস্তুতান্তে বায়ুদেবতার ও সূর্য্যকন্যার শ্রদ্ধায় আহ্বান করিয়া এবং মন্ত্রদ্বারা শুদ্ধ করতঃ অধ্বর্য্যু তাহা 'সোমসুরা-গ্রহে' ও 'পয়ো-গ্রহে' গ্রহণ করেন। সোমসুরাগ্রহ ও পয়োগ্রহ গ্রহণকালে অধ্বর্য্যু পুনরায় এইরূপ প্রার্থনা করেন—"হে সোমসুরে! তোমার বিশুদ্ধ-প্রভাবে দেবগণের বাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া তাঁহাদের তৃপ্তিবিধান, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের তেজ-বল-বীর্য্য ও তাঁহাদের সর্ব্বেন্দ্রিয়ের পবিত্রতা

ও যজমানকে যথেষ্ট অন্ন ও জল প্রদান কর। হে সুরে ও সোম! তোমরা উভয়ে ভিন্ন প্রকৃতিবিশিষ্ট বলিয়া তোমাদের বেদী ও হুতস্থান পৃথক্ পৃথক্ই প্রস্তুত করিয়াছি। হে সুরে! তুমি বলবতী, আর হে সোম! তুমি শান্ত; অতএব প্রার্থনা করি যে, তোমাদের একত্র সমাবেশ হউক" ইত্যাদি প্রকারে একোনবিংশ অধ্যায়ের একাদশ কণ্ডিকা পর্য্যন্ত যথাক্রমে আশ্বিন-পয়োগ্রহ, সরস্বতী-পয়োগ্রহ, সুরাগ্রহ, ঐন্দ্রগ্রহ, পয়স্যবাগ্রহ-গ্রহণ কীর্ত্তিত হইয়াছে। পুনরায় সুরাপ্রস্তুত-বিধি ও গ্রহ-গ্রহণ বিধি একত্রিংশ কণ্ডিকা হইতে ষট্‌ত্রিংশ কণ্ডিকায় বর্ণিত হইয়াছে।

তৎপর সপ্তত্রিংশ হইতে চতুশ্চত্বারিংশ কণ্ডিকা পর্য্যন্ত পূর্ব্ব-দিক্-পতি বজ্রধারী ইন্দ্রদেবকে উষাকালে পূর্ব্বাকাশে উদিত হইয়া ক্রমবর্দ্ধমান প্রকাশদ্বারা মধ্যাহ্ন সময়ে সম্যক্ প্রদীপ্ত হইয়া তদীয় সহচর ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণের সহায়তায় বৃত্রকে বধ করতঃ সর্ব্ব দ্বার উদ্ঘাটন করিতে দর্শন করিয়া, এবং মনুষ্যগণদ্বারা সদ্যঃ-প্রশংসিত শূর, জাঠরাগ্নিরূপে শরীররক্ষক যজ্ঞের প্রধান সম্পত্তি অগ্নিদেবতাকে অবলম্বন করতঃ 'জ্ঞানবান যজমান'-মন্ত্রে প্রচেতা-দ্বারা ঘৃতাহুতি প্রদানে যজ্ঞাগ্নি সমৃদ্ধ, মধু আদিদ্বারা সংসিক্ত ও সুবর্ণাদিদ্বারা কান্তিমান্ করিলে, যজমান বলেন—"হে সৌম্যমূর্ত্তি-পিতৃগণ-পিতামহগণ-প্রপিতামহগণ! এই কুম্ভীর ছিদ্র হইতে ক্ষরিত পবিত্র পয়াদি পান করিয়া আমাকে পবিত্র ও শতায়ু করুন।

হে দেবানুগামিজন! আমার মন, বুদ্ধি ও কর্ম্মের সহিত আমাকে পবিত্র করুন। হে অগ্নে! হে জাতবেদ! তোমরাও আমাকে সর্ব্বপ্রাণীর নিকট পবিত্র কর। হে দেব! হে অগ্নে! তোমার দীপ্তিমান শুদ্ধ শুক্রজ্যোতিঃ দ্বারা আমাকে পবিত্র করিয়া আমার যজ্ঞকার্য্যও পবিত্র করিয়া দাও। হে অগ্নে! তোমার প্রজ্জলিত দীপ্তির অভ্যন্তরে যে ত্রয়ী বা পরব্রহ্ম বিস্তৃত আছেন, তাঁহার প্রভাবে আমাকে পবিত্র কর। যিনি কৃত-অকৃত সর্ব্ববিষয়ের সর্ব্বজ্ঞ এবং যিনি স্বয়ং পবিত্র হইয়া অন্যকেও পবিত্র করেন, আমাকে যিনি বায়ুরূপে শুদ্ধ করেন, সেই পরমদেবতা অদ্য আমাকে পূতময় করুন।" এইভাবে যজ্ঞেশ্বরকে আবাহন করিয়া ৪৫-৪৬ মন্ত্রে আজ্যাহুতি প্রদান, ৪৭ মন্ত্রে পয়োগ্রহ হোম করিয়া ৪৮ মন্ত্রে যজমান তদবশেষ ভক্ষণ করেন। তদনন্তর যজ্ঞান্তে ত্রয়স্ত্রিংশ সবৎস-গাভী এবং ত্রয়স্ত্রিংশ বড়বা (ঘোটকী) অথবা তদ্বিনিময়ে মূল্য দান করিয়া যজমান ষট্‌শত ব্রাহ্মণ ভোজন করান।

অঙ্গযাগ করিয়া বিংশ অধ্যায়ের প্রথম তিন মন্ত্রে যজমানকে আসন্দী বা মঞ্চোপরি বসাইয়া অভিষেক, এবং নবম মন্ত্র পর্য্যন্ত অঙ্গস্পর্শ ও অঙ্গন্যাস সমাপন করিলে, দশম মন্ত্রে কৃষ্ণাজিনে উপবেশন করিয়া যজমান একোনবিংশ অধ্যায়ের অশীতি কণ্ডিকা হইতে অধ্যায় সমাপ্তি পর্য্যন্ত ষোড়শ মন্ত্রে দ্বাত্রিংশ 'বসা-গ্রহ' গ্রহণ করেন। তৎপর উদ্গাতা সাম-গানে বসা-গ্রহের স্তুতি করিয়া

থাকেন। পুনরায় বিংশ অধ্যায়ের একাদশ কণ্ডিকায় 'গ্রহ-হোম', দ্বাদশ কণ্ডিকায় 'হবন' এবং ত্রয়োদশ কণ্ডিকা-মন্ত্রে যজমান হুতশেষ ভক্ষণ করিলে চতুস্ত্রিংশ কণ্ডিকা পর্য্যন্ত "হুতশেষ-ভক্ষণ" সমাপ্ত হয়। বাকী সমস্তটা অগ্নিষ্টোমবৎ। বিংশ অধ্যায়ের ১৪-১৬ কণ্ডিকায় "অবভৃথ সুরাকুম্ভী" জলে নিমজ্জন; অবভৃথ-স্নান, বস্ত্র-গ্রহণ, উৎক্রমণ, আহবনীয়াগ্নির উপস্থান, সমিধা-ধান, পুনঃ আদিত্যেষ্টি, মৈত্রাবরুণী পয়স্যা, ঐন্দ্রবায়োধস-পশু [illegible] বিংশ অধ্যায়ের অবশিষ্টাংশ হইতে একবিংশ অধ্যায় সমাপ্তি পর্য্যন্ত

হৌত্রমৈত্রাবরুণ-প্রয়োগ।

'প্রৈষ' মন্ত্রে মৈত্রাবরুণ ঋত্বিক্ হোতা-নামক ঋত্বিক্‌কে যজ্ঞেতে অশ্বিনাদি দেবতাগণকে আহ্বান করিতে বলিলে, 'অনুবাক্য'-মন্ত্রে হোতা তাঁহাদিগকে আহ্বান করেন। ইহাকেই 'হৌত্রমৈত্রাবরুণ'-প্রয়োগ বলে।

অশ্বমেধ যজ্ঞ

দ্বাবিংশ অধ্যায় হইতে পঞ্চবিংশ অধ্যায় পর্য্যন্ত অশ্বমেধ-প্রকরণ এবং ষড়্‌বিংশ অধ্যায় হইতে ঊনত্রিংশ অধ্যায় পর্য্যন্ত অশ্বমেধ-শেষ-মন্ত্র বর্ণিত হইয়াছে। অশ্বমেধ যজ্ঞ কলিকালে নিষিদ্ধ। সর্ব্বকামনাপূর্ণেচ্ছাকারী ক্ষত্রিয় নৃপতিই এই যজ্ঞের অধিকারী; চক্রবর্ত্তীও সম্পাদন করিতে পারেন। ইহা হইতে

সর্ব্বকামনা সিদ্ধ হয়। ফাল্গুনী শুক্লাষ্টমী তিথিতে অশ্বমেধ প্রকরণ আরম্ভ করা বিধেয়।

অশ্বমেধ যজ্ঞে কোন কোন স্থানে যে বাহ্যতঃ কোন কোন মন্ত্রে অশ্লীল প্রকরণ দৃষ্ট হয়, স্বামী-দয়ানন্দ মিশ্রাদি ইদানীন্তনকালের পণ্ডিতগণ তাহার ব্যাকরণসিদ্ধ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়া লোকচক্ষে অশ্লীল কোন প্রয়োগ বেদে নাই স্থাপন করিবার যত্ন করিয়াছেন। কিন্তু মহীধরাদি প্রাচীন মনীষিগণ তদ্রূপ করেন নাই। মহীধর-ভাষ্যে সেই সকল মন্ত্রের সহজ যথাযথ অর্থই দৃষ্ট হয়। কেবলমাত্র ব্যাকরণসাহায্যে তিনি নবীন অর্থ করেন নাই। যদি এইরূপ আধ্যাত্মিক অর্থই করিতে হইবে, তাহা হইলে কেবল মাত্র অশ্বমেধ-যজ্ঞের কয়েকটী মন্ত্রেরই ঐ প্রকার ভিন্নার্থ করিবার কারণ কি? সমগ্র যজুর্বেদেরই প্রথম হইতে অন্ত্য পর্য্যন্ত আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাই হওয়া উচিত ছিল। বস্তুতঃপক্ষে যজুর্বেদ কর্ম্মপ্রধান শাস্ত্র—সৃষ্টির আদিহইতেই জগতের যাবতীয় সৃষ্টিপ্রকরণ-ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানকালের বিষয় ইহাতে লিপিবদ্ধ আছে। সত্য-ত্রেতা-দ্বাপরযুগের উর্দ্ধরেতা ঋষিগণের পক্ষে যাহা সম্ভব ছিল, তাহা কলিহত জীবের পক্ষে সম্ভব নয় বলিয়াই কলিতে অশ্বালম্ভ, গবালম্ভ ইত্যাদি নিষিদ্ধ হইয়াছে। তদ্ব্যতীত মানবের স্ব স্ব চিত্তবৃত্তি অনুসারেও শ্লীলা-শ্লীল বিচার উপস্থিত হয়। বেদ নিরপেক্ষ সত্যের কীর্ত্তনকারী। জগতে অনেক কার্য্য সম্পাদিত অবশ্যই হইয়া থাকে, অথচ লোক

সমাজে তাহা বলা হয় না এবং বলা হয় না বলিয়াই যে সেই সকল কার্য্যের ভিন্নার্থ করিতে হইবে, তাহাও যুক্তি ও বিচারসঙ্গত হয় না। মহিলার ব্যাধি দূরীকরণার্থে চিকিৎসা-শাস্ত্রবিৎ যাহা অধ্যয়ন ও যে ভাবে অস্ত্রপ্রয়োগাদি করেন, তাহা সাধারণের পক্ষে অশ্লীল বলিয়া নিষিদ্ধ হইলেও চিকিৎসা-শাস্ত্র পড়িতে যাইয়া যদি কেহ বলেন যে এই সকল অশ্লীল প্রয়োগ সভ্য জগতে থাকা উচিত নয় এবং এই প্রকার বিচারানুসারে যদি কেহ চিকিৎসা-শাস্ত্রে স্ত্রীলোকের গুপ্ত ব্যাধি ও তাহার প্রতিকার প্রয়োগের ব্যাকরণ-সাহায্যে অন্য কোন আধ্যাত্মিক অর্থ করেন, তবে তাহা হইতে ভ্রান্তি ও কুফলই উৎপন্ন হইবে। অশ্বমেধ প্রকরণের ঐ প্রকারের মন্ত্র সমূহের মহীধরাদি পূর্ব্বাচার্য্যগণ সূত্রানুযায়ী যেরূপ অর্থ করিয়াছেন, তাহাই গ্রহণীয়। কর্ম্মকাণ্ড-প্রধান যজুর্বেদের অশ্বমেধ-প্রকরণ ও জ্ঞানপ্রধান উপনিষদ্ভাগের মানসিক ও আধ্যাত্মিক অশ্বমেধ এক করা সঙ্গত নয়। অবশ্য যাবতীয় কর্ম্মই মানসে অর্থবোধক হইয়া জ্ঞানার্থপর। কিন্তু তাহার অর্থ এই নয় যে, কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াও বিনিয়োগকালে কেবল জ্ঞানার্থই করিতে হইবে।

এক বর্ষ ও সপ্তবিংশ দিনে অশ্বমেধযজ্ঞ পূর্ণ হয়। উপনিষদে ইহার উপাসনা জ্ঞানার্থবোধক করিয়া রূপান্তরে বর্ণিত হইয়াছে। যথা—"উষা বা অশ্বস্য মেধস্য শিরঃ, সূর্য্যশ্চক্ষুর্বাতঃ প্রাণো ব্যাত্তমগ্নির্বৈশ্বানরঃ সম্বৎসর আত্মা অশ্বস্য মেধস্য দ্যৌঃ পৃষ্ঠমন্তরিক্ষ-

মূদরং পৃথ্বী পাজস্যম্" ইত্যাদি—বৃহদারণ্যকব্রাহ্মণ ২। অর্থাৎ উষাকালই যজ্ঞের যোগ্য অশ্ব, সূর্য্য তাহার নেত্র, বায়ু অশ্বের (উষাকালের) প্রাণ, জঠরাগ্নি তাহার মুখব্যাদান, সম্বৎসর তাহার শরীর বা আত্মা, দ্যুলোক পৃষ্ঠদেশ, অন্তরিক্ষ উদর, পৃথিবী পাদস্থানীয়, ইত্যাদি।

খিল

'ইষেত্বা' হইতে আরম্ভ করিয়া দর্শপৌর্ণমাস, পিতৃযজ্ঞ, অগ্নিহোত্র, উপস্থান, অগ্নিষ্টোমীয় পশু, চাতুর্ম্মাস্য, অগ্নিষ্টোমযজ্ঞ, বাজপেয়যজ্ঞ, রাজসূয়যজ্ঞ, অগ্নিচয়ন, সৌত্রামণী ও অশ্বমেধ-সম্বন্ধী মন্ত্রসমূহের ঋষি-দেবতা-ছন্দ এবং অর্থজ্ঞানসহ বিনিয়োগ অধ্বর্য্যুদ্বারাই সম্পন্ন হইয়া থাকে। উক্ত যজ্ঞকর্ম্মাদি পঞ্চবিংশ অধ্যায় পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। ষড়্‌বিংশ অধ্যায় হইতে একোন-চত্বারিংশ পর্য্যন্ত অধ্যায়ের মন্ত্রসমূহকে 'খিল' কহে। যজ্ঞ বিশেষের, বিধানবিশেষের ও কামনাবিশেষের অনুসারে ইহার বিনিয়োগ হইয়া থাকে। 'আদিত্যানীমানি যজূংষি ব্যাখ্যায়ন্তে' ইতি বৃহদারণ্যক। এই অধ্যায়সমূহে প্রায়ই যজুঃ মন্ত্র—ঋচা কম।

"পৃথিবী, অন্তরিক্ষ, দ্যুলোক ও জল—এই চতুঃস্থান। পৃথিবীর অন্তর্দেবতা অগ্নি, অন্তরিক্ষলোকের অন্তর্দেবতা বায়ু, দ্যুলোকের অন্তর্দেবতা আদিত্য এবং জলের অন্তর্দেবতা বরুণ।

যদ্যপি অগ্নি সর্ব্বত্রই আছে, তথাপি পার্থিব বস্তুর আশ্রয় ব্যতীত উহার স্থিতি সম্ভব নয়; অগ্নিসত্তা বিনাও পার্থিব বস্তুর অস্তিত্ব থাকে না। অন্তরীক্ষ ও বায়ুর সম্বন্ধও তদ্রূপ। সুতরাং ইহারা আশ্রয়াশ্রয়ীভাবে বা উপকার্য্যোপকারিভাবে পরস্পর নিত্যসম্বন্ধযুক্ত। উক্ত অন্তর্দ্দেবতাগণের ও স্থানচতুষ্টয়ের সহিত সর্ব্বত্রস্থায়ী পরব্রহ্মের নিত্য সম্বন্ধ বর্ত্তমান। "ইহারই স্ফুট জ্ঞান অর্থাৎ স্পষ্টরূপ নিঃসংশয় প্রাপ্তির প্রার্থনা করিতেছি—আমার মন ও বুদ্ধি এই প্রকারেই সেই পরব্রহ্মের সহিত সম্বন্ধ-যুক্ত হউক" ইত্যাদি মন্ত্র যেমন যড়্‌বিংশ অধ্যায়ের প্রথম কণ্ডিকাতে হইলেও ইহার বিনিয়োগ হইয়া থাকে বাজপেয়-প্রকরণে। উক্ত মন্ত্রের তাৎপর্য্য এই যে, চতুঃস্থানের দেবতা পরমাত্মার সত্তা হইতেই স্ব স্ব লোক ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, আর তাহার সর্ব্বত্র সর্ব্বব্যাপক বিষ্ণুই বিরাজমান আছেন। এই স্থানচতুষ্টয়ের সারাংশ হইতে শরীরও ইন্দ্রিয় নির্ম্মিত হয় বলিয়া সেই শরীরও পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত এবং পরমাত্মা তাহাতে অধিষ্ঠিত আছেন।

এই প্রকারের যজুঃ সমূহের মধ্যে যড়্‌বিংশ অধ্যায়ের প্রথম মন্ত্র হইতে দশম মন্ত্র পর্য্যন্ত বাজপেয় প্রকরণেই বিনিয়োগ হয়; একাদশ মন্ত্র হইতে একোনবিংশ মন্ত্র পর্য্যন্ত পাঠে বিনিয়োগ। যথা—"হে যজমান! যাঁহার ঐশ্বর্য্যে সমস্তই ধিক্কৃত হয়, যিনি তোমার প্রেমযুক্ত দিব্যজ্ঞানের দর্শনীয় পরমারাধ্য

বস্তু, যিনি সদাপ্রসন্ন, সেই পরমৈশ্বর্য্যযুক্ত পরমেশ্বরকে, গাভী যেমন চারণক্ষেত্রে হাম্বারবে বৎসগণকে আহ্বান করে, তদ্রূপ সামগানের এই আহ্বান স্তুতিমন্ত্রে আমিও এই যজ্ঞে আগমনের জন্য প্রার্থনা করিতেছি।"

বিংশ মন্ত্র হইতে চতুর্বিংশ মন্ত্র পর্য্যন্ত জ্যোতিষ্টোমে ঋতু-গ্রহ হোমে বিনিয়োগ হয়; এবং পঞ্চবিংশ ও ষড়্‌বিংশ কণ্ডিকাদ্বয় জপাদির প্রযাজ্য।

সপ্তবিংশ অধ্যায়ের প্রথম হইতে দশম কণ্ডিকা পর্য্যন্ত সায়ং-প্রাতঃ অগ্নিহোত্র হোমের উপস্থান-মন্ত্র এবং প্রথম ষড়্ মন্ত্র অগ্নি-চয়নে সমিধা-হোমেও বিনিয়োগ হয়; একাদশ হইতে দ্বাবিংশ কণ্ডিকা পর্য্যন্ত অগ্নিচয়নে বায়ব্যপশুর প্রযাজ-মন্ত্র; ত্রয়োবিংশ হইতে চতুস্ত্রিংশ কণ্ডিকা পর্য্যন্ত বায়ব্যপশুর বপা-যাগ, পুরোডাশ-যাগ ও অঙ্গ-যাগ মন্ত্র; এবং পঞ্চত্রিংশ কাণ্ডিকা হইতে অধ্যায় সমাপ্তি পর্য্যন্ত পাঠে বিনিয়োগ। যথা—"হে পরমাত্মন্! এই দৃশ্যমান স্থাবরজঙ্গমাত্মক সম্পূর্ণ সৃষ্টির ঈশ্বর ও সর্ব্বদর্শী জানিয়া দুগ্ধহীন গাভীসম নিঃস্বার্থভাবে আপনাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতেছি। ত্রিজগতে আপনার সমান শক্তিশালী কেহ নাই, হয় নাই বা হইবে না; আপনারই অনুকম্পায় আমি সম্পত্তিশালী হইয়া আপনাকে আহ্বান করিতেছি। হে ভগবন্! আপনারই প্রসাদে আমরা মনুষ্যজাতি ভূমিতে অন্নোৎপাদন করিতে সমর্থ হই—আপনারই বিক্রমে শত্রুগণকে পরাজয় করিয়া সাধুগণের

সংকার করি এবং আপনারই প্রসাদে দিগ্বিজয়ী হই। সুতরাং সম্পদে বিপদে আপনাকেই আহ্বান করি" ইত্যাদি।

সম্পূর্ণ অষ্টাবিংশ অধ্যায়ে সৌত্রামণ্যান্তর্গত ঐন্দ্রপশু ও ঐন্দ্র-বায়োধস-পশু সম্বন্ধীয় হৌত্রামৈত্রাবরুণ-প্রয়োগ। এই অধ্যায়ের সমস্ত মন্ত্রই সৌত্রামণিযজ্ঞের যথাস্থানে প্রয়োগকালে প্রথম একাদশ মন্ত্র ঐন্দ্র-হবিপ্রযাজের প্রৈষ মন্ত্র। যথা, মৈত্রাবরুণ ঋত্বিক্ হোতা নামক ঋত্বিককে বলেন—"হে হোতঃ! পৃথিবীর নাভিস্বরূপ মধ্যভাগে চরু-পুরোডাশাদি অন্নের আধার এবং স্বর্গের অবয়ববিশেষ এই যজ্ঞবেদীতে সমিধকামনাকারী প্রদীপ্ত অগ্নিতে সমিধা প্রোক্ষেপপূর্ব্বক মনুষ্যগণের পরাভবকারী শক্তিশালী এবং আজ্যভাগ প্রাপক ইন্দ্রদেবকে যজন করুন।" তদুত্তরে হোতা ইন্দ্রদেবতাকে যজ্ঞে আহ্বান করেন—ইত্যাদি। পুনরায় একাদশ কণ্ডিকা হইতে দ্বাবিংশ কণ্ডিকা পর্য্যন্ত ইন্দ্রসম্বন্ধী অনুযাজকের প্রৈষমন্ত্র; ত্রয়োবিংশ কণ্ডিকার মন্ত্রত্রয় ইন্দ্রসম্বন্ধী হবির সূক্ত-বাক্যের প্রৈষমন্ত্র; তৎপরের একাদশ কণ্ডিকা বয়োধস সম্বন্ধী প্রযাজ প্রৈষ-মন্ত্র; ৩৫—৪৫ পর্য্যন্ত বয়োধস সম্বন্ধী অনুযাজকের প্রৈষমন্ত্র এবং ষড়্চত্বারিংশ কণ্ডিকার মন্ত্রত্রয় বয়োধস সম্বন্ধিয় পশুর সূক্ত-বাক্যের প্রৈষমন্ত্র জানিতে হইবে।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়ে অশ্বমেধ-প্রকরণে হোত্র-প্রয়োগ; ইহার মৈত্রাবরুণ-প্রয়োগ ঋগ্বেদে আছে। ঋগ্বেদের মন্ত্রে মৈত্রাবরুণ ঋত্বিক্ হোতাকে অশ্বমেধযজ্ঞে অগ্নি, সরস্বতী, পৌষ্ণ বা সূর্য্য,

বৃহস্পতি, বৈশ্বদেব, ইন্দ্র, মরুৎ, ঐন্দ্রাগ্নি, সবিতা, বরুণ প্রভৃতি দেবগণকে আহ্বান করিতে বলিলে, হোতা যজুর্বেদের এই অধ্যায়ের মন্ত্র প্রয়োগে তাঁহাদিগকে যজ্ঞশালায় আহ্বান করেন। তন্মধ্যে প্রথম চতুর্বিংশ কণ্ডিকায় অশ্বস্তুতি, ২৫—৩৭ কণ্ডিকা পর্য্যন্ত জাতবেদ-দেবতার স্তুতি ও তৎপর আয়ুধ-মন্ত্র-প্রকরণ।

ত্রিংশ অধ্যায়ে জীবন্মুক্তির জন্য **পুরুষমেধ যজ্ঞ** এবং এক-ত্রিংশ অধ্যায়ে পুরুষরূপ পরমাত্মার যজন। এই দুই অধ্যায়ের মন্ত্র-দ্রষ্টা ঋষির নাম নারায়ণঋষি। চৈত্রের শুক্লা দশমীতে উক্ত যজ্ঞারম্ভ করিয়া চল্লিশ দিনে সিদ্ধ হয় এবং ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় উভয়েই এই যজ্ঞের অধিকারী। প্রধানতঃ অমৃতত্ব লাভপূর্ব্বক জীবন্মুক্তরূপে অধিষ্ঠানই ইহার ফল। ইহাতে ত্রয়োবিংশ দীক্ষা, দ্বাদশ উপসদ ও পঞ্চ স্তুতি আছে। একাদশ যূপে আহুতি প্রদানান্তে যজ্ঞ সমাপন করিয়া যজ্ঞকর্ত্তা সংসার ত্যাগ পূর্ব্বক বনগমন করেন। প্রথমে আহবনীয়াগ্নিতে তিনবার আজ্যাহুতি প্রদান কালে যজমান বলেন—"হে জগতের প্রেরকদেব! আমার ঐশ্বর্য্যকামী দৃষ্টি-পথে তদুপায়স্বরূপ যজ্ঞ প্রেরণ করুন। হে যজ্ঞেশ্বর! যজ্ঞ করিবার যোগ্যতা আমাকে দিউন। হে দিব্যস্বরূপ গন্ধর্ব্ব! জ্ঞানপ্রদানে আপনিই সমর্থ—আমার জ্ঞান শুদ্ধ করুন। হে বিদ্যাবধুর জীবনস্বরূপ! আপনার স্তুতি করিবার যোগ্য ক্ষমতা আমার নাই—আমার সামান্য বাক্যেই আপনি প্রসন্ন হউন। হে পরমাত্মন্। আমার সর্ব্বপাপ দূর করিয়া যাহাতে আমার নিত্য

কল্যাণ সাধিত হয়, তাহাই বিধান করুন। এমন বিচিত্র ঐশ্বর্য্য-শালী, প্রার্থীজনে এবম্বিধ বিচিত্র সম্পত্তি বণ্টনকারী, মানবের শুভাশুভের দ্রষ্টা, হে সবিতৃমণ্ডলমধ্যস্থিত বিষ্ণু-দেবতা! আপনাকে আহ্বান করিতেছি।" তৎপর পঞ্চম কণ্ডিকা হইতে দ্বাবিংশ কণ্ডিকা পর্য্যন্ত মন্ত্রদ্বারা অগ্নিষ্ঠাদি একাদশ স্তম্ভের নিম্নে ১৮৪ পুরুষকে সৎকারপূর্ব্বক রক্ষা করিয়া, তন্মধ্যে অগ্নির সমীপবর্ত্তী অগ্নিষ্ঠ নামক প্রথম যূপে ৪৮, আর বাকী প্রত্যেক দশ যূপে একাদশ সংখ্যক স্থির করিয়া পুনবায় দ্বিতীয় যূপে ২৬ আহুতি দেওয়া হয়। এই ১৮৪ পুরুষের মধ্যে পরমাত্মার প্রীত্যার্থে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রদেবের নিমিত্ত ক্ষত্রিয়, মরুদ্গণের জন্য বৈশ্য, বৃহস্পতির জন্য শূদ্র, তমের জন্য তস্কর, নারকের জন্য নষ্টাগ্নি বা শূর, পাপের নিমিত্ত নপুংসক, আক্রদেবের জন্য খাদ হইতে লৌহবহিষ্করণকারী, কামের নিমিত্ত ব্যভিচারী, অতিক্রুষ্টের নিমিত্ত ক্ষত্রিয়ার গর্ভে বৈশ্যের ঔরসে জাত ব্যক্তি প্রীতিপূর্ব্বক আহুত হন। পূর্ব্ববর্ণিত ব্যক্তিগণ ব্যতীত দ্বাবিংশ কণ্ডিকায় অষ্টবিকৃত পুরুষের লক্ষণ এইরূপ বলা হইয়াছে—অতিদীর্ঘ, অতিখর্ব্ব, অতিস্থূল, অতিকৃশ, অতিশ্বেতবর্ণ, অতিকৃষ্ণবর্ণ, অত্যন্ত লোমশূন্য, অতিলোমশ প্রভৃতি ব্যক্তি যদি অব্রাহ্মণ ও অশূদ্র অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ও শূদ্র ব্যতীত অন্য জাতির হয়, তবে প্রজাপতির প্রীত্যার্থে হুত হইতে পারে।

পুরুষমেধ বা নরমেধযজ্ঞের পর একত্রিংশ অধ্যায় পাঠে বিনিয়োগ হয়। সর্ব্বকামনাসিদ্ধি ও ত্রিলোক জয়ের নিমিত্ত

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়ে **সর্ব্বমেধযজ্ঞ**। প্রথমে যজ্ঞ প্রারম্ভ করিয়া সপ্তদিবসে মন্ত্রসমূহ আপ্তোর্য্যাম-সংজ্ঞক সর্ব্ব হোমে প্রযুক্ত হয়। সপ্তপ্রকারের সোমযাগের মধ্যে সপ্তম আপ্তোর্য্যাম-হোমেই এই যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়—অগ্নিষ্টোমাদির অনুযায়ী ইহার ব্যবহার নয়। এই যজ্ঞের প্রধান দেবতা ব্রহ্ম। যথা—"যিনি অগ্নিদেবতা, যিনি আদিত্য, যিনি বায়ু, যিনি চন্দ্রমা, আর যিনি শুক্র, যিনি জল-দেবতা—তাঁহারা সকলে এই প্রসিদ্ধ প্রজাপতিই এবং সেই প্রজাপতিই ব্রহ্ম।" ত্রয়স্ত্রিংশ ও চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়ের খিল-মন্ত্র পাঠে বিনিয়োগ। ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়ের প্রথম একাদশ মন্ত্রকে "পুরোরুক" কহে। পুরোরুক-শব্দে ঋক্-মন্ত্র গ্রহণ হয়। যথা—"ঋক্‌হি পুরোরুক্" ইতি শ্রুতেঃ। পরন্তু কোন কোন স্থলবিশেষে যে 'গ্রহ' গ্রহণ করা হয়, সেই ঋক্ বা যজুর্মন্ত্র সেই দেবতার স্তুতি-বোধক হইয়া যায়; গ্রহ-গ্রহণে তাহাকেই পুরোরুক্ বলা হয়।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়ে পিতৃমেধযজ্ঞের অনারাভ্য অধীত অধ্যায়ই চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় এবং পাঠ-প্রয়োগ সমাপ্ত করিয়া পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়ে **পিতৃমেধ যজ্ঞ**। ইহাতে পুত্র-পৌত্রাদিদ্বারা মৃত ব্যক্তির সংস্কার হয়। মৃত পুরুষের যদি মৃত্যু-দিন স্মরণ না থাকে, তবে সর্ব্ব বর্ষেই উক্ত যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইতে পারে। আর বর্ষ স্মরণ থাকিলে, বিষম বর্ষে (৩, ৫, ৭, ইত্যাদি) সম্পন্ন হয়। এক নক্ষত্র চিত্রাদিক অমাবস্যায়, গ্রীষ্ম, শরৎ ঋতু বা মাঘ মাসে এই যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। পিতৃমেধযজ্ঞকারী ত্রাণ কুম্ভেতে অস্থি সঞ্চয়ন

করিয়া গ্রামের নিকটস্থ বনে রক্ষা করিবেন এবং মৃত ব্যক্তির যত অমাত্য-পুত্র-পৌত্র বন হইতে সেই কুম্ভ আনয়ন করতঃ শয্যার উপর স্থাপন করিয়া ছত্রবস্ত্রাদিদ্বারা আচ্ছাদনান্তে বীণাবাদ্য সংযোগে চামর ব্যজনসহ তিনবার প্রদক্ষিণ করিবেন। কাহারও মতে মৃত ব্যক্তির স্ত্রীও প্রদক্ষিণ করিবেন। মধ্যরাত্রের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ-ভোজন করান অবধি ভজনাদি করিয়া প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই আবার অধ্বর্য্য সেই কুম্ভ-ছত্রাদি গ্রামের বাহিরে লইয়া যাইবেন। পিতৃমেধ-যজ্ঞ এতরাত্রে আরম্ভ করিতে হইবে যে, সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই যাহাতে অধ্বর্য্য যজমানসহ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারেন। উক্ত যাবতীয় কর্ম্মই বৈদিক মন্ত্রসংযোগে অনুষ্ঠিত হয়।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়ে **শান্তি-পাঠ** এবং সপ্তত্রিংশ ও অষ্টাত্রিংশ অধ্যায়দ্বয়ে **প্রবর্গ** বর্ণিত হইয়াছে। 'মহাবীর'-সম্ভরণ ও প্রবর্গোচ্ছাদনদ্বারা দেবতার প্রচরণ বা হবনাদি অনুষ্ঠানের নাম 'প্রবর্গ'—কর্ম্মবিশেষ। মৃৎপাত্রবিশেষকে 'মহাবীর' বলে। একোনচত্বারিংশ অধ্যায়ে **প্রায়শ্চিত্ত**, অর্থাৎ যজ্ঞানুষ্ঠানকালে 'মহাবীর' ভঙ্গ হইয়া গেলে এই অধ্যায়ের যজুঃদ্বারা বিভিন্ন দেবতার উদ্দেশ্যে আহুতি প্রদান করতঃ সেই দোষ-মুক্ত হইবার বিধান নিবদ্ধ হইয়াছে। অনন্তর শেষ চত্বারিংশ অধ্যায়ে সর্ব্ব কার্ম্মের জ্ঞানে পরিসমাপ্তিরূপ ঈশোপনিষদে মুমুক্ষু শিষ্যের প্রতি ব্রহ্মজ্ঞানোপদেশ দ্বারা শুক্ল যজুর্বেদ সমাপ্ত হইয়াছে।

দশম অধ্যায়

পুরুষসূক্তের বন-ব্যাখ্যা

অথ পুরুষসূক্তম্

বঙ্গ-ভাষাভাষ্যোপেতম্

(মাধ্যন্দিনীয়পাঠঃ)

শ্রীবাজসনেয়সংহিতায়া একত্রিংশোধ্যায়ঃ

শ্রীবেদপুরুষায়নমঃ

অনুবাকসূত্রম্

সহস্রশীর্ষা ষোড়শাদ্যঃ সপ্ত তঃষট্‌দ্বৌদ্বাবিংশতি ॥

কণ্ডিকা—১, মন্ত্র—১

অনুবাক—১

হরিঃ ওঁ সহস্রশীর্ষাপুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ ॥

সভূমিংঙং সর্ব্বতস্পৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্ ॥১॥

ঋষ্যাদি—(১) ওঁ সহস্রশীর্ষেত্যস্য নারায়ণঋষিঃ,
নিচ্যৃদার্ষ্যনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ, পুরুষো দেবতা,
স্তুতিকরণে বিনিয়োগঃ ॥১॥

বিধি—এই ষোড়শ-মন্ত্র-সমন্বিত পুরুষসূক্ত পাঠান্তে বেদ-বিধি-অনুসারে পরমাত্মার স্তুতি পাঠ করিতে হইবে। "ব্রহ্মা হোতৃবৎ" স্তব করণীয়। বন-গমন কিম্বা গৃহবাস করিতে হইলে তদনুরূপ বিধি পালন করিতে হইবে। কাত্যায়নসূত্রের ২১শ অধ্যায়, ১ম খণ্ড, ১১শ সূত্র এবং ১১৭-১১৮ সূত্র দ্রষ্টব্য ॥১॥

মন্ত্রার্থ—(পুরুষঃ) অব্যক্ত মহদাদি হইতে বিলক্ষণ-চেতন পরমাত্মা—"পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ" ইতি শ্রুতেঃ। (সহস্রশীর্ষাঃ) তিনি অনন্ত-শিরঃসমন্বিত ; শ্রুতি-প্রসিদ্ধ সর্ব্বপ্রাণীদিগের সমষ্টি-রূপ ব্রহ্মাণ্ডই তাঁহার বিরাট্‌মূর্ত্তি। আব্রহ্মস্তম্ব প্রাণিবৃন্দের শিরঃ-সমূহ তাঁহার মস্তকান্তর্ব্বর্ত্তী বলিয়াই তিনি অনন্ত-শিরঃসমন্বিত ; (সহস্রাক্ষঃ) তিনি সহস্র-নেত্রযুক্ত অর্থাৎ সমগ্র জ্ঞানেন্দ্রিয়সম্পন্ন ; (সহস্রপাৎ) সহস্র-চরণযুক্ত অর্থাৎ সর্ব্ব কর্ম্মেন্দ্রিয়বিমণ্ডিত ; (সঃ) সেই পুরুষ (ভূমিং) সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে বা পঞ্চভূতসমূহকে (সর্ব্বতঃ) পূর্ব্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ-উর্দ্ধ-অধঃ সর্ব্বদিকে (স্পৃত্বা) ব্যাপ্ত করিয়া (দশাঙ্গুলম্) দশাঙ্গুলপরিমিত দেশকে (অতি) অতিক্রমণ করতঃ (অতিষ্ঠৎ) স্থিতবান্।

দশাঙ্গুল ব্রহ্মাণ্ডের উপলক্ষণ, অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড ও তাহার বাহির পর্য্যন্ত সর্ব্বদিক ব্যাপ্ত করিয়া যিনি আছেন। অথবা,

নাভির ঊর্দ্ধে দশ অঙ্গুলি পরিমিত স্থান অতিক্রমণ করিয়া হৃদয়ে যিনি অবস্থান করেন। যথা—"সোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদ্যন্তরজ্যোতিঃ" ইতি শ্রুতেঃ। বিজ্ঞানাত্মা সর্ব্বকর্ম্মফল ভোগ করাইবার জন্য হৃদয়ে অবস্থান করেন। যথা—

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥"

—ইতি শ্বেতাশ্বতর

এই ব্রহ্মাণ্ডপুর পূর্ণ ও পবিত্র করতঃ তাহাতে শয়ন করিয়া থাকেন বলিয়া তাঁহাকে 'পুরুষ' কহে—'ইমে বৈ লোকাঃ পূরয়মেব পুরুষো যোঽয়ং পবতে সোঽস্যাং পুরি শেতে তস্মাৎ পুরুষঃ' ইতি শ্রুতেঃ [শতপথব্রাহ্মণ, ১৩শ কাণ্ড, ষষ্ঠ প্রপাঠক, ২য় বর্গ, ১ম মন্ত্র]।

শুক্ল যজুর্বেদের মাধ্যন্দিনীয়পাঠের ৩০শ অধ্যায়ের পঞ্চম কণ্ডিকার 'ব্রহ্মণে ব্রাহ্মণম্' হইতে আরম্ভ করিয়া ঐ অধ্যায়ের সমাপ্তি পর্য্যন্ত পুরুষমেধরূপ পরমাত্মার অবয়ব বর্ণিত হইয়াছে। তৎপর সেই অবয়বরূপী পুরুষের স্তুতি গীত হইয়াছে। ব্রাহ্মণাদি কোন বস্তুই এমন কোন অবস্থায় অবস্থান করিতে পারে না, যেখানে বা যাহাতে সেই পরম পুরুষ বর্ত্তমান নহেন। তিনি সমস্ত বস্তুতেই ব্যাপ্ত এবং সমগ্র জগতকে ধারণ করিয়া আছেন। এই কারণে, সেই পুরুষদেবতার প্রসাদে অসম্ভব কামনাও সিদ্ধ হয়। একশত চৌরাশি পুরুষজাতির মধ্যে যজনকারীকেই

পুরুষদেবতা ভূলোকে প্রতিষ্ঠিত করেন। সর্ব্বপ্রাণীর মধ্যে পুরুষজাতির শ্রেষ্ঠতাও এই মন্ত্রে সম্পাদিত হইয়াছে ॥১॥

সরলার্থ—স্বয়ংরূপ-ভগবানের তদেকাত্মস্বরূপ দ্বিতীয় পুরুষ-অবতার গর্ভোদকশায়ী-বিষ্ণুনামে অভিহিত হইয়া অনন্ত-শিরঃ-নয়ন-চরণ-বিশিষ্ট। ইনি হিরণ্যগর্ভরূপে সমগ্র-ব্রহ্মাণ্ডকে সর্ব্বতোভাবে ব্যাপ্ত করিয়া জীব-হৃদয়ে অধিষ্ঠিত প্রাদেশমাত্র অন্তর্য্যামিপুরুষকেও অতিক্রম করতঃ ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্য্যামী পুরুষরূপে বিরাজমান ॥১॥

বিবৃতি—ব্যষ্টি ও সমষ্টিভেদে চেতন দ্বিবিধ। ব্যষ্টিচৈতন্য সমষ্টিচৈতন্যেরই অংশমাত্র। সৃষ্টজগতের যাবতীয় জীবগণই ব্যষ্টিচেতন এবং তাঁহাদের বিধাতাপুরুষ বিরাট্‌রূপকেই সমষ্টি-চেতন বলা হইয়াছে। আমাদের অতীত-অনাগত-ভেদ অসংখ্য, আমাদের মস্তকাদি অবয়বও অসংখ্য। আমাদের সমষ্টি লইয়াই বিরাট্‌পুরুষ। এই কারণে পুরুষের অনন্ত শিরঃ-নেত্র-চরণ বর্ণনা হইয়াছে। পূর্ব্বাদি দশদিক্ বিধাতার দশ অঙ্গুলী সদৃশ; যেহেতু অঙ্গুলীদ্বারাই ঊর্দ্ধদিকে শূন্যকে কল্পনা করা হয়। অঙ্গুলীনির্দ্দিষ্ট দশদিকাদি কি পদার্থ তাহা বদ্ধজীবকুলের ধারণাতীত বলিয়া বুদ্ধির কল্পনা বলা হইল। বস্তুতঃ অচিন্ত্য-শক্তিমান্ ভগবান্ স্বীয় শক্তিপ্রভাবে বিরাট্‌রূপে সমগ্র চেতনা-চেতন জগৎ তাঁহাতে ব্যাপ্ত করিয়া এবং সমগ্র বস্তুতে স্বয়ং ব্যাপ্ত

হইয়াও স্ব-স্বরূপে নিত্য বিরাজমান। সমস্ত তাঁহাতে এবং তিনি সমস্ত বস্তুতে বর্ত্তমান থাকিলেও সমস্ত বস্তু হইতে তিনি স্বতন্ত্র। যে অঘটন-ঘটন-পটিয়সী শক্তিদ্বারা সেই পুরুষ এইভাবে প্রকাশমান, তাহাকেই মায়া বলে। ইহা মানব-বুদ্ধির অতীত বলিয়া কল্পনা বলা হইল। এই কল্পনাই দশাঙ্গুল নামে কথিত। এই অর্থে, দশাঙ্গুলদ্বারা মূল অজ্ঞান বা মায়া বুঝাইয়াছে। বিরাট্ আত্মা এই মায়াকে অতিক্রম করিয়া, অর্থাৎ স্বরূপবিভ্রান্ত স্থূল-সূক্ষ্মদেহে অহংবুদ্ধিসম্পন্ন বদ্ধজীবকুলের ন্যায় মায়াধীন না হইয়া মায়াকেই স্বীয় অধীনে রাখিয়া মায়াধীশ বা মহেশ্বররূপে বিরাজমান। সায়ণাচার্য্য দশাঙ্গুলকে উপলক্ষ করিয়া সমগ্র-ব্রহ্মাণ্ডকেই অর্থ নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—অর্থাৎ সেই পুরুষ ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরেও আছেন। অথবা, দশাঙ্গুল হইতে পরিমাণের অর্থও হয়। যেমন, সকল পরিমাণ দশ আঙ্গুল হইতে কল্পিত হইয়াছে। অর্থ এই যে, তিনি পরিমিতস্থান ব্রহ্মাণ্ডকে অতিক্রম করিয়া এক অখণ্ড স্বরূপে অবস্থান করেন। সর্ব্বভাবেই ব্রহ্মাণ্ডকে ব্যাপ্ত করতঃ তদ্বহির্দ্দেশেও ব্যাপ্ত আছেন; অথবা, যাহার দশ আঙ্গুল আছে, তাহাকে ব্যাপ্ত করিয়া স্থিতিবান্। দশাঙ্গুলশব্দে হস্ত-পদও নির্দ্দেশ করে, অর্থাৎ বিধাতা আমাদের হস্ত-পদেরও বাহিরে ব্যাপ্ত। তাৎপর্য্য এই যে, তিনি আমাদের হস্ত ও চরণাতিরিক্ত অবস্থায় ব্যাপ্ত থাকা বিধায় হস্তের দ্বারা অর্চ্চনা এবং পদদ্বারা তীর্থগমনরূপ ক্রিয়ার দ্বারাও তাঁহাকে ধারণা করা যায়

না। অথবা, তিনি এই পরিমাণ অতিক্রম করতঃ অবস্থিত। যত ব্রহ্মাণ্ড আছে, তাহা সমস্তই তাঁহার বাহ্যদেহ। কেবল তাহাই নহে, পরন্তু ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী পরিমাণ অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্বহিঃ তিনি ব্যাপ্ত আছেন ॥১॥

তথ্য—"**সহস্রশীর্ষা**ঃ-শব্দ দ্বারা সহস্র-সংখ্যা বুঝিতে হইবে না—বহুত্বের নির্দ্দেশক মাত্র জানিতে হইবে। এতদ্দ্বারা যদি সেই বিরাট্‌পুরুষের 'সহস্র' মস্তকই উদ্দেশ্য থাকিত, তাহা হইলে পরবর্ত্তী 'সহস্রাক্ষঃ', 'সহস্রপাৎ' দ্বারা পুরুষকে কাণা ও খঞ্জ প্রমাণ করা হয়। কারণ যাঁহার এক সহস্র মস্তক, তাঁহার দুই সহস্র নয়ন ও দুই সহস্র চরণ হওয়া উচিত। সুতরাং এই মন্ত্রে 'সহস্র' শব্দ অনন্তার্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে।

"**অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্**"—'নাভিউর্দ্ধং হৃদয়পর্য্যন্তং দশাঙ্গুলম্; ততঃ, হৃদয়াকাশে পরব্রহ্ম পরমাত্মা নারায়ণাক্ষঃ অতিষ্ঠৎ।' পদ হইতে কটিদেশ পর্য্যন্ত স্থানকে 'ভূমি', কটিদেশ হইতে নাভি পর্য্যন্ত 'জল' এবং নাভি হইতে হৃদয় পর্য্যন্ত স্থানকে 'তেজঃ' বলে। তদূর্দ্ধেই জীবাত্মাকে অতিক্রম করিয়া পরমাত্মপুরুষের অবস্থান।

ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য—এই সপ্ত ঊর্দ্ধলোক; তল, অতল, বিতল, নিতল, তলাতল, মহাতল ও সুতল—এই সপ্ত পাতাল। উক্ত চতুর্দ্দশ ভুবন একত্রে এক ব্রহ্মাণ্ড; এই

প্রকার অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ভগবানের অচিন্ত্য শক্তিপ্রভাবে বিরজার জলে ভাসমান। এই যাবতীয় ব্রহ্মাণ্ডই এখানে 'ভূমি'-শব্দে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ব্যোম-জগৎ (ভূমি) অতিক্রম করিলে "বিরজা" নামে এক অখণ্ড জলরাশি। এই বিরজার জলে ত্রিগুণাত্মিকা মায়াশক্তির সত্ত্ব-রজঃ-তমোগুণ সাম্যাবস্থা লাভ করিয়াছে। তদূর্দ্ধে তেজোময় 'ব্রহ্মলোক'—নির্ব্বিশেষ-মুক্তিকামি-গণের আকাঙ্খিত এবং ভক্তগণের নিকট খপুষ্পসদৃশ চিরধিকৃত শূন্যধাম। এই নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মলোক বা কেবলমাত্র চেতন বা চিল্লীলাবিহীন তেজোধাম অতিক্রম করিলেই ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষ-চতুর্ব্বর্গধিক্কারকারী পরমমুক্তকুলের চিরপ্রার্থনীয় নিত্যারাধ্য পরাৎপরপুরুষ সমগ্র-ঐশ্বর্য্য-বীর্য্য-যশঃ-শ্রী-জ্ঞান-বৈরাগ্য-সমন্বিত ভগবান্ শ্রীহরির পরব্যোমান্তর্গত বৈকুণ্ঠ-গোলোকাদি নিত্য-চিন্ময়ধাম বিরাজিত। বৈকুণ্ঠপতি ভগবান্ শ্রীহরির হৃদয়ে সৃষ্টির ইচ্ছা উদিতা হইলে তিনি কারণ-বারিতে সশ্রী শায়িত থাকিয়া ঈক্ষণপ্রভাবে সহস্রশীর্ষা-সহস্র-নয়ন-চরণ-সংযুক্ত ভূমা-পুরুষরূপে গর্ভবারিতে উদিত হইয়া রুদ্র-দেহে তদীয় বহিরঙ্গা প্রকৃতি মায়াকে আলিঙ্গন করতঃ ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করেন।

সভূমিং সর্ব্বতস্পৃত্বা"—গীতায়ও এরূপ বর্ণিত আছে, যথা—

'সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিরোমুখম্।'
'সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥'

কিরণসমূহ যেই প্রকারে সূর্য্যকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পায়, সেইরূপ ভগবান্ পরমেশ্বর সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব-স্বরূপ ব্রহ্মতত্ত্ব (বিরাট্পুরুষ) বৃহত্ত্বের সীমা লাভ করিয়াছেন। ব্রহ্মাদি হইতে পিপীলিকা পর্য্যন্ত জীবের অবস্থান-স্বরূপ সেই বিরাট্মূর্ত্তি সর্ব্বত্র অনন্ত পাণি-পাদ ও অনন্ত চক্ষু-শির-মুখ-কর্ণ ইত্যাদি সংযুক্তরূপে সকলকেই আবৃত করিয়া স্ব-স্বরূপে বিরাজমান। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী-ঠাকুর টীকা করিয়াছেন—'সর্ব্বত এব পাণয়ঃ পাদাশ্চ যস্য তৎ, ব্রহ্মাদি-পিপীলিকান্তানাং পাণিপাদ-বৃন্দৈঃ সর্ব্বত্রদৃষ্টৈরেব তৎব্রহ্মৈবাসংখ্যপাণিপাদৈর্যুক্তমিত্যর্থঃ।'

"পুরুষঃ"—নিত্যধামে ভগবানের তিনটী রূপ—প্রথম মহত্তত্ত্বের স্রষ্টা কারণাব্ধিশায়ী মহাবিষ্ণু; দ্বিতীয় গর্ভোদশায়ী সমষ্টি-ব্রহ্মাণ্ডগত পুরুষ; তৃতীয় ক্ষীরোদশায়ী ব্যষ্টি-ব্রহ্মাণ্ডগত পুরুষ, যিনি প্রতি জীবের অন্তর্য্যামী ঈশ্বর ও পরমাত্মা। যথা, স্বাত্বত-তন্ত্রবচন—বিষ্ণোস্তু পুরুষাখ্যানি ত্রীণি রূপাণি বিদুঃ। অথ তেষু একম্ (আদ্যম্) তু মহতঃ (মহত্তত্ত্বস্য) স্রষ্টৃ (প্রকৃত্যন্তর্য্যামী), দ্বিতীয়ন্তু অখণ্ডসংস্থিতং (ব্রহ্মাণ্ডান্তর্য্যামী), তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং (জীবান্তর্য্যামী)। তানি রূপাণি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে (মায়াবন্ধনাৎ বিজ্ঞো মুক্তো ভবতি)।

শ্রীরূপ-গোস্বামী বলেন—

'পরমেশাংশরূপো যঃ প্রধানগুণভাগিব।
তদীক্ষাদিকৃতির্নানাবতারঃ পুরুষঃ স্মৃতঃ॥

অর্থাৎ পরমেশ্বরের যে অংশ প্রধান-গুণসংস্পৃষ্ট ব্যক্তির ন্যায় প্রকৃতি ও মহত্তত্ত্বাদির ঈক্ষণ-কর্ত্তা, যিনি নানাবিধ অবতারের আবিষ্কর্ত্তা, শাস্ত্র তাঁহাকেই 'পুরুষ'-নামে অভিহিত করিয়াছেন।

ব্রহ্মাণ্ডান্তর্য্যামী দ্বিতীয়-পুরুষ গর্ভোদশায়ী বিষ্ণুই সহস্রশীর্ষা-সহস্র-নয়ন-চরণ-সংযুক্ত। তাঁহার নাভিপদ্মের মৃণালী লোক-স্রষ্টা বিধাতার সূতিকাধাম ও লোকসমূহের বিশ্রাম-স্থান। ইনি সমষ্টিরূপে সমগ্র-ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপিয়া থাকিলেও ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত নহেন। তিনি সর্ব্ব-জগতে আছেন এবং সর্ব্ব-জগৎ তাঁহাতে অবস্থিত; আবার তিনি জগতে নাই, জগৎও তাঁহাতে নাই। ইহা এক অচিন্ত্যনীয় ব্যাপার। এই গর্ভোদশায়ী বিষ্ণুই হিরণ্যগর্ভ, অন্তর্য্যামী ও জগতের কারণ। তাঁহারই অংশকে বিরাট্ কল্পনা করা হইয়াছে। যাঁহার অংশের অংশ তাহার অংশ—ক্ষীরোদশায়ী; যাঁহার কলা পৃথ্বীধারী 'অনন্ত'।

দেশ-কাল-পাত্রভেদে খণ্ডিত মায়ারাজ্যে খণ্ডক্রিয়ার নিমিত্ত বা উপাদানাংশে ভগবানের যে কার্য্য দেখা যায়, তাহার কারণরূপ মহাবিষ্ণু স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরই অংশ। এই 'অংশকে' 'অবতার' বলা হয়—শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বাবতারের মূল-কারণরূপে 'অবতারী।' সাধারণতঃ স্থূলদৃষ্টিতে পঙ্গু-অন্ধ-ন্যায়াবলম্বনে জড়া-প্রকৃতিকে 'উপাদান' ও 'ভোক্তা', এবং ত্রিগুণতাড়িত জীব-পুরুষকে 'নিমিত্ত'-কারণ বলা হয়। কিন্তু বস্তুতঃপক্ষে প্রকৃতি জগতের 'উপাদান-' বা 'নিমিত্ত-' কারণ নহে।

যাঁহার ঈক্ষণ-শক্তিপ্রভাবে প্রকৃতি জগতের 'উপাদান' বলিয়া পরিচিত, মায়া জগতের 'নিমিত্ত-কর্ত্রী' বলিয়া খ্যাত, এই উভয় শক্তিই সর্ব্বকারণকারণ শ্রীভগবৎকর্তৃক প্রদত্তা। ষড়্‌বিকার-বিহীন এই পুরুষ প্রকৃতি ও মহদাদির ঈক্ষণ-কর্ত্তা এবং তিনি তত্ত্বতঃ স্বীয় স্বরূপ পরিত্যাগ না করিয়াই বহুবিধ অংশে নিখিল-প্রাণীর বিস্তার-কর্ত্তা। তিনি শুদ্ধ অর্থাৎ মায়া-সঙ্গ-রহিত হইয়াও অশুদ্ধের অর্থাৎ মায়া-সঙ্গীর ন্যায় প্রতিভাত। তিনি নিত্য-চিন্ময় অব্যয় পুরুষ। এই কারণে সেই পুরুষ ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার ব্রহ্মাণ্ড সম্পূর্ণরূপে ব্যাপ্ত করিয়া থাকিয়াও তৎবহির্দ্দেশে অর্থাৎ মায়ার পরপারে চির বর্ত্তমান ॥ ১ ॥

কণ্ডিকা—২, মন্ত্র—১

পুরুষঽএবেদꣳ সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চভাব্যম্ ॥

উতামৃতত্ত্বস্যেশানোযদন্নেনাতিরোহতি ॥২॥

ঋষ্যাদি—(১) **ওঁ পুরুষ-ইত্যস্য নারায়ণঋষিঃ, নিচৃদার্ষী জগতীছন্দঃ, পুরুষো দেবতা, বিষ্ণুপূজনে বিনিয়োগঃ ॥২॥**

মন্ত্রার্থ—(ইদং) এই যে বর্ত্তমান জগৎ, (যৎ) যে (ভূতম্) অতীত জগৎ, (চ) ও (যৎ) যে (ভাব্যম্) ভবিষ্য-জগৎ, তাহা

(সর্ব্বম্) সমস্তই (পুরুষঃ) সেই পুরুষ। অর্থাৎ যেমন এই বর্ত্তমান কল্পে প্রাণিগণের দেহ ও দৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ড বিরাট্‌পুরুষেরই বাহ্য অবয়বস্বরূপ, তদ্রূপ অতীত ও ভবিষ্য কল্পেরও জানিতে হইবে। (উত) আর (যৎ) যাহা (অন্নেন) প্রাণিগণের ভাগ্যফলে অথবা প্রকৃতিজাত অন্নদ্বারা বর্দ্ধমান বস্তু অথবা অন্নরূপ ফলের নিমিত্ত হইতে (অতিরোহতি) স্বীয় কারণ-অবস্থাকে অতিক্রমণ করিয়া জগদাবস্থা প্রাপ্ত; অথবা, যে অন্ন হইতে প্রাণিগণ জন্ম-মৃত্যুতে সম্পূর্ণরূপে আবদ্ধ হইয়া যায়, তাহা হইতে অমৃতত্ব বা স্বীয় নিত্যস্বরূপোপলব্ধিরূপা মুক্তি দিতে কেবলমাত্র সেই পরব্রহ্ম ভগবান্-ই সমর্থ। তাৎপর্য্য এই যে, প্রাণিগণ স্বীয় কর্ম্ম-ফল ভোগ করিবার জন্য স্বরূপ বিভ্রান্ত ও স্থূল-সূক্ষ্ম দেহে আবদ্ধ হইয়া এই জড়প্রপঞ্চে আসিয়া থাকে। প্রশ্ন হইতে পারে যে, যাহারা পুরুষ, তাহারা পরিণামীও তো হইতে পারে? তদুত্তরে বলিতেছেন—(অমৃতত্বস্য) মরণ-ধর্ম্ম-রহিত মুক্তির (ঈশানঃ) ঈশ্বরই অধিপতি। ব্রহ্মা হইতে কীট পর্য্যন্ত সর্ব্বপ্রাণীর অধিপতি বা নিয়ন্তা (পুরুষঃ) পুরুষ (এব)-ই। অর্থাৎ তিনিই প্রাণিগণকে অমরত্ব প্রদান করেন—তাহাদিগকে দেবতা বা অমর করেন। চির-আত্মবিস্মৃতি হইতে ত্রাণ করিয়া অমৃতত্ব দিবার জন্যই তাহাদের কর্ম্মফল ভোগের দ্বারা কর্ম্মনাশ যাহাতে হয় তজ্জন্য তিনি স্বয়ং স্বীয় কারণরূপ অতিক্রম করিয়া কার্য্যরূপ তাঁহার বিরাট্‌মূর্ত্তির বাহ্যদেহের প্রকাশরূপে পরিদৃশ্যমান জগদ্রূপ ধারণ করেন ॥২॥

সরলার্থ—অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ-কাল এবং সেই কালান্তর্গত প্রতি কল্পে যত ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হইয়াছিল, হইয়াছে বা হইবে, তৎসমুদায় সেই পুরুষেরই প্রকাশ। ইহ জগতে অন্নের দ্বারা বর্দ্ধমান সমগ্র জড়-সত্তা অনিত্য ও পরিবর্ত্তনশীল। এই জড়-সত্তার অতীত এবং তদবসানেও চিরবিদ্যমান আছে অনাদি-অনন্ত-বর্দ্ধনশীল অমৃতের ভাণ্ডার। সেই পরম পুরুষ স্বয়ংই এই অমৃতত্বের চির অধীশ্বর ॥২॥

বিবৃতি—ভগবান্ যদি স্বয়ং এই প্রকারে অচিন্ত্যশক্তি-প্রভাবে তদীয় বাহ্যদেহের প্রকাশস্বরূপ জগদাবস্থা গ্রহণ না করিতেন, তাহা হইলে এই বিশ্ব কাহারও পক্ষে স্বর্গতুল্য এবং কাহারও পক্ষে নরকস্বরূপ হইয়া পড়িত। কিন্তু একই বস্তুতে স্বর্গ-নরকস্বরূপ বিরুদ্ধ-ধর্ম্মের প্রকাশ অসম্ভব। অনীশ্বরবাদী বলিবেন যে, ইহা প্রকৃতির স্বভাব মাত্র। পরন্তু আস্তিক্যবাদি-গণ বলিবেন, যাহাকে নাস্তিক প্রকৃতির লোক স্বভাব বলিয়া নির্দ্দেশ করেন তাহাই আস্তিকগণের নিকট ঈশ্বরের অচিন্ত্যা শক্তি বলিয়া পরিগণিত হয়। এতদ্ সম্বন্ধে ঋগ্বেদের ৮ম মণ্ডল, ৪র্থ অনুবাকের ১৭শ বর্গ দ্রষ্টব্য ॥২॥

কণ্ডিকা—৩, মন্ত্র—১

এতাবানস্য মহিমাতোজ্জ্যায়াঁশ্চ পূরুষঃ ॥

পাদোঽস্যবিশ্বাভূতানিত্রিপাদস্যামৃতন্দিবি ॥৩॥

ঋষ্যাদি—(১) ওঁ এতাবানিত্যস্য নারায়ণঋষিঃ, নিচৃদার্ষ্যনুষ্টুপ্ ছন্দঃ, পুরুষো দেবতা, বিষ্ণুপূজনে বিনিয়োগঃ ॥৩॥

মন্ত্রার্থ—অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমানকালের সহিত সম্বন্ধযুক্ত যত জগৎ আছে, (এতাবান্) উহা সমস্তই (অস্য) এই পুরুষের (মহিমা) সামর্থ্যবিশেষ বিভূতিমাত্র; বস্তুতঃ তাঁহার স্বরূপ বা শরীর নহে। (চ) আর (পুরুষঃ) পরম পুরুষ তো (অতঃ) এই যাবতীয় মহিমামণ্ডিত ব্রহ্মাণ্ড হইতে (জ্যায়ান্) অতিশয় অধিক বা স্বতন্ত্র। (বিশ্বা) সমগ্র (ভূতানি) সর্ব্বকালে অবস্থিত জন্ম-মৃত্যু-গ্রহণযোগ্য প্রাণিসমূহ (অস্য) এই পুরুষের (পাদঃ) এক-চতুর্থাংশ মাত্র। (অস্য) এই পরমাত্মার অবশিষ্ট (ত্রিপাৎ) ত্রিপাদ্বিভূতি (অমৃতং) অবিনাশী (দিবি) প্রকাশাত্মক স্ব-স্বরূপে বিরাজমান। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম"—এই তৈত্তিরীয় যজুর্মন্ত্র হইতে যদ্যপি অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রহ্মের কোন সীমা নিরূপণ করা যায় না, তথাপি তুলনামূলে তাঁহা হইতে এই পরিদৃশ্যমান জগতের

অতি ক্ষুদ্রত্ব নির্দ্দেশ করিবার জন্যই পাদরূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছেন ॥৩॥

সরলার্থ—পরম পুরুষ অনন্ত বিভূতি সমাযুক্ত। নশ্বর-ধর্ম্মসম্পন্ন এই বিশাল বিশ্ব তাঁহার অসীম বিভূতির এক-চতুর্থাংশ মাত্র কল্পনা করা হইয়াছে। তাঁহার অপর তিন-চতুর্থাংশ বিভূতি অমৃতস্বরূপ ও নিত্য এবং মায়াতীত দিব্য চিন্ময় পরব্যোম-ধামে চিরশোভাযুক্ত। আবার সেই অবিচিন্ত্য ঐশ্বর্য্যবিগ্রহ ভগবান্ স্বয়ং এতৎ সমস্ত বিভূতি অপেক্ষাও মহান্ এবং স্বতন্ত্র ॥৩॥

বিবৃতি—সগুণ ও নির্গুণভেদে ব্রহ্ম দ্বিবিধ এবং চতুষ্পাদ-বিশিষ্ট। তন্মধ্যে এক পাদে সগুণ-ব্রহ্ম বা তদীয় বহিরঙ্গা-শক্তি-সমাশ্লিষ্ট জগদাবস্থাপ্রাপ্ত ব্রহ্মা বা বিরাট্‌পুরুষ। অবশিষ্ট ত্রিপাদে নির্গুণ-ব্রহ্ম, অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার অতীত তদীয় অধীশ্বর যোগমায়া-আলিঙ্গিত-তনু সর্ব্বগুণাধার সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীভগবানকে লক্ষ্য করিয়াছে। এহেন নির্গুণ ব্রহ্ম আবার কূটস্থ ও কারণ-শরীরভেদে দুই প্রকার। তাঁহার শরীর যখন কার্য্যকারণাত্মক না হইয়া নির্ব্বিকার, তখন তাঁহাকে কূটস্থ কহে; আর, যখন মায়াশক্তির সাহায্যে জগদুৎপত্তির নিমিত্ত তদভিন্নরূপে প্রতীয়মান হন, তখন তাঁহাকে কারণ-স্বরূপ বলা হয়। ঘটের উপাদান-কারণ যেমন মৃত্তিকা, তদ্রূপ জগৎ সৃষ্টির উপাদান-কারণ সেই অচিন্ত্য শক্তিমান্

পুরুষের মায়াশক্তি ; এবং ঘটের নিমিত্ত-কারণ যেমন কুম্ভকার, সেই প্রকার শক্তিমান্ পুরুষ স্বয়ংই জগতের নিমিত্ত-কারণ। এই উপাদান ও নিমিত্ত-কারণ ভিন্ন ভিন্ন হইলেও, উভয় কারণ ভগবানে যুগপৎ প্রযুজ্য। পুরুষ মায়ার অধীশ্বর ; মায়াশক্তি তদধীনা হইয়াও শক্তিমান্ পুরুষ হইতে অভিন্না। সুতরাং জগদ্রূপকার্য্যে উপাদান-কারণ ভগবদভিন্না মায়াশক্তি এবং নিমিত্ত-কারণ পরম পুরুষ যখন সেই পরব্রহ্মেই প্রয়োগ হয়, তখন তাহাকে অভিন্ন-নিমিত্তোপাদান-কারণ কহে। এই প্রকার কারণ-শরীরী ব্রহ্মকে শ্রুতিশাস্ত্র 'সত্ত্ব-রজঃ-তম-গুণাতীত' অর্থে 'নির্গুণ' ব্রহ্ম আখ্যা দিয়াছেন। যথা—

"একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু (১) গূঢ় (২) সর্ব্বব্যাপী (৩) সর্ব্ব-ভূতান্তরাত্মা।
(৪) সর্ব্বাধ্যক্ষঃ (৫) সর্ব্বভূতাধিবাসঃ (৬) সাক্ষী (৭) চেতা (৮) কেবলো (৯) নির্গুণশ্চ ॥"

—শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে

এই শ্রুতি-মন্ত্রে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও পঞ্চম বিশেষণ উপাদান-কারণ প্রকাশ করিয়াছে ; চতুর্থ বিশেষণ নিমিত্ত-কারণ এবং ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম ও নবম বিশেষণদ্বারা অভিন্ন-নিমিত্তোপাদান-কারণস্বরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহাকেই ব্রহ্মের নির্গুণত্ব কহে। এতদবস্থা কূটস্থবৎ নির্ব্বিকার নির্লিপ্ত নয় ;

পূর্ব্বোক্ত অবশিষ্ট অমৃতস্বরূপ পাদত্রয় এই কারণ-শরীরী ব্রহ্মেই বর্ত্তমান জানিতে হইবে।

মায়ার ত্রিগুণ—সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ, সুখ-দুঃখ-মোহ, শ্বেত-রক্ত-কৃষ্ণ, প্রকাশ-প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি, উৎপত্তি-স্থিতি-লয়, দেবত্ব-মনুষ্যত্ব-পশুত্ব, ব্রাহ্মণত্ব-ক্ষত্রিয়ত্ব-বৈশ্যত্ব, পুণ্য-পাপ-স্বক্বতা, প্রাতঃ-মধ্যাহ্ন সায়ং, জ্ঞান-ধর্ম্ম-অধর্ম্ম, বিরাগ-ঐশ্বর্য্য-ভোগ, জল-অগ্নি-মৃত্তিকা, ভূঃ-ভূবঃ-স্বঃ—ইহাকে নিবৃত্ত বস্তু বলা হয়। যখন সেই নির্গুণ (মায়াতীত) ব্রহ্ম এই তিন প্রকারের মায়িক বস্তু সকল আত্মসাৎ করতঃ "ত্রিবৃৎ রূপে" বিদিত হন, তখন তিনি সগুণব্রহ্ম, কার্য্য-ব্রহ্ম, হিরণ্যগর্ভ, বিধাতা, বিরাটপুরুষ, বৈশ্বানরাগ্নি, পিতামহ, পদ্মযোনি, কমলাসন ইত্যাদি নামে অভিহিত। যাঁহাকে কারণ-শরীরী ও নির্গুণ বলিয়া নিরূপণ করা হইয়াছে, তিনিই ইহার আদিপুরুষ ও আদ্যবস্থা। তাঁহাকেই বেদ 'আদিপুরুষ' এবং পুরাণ 'আদি-নারায়ণ' বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। ইনিই সৃষ্টির পূর্ব্বে একার্ণব জলে শয়ন করিয়া থাকেন। এই কারণ-শরীরী 'আদিপুরুষ' বা 'আদি-নারায়ণ' হইতে পঞ্চম মন্ত্রে কীর্ত্তিত বিরাট্‌পুরুষের উৎপত্তি। আদিপুরুষ চতুষ্পাদ ও ষোড়শকলাত্মক; ব্রহ্মা বা বিরাট্ তাঁহার একপাদ বিভূতি হইতে প্রকাশিত হন।

এই জগদ্রূপী পাদের নাম সত্তা। এই সত্তারূপী পাদ বা এক-চতুর্থাংশ বিভূতি না হইলে মায়িক জগতের ব্যাবহারিক

সত্যত্ব বা অস্তিত্ব আকাশকুসুমবৎ হইয়া যায়। বস্তুতঃ মায়াশক্তিপ্রসূত জড়-জগৎ মিথ্যা নয়; ইহার অস্তিত্ব সত্য, পরন্তু পরিবর্ত্তনশীল। স্বরূপশক্তিপ্রসূত অনাদি-অনন্ত-চিণ্ময় পরব্যোম নিত্য ও বিশুদ্ধ সত্ব। মায়ার জগৎ তাহারই বিকৃত প্রতিফলন বা ছায়াস্বরূপ।

বেদশাস্ত্রে এই নির্গুণ ব্রহ্মকে "ত্রিপাদ" ও "বিষ্ণু" কহে। সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত বিষ্ণুর তিন পাদ, এবং অস্তিত্ব বা সত্তাই তাঁহার চতুর্থপাদ। সত্তা-পাদ ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মার সহিত স্থিত। এইজন্য ব্রহ্মাণ্ড অলীক নহে, পরন্তু পরিবর্ত্তনশীল সত্তাবিশিষ্ট। 'মায়িক'-ব্রহ্মাণ্ড বলিতে 'পরিবর্ত্তনশীলতাই' বুঝায়, মিথ্যা বুঝিতে হইবে না। যাহা হউক, অবশিষ্ট তিন পাদ তাঁহার (বিষ্ণুর) স্বীয় প্রকাশাত্মক স্বরূপের সহিত নীরক্ষীরবৎ অমৃতত্ব হইয়া আছে। অর্থাৎ এই তিনের একত্বকে 'মুক্তি' বা 'বৈকুণ্ঠ' কহে।

ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণের চতুর্থ প্রপাঠকে বৃষ, অগ্নি, হংসাদির সহিত সত্যকাম-সংবাদে কথিত হইয়াছে যে, পূর্ব্বাদি চতুর্দ্দিক ব্রহ্মের চতুঃকলা। এই চতুঃকলাকে ব্রহ্মের একপাদ মাত্র বলা হয়। ইহার নাম "প্রকাশবান্" এবং ইহাই ব্রহ্মের প্রথম পাদ। পৃথিবী, অন্তরিক্ষ, দ্যুলোক ও সমুদ্র—এই চতুঃকলা ব্রহ্মের 'অনন্তবান্' নামক দ্বিতীয় পাদ। অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র ও বিদ্যুৎ— এই চারি 'জ্যোতিষ্মান্' নামে তৃতীয় পাদ এবং পূর্ব্বোক্ত ত্রিপাদ

অমৃতস্বরূপে অর্থাৎ নিত্য ব্রহ্মের (বিষ্ণুর) প্রকাশস্বরূপে অবস্থান করে। প্রাণ, চক্ষুঃ, শ্রোত্র ও বাক্ তাঁহার চতুর্থ পাদ এবং 'আয়তনবান্' নামে অভিহিত। এই চতুর্থ পাদেই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত। এই চতুষ্পাদ ষোড়শকলাত্মক ব্রহ্ম পূর্ব্বকথিত কারণশরীরী নিগুর্ণ-ব্রহ্ম এবং সেই নিগুর্ণ-ব্রহ্মই সত্ত্ব-রজঃ-তমোগুণাতীত বিশুদ্ধ সত্ত্ব অধোক্ষজ আদিপুরুষ বা বিষ্ণু। যদি প্রশ্ন হয় যে, নিগুণ ব্রহ্মে পাদ-কল্পনা কিরূপে সম্ভব হয়? তদুত্তরে সায়ণাচার্য্য বলিয়াছেন যে, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড উক্ত কারণ-শরীরী ব্রহ্ম অপেক্ষা অতি ক্ষুদ্র। এখানে পাদচতুষ্টয় বর্ণনে বিবক্ষিতার্থ জানিতে হইবে। শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মতে নিরাকার ব্রহ্ম মায়া-সংযোগে সাবয়ব হন এবং মায়ার অবয়বত্ব উঁহাতে আরোপণ করতঃ উঁহাকে (ব্রহ্মকে) চতুষ্পাদ বর্ণন করিয়া উপাসনার নিমিত্ত নিরংশে অংশ আরোপণ করা হইয়াছে। অবশ্য বৈষ্ণবাচার্য্যপাদগণ এই মত ভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করেন। যাঁহার অস্তিত্ব বা সত্তা আছে, যাঁহা বস্তু, তাঁহার নিরাকারত্ব কল্পনামাত্র। সত্তা বা অস্তিত্ব, অবয়ব বা আকার হইতে অভিন্ন। বেদে ও উপনিষদে যেখানে পরব্রহ্মের (পরম পুরুষ বিষ্ণুর) নিরাকার-বাচক শব্দ কিম্বা "তাঁহার প্রতিমা নাই" প্রয়োগ দেখা যায়, সেখানে ভগবানের নিত্যচিণ্ময় কলেবর কোন প্রকৃতিজাত বস্তুর আকারের ন্যায় নহে বুঝাইবার জন্যই ব্যবহৃত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। বদ্ধ জীবের

মনঃকল্পিত কোন রূপই পরব্রহ্মের অবিচিন্ত্য চিন্ময়রূপ নহে। তিনি স্ব-স্বরূপে পরিদৃশ্যমান জগতের ধারণান্তর্গত যাবতীয় সাকার-নিরাকারের অতীত। বিশুদ্ধা ভক্তি যখন জীবহৃদয়ের সকল কলুষ নাশ করিয়া দেয়, তখন মুক্তকুলের সম্যক্ প্রণিহিত নির্মল-চিত্তেই শুদ্ধসত্ত্ব পরব্রহ্মের দিব্যমূর্ত্তি স্ফূর্ত্তি পান। কল্পনা কিছু বাস্তবসত্য নয়, সুতরাং উপাসনার সময় কল্পিত সাকার-ব্রহ্ম (?) উপাসনান্তে নিরাকার-ব্রহ্ম হইয়া যাইতে পারেন না। ভগবান্ মায়া-মিশাইয়া অবয়ব ধারণ করেন না। তিনি সর্ব্বশক্তিধৃক্। মায়া তাঁহারই বহিরঙ্গা শক্তি—অপাশ্রিতভাবে সর্ব্বদা পরম পুরুষের পশ্চাদ্ভাগে থাকেন—স্বরূপশক্তিই তাঁহার সম্মুখবর্ত্তিনী হন। সেই যোগমায়া প্রভাবেই তিনি মায়াতীত হইয়া, মায়াদ্বারা স্পৃষ্ট না হইয়া এবং প্রকৃতির কোন বস্তুর অধীন না হইয়াও স্ব-স্বরূপে প্রাকৃতিক ভূমিকায় নির্ব্বিকার অবস্থায় অবতীর্ণ হইতে পারেন। ইহা তাঁহার ভগবত্তা ও সর্ব্বশক্তিমানের শক্তির সীমারাহিত্যের পরিচায়ক। অজ্ঞ মানবগণ তাহা বুঝিতে না পারিয়া অচিন্ত্য-শক্তিসম্পন্ন ভগবানের চিন্ময় মূর্ত্তিকে 'পুতুল' বা 'মানুষী' মনে করিয়া ভ্রান্ত হন। যথা—

"অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥"

—গীতায় ভগবদ্বাক্য

স্বয়ংরূপ-ব্যূহ-বৈভব-অন্তর্য্যামী-অর্চ্চাভেদে ভগবানের পঞ্চ-বিধ পরিচয়। তন্মধ্যে পঞ্চম-প্রকাশ "অর্চ্চা" বা "শ্রীমূর্ত্তি" সাক্ষাৎ ভগবদ্বিগ্রহ এবং মানব-কল্পিত ভগবত্ত্বা আরোপিত কোন পুত্তলিকা-বিশেষ নহেন। স্বয়ংরূপ ভগবান্ কখনও স্বয়ং এবং কখনও তাঁহার বৈভব-প্রকাশরূপে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন এবং অর্চ্চারূপে ভৌমজগতে নিত্য প্রপূজিত। এই "অর্চ্চা" প্রাকৃত ভক্ত বা কনিষ্ঠাধিকারীর পক্ষেও সাক্ষাৎ ভগবদ্বিগ্রহ। ইহাই বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত। পরন্তু স্মার্ত্তমতাবলম্বী পণ্ডিতগণ রঘুনন্দনাচার্য্যের সিদ্ধান্তানুযায়ী ভগবানের মূর্ত্তির কল্পনা করেন উপাসনাকালে এবং উপসনান্তে সেই কল্পিতা মূর্ত্তির বিসর্জ্জন দিয়া উপাস্য-উপাসক-উপাসনার নাশ করিয়া দেন। যেখানে আবাহন, তথায় বিসর্জ্জনও স্বাভাবিক। যেখানে বিসর্জ্জন, সেখানে নিত্যত্বের অভাব। সুতরাং স্মার্ত্ত সমাজের উপাসনার, উপাসকের ও উপাস্যের অনিত্যত্ব প্রতীয়মান হয়। কিন্তু বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তে উপাস্য-উপাসক-উপাসনা সমস্তই নিত্য। সেখানে আবাহন ও বিসর্জ্জন নাই। সুতরাং উপাসনার নিত্যত্ব হেতু, না আছে তাহাতে কল্পনা আর না আছে শ্রীমূর্ত্তির বিসর্জ্জন। বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তে ভগবানের চিণ্ময়রূপ নিত্য, জীবের স্বরূপ নিত্য, জীব-ব্রহ্মের সম্বন্ধ নিত্য এবং জীবদ্বারা পরব্রহ্মের উপাসনা নিত্য। মায়ার সাহায্যে তিনি জগতে আসেন না, যেহেতু মায়া তাঁহার পরিচারিকা। তদীয় অঙ্কশায়িনী স্বরূপশক্তি বা যোগমায়া

সাহায্যেই তাঁহার যাবতীয় নিত্য ও ভৌম-লীলা। এখানে শাঙ্কর ও বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের পার্থক্য।

যাহা হউক, এতদ্ সম্বন্ধে শ্রীশঙ্করাচার্য্যের অভিমতও পাঠক-গণের অবগতির জন্য লিখিতেছি। তাঁহার বিচারপ্রণালী এই যে কোন বস্তু হইতেই ভোগ হয়। যেমন অন্নপানাদি হইতে বা স্ত্রীপুত্রাদি হইতে কিম্বা গৃহশয্যাদি হইতে ভোগ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কেবল-ভোগ কোন বস্তু নয়। এবং এই ভোগপ্রাপ্তির জন্য যেমন অন্নপানাদির সংসর্গের অত্যাবশ্যকতা আছে, তদ্রূপ উপাসনার নিমিত্তও মায়া হইতে অংশগ্রহণের ব্রহ্মের অতিশয় আবশ্যকতা আছে। অধিক কি, ব্রহ্ম বৃহৎ বা নিরবয়ব এই জ্ঞানও মায়ার অংশ হইতে গৃহীত হইয়াছে। বৃহৎ জ্ঞান যেমন ক্ষুদ্র জ্ঞানসাপেক্ষ, সেই প্রকার নিরাকার জ্ঞানও সাকার-জ্ঞানের অপেক্ষাযুক্ত। শ্রীশঙ্কর আরও বলেন যে, মায়ার অংশ গ্রহণ করা ব্যতীত ব্রহ্ম-ভাবনা সিদ্ধ হইতে পারে না। আর ব্রহ্মকে অতি-বৃহৎ ভাবনা করিলেও ষোড়শকলা চতুষ্পাদ এই প্রকার মায়ার অংশ অর্থাৎ মায়িকভাব হৃদয়ে রাখিয়া প্রথম কল্পনা করিতে হয়। তবেই উপাসনায় অগ্রসর হওয়া যায়। অন্যথা এরূপ কোন উপায় বা যুক্তি দেখা যায় না যদ্দ্বারা মায়ার সাহায্য বিনা নিরংশত্বস্বরূপ ব্রহ্মকে ধ্যানে প্রাপ্ত হওয়া যায়। শ্রীশঙ্করা-চার্য্যপাদ বেদান্ত-দর্শনের তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের ত্রয়স্ত্রিংশ সূত্র "বৃদ্ধার্থপাদবৎ"-এর উপর ইহার বিস্তার করিয়াছেন ॥৩॥

কণ্ডিকা—৪, মন্ত্র—১

ত্রিপাদূর্দ্ধ্বঽউদৈৎপুরুষঃ পাদোঽস্যেহাভবৎপুনঃ ॥

ততোব্বিষ্বঙ্ ব্যক্রামৎসাশনানশনেঽঅভি ॥ ৪ ॥

ঋষ্যাদি—(১) ওঁ ত্রিপাদূর্দ্ধ ইত্যস্য নারায়ণঋষিঃ, আর্ষ্যনুষ্টুপ্ ছন্দঃ, পুরুষো দেবতা, বিষ্ণুপূজনে বিনিয়োগঃ ॥৪॥

মন্ত্রার্থ—যিনি এই (ত্রিপাৎ) তিন পাদযুক্ত সংসার-স্পর্শরহিত (পুরুষঃ) পরব্রহ্ম বিষ্ণু, তিনি (উর্দ্ধঃ) এই অজ্ঞানকার্য্যে সংসারের বহির্ভূত অর্থাৎ ইহার গুণ-দোষ হইতে অস্পৃষ্ট হইয়া উৎকৃষ্টতার সহিত (উদৈৎ) বর্ত্তমান আছেন। (অস্য) তাঁহার (পাদঃ) অতি ক্ষুদ্র অংশ-প্রকাশস্বরূপ জগৎ (ইহ) এই মায়াতে (পুনঃ) পুনরায় (অভবৎ) প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ সৃষ্টি-সংহারদ্বারা বারম্বার আগমন করে। গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলেন—"বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ।" (ততঃ) মায়াতে আগমন ব্যতীত (বিষ্বঙ্) দেবতির্য্যগাদিতে বিধিরূপ হইয়া (সাশনানশনে) অশনাদি-ব্যবহারযুক্ত চেতন-প্রাণিসমূহ এবং খাদ্যাদি-গ্রহণরহিত গিরিনদী-আদিক, অর্থাৎ স্থাবর-জঙ্গম-সমূহকে (অভি) দর্শন করিয়া (ব্যক্রামৎ) ব্যাপ্ত করিয়া থাকেন ॥৪॥

সরলার্থ—পরব্যোমের ত্রিপাদবিভূতির প্রকাশের সহিত প্রাকৃত জগতের যাবতীয় গুণ-দোষ-স্পর্শরহিত হইয়া তদূর্দ্ধে বৈকুণ্ঠে সেই পুরুষ নিত্য বিরাজমান ; এবং তাঁহার চতুর্থপাদবিভূতি এই ভূতব্যোমে অর্থাৎ জড়বিশ্বে পুনঃ পুনঃ প্রকাশিতা হয়। এই ভাবে তদীয় পাদমাত্রবিভূতি-প্রসূত যাবতীয় চেতনাচেতন বা স্থাবর-জঙ্গম দর্শন করিয়া তৎসমুদয়, কিম্বা তদীয় নিত্য অমৃত-জগৎ বৈকুণ্ঠ ও অনিত্য মর-জগৎ দর্শন করতঃ, এতদুভয় জগৎ সর্ব্বতোভাবে ব্যাপ্ত করিয়া থাকেন ॥৪॥

বিবৃতি—পূর্ব্ব মন্ত্রে কথিত বিষ্ণু উর্দ্ধ উদিত অর্থাৎ তিনি জগতে ব্যাপ্ত থাকিয়া বা আসিয়াও জগতের দোষ-গুণ-স্পর্শ-বর্জ্জিত। সায়ণাচার্য্য এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

> **"ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ।**
> **মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ ॥**
> **মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।**
> **পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ ॥"**
>
> —কঠ ৩য়া বল্লী, ১০-১১ **মন্ত্র**

একদিকে যেমন তিনি বিরাট্‌রূপে ভূমাপুরুষ, অপরদিকে আবার সেই হিরণ্যগর্ভ পুরুষ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপে সর্ব্বজীবহৃদয়ে অবস্থিত। সুতরাং তাঁহাতে বৃহত্ত্ব ও সূক্ষ্মত্বের পরাকাষ্ঠা বর্ত্তমান।

অথবা 'উর্দ্ধ' কহিলে সর্ব্বপ্রধান সত্যলোকেরও উর্দ্ধে

'বৈকুণ্ঠ' বোধ হয়। "ঊর্দ্ধ উদিতে"র অর্থ এই যে, ভূঃ, ভূবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ ও সত্যলোকের ঊর্দ্ধে বৈকুণ্ঠে ত্রিপাদপুরুষ বিষ্ণু গূঢ়রূপে অবস্থিত। "এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়োত্মা ন প্রকাশতে"—এই গূঢ় আত্মা সর্ব্বভূতেই সকল সময় প্রকাশিত হন না। কেবলমাত্র যখন জীবের বুদ্ধি বৈকুণ্ঠগামিনী হয়, তখনই তাঁহাদের হৃদয়াকাশে সূর্য্যস্বরূপ তিনি উদিত হন। "দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ"—সূক্ষ্ম বা আত্মদর্শিগণের অন্তর্মুখিনী বৈকুণ্ঠগামিনী বিমলা বুদ্ধির দ্বারাই তাঁহাদের স্থূল-সূক্ষ্ম-দেহের অতীত সূক্ষ্মতম আত্মাতেই সেই পুরুষ দৃষ্ট হন। "ঊর্দ্ধ উদিতে"র ইহাও অর্থ যে, তিনি জগতের দুঃখের অতীত বিদ্যমান। এই বিষয়ে শ্রুতি-প্রমাণ এই—

"সূর্য্যো যথা সর্ব্বলোকস্য চক্ষুর্ন লিপ্যতে
চাক্ষুষৈর্বাহ্যদোষৈঃ।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ন লিপ্যতে
লোকদুঃখেন বাহ্যঃ॥

সূর্য্য সকলের চক্ষুর অধিষ্ঠাতৃদেবতা, পরন্তু চক্ষুতে যত দোষ আছে তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট নহেন। তদ্রূপ সেই এক পরম পুরুষ বিষ্ণু সর্ব্বভূতে বর্ত্তমান থাকিয়াও তাহার দোষের সহিত লিপ্ত হন না। অথবা, এই দৃশ্যমান্ সূর্য্যের আত্মাই ত্রিপাদ পুরুষ প্রতিদিন উদিত হন। এই কারণ, সাবিত্রীতে সবিতার উপাসনার কথা উল্লেখ আছে। তথা ঋগ্বেদ-সূক্তে ১১৫—"সূর্য্য

আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ"। সেই পুরুষের "আয়তনবান্"-নামক চতুর্থপাদ মায়ার সাহায্যে জগদ্রূপে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করে। যে মায়াশক্তি প্রথমে ক্রিয়াবতী ছিল না, তাহাই জগৎ-সৃষ্টিকালে সহায়কারিণী হয় ॥৪॥

কণ্ডিকা—৫, মন্ত্র—১

ততো বিরাড়জায়ত বিরাজোঽঅধিপূরুষঃ ॥

সজাতোঽঅত্যরিচ্যত পশ্চাদ্ভূমিমথোপুরঃ ॥৫॥

ঋষ্যাদি—(১) **ওঁ তত ইত্যস্য নারায়ণঋষিঃ, আর্ষ্যনুষ্টুপ্-ছন্দঃ, পুরুষো দেবতা, বিষ্ণুপূজনে বিনিয়োগঃ ॥৫॥**

মন্ত্রার্থ—(ততঃ) এতদ্ব্যতীত সেই আদিপুরুষ হইতে অনেক প্রকারের বস্তুসমন্বিত (বিরাট্) ব্রহ্মাণ্ডদেহ (অজায়ত) প্রকট হইয়াছে। (বিরাজঃ) বিরাট্ (অধি) দেহের উপর অধিকরণ করিয়া (পুরুষঃ) আদিপুরুষ বিষ্ণু। (সঃ) বিরাট্ পুরুষ (জাতঃ) আবির্ভূত হইয়া (অত্যরিচ্যত) তদতিরিক্ত দেবতা-তির্য্যঙ্-মনুষ্যাদিরূপ ধারণ করিয়াছেন। (পশ্চাৎ) দেবাদি জীবভাবের অতিরিক্ত (ভূমিম্) ভূমি রচনা করিয়া (অথো) ভূমি-রচনার

পর ঐ জীবসকলের (পুরঃ) সপ্তধাতু-সমন্বিত শরীর সৃষ্টি করিয়াছেন ॥৫॥

সরলার্থ—সেই আদিপুরুষ বিষ্ণু হইতে বিরাট্‌রূপের ব তদীয় স্থূলদেহরূপ বিশ্বরূপের প্রকাশ। সহস্রশীর্ষা পুরুষ এই বিরাট্‌-দেহের অর্থাৎ বিশ্বরূপের অধিষ্ঠাতৃদেবতা। বিশ্বরূপ আবা ব্রহ্মাণ্ডকে অতিক্রম করিয়াছে, অর্থাৎ প্রকাশিত ব্রহ্মাণ্ডের অগ্র পশ্চাৎ সমস্তই বিরাট্‌ বা বিশ্বরূপের অতিরিক্ত অন্য কিছু নহে। অথবা সেই সহস্রশীর্ষা আদিপুরুষ ব্রহ্মাণ্ডদেহ ধারণ করতঃ বিরাট্‌ বা বিশ্বরূপে প্রকাশিত হন। তদনন্তর সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় প্রাণিগণের হৃদয়াভ্যন্তরে জীবসত্তার সান্নিধ্যে তদীয় ঈশ্বররূপে বিরাজমান। এই বিরাট্‌মূর্ত্তি এবং জীব-হৃদয়ের অন্তর্যামী একই পুরুষ, পৃথক্‌ নহেন। তিনি স্থূল হইতেও অধিক স্থূল (বিশ্বরূপ বা বিরাট্‌মূর্ত্তি) এবং সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর (অন্তর্য্যামী)। অর্থাৎ সমগ্র বেদান্তের জ্ঞাতব্য বিষয় পরমাত্মা স্বীয় অচিন্ত্যশক্তি-প্রভাবে মায়াশক্তির সাহায্যে ব্রহ্মাণ্ডরূপী বিরাট্‌দেহ রচনা করিয়া তদনন্তর জীবহৃদয়ে প্রবেশ করতঃ জীবাভিমানী সত্তার দেবতাত্মা রূপে বিরাজমান। এ সম্বন্ধে নৃসিংহতাপনী ২।৯ বলিয়াছেন—"স বা এষ ভূতানীন্দ্রিয়াণি বিরাজং দেবতাঃ কোশাংশ্চ সৃষ্ট্বাত্র প্রবিষ্ট-ইব বিহরতি"—ইতি। এই ভাবে বাহ্যে বিরাট্‌রূপ ও জীবহৃদয়ে অন্তর্যামীরূপে প্রকাশিত হইবার পর সেই আদিপুরুষ পুনরায় দেব-মনুষ্য-

তির্য্যঙ্ প্রভৃতি সৃজন করেন। পশ্চাৎ দেবাদি জীবভাব ব্যতীত ভূমি রচনা করিয়া সপ্তধাতুসমন্বিত জীব-শরীর সৃষ্টি করেন ॥৫॥

বিবৃতি—পরব্রহ্ম ত্রিপাৎ আদিপুরুষ হইতে উৎপন্ন হিরণ্ময় 'তেজোময়' অণ্ডমধ্যে যিনি স্বয়ং প্রাদুর্ভূত আছেন, তিনিই স্বয়ম্ভু, হিরণ্যগর্ভ, প্রজাপতি, ব্রহ্মা ও বিরাট্ নামে আখ্যাত হইয়াছেন। প্রকৃতি-পুরুষ-সংযোগ ব্যতীত স্বয়ং প্রকাশিত হওয়ায় তিনি সয়ম্ভু; তেজোময় অণ্ডমধ্যে হওয়ায় তিনি হিরণ্য-গর্ভ; দেবতির্য্যগাদি বহুরূপে প্রকটিত এবং স্বয়ংই স্বীয় বিধি-নিষেধ নির্ণয় করেন বলিয়া তিনি প্রজাপতি; সগুণ স্থূল-সূক্ষ্ম-দেহ ধারণ করেন বলিয়া তিনি ব্রহ্মা; তাঁহাদ্বারা সমস্ত বস্তু প্রকাশিত হয় বলিয়া তিনি বিরাট্। সেই একই পুরুষ কার্য্যানুরূপভেদে বিভিন্ন নামে আখ্যায়িত। আদিপুরুষ হইতে এই বিরাট্ বা ব্রহ্মা এবং তাঁহা হইতেই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হইয়াছে। পরব্রহ্ম পরমাত্মার বহিরঙ্গাশক্তিই অঘটন-ঘটন-পটীয়সী পরমদুস্পারা দৈবী মায়া। এই মায়া-শক্তিরও প্রকৃতি-অব্যক্তাদি অনেক নাম আছে।

সৃষ্টি দুই প্রকার। এক ব্রহ্মার, দ্বিতীয় ব্রহ্মের। ব্রহ্মার সৃষ্টির প্রথমে এই সমগ্র জগৎ একার্ণব জলে বীজরূপে অবস্থিত থাকে, পরন্তু ঐ সময়েও মায়া বা প্রকৃতি ব্যক্তা থাকে। এই অবস্থার নামই খণ্ডপ্রলয়। খণ্ডপ্রলয়ের পর ব্রহ্মাই সৃষ্টি রচনা

করেন। এতদ্ব্যতীত যে সময় প্রকৃতি অব্যক্তাবস্থায় থাকে, সেই সময়কে মহাপ্রলয়ের অবস্থা বলে। মহাপ্রলয়ের পূর্ব্বে ও পরে যে সৃষ্টি, তাহাই ব্রহ্মের অর্থাৎ মহাবিষ্ণুর আদি-সৃষ্টি নামে অভিহিত। তৎপূর্ব্বে কেবলমাত্র ব্রহ্মই থাকেন। প্রকৃতি তখন শক্তি ও শক্তিমানের অভেদত্ব বিচারে অখণ্ড সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীভগবানেই অব্যক্তাবস্থায় থাকে। মহাপ্রলয়ের পর জগতে আর কিছুই থাকে না। তখন মহাবিষ্ণুর প্রকাশ-বিগ্রহ কারনার্ণবশায়ী বিষ্ণু ঈক্ষণপ্রভাবে সহস্রশীর্ষা গর্ভোদশায়ী "পুরুষ" এবং তাঁহা হইতে পূর্ব্বকথিত ব্রহ্মাদি পিপীলিকা পর্য্যন্ত ব্রহ্মাণ্ডসহ সৃষ্ট হয়। এই মহাবিষ্ণু বা ব্রহ্মের আদি-সৃষ্টি ও খণ্ডপ্রলয়ের পর ব্রহ্মার সৃষ্টির মধ্যে পার্থক্য এই যে, ব্রহ্মের সৃষ্টি ব্রহ্মার সৃষ্টির ন্যায় পুনঃ পুনঃ হয় না। একবার প্রকটিত হইয়া ব্রহ্মার পরমায়ুঃ সমান মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত থাকে। কিন্তু প্রতি চতুর্দ্দশ মন্বন্তর অন্তিমে একবার করিয়া ব্রহ্মার সৃষ্টি সমাপ্ত হইয়া পুনঃ সৃষ্ট হয়।

বস্তুতঃপক্ষে খণ্ডপ্রলয়ে কোন বস্তুই নষ্ট না হইয়া বীজরূপে বর্ত্তমান থাকে এবং ব্রহ্মা যখন জল ঘনীভূত করিয়া ভূমি রচনা করেন, সেই সময় সেই ভূমি হইতে যাবতীয় পদার্থের বীজ উৎপন্ন হইয়া দ্যুলোকাদি সমস্তই পুনঃ প্রকাশিত হয়। দ্যুলোক হইতে দ্যুলোকবাসী দেবগণকেও বুঝিতে হইবে। দিতি দেবীর সন্তানগণই দেবকুল এবং অদিতির সন্তানগণই অসুরকুল নামে পরিচিত। দেবাসুরগণের পিতা

কশ্যপ মুনি এবং তাঁহারা বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বলিয়া দৈবাসুর-যুদ্ধ চলিয়া আসিয়াছে। যাহা হউক, এই সৃষ্টির সঙ্গে কেবলমাত্র দেবাসুরগণ নয়, মনুষ্য-কীট-পতঙ্গাদি এবং তাহাদের প্রাণস্বরূপ শস্যাদিও উৎপন্ন হয়।

"খণ্ডপ্রলয়ে নূতন কিছুই হয় না"—ইহাই হইল সাংখ্য-শাস্ত্রের মূল-মন্ত্র। "ঋতং চ সত্যং চাভীদ্ধাৎ" হইতে "সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরিক্ষ-মথো স্বঃ" [ঋগ্বেদ ১০ম মণ্ডল, ১৯১শ সূত্র, ১—৩ মন্ত্র]। অর্থ এই—দিবস-রজনী, সূর্য্যচন্দ্র স্বর্গাদি বিধাতাপুরুষ পূর্ব্বে যরূপ সৃজন করিয়াছিলেন, এই কল্পেও তদ্রূপই করিয়াছেন। এই মন্ত্রের প্রথমার্দ্ধে ব্রহ্মকৃত আদি-সৃষ্টি এবং উত্তরার্দ্ধে ব্রহ্মাকৃত সৃষ্টির উল্লেখ আছে। কিন্তু ব্রহ্মের সৃষ্টিও মায়া-শক্তির সাহায্যে হইয়া থাকে এবং এই সম্বন্ধে তৈত্তিরীয়ারণ্যকের ৮ম প্রপাঠকের ৬ষ্ঠ অনুবাকে আছে, যথা—"সোঽকাময়ত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি স তপোঽতপ্যত স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ। তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ তদনুপ্রবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ।" তিনি সংসারবতী মায়াশক্তিগর্ভে এক হইতে বহু উৎপাদনের ইচ্ছা করিয়া তপপ্রভাবে এই বিচিত্রতাময় জগতের যাবতীয় পদার্থ সৃজন করেন এবং স্বয়ং জীববাভে সেই সকল পদার্থাভ্যন্তরে প্রবেশ করতঃ মূর্ত্তামূর্ত্তভাবে তাহাতে অবস্থান করেন। সৃষ্টির কারণ যখন এইরূপ হয়, তখনই ব্রহ্মা সৃজন-

কার্য্য করেন। যথা—"আপো বা ইদমাসন্ সলিলমেব স প্রজাপতিরেকঃ পুষ্করপর্ণে সমভবৎ তস্যান্তর্মনসি কামঃ সমবর্ত্তত ইদং সৃজেয়মিতি"—তৈত্তিরীয় আরণ্যক ১ম প্রপাঠক, ২৩ অনুবাক। অর্থাৎ সৃষ্টির প্রথমে কেবলমাত্র জলই ছিল। এই একার্ণব জলমধ্যে পুষ্করপর্ণ প্রদেশে (পদ্মপত্রে অথবা মহাকাশে) জগদীশ্বর ভগবান্ প্রথমে প্রজাপতির সৃজনের নিমিত্ত সম্যক্-রূপে আবির্ভূত হইয়া অবস্থান করিতে থাকেন এবং তাঁহার মানসে পূর্ব্ববৎ সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা বলবতী হইলে তদীয় নাভিকমল হইতে প্রথম প্রজাপতির উদয় হয়। প্রজাপতি ব্রহ্মা তখন সৃষ্টি সঙ্কল্প করিয়া তন্মুহূর্ত্তেই অপরাপর প্রজাপতি-গণের সৃজন করেন এবং সেই সকল জিতেন্দ্রিয় প্রজাপতি-গণ স্ব স্ব হৃদয়ে প্রত্যেক সৃষ্টি-প্রকরণের সঙ্কল্প করতঃ দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত জগতের উৎপত্তির নিমিত্ত সেই সঙ্কল্পকে অব্যক্ত-কারণ হইতে আকর্ষণপূর্ব্বক গ্রহণ করেন। তাৎপর্য্য এই যে, দেবতা দ্বিবিধ—কর্ম্মদেব ও আজান-নামক দেশে জাত মনুষ্যজাতিসম এক দেব-জাতি। যিনি বিশেষ কর্ম্মদ্বারা বিদেহ-কৈবল্য প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার শরীরের সহিত সমজাতীয় স্বরূপলাভরূপা মুক্তি লাভ করেন, তাঁহাকে কর্ম্মদেব কহে; এই কর্ম্মদেবগণকেও প্রজাপতি বলা হয়। সৃষ্টির সময় ব্রহ্মা স্বীয় শরীর কল্পনা করিয়া এই কর্ম্মদেব-গণকে স্বশরীর হইতে পৃথক্ করিয়া লন। তখন এই কর্ম্মদেব-

গণও সৃষ্টি রচনা করেন এবং জিতেন্দ্রিয় প্রজাপতি নামে অভিহিত হন। ইহাই পূর্ব্বোক্ত উত্তরার্দ্ধের ভাবার্থ।

পশু-পক্ষী-কৃমি-কীট-পতঙ্গ প্রভৃতিকে তির্য্যক্ কহে। ইহাদের প্রকৃতি তমোগুণপ্রধান। ইহাদের শরীরের উপাদান বস্তু ও উপাদানতত্ত্বের জ্ঞান সমস্তই তামস হইতে উৎপন্ন। এই নিমিত্ত ইহারা আহার-নিদ্রা-মৈথুন ব্যতীত অধিক আর কিছু জানে না। সুতরাং তীর্য্যক্-জাতি সর্ব্বনিকৃষ্ট। মনুষ্যজাতি রজঃ-প্রধান এবং তন্নিমিত্ত জ্ঞান ও ধর্ম্মে ন্যূনাধিক প্রবৃত্ত। দেবজাতি সত্ত্বপ্রধান ও নিরন্তর বেদ-বেদাঙ্গ আলোচনায় ও ধর্ম্ম-জ্ঞানেই রত থাকেন। এইজন্য দেবগণ সর্ব্বোৎকৃষ্ট জাতি। ব্রহ্মা এই তিন প্রকার জাতিকে উহাদের পূর্ব্বকর্ম্মানুরূপ সৃজন পূর্ব্বক পশ্চাতে তদুপযোগী রস-রক্ত-মাংস-অস্থি-মজ্জা-শুক্র-তেজ এই সপ্ত ধাতু শরীরের উপাদানস্বরূপ সৃজন করেন। উক্ত ধাতু-সপ্তকের সমষ্টিই সমগ্র জাতির দেহের পরিণতি এবং জীবগণ স্ব স্ব কর্ম্মানুরূপ দেবতা, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, সরীসৃপাদি যোনিসকল প্রাপ্ত হয়। যথা, সামবেদীয় ছান্দোগ্যের ষষ্ঠ প্রপাঠকে—"ত ইহ ব্যাঘ্রা বা সিংহা বা বৃকা বা বরাহা বা কীটা বা পতঙ্গা বা দংশা বা মশকা বা যদ্যদ্ ভবন্তি তদা ভবন্তি।" এই লোকে যে যে-রূপে আছে, বারম্বার কর্ম্মানুসার সেই-রূপেই জন্ম গ্রহণ করে। সহস্রকোটি যুগ পরেও সৃষ্টি এই প্রকারই থাকিবে। সংসারিগণের বাসনা বিলীন হয়

না। যে মানবে সিংহাদির বাসনা হইবে, সে সেই প্রকার ফলই প্রাপ্ত হইবে—সেই সিংহ-যোনিই লাভ করিবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না মানব জ্ঞানদ্বারা কর্ম্ম-বন্ধন আমূল ছিন্ন করিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত এই ভাবেই জন্ম-মৃত্যুর মধ্য দিয়া বিভিন্ন যোনি ভ্রমণ করিতে হইবে। এই নিমিত্ত বুদ্ধিমান ব্যক্তি বেদ-বেদাঙ্গের বিচার ও আচার করতঃ এক মুহূর্ত্তও বৃথা নষ্ট করেন না ॥৫॥

কণ্ডিকা—৬, মন্ত্র—১

তস্মাদ্যজ্ঞাৎসর্ব্বহুতঃ সম্ভৃতম্পৃষদাজ্যম্ ॥

পশূঁস্তাঁশ্চক্রে ব্বায়ব্ব্যানারণ্যাগ্রাম্যাশ্চযে ॥৬॥

ঋষ্যাদি—(১) **ওঁ তস্মাদিত্যস্য নারায়ণঋষিঃ, আর্চী-পংক্তিশ্ছন্দঃ, পুরুষো দেবতা, বিষ্ণুপূজনে বিনিয়োগঃ** ॥৬॥

মন্ত্রার্থ—(তস্মাৎ) সেই (সর্বহুতঃ) সর্ব্বাত্মা পুরুষ যিনি হবনদ্বারা যজ্ঞে পূজিত হন, সেই পুরুষমেধ (যজ্ঞাৎ) যজ্ঞ হইতে (পৃষদাজ্যং) দধিমিশ্রিত ঘৃত (সম্ভৃতম্) সম্পাদিত হইয়াছে। দধি, আজ্য ইত্যাদি ভোগ্য বস্তু পুরুষ দ্বারা প্রকটিত হইয়াছে এবং সেই পুরুষ (তান্) সেই সকল, (বায়ব্যান্) বায়ুদেবতা

সকল ও (পশূন্) পশুসকল (চক্রে) উৎপন্ন করিয়াছেন। যথা—"অন্তরিক্ষদৈবত্যাঃ খলু বৈ পশবঃ"—ইতি শ্রুতেঃ। (যে) যে কল (আরণ্যাঃ) বন্য-পশু হরিণাদিক (চ) ও (গ্রাম্যাঃ) গ্রাম্য শু গো-অশ্বাদি, তাহাও তিনি সৃজন করিয়াছেন ॥৬॥

সরলার্থ—সেই পুরুষ হইতে সকলের যজনীয় যাবতীয় ব্য উৎপন্ন হইয়াছে এবং তিনি স্বয়ং যজ্ঞস্বরূপে বিরাজিত কিয়া হবন দ্বারা যজ্ঞে পূজিত হন। সেই যজ্ঞপুরুষ হইতেই ধি-মিশ্রিত ঘৃত ও সকল প্রকার বর্ষণশীল আজ্য এবং র্ব্বত্রাবস্থিত ভোগ্য-বস্তু সমূহ উৎপন্ন হইয়াছে। গ্রাম্য, বন্য ও আন্তরীক্ষ প্রাণী সকলও তিনিই সৃজন করিয়াছেন ॥৬॥

বিবৃতি—সর্ব্ববিশ্বের আদিপুরুষ যজ্ঞেশ্বর যে যজ্ঞে আহুত হন, সেই মানস-যজ্ঞকে "সর্ব্বহুত" কহে। যজ্ঞের নিমিত্ত সর্ব্ব প্রথমে দধি-ঘৃতাদি সৃষ্ট হইয়াছিল। এই দধি-ঘৃতাদি ভোগ্যবস্তু সমূহ বৃক্ষাদির রসবিশেষ ব্যতীত আর কিছুই নয়। দধি-ঘৃতাদি এখানে উপলক্ষ মাত্র বুঝিতে হইবে। পর্ব্বতবাসী যোগিগণ এই বৃক্ষ সকলেরই পৃষদাজ্যস্বরূপ অন্ন-ফলাদি ভোজন করিয়া ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিবৃত্ত করেন। অর্থাৎ দধি-ঘৃতাদি-হইতে সৃষ্ট জীবসকলের খাদ্যপদার্থেরই সৃষ্টি। কেহ কেহ এইরূপ অর্থও করেন যে, সেই সর্ব্বহুত যজ্ঞেশ্বর দ্বারা দধি মিশ্রিত ঘৃত (শ্লেষ্মামিশ্রিত রেত) সম্পাদিত হইয়া তাহা হইতে গ্রামচারী, অরণ্যচারী ও নভশ্চারী জীব সৃষ্ট হইয়াছে। এস্থলে যথার্থ কর্তৃত্ব

ব্রহ্মের বা আদিপুরুষ মহাবিষ্ণুর এবং ব্রহ্মা হইতে অস্মদাদি পর্য্যন্ত কাহারও যথার্থ কর্তৃত্ব নাই। এই জন্যই বলা হইয়াছে যে, সেই পুরুষ হইতেই জৈব জগতের সৃষ্টি ॥৬॥

কণ্ডিকা—৭, মন্ত্র—১

তস্মাদ্যজ্ঞাৎসর্ব্বহুতঽঋচঃ সামানিজজ্ঞিরে ॥

ছন্দাংᳬসিজজ্ঞিরে তস্মাদ্যজুস্তস্মাদজায়ত ॥৭॥

ঋষ্যাদি—(১) ওঁ তস্মাদিত্যস্য নারায়ণঋষিঃ, আর্ষ্যনুষ্টুপ্ ছন্দঃ, পুরুষো দেবতা, বিষ্ণুপূজনে বিনিয়োগঃ ॥৭॥

মন্ত্রার্থ—(তস্মাৎ) সেই (সর্ব্বহুতঃ) সর্ব্বহুত বা সর্ব্বজনোপাস্য (যজ্ঞাৎ) যজ্ঞপুরুষ হইতে (ঋচঃ) ঋক্, (সামানি) সাম (জজ্ঞিরে) উৎপন্ন হইয়াছে। (তস্মাৎ) তাঁহা হইতে (ছন্দাংসি) ছন্দ বা অথর্ব্ব মন্ত্র (জজ্ঞিরে) প্রকটিত হইয়াছে; (তস্মাৎ) তাঁহা হইতে (যজুঃ) যজ্ঞাত্মক যজুঃ (অজায়ত) প্রকট হইয়াছে ॥৭॥

সরলার্থ—সেই সর্ব্বজনোপাস্য যজ্ঞেশ্বর শ্রীহরি হইতে ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব্ব—এই বেদচতুষ্টয় উৎপন্ন হইয়াছে ॥৭॥

বিবৃতি—ঋক্‌সংহিতা অক্ষরমাত্রা ছন্দের নিয়মে গ্রথিত। এই ঋক্‌সংহিতাকে দ্বিভাগে বিভক্ত করা যায়। স্বর-সংযোগে গীতির আকারে যে অংশ সামনাম প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাই প্রথম ভাগ ; এই সামকে মূল ঋক্ কহে। দ্বিতীয় খণ্ড ঋক্‌সংহিতার সেই অংশ যাহা গীতির বা সাম-গানের অন্তর্ভুক্ত নয়। মূল সাম সামবেদসংহিতাতে এবং সম্পূর্ণ ঋচা আর্চিক গ্রন্থে পাওয়া যায়। ঋচাময় গ্রন্থকে আর্চিক কহে। পাদ ও অবসান-সমন্বিত মন্ত্রকে ঋচা কহে, আর যে মন্ত্রে পাদ ও অবসান নাই তাহাকে যজুঃ বলা হয়।

সামবেদসংহিতা দুই ভাগে বিভক্ত। এক আর্চিক ও দ্বিতীয় গান-গ্রন্থ। "ছন্দোময় ঋচা" বলিলে এইরূপ বুঝিতে হইবে যে, যে ঋচার ছন্দ অবিনাশী অর্থাৎ গীতিদ্বারাও নষ্ট হয় না, তাহাই ছন্দোময় ঋচা। সামের মূল ঋচাও ছন্দোরূপ ; পরন্তু সামগানের সময় সেই ঋচার ছন্দোরূপত্ব নষ্ট হইয়া যায়।

বেদের রচনা কিছু পদ্যাত্মক, কিছু গীতাত্মক ও কিছু গদ্য-পদ্যাত্মকভেদে ত্রিবিধ। এই ত্রিবিধা রচনা কেবল মাত্র বেদের সেই অংশেই পাওয়া যায় যে সকল মন্ত্রে ছন্দ কল্পনা করা হয় নাই। এই হেতু বেদকে "ত্রয়ী" বলা হয়। ঋক্‌সংহিতা পদ্যাত্মক, সামসংহিতা গীতাত্মক এবং যজুঃসংহিতা গদ্যপদ্যাত্মক বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। মহর্ষি জৈমিনি এই বিষয়ের বিশেষ

বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছেন যে, "তেষামৃঙ্ মন্ত্রার্থবশেন পাদব্যবস্থা গীতিষু সামাখ্যা শেষে যজুঃ শব্দঃ।" শাবরভাষ্যে ইহার বিস্তার আছে।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, ঋক্ যখন সমস্তই ছন্দোবদ্ধ, তখন এই মন্ত্রে পুনরায় "ছন্দাংসি" বলা হইয়াছে কেন তদুত্তরে ইহাই বলা যাইবে যে, পুনরায় 'ছন্দাংসি" বলিয়া অথর্ব্ববেদকেই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। পূর্ব্বপক্ষ হইতে পারে যে এরূপ অর্থ 'অভিধা'দ্বারা সিদ্ধ হয় না, 'লক্ষণা'দ্বারা করা যাইতে পারে। বিশেষতঃ ত্রিবিদ্যার বা ত্রয়ীর অন্তর্গত অথর্ব্ববেদ আসিয়া যায়; তদ্ব্যতীত যাবতীয় যজ্ঞ ত্রয়ীদ্বারাই নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ সমীচীন নয়। কারণ, অথর্ব্ববেদেও যজ্ঞ-বিধান দেখা যায়। এই জন্যই "ছন্দাংসি" বলা হইয়াছে। আর যদি ত্রয়ীর অন্তর্গতই অথর্ব্ববেদ স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে 'ছন্দাংসি" বলিবার তাৎপর্য্যে ছন্দবিধায়ক শ্রুতিশাস্ত্র সকল বুঝিতে হইবে।

এই প্রকারে ব্রাহ্মণভাগও সেই যজ্ঞপুরুষ হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। বেদ দুই ভাগে বিভক্ত—এক মন্ত্রভাগ, যাহাকে সংহিতা কহে; আর দ্বিতীয় ব্রাহ্মণভাগ, যাহাকে বিধিভাগ কহে। এই মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ দুই ভাগ একত্রে বেদ নামে অভিহিত। যাজ্ঞবল্ক্য, কাত্যায়ন, আপস্তম্ব প্রভৃতি ঋষিগণ এইরূপই বলেন। এই বিচারানুসারে 'ব্রাহ্মণ-ভাগ'ও সেই যজ্ঞপুরুষ

হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। এতৎ সম্বন্ধে শ্রীব্যাসদেব কহিয়াছেন—"শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" এবং এই সূত্র-ভাষ্যেও ইহার বিশেষ প্রকরণ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত বাক্যের সহিত মনুশাস্ত্র ও অন্যান্য গ্রন্থের কেহ কেহ বিরোধ শঙ্কা করেন। মনু বলেন—

"অগ্নিবায়ুরবিভ্যস্তু ত্রয়ং ব্রহ্মসনাতনম্।
দুদোহযজ্ঞসিদ্ধ্যর্থমৃগ্যজুস্‌সামলক্ষণম্॥"

কিম্বা—"তেভ্যস্তপ্তেভ্যস্ত্রয়ো বেদা অজায়ন্তাগ্নেঋর্গ্বেদো য়োর্যজুর্বেদঃ সূর্য্যাৎসামবেদঃ"— তপথশ্রুতিঃ ১১।৫। অর্থাৎ ক্ষা দেবগণের যজ্ঞসিদ্ধির নিমিত্ত অগ্নি হইতে ঋগ্বেদ, বায়ু হইতে যজুর্বেদ এবং আদিত্য হইতেই সনাতন সামবেদ আকর্ষণ করেন। প্রথমে মনুস্মৃতির এই বচন বিচার করতঃ পশ্চাৎ শতপথব্রাহ্মণ-বাক্যার্থ নির্ণয় করিব।

অগ্নি, বায়ু ও রবি কোন ঋষি নহেন, পরন্তু বস্তু বিশেষ। এই ভেদ-জ্ঞানাভাবে অনেকে মনুবাক্যে ও শ্রীব্যাস বাক্যে বিরোধের বৃথা শঙ্কা করেন। মনুবাক্য হইতে যদ্যপি প্রমাদ উপস্থিত হইতে পারে যে, অগ্নি-বায়ু-রবি নামধেয় কোন ঋষিত্রয় হইতেই বুঝি যথাক্রমে ঋক্, যজুঃ ও সাম-বেদ উৎপন্ন ইয়াছে ; পরন্তু অনুসন্ধান ও বিচার করিলে সহজেই প্রমাণিত হইবে যে ইহা মিথ্যা কল্পনা। ইহার ভেদজ্ঞান হইলে কোন বিরোধ প্রমাণিত হইবে না। তত্ত্বজ্ঞানাভাবেই অনেক সময়

বিরোধিনী মতি উদিতা হইতে পারে। এইরূপ স্থলে ভাষা মাত্রের বিভিন্নতা, বস্তুতঃ কোন ভেদ নাই। অগ্নি, বায়ু ও রবি এই তিন বস্তু ব্রহ্মার শরীরেই বিদ্যমান। তাঁহাতে যে সময় অগ্নি-ধাতু সংধুক্ষিত হইয়াছিল সেই সময় ঋক্‌মন্ত্র নির্গত হয়; যে সময় তিনি তদীয় শারীরিক বায়ুকে প্রবাহিত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, সেই সময় যজুঃমন্ত্র প্রকাশিত হয়; আর যে সময় তাঁহার শরীরস্থ সূর্য্যধাতু উত্তপ্ত হয়, সেই সময় সামমন্ত্র প্রকটিত হয়। যাঁহারা বিধিপূর্ব্বক বেদ অধ্যয়ন করেন, তাঁহাদের অনুভব হইতেও ইহা বোধগম্য হয়। যেমন ঋগ্বেদ স্বরসহিত পাঠ করিলে পাঠকের মস্তিস্কে ও প্রাণবায়ুতে আঘাত লাগে না, কেবল জঠরাগ্নিই উদ্দীপিত হয়; এই হেতু ঋগ্বেদের প্রকাশ জঠরাগ্নিতে। যজুর্ব্বেদ উচ্চারণ কঠিন; ইহার উচ্চারণে হাঁপানী আসিয়া শ্বাস তীব্র করিয়া দেয়; এই কারণে যজুঃ বায়ু দ্বারা প্রকাশিত। সামবেদ-পাঠ যজুর্ব্বেদ উচ্চারণের ন্যায় কঠিন না হইলেও স্বরগ্রাম-মূর্চ্ছনা-তান-লয়াদিসংযুক্ত হইয়া মস্তিষ্কে আঘাত করে; মস্তকই আদিত্যের স্থান; এই হেতু সূর্য্য হইতে সামবেদের আবির্ভাব। এই প্রকারে ব্রহ্মা তদীয় জঠরাগ্নি, প্রাণ ও মস্তিষ্কস্থান হইতে যথাক্রমে তিন বেদ আকর্ষণ পূর্ব্বক পূর্ণ করেন।

এই বিষয়ে শতপথব্রাহ্মণের প্রমাণ—

"সোকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি সোহশ্রাম্যৎস

ভপোত্তপ্যত তস্মাচ্ছ্রান্তাত্তেপানাত্রয়ো লোকা অসৃজ্যন্ত পৃথিব্যন্তরিক্ষং দ্যৌঃ।

"স ইমাংস্ত্রীল্লোকানভিততাপ। তেভ্যস্তপ্তেভ্যস্ত্রীণি জ্যোতীংষ্যজায়ন্তাগ্নির্যোয়ং পবতে সূর্য্যঃ।

"স ইমানি ত্রীণি জ্যোতীংষ্যভিততাপ। তেভ্যস্তপ্তেভ্যঃ ত্যাদি।

"স ইমাংস্ত্রীন্বেদানভিততাপ তেভ্যস্তপ্তেভ্যস্ত্রীণি শুক্রাণ্য-ায়ন্ত ভূরিত্যৃগ্বেদাদ্ভুব ইতি যজুর্বেদাৎস্বরিতি সামবেদাৎ" ত্যাদি।

প্রজাপতি প্রজারচনার ইচ্ছায় তপস্যা করিয়াছিলেন; এবং প্রভাবে ত্রিলোকী উৎপন্ন করেন; পুনরায় সেই ত্রিলোকীকে পদান করিয়া তাহার সারভাগ হইতে তিন জ্যোতিঃ অগ্নি-ায়ু-রবি প্রকট করিয়া পুনরায় তাহাতে তাপদ্বারা ঋক্-যজুঃ-সাম ত্র প্রকাশ করেন; এই ত্রয়ীকে পুনরায় তাপদ্বারা ভূঃ-ভুবঃ-স্বঃ ত্রলোক নির্গত করেন। তাৎপর্য্য এই যে, ভূমির সার অগ্নি এবং অগ্নির সার পদার্থই ঋক্ সংহিতা; ঋগ্বেদে ভূমি সম্বন্ধী পদার্থ সকলের বিশেষরূপে বর্ণনা আছে। যজুর্বেদে বায়ুসম্বন্ধীয় অন্তরিক্ষপদার্থ সমূহের বিশেষ বিবরণ; যেমন, যজ্ঞ করার ফল র্গগমন এবং অন্তরিক্ষ হইতে যজ্ঞে দেওয়া আহুতির মেঘরূপে রিবর্ত্তন ও পুনরায় বৃষ্টিরূপে ভূমিতে পতন। সামবেদের আদিত্য প্রকাশরূপের সহিত সম্বন্ধ; তাহাতে গানাদিদ্বারা পরম

আনন্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন—"বেদানাং সামবেদোস্মি।"

এতদ্ সমুদায় প্রজাপতির মানষিক সঙ্কল্প হইতেই প্রকট হইয়াছে। সুতরাং ইহা স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, ঋক্-যজুঃ-সাম অগ্নি-বায়ু-রবি-নামক কোন ঋষি হইতে উৎপন্ন হয় নাই এবং এইস্থলে অগ্নি, বায়ু বা রবি কোন ঋষি বিশেষের নাম নয়। শতপথব্রাহ্মণ আলোচনা না করিলে বেদের অর্থ বুঝিতে অনেকেই ভুল করিবেন ॥ ৭ ॥

কণ্ডিকা—৮, মন্ত্র—১

তস্মাদশ্বাऽঅজায়ন্তযেকেচোভয়াদতঃ ॥

গাবোহজজ্ঞিরেতস্মাত্তস্মাজ্জাতাऽঅজাবয়ঃ ॥৮॥

ঋষ্যাদি—(১) ওঁ তস্মাদিত্যস্য নারায়ণঋষিঃ, নিচৃদার্ষ্যনুষ্টুপ্ ছন্দঃ, পুরুষো দেবতা, বিষ্ণুপূজনে বিনিয়োগঃ ॥৮॥

মন্ত্রার্থ—(তস্মাৎ) সেই (যজ্ঞাৎ) যজ্ঞপুরুষ হইতে (অশ্বাঃ অশ্বসকল) (অজায়ন্ত) উৎপন্ন হইয়াছে ; (চ) এবং (যে যে (কে) কোন অশ্ব হইতে অতিরিক্ত গর্দ্দভাদিও (উভয়াদতঃ)

নিম্ন-উর্দ্ধ উভয় পংক্তিতে দন্তবিশিষ্ট পশুসকল উৎপন্ন হইয়াছে ; হ) প্রসিদ্ধ আছে যে (তস্মাৎ) সেই যজ্ঞপুরুষ হইতে (গাবঃ) গরুসকল (জজ্ঞিরে) প্রকট হইয়াছে ; (তস্মাৎ) তাঁহা হইতে অজাবয়ঃ) ছাগ-ভেড়া সকল (জাতাঃ) উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ৮ ॥

সরলার্থ—সেই পরম পুরুষ যজ্ঞেশ্বর শ্রীহরি হইতে অশ্ব-র্দ্দভাদি, উভয় দন্তপংক্তিবিশিষ্ট প্রাণিসকল, গো-সকল, অজা ভড়া প্রভৃতি যজ্ঞোপযোগী পশুসকল সমুৎপন্ন হইয়াছে ॥৮॥

বিবৃতি—ষষ্ঠ মন্ত্রে সাধারণভাবে বন্য ও গ্রাম্য পশু সকলের প্রত্তির কথা বলা হইয়াছে ; আর এই অষ্টম মন্ত্রে যজ্ঞকার্য্য-ক বিশেষ বিশেষ পশু সকলের নিরূপণ হইয়াছে। এই যজ্ঞসাধক পশু সমূহের বর্ণন, এবং শতপথব্রাহ্মণভাগে হাদের চিহ্নাদিও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যথা—"স্থূলপৃষতীমাগ্নি-ারুণীমনড্বাহীমালভেত"—যে সকল গাভীর অঙ্গে বড় বড় গোলাকৃতি চিহ্ন, যে সকল গাভী সবল এবং যে সকল গাভীর নেত্র সূর্য্য ও অগ্নিসম রক্তবর্ণ, যজ্ঞের ঘৃত-দুগ্ধের নিমিত্ত তাহাদিগকে গ্রহণ করিয়া পুনরায় ফেরৎ দিতে হইবে। এই প্রকারে যজ্ঞীয় পশুসকলের বর্ণন করিয়া এই মন্ত্রে উল্লিখিত পশুগণকে পূর্ব্বে ষষ্ঠমন্ত্রে কথিত বন্য ও গ্রাম্য পশু হইতে ভেদ দেখান হইয়াছে ॥ ৮ ॥

কণ্ডিকা—৯, মন্ত্র—১

তং যজ্ঞম্বর্হিষিপ্রৌক্ষন্পুরুষঞ্জাতমগ্রতঃ ॥

তেনদেবাঽঅয়জন্তসাধ্যাঽঋষয়শ্চয়ে ॥৯॥

ঋষ্যাদি—(১) ওঁ তংযজ্ঞমিত্যস্য নারায়ণঋষিঃ, নি চৃদার্য্যনুষ্টুপ্ ছন্দঃ, পুরুষো দেবতা, বিষ্ণুপূজনে বিনিয়োগঃ।

মন্ত্রার্থ—(অগ্রতঃ) সৃষ্টিরপূর্ব্বে (জাতম্) প্রকা অর্থাৎ পুরুষরূপ হইতে প্রাদুর্ভূত (তম্) সেই (যজ্ঞং) যজ্ঞ সাধনভূত (পুরুষম্) পুরুষকে (বর্হিষি) মানস যজ্ঞে (প্রৌক্ষন্ প্রোক্ষণাদি সংস্কার করিয়া (তেন) সেই পুরুষ দ্বারা (যে) যে (সাধ্যাঃ) সাধ্যগণ, (দেবাঃ) দেবগণ (চ) ও (ঋষয়ঃ ঋষিগণ অর্থাৎ সৃষ্টি সাধনযোগ্য প্রজাপতি ও তদনুকূল মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ (অয়জন্ত) মানসযজ্ঞে নিষ্পন্ন করেন ॥ ৯ ॥

সরলার্থ—সৃষ্টির পূর্ব্বে জাত বা সেই পুরুষ হইতে প্রাদুর্ভূত যাজ্ঞিকগণ যজ্ঞীয় কুশোপরি সেই যজ্ঞরূপী পুরুষের প্রসারিত প্রোক্ষণাদি সংস্কার মানসযজ্ঞে সাধন করেন। সেই যজ্ঞপুরুষের

দ্বারাই, অর্থাৎ সেই পুরুষ যজ্ঞেশ্বররূপে উদিত হওয়ায় সাধ্যগণ, দেবগণ এবং সৃষ্টিসাধনযোগ্য প্রজাপতিগণ ও তদনুকূল মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ যজ্ঞ করিতে সমর্থ হইয়াছেন ॥৯॥

বিবৃতি—মানসযজ্ঞে যজন কৃত হওয়ায় বিরাট্পুরুষ কান্ যূপকাষ্ঠে দেব-সাধ্য-ঋষিগণ কর্তৃক বন্ধিকৃত থাকিবেন? মহাত্মাগণের বাক্য এই যে, দৃঢ় বিশ্বাসরূপী স্তম্ভের সহিতই বিরাট্পুরুষের বন্ধন সম্ভব। ইহা সাধারণ যূপকাষ্ঠ নহে, পরন্তু অনাদি অনন্ত আত্মাতে দৃঢ়বদ্ধ আছে। ইহার অগ্রভাগ দ্যুলোক হইতেও উচ্চ। একবার এই বিরাট্পুরুষকে বিশ্বাস-স্তম্ভে বন্ধন করিতে পারিলে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় প্রাণিগণকে আয়ত্তাধীনে আনয়ন করা যায়। ইহার প্রকরণ সর্ব্বমেধ-প্রকরণে পাওয়া যায়। এই বিরাট্পুরুষ (ব্রহ্মা বা প্রজাপতি) আদিনারায়ণ বা ত্রিপাদ-পুরুষের নিমিত্ত উৎসর্গীকৃত হইয়া থাকেন। বিরাট্পুরুষ ব্রহ্মা ও ত্রিপাদ-পুরুষ আদি-নারায়ণের মধ্যে পার্থক্য এই যে, ত্রিপাদ-পুরুষ কারণশরীরী-প্রাকৃত-রূপ-গুণ-রহিত এবং চিন্ময়-নিত্য-অনন্তগুণ-নিখিলরূপের আধারস্বরূপ, আর বিরাট্-পুরুষ কার্য্যশরীরী মায়াস্পৃষ্ট সগুণ-সাকার বলিয়া কীর্ত্তিত। এই প্রকারে বিভিন্ন ভেদ আছে। যদ্যপি এই সম্বন্ধ নিরূপণ করা মানব-বিচারের বহির্ভূত বলিয়া সহজ-সাধ্য নয়, তথাপি এইরূপ বলা যাইতে পারে যে, যিনি সর্ব্বসম্বন্ধযুক্ত অর্থাৎ শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-মধুর-সম্বন্ধযুক্ত,

জীবাত্মার স্বরূপোদ্বোধনে শুদ্ধান্তঃকরণে অনুভবগম্য পরাৎপর আদি-নারায়ণ, তিনিই ত্রিপাদপুরুষ।

"মানস-যজ্ঞ-কৃত"—অর্থ এই যে, যে পর্য্যন্ত না দেবতাসকল যজ্ঞে যজ্ঞেশ্বরের নিকট বিরাট্‌পুরুষকে উৎসর্গ করিবার নিমিত্ত মানস-যজ্ঞে যজন করেন, সেই পর্য্যন্ত যজ্ঞ পূর্ণ হয় না, এবং উৎসর্গ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই সেই মানসযজ্ঞের পূর্ণাহুতি দেওয়া হয়। তাৎপর্য্য এই যে, জীবের মন হইতে যখন বিরাট্‌পুরুষ ত্যক্ত হন, তখনই সেই জীববিশেষ মুক্তির অধিকারী হইয়া ত্রিপাদ পুরুষকে লাভ করেন। এই বিষয়ে যতটা প্রবেশ করা যাইবে, ততই ইহার গূঢ় উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম হয়। সাধ্য, দেবতা ও ঋষিগণ এই মানস যজ্ঞের কর্ত্তা।

ব্রহ্মার শরীর হইতে উৎপন্ন প্রজাপতি মরীচি-আদি সৃষ্টি সাধনযোগ্যগণকেই এস্থলে 'সাধ্য' বলা হইয়াছে; আর যিনি বেদমন্ত্রসকল প্রত্যক্ষ করেন সেই মনোমাত্র শরীরী মুক্ত পুরুষই এই ক্ষেত্রে 'ঋষি' বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। এই সাধ্য, দেব ও ঋষিগণ ব্রহ্মার শরীর হইতে মনোমাত্র দেহ-ধারণ করিয়া তাঁহার সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা পূর্ণ করেন। সর্ব্বহুত বা বিরাট যজ্ঞ হইতে ইহাই সম্পাদিত হয়। বিরাট্‌পুরুষই এই জগতে স্থাবর জঙ্গমাদির সৃষ্টিকর্ত্তা। এইজন্য বেদে তিনি প্রজাপতি নামে অভিহিত। তিনি কতই না সৃষ্টি রচনা করেন! তজ্জন্য তিনি মন্ত্রদ্রষ্টা ও ঋষি বলিয়াও পরিচিত।

সাধ্য-ঋষিগণ আমাদের পিতা এবং ব্রহ্মা পিতামহ। এইভাবে সৃষ্টিকর্ত্তা যদ্যপি ব্রহ্মা, সাধ্যঋষিগণ, দেবগণ ও মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ ভেদে অনেক জানা যায়, তথাপি প্রকৃত প্রস্তাবে যাঁহা হইতে বিরাট্‌পুরুষ ব্রহ্মারও উৎপত্তি, সেই ত্রিপাদ-পুরুষ মহাবিষ্ণুই সকলের একমাত্র কর্ত্তা ও অধীশ্বর। যথা শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে —"একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়।" ঋগ্বেদের দশম মণ্ডল, ১২১ সূক্তে ও প্রথম মন্ত্রে এই বিষয় স্পষ্টিকৃত হইয়াছে—"হিরণ্য-গর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ।" ইহা হইতে কর্ত্তা একজনই প্রমাণিত হন। যদি বলা হয় যে, ইন্দ্র-চন্দ্রাদি অনেক দেবতাগণকেও তো বেদে ঈশ্বরতা দ্বারা স্তুতি করা হইয়াছে, তাহা হইলে সেই সন্দেহ বেদ স্বয়ংই দূর করিয়াছেন —যথা, "ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুঃ"—ঋগ্বেদ প্রথম মণ্ডল, ১০৬ সূত্র, তৃতীয় মন্ত্র। ঋগ্বেদ তৃতীয় মণ্ডল, ৫৩ সূত্র, অষ্টম মন্ত্রে আরও বলিয়াছেন—"রূপং রূপং মঘবা বোভবীতি"—অর্থাৎ তিনিই অনেক রূপ হন। ঋক্ তৃতীয় মণ্ডল, পঞ্চম সূত্র, চতুর্থ মন্ত্রে আছে—"মিত্রো অগ্নির্ভবতি।" "ত্বমগ্নে পুরুরূপঃ" (ঋক্ পঞ্চম মণ্ডল, অষ্টম সূত্র, পঞ্চম মন্ত্র); তথা ঋক্ দশম মণ্ডল, ১২৫ বর্গ, প্রথম মন্ত্র—"অহং রুদ্রেভিঃ সূক্ত"; যজুর্বেদ দ্বাত্রিংশ অধ্যায় প্রথম মন্ত্র—"তদেবাগ্নিস্তদাদিত্যঃ"—ইত্যাদি বহুস্থলে অনেক দেবতার নাম হইতে এক ঈশ্বরেরই বর্ণনা হইয়াছে। কার্য্যের নিমিত্ত সেই একই ঈশ্বর ভিন্ন ভিন্ন নামে নিরূপিত

হইয়াছেন। যদি প্রশ্ন হয় যে, অনেক বিধিদ্বারা নিরূপণ করিবার কারণ কি? তাহার উত্তর এই যে, সৃষ্টির সাধনযোগ্য পরম পুরুষ যাঁহাকে স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহাকে প্রজাপতি, বা বিরাট্ কহে। এই বিরাট্পুরুষ দ্বারা বিরাট্ যজ্ঞের বিস্তার হয়। যজ্ঞান্তে বিধাতার (ব্রহ্মার) ইচ্ছানুকূল সাধ্যঋষি (প্রজাপতিগণ), দেবতা ও মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি যাহা মানসে সঙ্কল্প করেন তাহা তৎক্ষণাৎই সম্পাদিত হয়। "আপ্নোতি স্বারাজ্যং"—এই শ্রুতি অনুসারে তাঁহারা ঈশ্বরের সান্নিধ্য প্রাপ্তিরূপ মুক্তিলাভ করিয়া ঈশ্বরের ন্যায়ই ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন হইয়া যান। "সর্ব্বে হ অস্মৈ দেবা বলিমাবহন্তি", তথা "তেষাং সর্বেষু লোকেষু কামাচারো ভবতি"—সকল দেব-ঋষি-সাধ্যগণ পরমেশ্বরকে উপহার প্রদান করেন এবং সর্ব্বলোকে তাঁহাদের যথেচ্ছ গতি লাভ হয়। তাঁহারা জগৎ কর্ত্তৃত্ব ব্যাপার ব্যতীত আর সমস্তই করিতে সমর্থ হন। ইহা ব্রহ্মসূত্র চতুর্থ অধ্যায়, চতুর্থ পাদ সপ্তদশ সূত্রের "জগদ্ব্যাপারবর্জ্জং প্রকরণাদসন্নিহিতত্বাৎ" বাকে বলা হইয়াছে। ইহার ভাষ্যে শ্রীশঙ্করাচার্য্যপাদ লিখিয়াছেন—"ঈশ্বরের সাযুজ্য-মুক্তি-প্রাপ্ত ব্যক্তি জগৎ সৃষ্টি করা শক্তি ব্যতীত আর সম্পূর্ণ অণিমাদি ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হন। জগতের ব্যাপার নিত্যসিদ্ধভাবে ভগবানেই আছে। এই কারণে উক্ত দেবগণ, সাধ্যগণ ও মহর্ষিগণ সকলেই বিধাতার নিয়মাধীনে থাকেন। একমাত্র হিরণ্যগর্ভই জগতের কর্ত্তা। রাজ-আজ্ঞায়

যেমন মন্ত্রী প্রভৃতি কর্ত্তৃত্ব প্রাপ্ত হইয়া রাজ্য পালন করেন, তদ্রূপ সেই বিধাতা পুরুষের ইচ্ছানুসারে কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করিয়া দেব-মহর্ষি-সাধ্যগণ সৃষ্টিকার্য্য সম্পাদন করেন। এই প্রজাপতিগণ কি প্রকারে ব্রহ্মার সান্নিধ্য লাভ করতঃ তাঁহার সমান বিভূতি ও ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন হন, তৎসম্বন্ধে কৌশীতকী উপনিষৎ বলেন—"তে তেষু ব্রহ্মলোকেষু পরাপরাবতো বসন্তি তস্মিন্ বসতি শাশ্বতীঃ সমাঃ সা যা ব্রহ্মণো জিতিঃ যা চ ব্যুষ্টিঃ তাং জিতিং তাং ব্যুষ্টিং ব্যশ্নুতে তদ্য এবৈতদ্ ব্রহ্মলোকং ব্রহ্মচর্য্যেণ অনুবিন্দন্তি"—অর্থাৎ যিনি জিতেন্দ্রিয় হইয়া মন্ত্রার্থ সহিত বেদপাঠাদি কার্য্য দ্বারা জীবন যাপন করিয়াছেন, তাঁহার ব্রহ্মলোক গমন হয়, ব্রহ্মার সমান আয়ুঃ লাভ করিয়া তিনি সেই ব্রহ্মলোকে নিবাস করেন ; ব্রহ্মার সমান উৎকর্ষতা ও ব্রহ্মার সমান ব্যাপ্তি লাভ করেন। তাৎপর্য্য এই যে, এবম্বিধ পুরুষ ভেদাভেদরূপে ব্রহ্মার শরীরে অবস্থান করেন। আবার সৃষ্টি রচনার সময় তৎকার্য্যে পারঙ্গত ও যোগ্য ব্রহ্মা সেই পুরুষকে স্বীয় শরীর হইতে পৃথক্ ভাবে প্রকাশ করেন। মানস-যজ্ঞ-যাজনকারী এই প্রকারের সাধ্য ও ঋষিগণের শরীর সম্বন্ধে প্রশ্ন এক হইতে পারে যে, সঙ্কল্প-সাধন মন তো ইঁহাদের আছেই, পরন্তু তাঁহাদের স্থূলশরীর ও বাহ্যেন্দ্রিয় সমূহও কি ঐ প্রকারে ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন ?

এই সম্বন্ধে শতপথব্রাহ্মণের চতুর্থ অধ্যায় চতুর্থ পাদ দশম সূত্রে 'অভাবং বাদরিরাহ হ্যেবম্' বাদরি আচার্য্য এরূপ বলেন—

ব্রহ্মলোকে স্থুল শরীর ও ইন্দ্রিয় বিনা কেবল মনের দ্বারাই ভোগ সাধন হয়—ব্রহ্মলোকের ঐশ্বর্য্য মনের দ্বারা অনুভব করিয়া রমণ করে। এই শ্রুতি অনুসারে ব্রহ্মলোক-প্রাপ্ত পুরুষের শরীর ও ইন্দ্রিয় নাই প্রমাণিত হয়; অর্থাৎ তাঁহার শরীর মনোময় মাত্র। কিন্তু এতদ্ সম্বন্ধে জৈমিনি বলেন—ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তিরূপ মুক্তিতে মনোময় দেহে ইন্দ্রিয়গণসহ স্থূলশরীরের ভাবও বিদ্যমান আছে; কেননা, শ্রুতিতে নানাবিধ ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। যথা ছান্দোগ্যে—"স একধা ভবতি ত্রিধা ভবতি পঞ্চধা ভবতি"—ইতি। অর্থাৎ ব্রহ্মলোকবাসী মুক্ত পুরুষ এক, তিন, পাঁচ, ইত্যাদি ভাবে সহস্র সহস্র রূপ ধারণ করিতে সমর্থ। এতদ্দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে তাঁহার শরীর, ইন্দ্রিয়, মন তিনই বর্ত্তমান আছে। এই আপাত বিরুদ্ধ মত শ্রুতিতে বাদরায়ণ-ব্যাসদেব মীমাংসা করিয়াছেন—"দ্বাদশাহবদুভয়বিধং বাদরায়ণোঽতঃ"—যেখানে দুই প্রকা[র] শ্রুতি পাওয়া যাইবে, তথায় বিকল্প মানিতে হইবে; যেমন একই দ্বাদশাহযজ্ঞ-সম্বন্ধে দুই প্রকার শ্রুতি 'সত্র' ও 'অহীন' বলিয়াছেন, সেই প্রকার ব্রহ্মলোক-প্রাপ্ত মুক্ত পুরুষ মনোমা[য়] শরীরী এবং ইচ্ছা করিলে মন-ইন্দ্রিয়-স্থূল-শরীর যুক্তও হইতে পারেন। তাঁহার সঙ্কল্প মাত্র হইতেই এতৎ সমস্ত সাধিত হইয়া যায়। এই বিচারানুসারে দেবতা, সাধ্য এবং ঋষিগণ প্রজাপতির রূপ-বিশিষ্ট।

বিধাতার ইচ্ছায় ইঁহাদের হৃদয়ে সম্পূর্ণ বেদ-মন্ত্র সকলের আবির্ভাব হয় বলিয়া এই ঋষিগণকে মন্ত্রদ্রষ্টা বলা হয়। তাঁহারা ব্রহ্মারই নিয়মে নিয়ম্য এবং তাঁহাদের ইচ্ছাও ব্রহ্মার ইচ্ছা হইতে অভিন্ন। ব্রহ্মার হৃদয় হইতে যখন ইঁহাদের মানসপটে বেদমন্ত্র প্রকটিত হন তখন তাঁহারা মন্ত্র প্রত্যক্ষ করিয়া মানসযজ্ঞে ব্রহ্মার পরিতৃপ্তি বিধান করেন এবং ব্রহ্মাও সেই সময় যথোক্ত সমুদায় মন্ত্র প্রকটনের সহিত তাঁহাদিগকে উপদেশ করেন। ঋষিগণ সঙ্কল্প-শরীর ধারণ করতঃ সেই প্রাপ্ত বেদ-মন্ত্র পুনরায় অপরাপর মহর্ষি বা মুনিগণকে উপদেশ করেন। এই প্রকারে গুরুপরম্পরায় তাহা জগতে ব্যাপ্ত হয়। গুরুমুখ-নিঃসৃত বেদ-মন্ত্র শ্রবণ করিয়া শিষ্য পুনরায় তাঁহার শিষ্যকে সেই মন্ত্রোপদেশ করেন। ইহাকে 'শ্রুতি' কহে অর্থাৎ পরম্পরা হইতে শ্রুত, এবং এই পরম্পরা পন্থাকে শ্রৌত-পথ কহে। এই জন্যই বেদশাস্ত্রকে অপৌরুষেয় ও নিত্য বলা হয়; বেদ অনাদি-সিদ্ধ ব্রহ্ম-বাণী।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, বেদ যদি অনাদি-সিদ্ধ নিত্য ব্রহ্ম-বাণী হইবে, তাহা হইলে ইহাতে বহু ঋষির নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় কেন? যথা ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডল, ১০৫ সূত্র, ১৭ মন্ত্রে—"ত্রিতঃকূপে বহিতো দেবান্ হবত উতয়ে," অথবা যজুর্বেদ একবিংশ অধ্যায় একষষ্টি মন্ত্রে—"ত্বামদ্যঋষ আর্ষেয় ঋষীণাং নপাৎ," অথবা যজুর্বেদ—'ত্র্যায়ুষং জমদগ্নেঃ কশ্যপস্য

ত্র্যায়ুষম্," কিম্বা অথর্ব্ববেদে সপ্তঋষির নাম এবং ঋগ্বেদে বৃহদুক্থ ঋষির পুত্রকে উপদেশ দেওয়া সম্বন্ধে উল্লিখিত আছে। অতএব এই সকল কথার পশ্চাতে বেদ-প্রণয়ন হওয়াই উচিত। তদুত্তর এই যে, যদ্যপি এই প্রকার দৃষ্ট হয়, তাহা হইলেও বেদের অপৌরুষেয়ত্বে কোন দোষ স্পর্শ করে না। মনুষ্যের রচনা অর্থ দেখিয়া হয়, আর ঈশ্বরের জ্ঞান ত্রিকালে একই প্রকা[র] থাকে, তাহার ব্যতিক্রম হয় না। কারণ ভগবজ্জ্ঞান দেশ-কাল-পাত্রাধীন নহে। বেদে যাহা লেখা আছে, তাহা যদি তদ্রূপ না-ই হইয়া থাকে, তবে ভবিষ্যতে হইবে বুঝিতে হইবে, কেননা ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান সমস্তই বেদ হইতে জানা যায়। ভগবানের স্বরূপাভিন্ন অদ্বয়জ্ঞান হইতেই ত্রিকালের উৎপত্তি। দ্বিতীয়তঃ, বেদের শব্দসকল দর্শন করিয়াই ব্রহ্মা তদনুসারে অন্য সকলের নাম-করণ করিয়াছেন—এই শেষোক্ত শব্দ পূর্ব্বোক্ত শব্দের অর্থসহিত সংযুক্ত। তৃতীয়তঃ, বেদের কথা, ইতিহাস ও নাম সমূহ আধ্যাত্মিক। হিতোপদেশ করিবার জন্য ঋষিগণের নাম আধ্যাত্মিকভাবেও গ্রহণ করিয়া মনুষ্য-জগতে উপদেশ করিয়াছেন। এতদ্ সম্বন্ধে জৈমিনি তদীয় মীমাংসাতে ও শবর মুনি স্বীয় ভাষ্যমধ্যে ব্যক্ত করিয়াছেন। যথা জৈমিনি প্রথম পাদ, পঞ্চম সূত্র—"পরং শ্রুতিসামান্যমাত্রম্" "যৎপরং ববরাদিকং তচ্ছব্দসামান্যমেব ন তু মনুষ্যো ববরনামকোঽত্র বিবক্ষিতঃ ববরধ্বনিযুক্তস্য প্রবহণ-

স্বভাবস্য বায়োরত্র বক্তুং শক্যত্বাৎ" অর্থাৎ বেদে যেখানে "ববরঃ প্রাবাহনিরকাময়ত" প্রবাহণগোত্রোৎপন্ন ববরনামা ব্রাহ্মণ এই প্রকার ইচ্ছা করিয়াছিলেন—এই প্রকার অর্থ মনুষ্য স্বীয় সংস্কারানুরূপ করিয়া থাকেন। কিন্তু বিচার করিলে এইরূপ অর্থ হয়—"ববরধ্বনিযুক্তস্য প্রবহণস্বভাবস্য বায়োরত্র" অর্থাৎ প্রবহণস্বভাব বায়ুর অর্থ হয়। সিদ্ধান্তশিরোমণির গোলাধ্যায়ের বাসনাধ্যায়ে সপ্তবিধ বায়ুর উল্লেখ আছে—যথা আবহ, প্রবহ, উদ্বহ, সংবহ, সুবহ, বাহ্য, পরাবহ। অতএব মন্ত্রব্রাহ্মণাত্মক বেদে ইতিহাস, আধ্যাত্মিক উপদেশ ও ঈশ্বরের ত্রিকালজ্ঞান উপদেশ করা রীতি অনুযায়ী বলা হইয়াছে। অধিকন্তু বেদ স্বয়ংই এই বিষয়ের বিশদ মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডল, ১০৫ সূক্তের প্রথম মন্ত্রে—"অহং সোস্মি", 'দীর্ঘতমা' ইত্যাদির ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য ; ঋগ্বেদ প্রথম মণ্ডল, দ্বাদশ সূক্তের প্রথম মন্ত্র হইতে বিদিত হওয়া যায় যে, বেদ নিত্য ব্রহ্ম হইতেই আবির্ভূত—বেদের আর কেহই রচয়িতা নাই।

বিশেষ বিস্তার না করিয়া সংক্ষেপে এই বলা যায় যে, সাধ্য, দেবগণ ও মন্ত্রদ্রষ্টা-ঋষি ব্রহ্মার শরীরেই বিদ্যমান। ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে প্রকাশিত করেন এবং তাঁহারা ব্রহ্মার যজনদ্বারা ত্রিলোকীর রচনা করেন। ব্রহ্মালোকবাসী মুক্তপুরুষগণ ব্রহ্মার সহিত মুক্ত হন। যজ্ঞবিনা এই সৃষ্টি-রচনা অসম্ভব। যে সময় বাহ্য সামগ্রী ছিল না, সেই সময় দেবতা ও সাধ্য তথা

ঋষিগণ প্রথম মানসযজ্ঞ করিয়া সৃষ্টির উৎপত্তি করেন এবং তাঁহাদের সিদ্ধসঙ্কল্প বর্ণন করেন। যথা ছান্দোগ্যে—"স যদি পিতৃলোককামো ভবতি, সঙ্কল্পাদেবাস্য পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি"—তিনি (সিদ্ধ-সংকল্প মুক্তপুরুষ) যাহা যেমন ইচ্ছা করেন, তাঁহার নিকট তাহা তদ্রূপই উপস্থিত হয়; পিতৃলোক কামনা করা মাত্রেই পিতৃলোক উপস্থিত হয়। "সঙ্কল্পাদেব তু তচ্ছ্রুতেঃ' (শতপথ ৪র্থ অধ্যায়, ৪র্থ পাদ, ৮ম মন্ত্র)—ব্যাসসূত্রে শ্রীশঙ্কর-স্বামী ইহার বিশেষরূপে ভাষ্য লিখিয়াছেন।

এইপ্রকারে সাধ্যগণ, দেবগণ ও ঋষিগণ মনোমাত্রশরীর দ্বারা মানসযজ্ঞ সম্পাদন করতঃ পূর্ব্বকথিত সৃষ্টিক্ষমতা ব্যতীত আর যাবতীয় সামর্থ্য অর্জ্জন করেন। এই কারণে সৃষ্টিরচনার্থ তাঁহারা ব্রহ্মার যজন করেন এবং তাঁহার আহুতিদ্বারা যজ্ঞ পূর্ণ হইলে যজ্ঞপুরুষ স্বয়ংই সৃষ্টি রচনা করেন। সৃষ্টিরচনার ক্ষমতা কেবল ঈশ্বরেরই হাতে আছে। এইজন্য তাঁহার যজ্ঞ করিতেই হইবে এবং যজ্ঞপুরুষ হইতে সৃষ্টির উৎপত্তি হয় এই কারণে ঋষিগণ বেদমন্ত্রসকল মনোময় শরীরের দ্বারা প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াও প্রকাশ করিতে সমর্থ হন নাই—যজ্ঞপুরুষের দ্বারাই প্রকাশ করাইয়াছেন ॥৯॥

কণ্ডিকা—১০, মন্ত্র—১

যত্পুরুষংব্ব্যদধুঃকতিধাব্ব্যকল্পয়ন্ *॥
মুখঙ্কিমস্যাসীত্কিম্বাহূকিমূরূপাদাऽউচ্চেতে॥১০॥

ঋষ্যাদি—(১) ওঁ যৎপুরুষমিত্যস্য নারায়ণঋষিঃ, নিচৃ্য্যনুষ্টুপ্ছন্দঃ, পুরুষো দেবতা, বিষ্ণুপূজনে বিনিয়োগঃ ॥১০॥

মন্ত্রার্থ—প্রশ্নোত্তররূপে ব্রাহ্মণাদি জাতির সৃষ্টির কথা এই মন্ত্রে বলা হইয়াছে। প্রজাপতির প্রাণরূপ দেবতা, সাধ্য ও ঋষিগণ (যৎ) যে সময় (পুরুষং) বিরাট্ পুরুষকে (ব্যদধুঃ) সঙ্কল্পদ্বারা প্রকট করেন, সেই সময় (কতিধা) কতই প্রকারে (ব্যকল্পয়ন্) কল্পনা করতঃ অর্থাৎ পূর্ণ করিতে করিতে (অস্য)

---

* বেদে প্রায়শঃই 'আবির্ভাব' স্থলে 'উৎপত্তি', এবং 'উৎপত্তি' স্থলে 'কল্পনা' শব্দ ব্যবহার আছে। ইহার গূঢ় তাৎপর্য্য এই যে, 'উৎপত্তি' কদাচিৎ মায়াদ্বারা কল্পিত—সত্য নহে। এই নিমিত্ত কল্পনায় 'ক্লৃপ্' ধাতুর প্রয়োগ করা হইয়াছে। আর, 'আবির্ভাব' সত্যবস্তুর হয়, উহা কল্পনা নয়, বুঝিতে হইবে। এই জন্যই 'আবির্ভাব' স্থলে 'উৎপত্তি' শব্দের ব্যবহার বেদে দৃষ্ট হয়। কল্পিত বস্তু মায়া-প্রসূত জগতে, আর আবির্ভাব বা উৎপত্তি বাস্তবসত্য বস্তু ভগবান্ হইতে। এই প্রয়োজনীয় কথা বেদপাঠকালে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক।

এই পুরুষের (মুখম্) মুখ (কিম্) কি (আসীৎ) হইল, (কিম্) কি (বাহূ) ভুজদ্বয়, (ঊরূ) জঙ্ঘা, (পাদৌ) চরণদ্বয় (উচ্যেতে) কথিত হইয়াছে ? ॥ ১০ ॥

সরলার্থ—যে সময় মন্ত্রদ্রষ্টা দেবতা, সাধ্য ও ঋষিগণ বিরাট্‌পুরুষকে মানসযজ্ঞে যাজন করেন, তখন তাঁহার পূর্ণত্ব প্রকাশের জন্য কত প্রকারে তাঁহারা তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কল্পনা করিয়াছিলেন ? অর্থাৎ সেই বিরাট্‌রূপের কল্পনা কিরূপ ? কাহাকে ইহার মুখ, বাহু, ঊরু ও চরণ বলা হয় ? ॥ ১০ ॥

বিবৃতি—দেবগণ সৃষ্টির নিমিত্ত মানসযজ্ঞ বিস্তার পূর্ব্বক যে সময় স্বীয় অমোঘ সঙ্কল্পদ্বারা বিরাট্ পুরুষের বিরাট্ শরীর সৃজন করেন, সেই সময় সেই বিরাট্ কোন্ কোন্ প্রকারে পূর্ণ হইয়াছিলেন ? কি পদার্থই বা তাঁহার মুখ-বাহু-ঊরু-চরণ ?

বিরাট্ সৃষ্টির মধ্যে দুই অংশ আছে। প্রথমতঃ বিরাট্‌পুরুষের উৎপত্তি ; দ্বিতীয়তঃ বিরাট্‌পুরুষের বিরাট্‌রূপে উৎপত্তি। দেবযোনি হইতে আরম্ভ করিয়া কৃমিকীটপর্য্যন্ত যাবতীয় জীবকুলের স্থূলশরীর একত্র করিয়া বিরাট্-রূপে কল্পনা। বেদান্তে এই নিমিত্ত বিরাট্‌পুরুষকে সমষ্টি-চৈতন্য এবং জীবপুরুষকে ব্যষ্টি-চৈতন্য বলা হয়। ইহা বিরাট্‌পুরুষের আবির্ভাব "ততো বিরাডজায়ত"-মন্ত্রে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ; পূর্ব্ব-মন্ত্রের বর্ণনও অতি বিচিত্র। প্রথমে বিরাট্‌পুরুষের প্রত্যেক অঙ্গ বর্ণন

করতঃ পরে সকল জগতের সৃষ্টি সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে। লোক-শিক্ষার্থে বেদপুরুষ স্বয়ংই প্রশ্নকর্ত্তা ও তাহার উত্তরদাতা।

মন্ত্রের প্রথমার্দ্ধে সামান্যতঃ এবং উত্তরার্দ্ধে বিশেষরূপে চতুঃ প্রশ্ন আছে। প্রথমার্দ্ধের উত্তর দ্বাদশ মন্ত্রে এবং উত্তরার্দ্ধের চতুঃপ্রশ্নের বিশেষ উত্তর একাদশ মন্ত্রে দেওয়া হইয়াছে। বিরাট্ পুরুষ কত প্রকারে পূর্ণ? ইহা জিজ্ঞাসার সঙ্কেত মাত্র। সমষ্টি-চৈতন্য বিরাট্পুরুষের বদ্ধ-জীবসদৃশ স্থূল-সূক্ষ্ম-শরীর নাই। দেবগণ মানসযজ্ঞে তাঁহার পশুত্ব কল্পনা করিয়াছেন; অভিমান বিনা পশুভাব সিদ্ধ হয় না; অভিমান বিনা লিঙ্গশরীর সম্ভবে না; লিঙ্গশরীর না থাকিলে স্থূলশরীরের অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। সুতরাং বিরাট্ পুরুষে পশুকল্পনা করিতে এই সকলই আবশ্যক—অর্থাৎ স্থূল-সূক্ষ্ম-শরীরের অভিমান সমস্তই প্রয়োজন। এই প্রকারে মানসযজ্ঞে যজনার্থ কল্পনা রূপক কথিতা হয়। বিরাট্ কত প্রকার হইতে পূর্ণ?—ইহার মর্ম্মে পশুকল্পনা করিতে হইলে লিঙ্গশরীর ও স্থূল-শরীরের আবশ্যকতা আছে; এইজন্য, উহার অভিমান সম্পাদনার্থ কোন কোন বস্তুর লিঙ্গশরীর এবং কোন কোন বস্তুর স্থূলশরীর ভাবনা করা হয়। দেবতাগণের ভাবনা বা কল্পনাদ্বারা উৎপন্ন পদার্থের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা তত্তদ্রূপ বস্তুর আকার ধারণ করিয়াছে,—দেবতাগণ ভাবনা করিলেন যে, বিরাট্ পুরুষের মন চন্দ্রমা হউক, আর তন্মুহূর্ত্তেই মনের

অধিষ্ঠাত্রী দেবতা চন্দ্রমা হইল; সূর্য্য চক্ষু হউক, আর সেই কল্পনার সঙ্গে সঙ্গেই বিরাটের চক্ষুর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সূর্য্য-স্বরূপ হইল। দেবগণ, ঋষিগণ ও সাধ্যগণ সিদ্ধ-সঙ্কল্প, সুতরাং তাঁহাদের কল্পনা অমোঘ ও বিচিত্র। এই ভাবে তাঁহারা যেরূপ কল্পনা করিলেন বিরাট্ ও তদ্রূপই হইলেন।

জগতের বদ্ধজীব আমরা, আমাদের মানসযজ্ঞেও রূপ-কল্পনা চাই। চিত্ত যতই শুদ্ধ হইবে, ফলও তদনুরূপ অবশ্যই সিদ্ধ হইবে। কিন্তু বদ্ধজীবের কল্পিত পদার্থ কখনও তাহা অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে পরিণত হয় না। এখানেই সত্যসঃ দেবগণের ও বদ্ধজীবকুলের মানসযজ্ঞের তারতম্য।

স্থূলশরীরে শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা, নাসিকা—এই প জ্ঞানেন্দ্রিয়; বাক্, পাদ, পাণি, পায়ু ও উপস্থ—এই প কর্ম্মেন্দ্রিয়; প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান—এই পঞ্চ প্রাণ প্রাণের স্থান হৃদয়ে, অপানের স্থান গুহ্যে, সমানের স্থান নাভি দেশে, উদানের স্থান কণ্ঠকূপে, ও ব্যানের স্থান সমগ্র শরীরে অর্থাৎ সমস্ত ত্বকের নিম্নভাগে। এই যাবতীয় জ্ঞান-কর্ম্মেন্দ্রিয়ে অধ্যক্ষ মন এবং তাহাদিগের নেতা হইল বুদ্ধি। এই সপ্তদশ ইন্দ্রিয় (পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ, মন ও বুদ্ধি) একত্রে লিঙ্গশরীর হয়। প্রথম সাধারণ প্রশ্ন এই সপ্তদশ বস্তু সম্বন্ধে এবং বিশেষ প্রশ্ন স্থূলশরীরের প্রধান অংশচতুষ্টয় সম্বন্ধে গ্রহণ করা হইয়াছে॥ ১০॥

শুক্ল যজুর্বেদীয় পাঠের "কিং বাহূ কিমূরূ" স্থানে ঋগ্বেদে "কৌ বাহূ কা উরূ" পাঠ আছে ॥ ১০ ॥

কণ্ডিকা—১১, মন্ত্র—১

ব্রাহ্মণোঽস্যমুখমাসীদ্বাহুরাজন্যঃ কৃতঃ ॥

উরূতদস্যযদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোঽঅজায়ত ॥১১॥

ঋষ্যাদি—(১) ওঁ ব্রাহ্মণোস্যেত্যস্য নারায়ণঋষিঃ, নিচৃদার্ষ্যনুষ্টুপ্ ছন্দঃ, পুরুষো দেবতা, বিষ্ণুপূজনে বিনিয়োগঃ ॥১১॥

মন্ত্রার্থ—(ব্রাহ্মণঃ) ব্রাহ্মণত্ব-জাতিবিশিষ্ট পুরুষ (অস্য) এই প্রজাপতির (মুখম্) মুখ (আসীৎ) হইল অর্থাৎ মুখ হইতে উৎপন্ন হইল; (রাজন্যঃ) ক্ষত্রিয়ত্ব-জাতিবিশিষ্ট পুরুষ (বাহূকৃতঃ) বাহুরূপে নিষ্পাদিত হইল অর্থাৎ ভুজদ্বয় হইতে প্রকট হইল; (অস্য) ইঁহার (যৎ) যে (উরূ) জঙ্ঘাদ্বয় (তৎ) তাহা (বৈশ্যঃ) বৈশ্য-জাতি হইল অর্থাৎ তাঁহার উরু হইতে বৈশ্য-জাতির উদয় হইল; (পদ্ভ্যাম্) পদদ্বয় হইতে (শূদ্রঃ) শূদ্র-জাতি বিশিষ্ট পুরুষ (অজায়ত) উৎপন্ন হইল।

ব্রহ্মার মুখাদি হইতে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যাদির উৎপত্তি সম্বন্ধে কৃষ্ণ-যজুর্বেদের সপ্তম কাণ্ডে এইরূপ স্পষ্টভাষায় লিখিত হইয়াছে—'স মুখতস্ত্রিবৃতং নিরমিমীত", তথা 'তিস্মিন্ত্রিবস্তুবতে ব্রহ্মাসৃজাত।" এতৎ সম্বন্ধে সায়ণাচার্য্য ও মহীধর যে টীকা করিয়াছেন তদনুযায়ীই নিম্নে ইহার বিবৃতি করা হইল। গৌড়ীয়-সিদ্ধান্ত ইহা হইতে কিছু ভিন্ন বিধায় তাহাও এতৎ-প্রসঙ্গে দেওয়া হইল ॥১১॥

সরলার্থ—ঋষিগণ ব্রাহ্মণকে বিরাট্ পুরুষের মুখ, ক্ষত্রিয়কে বাহু কল্পনা করিয়াছিলেন; বৈশ্যগণ তাঁহার উরু এবং তাঁহার পদদ্বয় হইতে শূদ্র উৎপন্ন হইল ॥১১॥

অথবা

ব্রহ্মার মুখ হইতে (যে চতুর্ম্মুখে বেদ সর্ব্বপ্রথম চতুঃসনের নিকট কীর্ত্তন করেন) ব্রাহ্মণজাতি, তাঁহার ভুজবল হইতে ক্ষত্রিয়জাতি, তাঁহার উরু হইতে বৈশ্যজাতি এবং চরণকমল হইতে শূদ্রজাতির উদ্ভব হয় ॥১১॥

বিবৃতি—পুরুষসূক্তের রচনা অদ্ভুত। চতুর্ব্বেদেই এই পুরুষসূক্ত একদিকে পুরুষমেধযজ্ঞ এবং অপর দিকে সৃষ্টির বর্ণনা করিয়াছে। এতন্নিবন্ধন উভয় বিধানই ইহাতে প্রত্যক্ষরূপে লক্ষিত হয়। ত্রিংশ অধ্যায়ের পঞ্চম মন্ত্র হইতে অধ্যায়ের অন্তঃপর্য্যন্ত সম্পূর্ণ জাতি সমূহের বর্ণন এবং যাবতীয় পুরুষ

জাতিই এই পুরুষমেধের অঙ্গে অবস্থিত আছে। বিরাট্ রূপে পূজিত হইয়া প্রজাপতির অঙ্গের কল্পনা হয়। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ তাঁহার মুখস্বরূপ, ক্ষত্রিয় তাঁহার ভুজরূপ, বৈশ্য তাঁহার উরুরূপ এবং শূদ্র তাঁহার চরণস্বরূপ; অথবা, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র ক্রমান্বয়ে বিরাটের মুখ-ভুজ-উরু-পাদ হইতে উৎপন্ন; অথবা, ব্রাহ্মণ মুখের অধিষ্ঠাতৃ, ক্ষত্রিয় ভুজের অধিষ্ঠাতৃ, বৈশ্য উরুর অধিষ্ঠাতৃ এবং শূদ্র চরণের অধিষ্ঠাতৃ; অর্থাৎ মানসযজ্ঞে দেবগণ গুণাতীত-পুরুষরূপ ভিত্তি হইতে বিরাট্ পুরুষরূপ চিত্র দর্শন করিয়া এবং তাঁহার চতুরঙ্গ হইতে ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণের প্রাদুর্ভাব দেখিয়া বর্ণরূপে তাঁহাদের বিস্তার করেন। হিরণ্যগর্ভের লিঙ্গ-রীর পূর্ব্বে বলা হইয়াছে; এই মন্ত্রে চতুর্ব্বর্ণদ্বারা বিরাটের লদেহের বর্ণনা হইয়াছে।

ব্রাহ্মণগণের সৃষ্টি ব্রহ্মতেজযুক্ত। তেজকে অগ্নিও বলে; ইজন্য ব্রাহ্মণ ও অগ্নি ব্রহ্মার মুখ হইতেই হইয়াছে। যথা—মুখাদগ্নিরজায়ত"—মুখ হইতে অগ্নি হইয়াছে। এই সম্বন্ধে রের মন্ত্রে আলোচনা দ্রষ্টব্য।

ক্ষত্রিয়ত্বতেজ ব্রহ্মার ভুজাস্বরূপ; সুতরাং তাহাহইতে ক্ষত্রিয়। এই প্রকারে ব্যবসায় ও সেবকত্ব তাঁহার উরু ও চরণে স্থিত বলিয়া তাহা হইতে শেষ দুই বর্ণের উদ্ভব। অতএব বিচার করিতে হইবে যে, পুরুষমেধ হইতেই ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণ প্রকটিত। এতদ্দ্বারা ইহাতে কর্ম্মপরত্ব প্রমাণিত হয় নাই।

পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মানুষ্ঠান হইতে যে প্রকারে ব্রহ্মা মহর্ষিগণকে উৎপন্ন করেন, সেই প্রকারে প্রলয়ের পূর্ব্বে পূর্ব্বোপার্জ্জিত কর্ম্ম যাঁহার ব্রাহ্মণের ন্যায় ছিল, তিনি ব্রাহ্মণ হইয়া জন্ম-গ্রহণ করিলেন; যাঁহার কর্ম্ম ক্ষত্রিয় হইবার যোগ্য ছিল, তিনি ক্ষত্রিয় বংশে জন্মিলেন; ইত্যাদি ভাবে বিভিন্ন জাতির উদয় হইল। যদি প্রশ্ন হয় যে, প্রথমেই কর্ম্মানুসারে বিভিন্ন জাতি কি প্রকারে হইল? তদুত্তর এই যে, সৃষ্টির আদিতে মানবজাতি, পশু-জাতি, পক্ষী-জাতি প্রভৃতির উদয় হয়। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত খণ্ড-প্রলয়ের পরই প্রযোজ্য, মহা-প্রলয়ের পর নহে।

বেদোক্ত পুরুষসূক্তের এই মন্ত্র বিচার করিলে স্পষ্টীকৃত হ যে, ব্রাহ্মণাদির উৎপত্তি জাতিপরত্বই—স্বীয় কর্ম্ম ও গুণানুসা জীবের পরবর্ত্তী জীবনে তত্তৎ জাতির বংশে জন্ম গ্রহণ হয় সৃষ্টির আদিতে যদি ব্রাহ্মণাদি কর্ম্মপরত্বেই হইত, তাহা হই বিরাট্‌পুরুষ হইতে ব্রাহ্মণত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব, বৈশ্যত্ব ও শূদ্রত্ব ইত্যা গুণ-কর্ম্মের উদয় হইল—এইরূপই বেদ লিখিতেন। কি তাহা না বলিয়া পরিস্ফুট ভাষায় ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র এ বর্ণচতুষ্টয়ের উৎপত্তি উল্লিখিত হইয়াছে।

যদি প্রশ্ন হয় যে প্রথম তিনের উৎপত্তি সম্বন্ধে তো পঞ্চমী বিভক্তি প্রয়োগ হয় নাই, কেবল মাত্র "পদ্ভ্যাম্"-পদেই পঞ্চমী বিভক্তি দেখা যায়, তবে তাহার উত্তর এই যে, পুরুষমেধে, প্রজাপতি বিরাটের অঙ্গ-কল্পনা করিতে যাইয়াই প্রথমা বিভক্তির

নির্দ্দেশ হইয়া সৃষ্টি-রচনায় ব্রাহ্মণাদি যে সেই বিরাট্ হইতেই প্রকটিত এই অর্থ স্পষ্ট দেখাইবার জন্য চতুর্থপদে পঞ্চমী বিভক্তির প্রয়োগ হইয়াছে। কেহ কেহ তর্ক বৃদ্ধি করিবার জন্য বলেন যে, চতুর্থপদে মাত্র পঞ্চমী বিভক্তি থাকায় কেবল শূদ্রের উৎপত্তিই বিরাটের চরণদ্বয় হইতে হইয়াছে স্বীকার করা যায়; কিন্তু অন্য তিন পদে প্রথমা বিভক্তি থাকা বিধায় তাহার ঐরূপ অর্থ করা যায় না। ইহার উত্তর এই প্রকার যুক্তি সঙ্গত হইবে যে, এই পুরুষসূক্তে প্রায় সমগ্র বিশ্বের উৎপত্তি পুরুষমেধ হইতে হইয়াছে বলিয়া বর্ণিত আছে। সূর্য্য-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্রাদি, অরণ্য ও গ্রাম্য পশুসকল, ভূলোক-দ্যুলোক-অন্তরিক্ষ আর আর যাহা বিরাটের যে অঙ্গ হইতে হইয়াছে, তাহা সমস্তই বর্ণিত হইয়াছে। তবে যদি তিনবর্ণ মনের কল্পনা মাত্র হয়, তাহা হইলে এই বর্ণত্রয় কোথায় হইতে আসিল? স্বতঃ হইয়া থাকিলে ঈশ্বরত্বে ভেদ উপস্থিত হয়। এতদ্ব্যতীত ঈশ্বর দ্বারা এই চতুর্বর্ণের প্রকটন সম্বন্ধে বেদ-প্রমাণ রহিয়াছে, যথা—যজুর্বেদ ১৪ অধ্যায়ের ২৮—৩০ মন্ত্র। এই মন্ত্রে কোন্ অঙ্গ হইতে কোন্ জাতির উৎপত্তি তাহা স্পষ্টই বর্ণিত আছে। পুনরায়, কৃষ্ণযজুর্বেদের সপ্তম কাণ্ডে ব্রাহ্মণাদির উৎপত্তি বিষয়ে স্পষ্ট পঞ্চমী বিভক্তির প্রয়োগ আছে। সুতরাং ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র বিরাটের যথাক্রমে মুখ-বাহু-উরু-চরণ হইতেই যে উৎপন্ন হইয়াছে

এতদ্ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। যদি ব্রাহ্মণাদি পশ্চাৎ প্রকট হইত, তাহা হইলে এই সৃষ্টির প্রথমে বিরাট হইতে মনুষ্যজাতি উৎপন্ন হইল বলিয়াই কীর্ত্তিত হইত। পৃথক্ ও স্বচ্ছ ভাবে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র বলিবার কি প্রয়োজন ছিল? সংস্কারযুক্ত ব্রাহ্মণাদি জাতি তাঁহা হইতেই প্রকটিত হইয়াছে। অতএব এই চতুর্বর্ণ জাতিবাচক, কর্ম্মবাচক নয়।

এই সম্বন্ধে অন্যান্য শাস্ত্রেরও প্রমাণ আছে। তদ্দারা স্পষ্টিকৃত হয় যে, ইহা জাতিপরক এবং বিরাটের অঙ্গ হইতেই উৎপন্ন। যথা—

"লোকানাং তু বিবৃদ্ধ্যর্থং মুখবাহূরুপাদতঃ।
ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রঞ্চ নিরবর্ত্তয়ৎ॥"

—মনুস্মৃতি অঃ ১, শ্লোঃ ৩

লোক সকলের বৃদ্ধির নিমিত্ত মুখ-বাহু-উরু-চরণ হইতে তিনি চারি বর্ণের রচনা করেন। এখানে সকলের এক এক সমাস করিয়া পঞ্চমী বিভক্তি প্রত্যেক পদের সহিত নিরূপণ করা হইয়াছে। সৃষ্টি রচনায় যখন পঞ্চমী বিভক্তি আছে, তখন মন্ত্রের তাৎপর্য্য যথাযোগ্য গ্রহণ করাই বিধিসঙ্গত। মনু অন্য বলিয়াছেন—

"বৈদিকৈঃ কর্ম্মভিঃ পুণ্যৈর্নিষেকাদির্দ্বিজন্মনাম্।
কার্য্যঃ শরীরসংস্কারঃ পাবনঃ প্রেত্য চেহ চ ॥২৬॥"

"নামধেয়ং দশম্যাং তু দ্বাদশ্যাং বাস্য কারয়েৎ।
পুণ্যে তিথৌ মুহূর্ত্তে বা নক্ষত্রে বা গুণান্বিতে ॥৩০॥
শর্ম্মবদ্ব্রাহ্মণস্য স্যাদ্রাজ্ঞো রক্ষাসমন্বিতম্।
বৈশ্যস্য পুষ্টিসংযুক্তং শূদ্রস্য প্রেষ্যসংযুতম্ ॥৩২॥"

—মনু, অধ্যায় ২

"শর্ম্ম ব্রাহ্মণস্য, বর্ম্ম ক্ষত্রিয়স্য, গুপ্তেতি বৈশ্যস্য ॥"

—আশ্বলায়ন

পবিত্র বৈদিক-কর্ম্মাদি দ্বারা ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণের সংস্কার করিতে হইবে। এই বিধি পবিত্র, পাপ-নাশক এবং উভয় লোকে পবিত্রতার হেতু। দশম কিম্বা দ্বাদশ দিবসে শুভ তিথিতে, শুভ মুহূর্ত্তে ও শুভ নক্ষত্রে ব্রাহ্মণাদি বর্ণ সকলের নামকরণ করিতে হইবে। ব্রাহ্মণের শর্ম্মযুক্ত, ক্ষত্রিয়ের রক্ষা (বর্ম্ম)-যুক্ত, বৈশ্যের পুষ্টি (গুপ্ত)-যুক্ত এবং শূদ্রের দাসসূচক নাম রাখিতে হইবে। ইহাই আশ্বলায়নানুযায়ী বিধি।

এখন বিচার্য্য বিষয় এই যে, ব্রাহ্মণাদি বর্ণ যদি কর্ম্মনিষ্ঠ হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের সংস্কার জন্ম হইতে হওয়া উচিত ও যুক্তিসঙ্গত হয় না, এবং ব্রাহ্মণ-পরিচায়ক ও ব্রাহ্মণত্ব গুণযুক্ত নামকরণেরও প্রয়োজন হয় না; কেননা, জাতক কোন্ বর্ণে কর্ম্মপরত্ব বিচারে প্রবেশ করিবেন তাহার স্থিরতা থাকে না। তাঁহার সংস্কার যদি শূদ্রের দ্বারা সম্পাদিত হয়, তবে সেই যাবতীয় সংস্কারই নষ্ট হইয়া যাইবে। অতএব ব্রাহ্মণাদি জাতিই প্রথমে

এবং পশ্চাতে তাঁহাদের সংস্কার হয়, এবং তদনন্তর তাঁহাদিগকে কর্ম্মোপদেশ দেওয়া হয়। যথা—

"অষ্টমে বর্ষে ব্রাহ্মণমুপনয়ীত গর্ভাষ্টমে বা।
একাদশে ক্ষত্রিয়ং দ্বাদশে বৈশ্যম্॥"

—আশ্বলায়ন

"গর্ভাষ্টমেব্দে কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণস্যোপনায়নম্।
গর্ভাদেকাদশে রাজ্ঞো গর্ভাত্তু দ্বাদশে বিশঃ॥"

—মনুস্মৃতি

অষ্টম বর্ষে ব্রাহ্মণের, একাদশে ক্ষত্রিয়ের এবং দ্বাদশ বর্ষে বৈশ্যের যজ্ঞোপবীত দিতে হইবে। এই ভাবে এই সকল কর্ম্ম দ্বারাও জাতিপরত্বই নির্ণিত হইতেছে। "বসন্তে ব্রাহ্মণমুপনীয়ত গ্রীষ্মে রাজন্যং শরদি বৈশ্যম্" (শতপথ)—বসন্ত কালে ব্রাহ্মণের, গ্রীষ্মে ক্ষত্রিয়ের এবং শরতে বৈশ্যের যজ্ঞোপবীত দিতে হইবে। এ পর্য্যন্তও জাতিপরত্বেই সংস্কারের কথা বলা হইয়াছে। তিন বর্ণের মুঞ্জ মেখলাও মনু পৃথক্ পৃথক্ ভাবে প্রতিপাদন করিয়াছেন।

"অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা।
দানং প্রতিগ্রহং চৈব ব্রাহ্মণানামকল্পয়ৎ॥"

—মনুস্মৃতি অঃ ১, শ্লোক ৮৮

বেদ অধ্যয়ন ও অধ্যাপন, যজ্ঞ যজন ও যাজন, দান গ্রহণ

ও প্রতিগ্রহণ—এই ছয় কর্ম্ম ব্রাহ্মণের জন্য ভগবান্ কল্পনা করিয়াছেন।

"শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্॥"

—গীতা অঃ ১৮, শ্লোক ৪২

গীতায় শান্তি, দম, তপ, শৌচ, ক্ষান্তি, সরলতা, জ্ঞান, আস্তিকতা—এই সকল ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক কর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

"প্রজানাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ।
বিষয়েম্বপ্রসক্তিশ্চ ক্ষত্রিয়স্য সমাসতঃ॥"

—মনুস্মৃতি, অঃ ১, শ্লোক ৮৯

প্রজা-রক্ষা, দান, বেদ-পাঠ, বিষয়ে অনাসক্তি, পূজন ইত্যাদি কর্ম্ম সংক্ষেপতঃ ক্ষত্রিয়গণের কৃত্য বলিয়া মনু নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

"শৌর্য্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রকর্ম্ম স্বভাবজম্॥"

—গীতা অঃ ১৮, শ্লোক ৪৩

শৌর্য্য, তেজ, ধৈর্য্য, যুদ্ধে অপরাঙ্মুখ, দান, ঈশ্বর-ভাব বা আস্তিকতা—এই সকল ক্ষত্রিয়ের স্বাভাবিক কর্ম্ম।

"পশূনাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ।
বণিক্‌পথং কুসীদঞ্চ বৈশ্যস্য কৃষিমেব চ॥"

—মনুস্মৃতি, অঃ ১, শ্লোক ৯০

মনু বলেন যে, পশু-পালন, দান, বেদ-পাঠ, পূজন, ব্যাপার-বাণিজ্য, ব্যাজ-গ্রহণ ও কৃষিকার্য্য ইত্যাদি বৈশ্যগণের নিমিত্ত কল্পিত হইয়াছে।

"কৃষি-গোরক্ষা-বাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজম্॥"

—গীতা, অঃ ১৮, শ্লোক ৪৪

গীতার নির্দ্দেশানুসারে কৃষি, গো-রক্ষা, বাণিজ্য ইত্যাদিই বৈশ্যের স্বাভাবিক কর্ম্ম।

"একমেব হি শূদ্রস্য প্রভুঃ কর্ম্ম সমাদিশৎ।
এতেষামেব বর্ণানাং শুশ্রূষামনসূয়য়া॥"

—মনুস্মৃতি, অঃ ১, শ্লোক ৯১

মনু বলেন যে, প্রভু-দাসই শূদ্রের একমাত্র সম্বন্ধ এবং অসূয়া-রহিত হইয়া পূর্ব্বোক্ত তিন বর্ণের শুশ্রূষা করাই তাহার কর্ম্ম।

"পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্॥"

—গীতা

পরিচর্য্যা করাই শূদ্রের স্বাভাবিক কর্ম্ম বলিয়া গীতার শিক্ষা।

এখন বিচার করিলে দেখা যায় যে, পূর্ব্বোক্ত গুণ ও কর্ম্ম যাজনের দ্বারা ব্রাহ্মণাদি জাতি লাভ করা যায় এইরূপ কথা মনু বলেন নাই। ব্রাহ্মণাদি জাতির উৎপত্তি প্রথমে কীর্ত্তন করিয়া তদনন্তর তাঁহাদের বিভিন্ন গুণের ও কৃত্যের কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তৎ তৎ গুণ এবং কর্ম্মদ্বারা ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি হওয়া যায় এইরূপ অর্থ করা যাইতে পারে না। সুতরাং বেদের পুরুষসূক্তের এই মন্ত্র হইতে প্রমাণিত হয় যে, ব্রহ্মার মুখ-বাহু-উরু-চরণদ্বয় হইতে প্রথমে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র জাতিই উৎপন্ন হইয়াছিল। প্রথম তিন বর্ণের বেদ-পাঠে অধিকার ও বিধি নির্দ্দেশ করিয়া বেদ-অধ্যাপন কার্য্য কেবল মাত্র ব্রাহ্মণের কৃত্য বলিয়া স্থাপন করতঃ অন্যান্য জাতি হইতে ব্রাহ্মণ-জাতির বিশেষত্বই প্রতিপাদিত হইয়াছে।

যে ব্রাহ্মণ তপ ও বিদ্যাহীন, তাঁহার স্বভাব তমোদ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া আচরণ-বিহীন হইলেও, জাতিতে সেই জীবনের জন্য তিনি ব্রাহ্মণই থাকেন—মহাভাষ্য এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। যথা—

"তপঃ শ্রুত চ যোনিশ্চ হ্যেতদ্ব্রাহ্মণকারকম্।
তপঃশ্রুতাভ্যাং যো হীনো জাতিব্রাহ্মণ এব সঃ॥"

অর্থাৎ তপ, ব্রহ্মচর্য্য, শাস্ত্র ও যোনি—ইহা ব্রাহ্মণের কারণ; যে ব্রাহ্মণ তপ ও শাস্ত্রহীন, তিনি জাতি-ব্রাহ্মণ মাত্র। ইহা হইতে

স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, ব্রাহ্মণোচিত গুণকার্য্য-বিহীন হইলেও যোনিত্ব নিবন্ধন জাতিপরত্বে তিনি ব্রাহ্মণই থাকেন। অপর পক্ষে যদি জন্ম হইতে ব্রাহ্মণ না হন, তবে ব্রাহ্মণেতর কুলে জন্মগ্রহণকারী যদ্যপি তপ, শাস্ত্র ও ব্রহ্মচর্য্য গুণসম্পন্ন হন, তাহা হইলেও তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলা যাইতে পারে না—ব্রাহ্মণোচিত গুণ-সম্পন্ন বলিয়া সম্মানার্হ মাত্র। যাহার অস্তিত্বে যে বস্তুর অস্তিত্ব এবং যাহার অভাবে তাহার অস্তিত্ব থাকে না, তাহাই তাহার মুখ্য লক্ষণ।

ব্রহ্মাদ্বারাই সমগ্র জগতের উৎপত্তি ; এই হেতু সর্ব্ব জগৎ ব্রহ্মময় বলা হয়। তদ্দ্বারা সমগ্র জগৎই ব্রহ্ম বা ব্রহ্মা, ইহা সিদ্ধ হয় না। জগৎ সৃষ্টির প্রারম্ভে এই ব্রহ্মার মুখ হইতেই অগ্নি ও ব্রাহ্মণের উৎপত্তি—ইহাই বৈদিক প্রমাণ। যথা—"ব্রহ্মণা পূর্ব্ব সৃষ্টং হি কর্ম্মণা বর্ণতাং গতাঃ"। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, প্রথমে ব্রহ্মা হইতে ব্রাহ্মণের উৎপত্তি হইলেও পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মানুসারে পর জন্মে তদনুরূপ বর্ণে তাঁহার জন্ম হয়। কর্ম্মবশতঃ যাঁহার যে যোনিতে জন্ম, সেই জীবনে তাঁহার জাতিত্ব পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না। গম যেমন চাউল হয় না, তদ্রূপ গুণবিহীন হইলেও ব্রাহ্মণ কখনও শূদ্র হন না। কিন্তু গুণবিহীন হইয়া যেমন তিনি শূদ্রত্ব বা পশুত্ব লাভ করেন এবং তদনুরূপ যোনিতে পর জন্মে শরীর ধারণ করেন, তদ্রূপ ব্রাহ্মণোচিত গুণসম্পন্ন শূদ্র সদা ব্রাহ্মণের ন্যায় সম্মানার্হ হইলেও ব্রাহ্মণ হইতে পারেন না, মৃত্যু

পরই তদনুরূপ দেহে ব্রাহ্মণ-যোনিতে জন্মলাভ করিতে পারেন। এতদ্ সম্বন্ধে মনু স্পষ্ট বলিয়াছেন। যথা—

"অনার্য্যমার্য্যকর্ম্মাণমার্য্যঞ্চানার্য্যকর্ম্মিণম্।
সম্প্রধার্য্যাব্রবীদ্ধাতা ন সমৌ নাসমাবিতি ॥"

—মনুস্মৃতি অঃ ১০, শ্লোঃ ১৩

অর্থাৎ অনার্য্য আর্য্যের কর্ম্ম করিয়াও ইহ জীবনে আর্য্য বা দ্বিজাতি হইতে পারেন না এবং আর্য্য বা দ্বিজাতিও অনার্য্যের বা শূদ্রের কর্ম্মদ্বারা একই জন্মে দ্বিজাতিকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া শূদ্র হইয়া যান না। তবে ব্রাহ্মণ মানসে অধঃপতিত হইয়া যান, এবং শূদ্রও মানসে শ্রেষ্ঠতা লাভ করেন।

যাহা হইতে যে বস্তুর জন্ম হয়, তাহাই তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা; যেমন, ব্রহ্ম হইতে আকাশ, সুতরাং আকাশের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মেই অবস্থান করে। এইপ্রকারে অগ্নি-বায়ু-আদি সম্বন্ধেও জানিতে হইবে। "বায়োরগ্নিঃ"—বায়ু হইতে অগ্নি হইয়াছে বলিয়া বায়ু তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা; এই জন্য বায়ুকে অগ্নিসখাও বলা হয়। কর্ম্মদেবতা সঞ্চিত ও প্রারব্ধভেদে দ্বিবিধ। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফল হইতে যে শরীরের গঠন, তাহা শরীরের সহজন্মা হইয়া মৃত্যুপর্য্যন্ত শরীরেরই সঙ্গে থাকে। এই অধিষ্ঠাতৃ-কর্ম্মকে সঞ্চিত দেবতা কহে। জীবের একাদশ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা এই সঞ্চিত-দেবতা;

আর, শরীর-পরিগ্রহ উপরন্তু বেদাদি-সংস্কাররূপ শ্রেষ্ঠকর্ম্ম করিবার বৃত্তি যে শরীরে অবস্থান করে, তাহা প্রারব্ধ দ্বারা প্রাপ্ত। যেমন, কোন মহামূর্খ দৈবাৎ বিদ্বান্ হইয়া পড়ে, আর নিধন ধনী হইয়া যায়। এইরূপ পুরাতন কর্ম্ম হইতে যাঁহার শরীর ব্রাহ্মণ-বীর্য্যে গঠন হইয়াছে, তাঁহার সেই গঠন মৃত্যু পর্য্যন্ত থাকিবে। তাঁহার বেদাদি-সংস্কার ও কর্ম্মবিশেষ আগন্তুক। মনুষ্য স্বীয় কর্ম্মদ্বারা অলঙ্কৃত হইতে পারেন—এই অলঙ্কার আগন্তুক হইলেও সেই জন্মেই নষ্ট হইয়া যায় না। এই আগন্তুক ভাল বা মন্দ লক্ষণাদি তাঁহার (ব্যক্তি বিশেষের) ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার জাগরণে প্রকাশিত হইয়া বিশেষভাবে লক্ষিভূত হয়। যেমন, যাঁহার ইন্দ্র-দেবতা জাগ্রত, তিনি দাতা হন; যাঁহার উদারতারূপ সুন্দরতা লাভ করে, তাঁহাতে চন্দ্রদেবতা জাগ্রত জানিতে হইবে; যাঁহাতে কুকর্ম্ম দেখা যায়, তাঁহাতে পাপ দেবতা জাগ্রত; এবং যিনি বেদশাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন শৌচাচারপরায়ণ ধর্ম্মযুক্ত ও বেদপাঠ-নিরত, তাঁহার ব্রহ্মণ্যদেব জাগ্রত আছে বুঝিতে হইবে। পরন্তু যিনি যে যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহার সেই জাতিত্ব জন্মান্তর ব্যতীত পরিবর্ত্তিত হয় না। ব্রাহ্মণাদি জাতি-সিদ্ধ।

বৈষ্ণবশাস্ত্র যে জীবমাত্রেরই ভগবদরাধনার যোগ্যতা আছে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা কেবলমাত্র পরমার্থ বিচারপর "দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্"-বাক্যে দীক্ষা-প্রভাবে

ভগবানের সেবায় উন্মুখিনী বৃত্তি জাগরিতা হইলে যে মানব মাত্র দ্বিজত্ব লাভ করিতে পারেন, তাহাতে কোন বিরোধ উপস্থিত হয় না। 'দ্বিজত্ব' আর 'দ্বিজ' এক কথা নয়। যে কোন জাতিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণোচিত বৃত্তি এবং ভগবানের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া দ্বিজের গুণ অর্জ্জন করতঃ ব্যক্তি বিশেষ জগতে পূজ্য হইতে পারেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু এতদ্দ্বারা যদি কেহ কল্পনা করেন যে, ব্রাহ্মণেতর কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া কেহ দীক্ষাপ্রভাবে ব্রাহ্মণ হইয়া যান, তাহা ভ্রান্ত। যিনি ভগবানের অকিঞ্চন ভক্ত এবং কায়-মনোবাক্যে সর্ব্বতোভাবে ভগবানে অর্পিত-হৃদয়, তিনি যে কান জাতিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণাদি সর্ব্ব জাতির গৌরবের পাত্র হইতে পারেন। যথা—"চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠ হরিভক্তিপরায়ণঃ"—হরিভক্তিপরায়ণ চণ্ডাল ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য ই দ্বিজগণের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। কিন্তু বর্ত্তমান কালে যে কোন জাতিতে উদ্ভূত ব্যক্তি বাহ্যিক দীক্ষা-গ্রহণ প্রভাবে যজ্ঞোপবীতাদি গ্রহণ করিয়া যে নিজদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া বৃথাভিমান করেন, তাহা ব্যক্তিবিশেষের অজ্ঞতাই বুঝিতে হইবে ॥১১॥

কণ্ডিকা—১২, মন্ত্র—১

চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্য্যোঽঅজায়ত ॥
শ্রোত্রাদ্‌ বায়ুশ্চ প্রাণশ্চ মুখাদগ্নিরজায়ত ॥১২॥

ঋষ্যাদি—(১) ওঁ চন্দ্রমা ইত্যস্য নারায়ণঋষিঃ, আর্য্যানুষ্টুপ্‌ ছন্দঃ, পুরুষো দেবতা, বিষ্ণুপূজনে বিনিয়োগঃ॥

মন্ত্রার্থ—যে প্রকারে তাঁহা হইতে গো আদি পশু ও ব্রাহ্মণাদি জাতি উৎপন্ন হইয়াছে, সেই প্রকার তাঁহার (মন মন হইতে (চন্দ্রমাঃ) চন্দ্রমা (জাতঃ) প্রকট হইয়াছে ; (চক্ষো নয়নদ্বয় হইতে (সূর্য্যঃ) সূর্য্য (অজায়ত) উৎপন্ন হইয়াছে (শ্রোত্রাৎ) কর্ণ হইতে (বায়ুঃ) বায়ু (চ) ও (প্রাণ প্রাণ ; (চ) এবং (মুখাৎ) মুখ হইতে (অগ্নিঃ) অগ্নি (অজায় জন্মিয়াছে ॥১২॥

সরলার্থ—এই বিরাট্‌ পুরুষের মন হইতে চন্দ্র, চক্ষু হই সূর্য্য, কর্ণ হইতে বায়ু ও প্রাণ, এবং মুখ হইতে অগ্নি উৎ হইয়াছে ॥১২॥

বিবৃতি—এই বিশ্বে যে অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্রাদি
ক্ষিত হয়, তাহাতে চেতনা আছে কিনা, তৎসম্বন্ধে সিদ্ধান্ত এই
়, ইহাদের মধ্যে অধিষ্ঠিত ভাবে শক্তিরূপে বিরাটের অংশ চেতন-
স্থ আছে। যাহাকে চন্দ্র বলা হয়, তাহা চন্দ্রদেবতার অবস্থানের
ক প্রধান গোলকবিশেষ। তদ্রূপ দৃশ্যমান সূর্য্য ও অগ্নি
র্য্যাগ্নি-দেবতার অবস্থানের প্রধান স্থান। এই প্রকারেই
বতীয় দেবগণের অবস্থিতি। সমগ্র দেবতার এক এক
ধান স্থান গোলকরূপে থাকা সত্বেও, ইহাদের সম্পূর্ণ অংশ স্ব
কারণস্থানে অধিষ্ঠাতৃদেবতারূপে বিরাজিত আছে। জলের
ান স্থান যেমন সমুদ্র হইলেও তাহার কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অংশ
প্রাণীতেই আছে, তদ্রূপ বিরাটের মনের সমষ্টি চন্দ্র, এবং
ার কিছু কিছু অংশ কারণস্থান প্রত্যেক মনেই অধিষ্ঠাতৃ-
বতারূপে অবস্থান করে। অধিষ্ঠাতৃদেবতাই অধিষ্ঠানের
াক হয়। এই প্রকারে, সূর্য্যদেবতার প্রধান স্থান এই
মান সূর্য্যলোক বা সূর্য্যগোলক হইয়াও ব্রহ্মার চক্ষু হইতে
শক্তি লাভ করিয়া কিঞ্চিদংশে আমাদের চক্ষুতে আসিয়া
ষ্ঠাতৃদেবতারূপে থাকে বলিয়া আমরা দর্শন-শক্তি লাভ
া। অগ্নিদেবতার প্রধান স্থান তিন—দ্যুলোক, অন্তরীক্ষ
ঠর। তথাপি তাহার কিঞ্চিৎ অংশ আমাদের বাগিন্দ্রিয়ের
ষ্ঠাতৃদেবতারূপে বিরাজিত।

মন্ত্র-ব্রাহ্মণে যেখানে 'মৃদব্রবীৎ' 'আপোঽব্রুবন্' ইত্যাদি

পাওয়া যায়, কিম্বা কৌষীতকীতে যেমন আছে—'তে হে প্রাণা অহং শ্রেয়সে বিবদমানা ব্রহ্ম জগ্মুঃ' অর্থাৎ সেই প্রাণাদি স্বীয় স্বীয় শ্রেষ্ঠতা সম্পাদন করতঃ বিবদমান হইয়া ব্রহ্মার সমীপে যাইয়া বলিতে লাগিলেন'—প্রভৃতি স্থলে ইহাই জানিতে হইবে যে, উহা জড়ের সম্বোধন নয়; উহাদের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা আছে। প্রারম্ভেও ইহা বলা হইয়াছে।

এই মন্ত্রের দ্বিতীয় পাদের পাঠ ঋগ্বেদে ভিন্ন আছে, যথা—"মুখাদিন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ প্রাণাদ্বায়ুরজায়ত" ॥১২॥

কণ্ডিকা—১৩, মন্ত্র—১

নাভ্যাऽআসীদন্তরিক্ষꣳ শীর্ষ্ণো দ্যৌঃ সমবর্ত্তত ।
পদ্ভ্যাং ভূমির্দ্দিশঃ শ্রোত্রাত্তথা লোকাꣳ২ऽ অকল্পয়ন্ ॥১

ঋষ্যাদি—(১) ওঁ নাভ্যা ইত্যস্য নারায়ণঋষিঃ, অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ, পুরুষো দেবতা, বিষ্ণুপূজনে বিনিয়োগঃ ॥১৩

মন্ত্রার্থ—(নাভ্যাঃ) নাভি হইতে (অন্তরিক্ষম্) অন্তরীক্ষ (আসীৎ) হয়; (শীর্ষ্ণঃ) শির হইতে (দ্যৌঃ) স্বর্গ (সমবর্ত্ত

কট হয় ; (পদ্ভ্যাম্) পদদ্বয় হইতে (ভূমিঃ) পৃথ্বী, (শ্রোত্রাৎ) শ্রোত্র হইতে (দিশঃ) দিক সমূহ উৎপন্ন হয় ; (তথা) এই প্রকারে (লোকান্) ভূর্ভুবাদি লোক সমূহের (অকল্পয়ন্) পূর্ব্বোক্ত কল্পনা কৃত হয় বা বিরাটের দেহ হইতে কল্পিত হয় ॥১৩॥

সরলার্থ—সেই বিরাট্ পুরুষের নাভি হইতে অন্তরিক্ষ বা বলোক হইল, মস্তক হইতে স্বর্গলোক প্রকাশিত হইল, পদদ্বয় ইতে ভূলোক এবং শ্রবণেন্দ্রিয় হইতে দিক্‌সমূহ উৎপন্ন হইল। ই প্রকারে ব্রহ্মার দ্বারা সর্ব্বলোক কল্পিত হইয়াছিল ॥১৩॥

বিবৃতি—অন্তরীক্ষ লোকই অন্তরীক্ষ-দেবতার প্রধান স্থান। হারই কিঞ্চিৎ অংশ আমাদের ন্যায় জীবগণের নাভিস্থানে কিয়া শরীরে গোলকের কেন্দ্ররূপ হইয়াছে। 'মস্তক লোক' বলিলে প্রকাশাত্মক দেবতার নির্দ্দেশ বুঝিতে হইবে। ই প্রকাশাত্মকদেব সর্ব্ব মস্তিষ্কে কিঞ্চিদংশে অধিষ্ঠাতৃ-রূপে বিরাজিত থাকিয়া জীবগণকে সজ্ঞানে রক্ষা করেন। দেবতা যদি ক্ষণিকের জন্যও মস্তক হইতে তিরোধান করেন, তন্মুহূর্ত্তেই শরীরস্থ রক্ত কণিকা ও ধমনী শক্তিহীনা হইয়া ন মূর্চ্ছা ও অন্ধকারে ব্যাপ্ত হইয়া যায়, এবং এই দ্যু-দেবতা মস্তিষ্কে প্রত্যাগমন না করেন, তবে জীবন ফিরিয়া আসে অর্থাৎ মৃত্যু হইয়া যায়। যে ব্যক্তি মুদ্রিত নয়নে ভ্রূমধ্যে দ্যু-দেবতার কিরণ দর্শন করেন, তাহার নিকট মস্তিষ্ক

হইতে এই দেবতার (দ্যু-দেবের) সেই কিরণ আসিয়া তাঁহা. অন্তর্নেত্রের সম্মুখে প্রকাশ মাত্র হয়। যাঁহার মস্তক হইতে ইহা ক্ষণে ক্ষণে যাতায়াত করে, সেই পুরুষ অস্থির-মতি এবং সর্ব্ব কার্য্যে ভ্রান্ত হন। উন্মাদতাও ইহার প্রধান কারণ। মস্তকের এই অধিষ্ঠাতৃদেবতার আবির্ভাবে ও তিরোভাবে জীবের জীবন-মৃত্যু সম্বন্ধযুক্ত।

বিরাটের চরণযুগল হইতে ভূমির উৎপত্তি। উহাই ভূমি আধার-শক্তি; আধার-শক্তি ও ভূমি একই তাৎপর্য্যপর। ভূমি দেবতা স্বীয়কারণস্বরূপ কিঞ্চিদংশে আমাদের পদদ্বয়ে শক্তি অর্পণ করিয়া অধিষ্ঠাতৃ-দেবরূপে বিরাজিত; তজ্জন আমাদের উভয় পদে সমস্ত শরীরের ভার বহন করিবার সামর্থ আছে। যদি ভূমি-দেবতা চরণ হইতে ক্ষণকালের জন্য তিরোহিত হন, তবে এই শরীর ভূমিশায়ী হইয়া যায়। অ শৈশবে ও অতিবার্দ্ধক্যে ভূমি-দেবতা উভয় পদে অতি গূঢ়ভা অবস্থিত থাকেন।

শ্রোত্র হইতে দশ দিক্ হইয়াছে। দিগ্দেবতা স্বীয় কা শ্রোত্রেন্দ্রিয়ে কিঞ্চিদংশে স্থিত হইয়া অধিষ্ঠাতৃ-দেবতারূ বিরাজমান। এই জন্যই আমাদের কারণ-স্থান কোন্ দিকে ত লক্ষ্য করিয়াই আমরা কথা শ্রবণ করি। কথায় বলি 'এ খেয়াল বা লক্ষ্য করিয়া শুনিবে।' তাহার তাৎপর্য্য এই সকল দিক ব্যাপিয়াই দিগ্দেবতা অধিষ্ঠান করেন ॥ ১৩ ॥

কণ্ডিকা—১৪, মন্ত্র—১

যৎপুরুষেণ হবিষাদেবাযজ্ঞমতন্বত ॥

বসন্তোস্যাসীদাজ্যংগ্রীষ্মইধ্মঃ শরদ্ধবিঃ ॥১৪॥

ঋষ্যাদি—(১) ওঁ যৎপুরুষেণেত্যস্য নারায়ণঋষিঃ, নিচৃদার্ষ্যনুষ্টুপ্ ছন্দঃ, যজ্ঞো দেবতা, বিষ্ণুপূজনে বিনিয়োগঃ ॥১৪॥

মন্ত্রার্থ—(যৎ) যে সময় পূর্ব্বোক্ত ক্রমে দেবশরীর সকল হইবার পর (দেবতাঃ) দেবগণ উত্তর-সৃষ্টি সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত বাহ্য দ্রব্য সমূহ উৎপন্ন না হইবার কারণ পুরুষ-স্বরূপকেই মন হইতে হবিদ্বারা সঙ্কল্প করিয়া (পুরুষেণ) সেই পুরুষ দ্বারা (হবিষা) হবিদ্বারা (যজ্ঞম্) মানসযজ্ঞকে (অতন্বত) বিস্তার করান, (বসন্তঃ) সেই সময় বসন্ত ঋতু (অস্য) এই যজ্ঞের (আজ্যম্) ঘৃতরূপ কল্পনা (আসীৎ) হইয়াছিল ; (গ্রীষ্মঃ) গ্রীষ্ম ঋতু (ইধ্মঃ) সমিধ, আর (শরৎ) শরৎ ঋতু (হবিঃ) হবি (আসীৎ) হইয়াছিল ; প্রথমে পুরুষের হবি সামান্যভাবে কল্পনা করতঃ পুনরায় বসন্তাদির আজ্য বিশেষরূপে কল্পনা করা হয়।

(যজুর্বেদে কণ্ডিকা ব্যত্যয় আছে ; ঋগ্বেদে ইহার পর 'তং যজ্ঞম্' ৯, পরে 'তস্মাদ্যজ্ঞাৎ' ৬, পরে সপ্তাস্যাসন আছে) ॥১৪॥

সরলার্থ—যে সময় জগতে বাহ্য বস্তু সকল এবং হবনীয় দ্রব্যাদি উৎপন্ন হয় নাই, তখন উত্তর-সৃষ্টি সম্পাদন করিবার নিমিত্ত দেবগণ মানসযজ্ঞে সেই পুরুষের দ্বারাই যজ্ঞীয় দ্রব্য সামগ্রী সমূহের বিস্তার করিয়াছিলেন ; সেই মানসযজ্ঞের আজ্য বা ঘৃত হইয়াছিল বসন্ত-ঋতু, সমিধ বা যজ্ঞকাষ্ঠ হইয়াছিল গ্রীষ্ম-ঋতু এবং শরৎ-ঋতু হইয়াছিল সেই যজ্ঞের হবিঃ বা হবনীয় দ্রব্য ॥১৪॥

বিবৃতি—দেবগণ হইতে এখানে সাধ্যগণ ও ঋষিগণ বুঝিতে হইবে। তৈত্তিরীয়ের সপ্তম প্রপাঠকে আছে—"বর্হিষা বৈ প্রজাপতিঃ প্রজা অসৃজত" ইত্যাদি অর্থাৎ দেবগণ যে সময় প্রজাপতিকে হবিরূপে কল্পনা করেন, তিনি সেই সময় সিদ্ধ-সঙ্কল্পের সহিত বলেন বা ইচ্ছা করেন—"আমার শরীর এই সময় দেবগণের মানসযজ্ঞের হবিরূপ হউক এবং বিবিধ প্রজাবান্ স্বরূপ হউক", আর সেই ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গেই প্রজাপতি প্রজা সকলের সৃষ্টি করেন। এবম্বিধ প্রকারে দেবগণের মানসযজ্ঞে যজ্ঞপুরুষ হইতে সকল প্রজা সৃষ্ট হয় ; দেবগণ, সাধ্যগণ ও মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ উদ্ভূত হন—ইহাদের সৃষ্টির সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

যজ্ঞ বিনা সৃষ্টি হইতে পারে না। যজ্ঞ হইতেই সর্ব্ব বিশ্বের সৃষ্টি হইয়াছে। ব্রহ্মা হইতে ব্রহ্মাণ্ড এবং তদভিমানী বিরাট্ পুরুষ প্রকট হইয়া স্বীয় শরীর কম্পিত করিলে সেই সময়েই তাঁহার কম্পিত শরীর হইতে সিদ্ধগণ, দেবগণ ও ব্রহ্মার সমপর্য্যায়ের মুক্ত ঋষিগণ প্রকটিত হন। এই সম্বন্ধে তৈত্তিরীয় অরণ্যকের প্রথম পাদের ২৩ অনুবাকে এইরূপ আছে—"স তপস্তপ্ত্বা শরীরমধুনুত তস্য যন্মাংসমাসীৎ ততোঽরুণাঃ কেতবো বাতরশনা ঋষয় উদতিষ্ঠন্ যে নখাঃ তে বৈখানসাঃ যে বালাঃ তে বালখিল্যা যো রসঃ সোঽপাম্ (কূর্ম্মোভূৎ) অন্তরতঃ কূর্ম্মং ভূতং সর্পন্তং তমব্রবীৎ" ইত্যাদি। অর্থাৎ সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত রচনাযোগ্য বস্তু সকল কিরূপ হইবে স্থির করিয়া প্রজাপতি স্বীয় শরীর কম্পিত করিবামাত্রই তাঁহার মানস হইতে অরুণকেতু ও বাতরশন-নামক ঋষিগণ প্রকাশিত হইলেন; তদীয় নখ হইতে বৈখানস-নামক ঋষিগণ, বাল বা কেশ হইতে বালখিল্য ঋষিগণ, এবং এই তিনের রসধাতু হইতে কূর্ম্ম (কচ্ছপশরীর-বিশিষ্ট পুরুষ) প্রাদুর্ভূত হইয়া তন্মুহূর্ত্তেই একার্ণব জলের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সেই কূর্ম্মপুরুষ বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে এই ভাবে বিচরণ করিতে দেখিয়া বিধাতা বলিলেন"—ইত্যাদি।

উক্ত যজ্ঞ সম্পাদন করিবার নিমিত্ত দেবগণের নিকট কোনই সামগ্রী ছিল না; এই হেতু তাঁহারা মানসযজ্ঞের বা অন্তর্যজ্ঞের বিস্তার করেন। বাহ্য-পূজা হইতে মানস-পূজার

প্রাধান্য দেওয়া হইয়া থাকে। মানস-পূজা ব্যতীত পূজার বিধি সিদ্ধ হয় না। জাবাল উপনিষদে তীর্থবাস সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে যে, বাহ্যে যত তীর্থ দেখা যায় তৎসমুদায় অন্তরের তীর্থ দেখিয়াই নির্ম্মিত হইয়াছে। অন্তর-কাশীতে যাঁহার মৃত্যু হয়, তাঁহার বাহ্য বারাণসীর অপেক্ষা থাকে না। বাহ্য-তীর্থের সেবা অন্তর-তীর্থের সহায়তার নিমিত্ত। বাহ্য-তীর্থে বাস করিয়া ঋষিগণ অন্তর-তীর্থের পুষ্টিসাধন করিয়াছেন।

সেই মানসযজ্ঞে দেবগণ ঋতু সকলকে এক এক যজ্ঞ-সামগ্রী কল্পনা করেন। উদ্দেশ্য এই যে, বসন্ত-ঋতুকে ঘৃত-স্থানীয় করা হইয়াছে; এই কারণে বসন্ত-ঋতু সর্ব্বদাই জীবগণের ঘৃততুল্য আয়ু বৃদ্ধি ও শরীর পোষণ করে। গ্রীষ্ম-ঋতুকে কাষ্ঠ-স্থানীয় কল্পনা করা হইয়াছে; এই জন্যই গ্রীষ্ম-ঋতুতে জীবগণের শরীর শুষ্ক কাষ্ঠতুল্য নীরস হইয়া যায়। শরৎ-ঋতুকে যজ্ঞের পুরোডাশস্থানীয় (এক প্রকারের হবি বা পিষ্টক যাহা যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি দেওয়া হয়) কল্পনা করা হইয়াছে; এই হেতু দেখা যায় যে, এই ঋতু অপাচ্য অর্থাৎ এই ঋতুতে ভোজ্য সহজে জীর্ণ হয় না ॥১৪॥

কণ্ডিকা—১৫, মন্ত্র—১

সপ্তাস্যাসন্নরিধয়স্ত্রিঃ সপ্ত সমিধঃ কৃতাঃ ।

দেবা যদ্যজ্ঞন্তন্বানাঽঅবধ্নন্নুরুষম্পশুম্ ॥১৫॥

ঋষ্যাদি—(১) **ওঁ সপ্তাস্যেত্যস্য নারায়ণঋষিঃ, অনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ, যজ্ঞো দেবতা, বিষ্ণুপূজনে বিনিয়োগঃ** ॥১৫॥

মন্ত্রার্থ—(যৎ) যে সময় (দেবাঃ) পূর্ব্বোক্ত দেবগণ—প্রজাপতির প্রাণ-ইন্দ্রিয়াদির অধিষ্ঠাতাগণ (যজ্ঞম্) মানসযজ্ঞ (তন্বানাঃ) বিস্তার করিয়া (পুরুষং) বিরাট্‌পুরুষকে (পশুম্) পশুরূপে (অবধ্নন্) ভাবনা করেন, তখন (অস্য) এই সঙ্কল্পিত যজ্ঞের (সপ্ত) সপ্ত গায়ত্রী-আদি ছন্দ (পরিধয়ঃ) পরিধি (আসন্) হইয়াছিল। ঐষ্টিক আবাহনীয়ের তিন উত্তর-বেদীর তিন আদিত্য সপ্তম পরিধি হইয়া ইহার প্রতিনিধিরূপে বর্ত্তমান। তথা চ শ্রুতিঃ—"গুপ্ত্যৈ বা অভিতঃ পরিধয়ো ভবন্ত্যথৈতৎ সূর্য্যমেব পুরস্তাৎগোপ্তারং করোতি"—ইতি "তত এতে আদিত্য-সহিতাঃ সপ্ত পরিধয়োত্র সপ্ত চ ছন্দোরূপাঃ।" (ত্রিঃসপ্ত) একবিংশতি (সমিধঃ) সমিধা (কৃতাঃ) কৃত অর্থাৎ দ্বাদশ-মাস, পঞ্চ-ঋতু, ত্রি-লোক এবং এই আদিত্য—একত্রে একবিংশতি

সমিধা এই যজ্ঞে কাষ্ঠরূপে ভাবনা করা হইয়াছে। অথবা, সপ্ত ক্ষীরাদি সমুদ্র যজ্ঞের পরিধি হইয়াছিল; কারণ, ভারত খণ্ডেই যজ্ঞ হয়, এবং গায়ত্রী আদি সপ্ত, অতি-জগতী আদি সপ্ত ও কৃত্যাদি সপ্ত—একত্রে এই একবিংশতি ছন্দ ইহার সমিধা-রূপ হইয়াছিল ॥১৫॥

সরলার্থ—দেবগণ যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া পুরুষকে রজ্জু প্রভৃতি দ্বারা কোন পশুকে বন্ধন করার ন্যায় আবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহাতে গায়ত্রী আদি সপ্ত ছন্দ তাহার সপ্ত পরিধি এবং দ্বাদশমাস, পঞ্চ-ঋতু, ত্রিলোক ও আদিত্য এই একবিংশতি সেই যজ্ঞের সমিধা পরিকল্পিত হইয়াছিল ॥১৫॥

বিবৃতি—গায়ত্রী ২৪ অক্ষরে; ২৮ অক্ষরে উষ্ণিক্ ছন্দ; ৩২ অক্ষরে অনুষ্টুপ্ ছন্দ; ৩৬ অক্ষরে বৃহতী ছন্দ; ৪০ অক্ষরে পঙ্‌ক্তি ছন্দ; ৪৪ অক্ষরে ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ এবং ৪৮ অক্ষরে জগতী ছন্দ হইয়া থাকে। এই সকল ও অন্যান্য ছন্দেরও অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা আছেন। এই ছন্দাদিকে মানসযজ্ঞের পরিধি কল্পনা করা হয়।

অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ প্রশস্ত ও প্রাদেশ মাত্র দৈর্ঘ্য সমিধার পরিমাপ। মানসযজ্ঞে দেবগণ মাস-ঋতু-আদি সমিধা কল্পনা করিয়াছিলেন। এই যজ্ঞে যাহা কিছু দেওয়া যায়, তাহা নষ্ট না হইয়া বরং বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া দাতার নিকট পুনঃ উপস্থিত হয়। দেবগণই এই

ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন ; যেমন, দেবগণ দ্বাদশ মাসকে হবন করিয়া 'অধিক-মাস' সহ ত্রয়োদশ মাস লাভ করেন ; পঞ্চ-ঋতু হবন করিয়া ষষ্ঠ বসন্ত-ঋতু লব্ধ হন ; ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ এই ত্রিলোকী হবন করিয়া ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ ও সত্য এই সপ্ত লোক লাভ করেন এবং এতদ্ব্যতীত আর আর বহু শ্রেষ্ঠ লোক লাভ করিয়াছিলেন। ত্রিলোকীর উপর সপ্তলোক অতি শ্রেষ্ঠ—হবন দ্বারাই তাঁহারা তাহার গতি বিদিত হন। এই প্রকারে এক আদিত্য হইতে দ্বাদশ আদিত্য প্রাপ্ত হন। মিত্র, অর্য্যমা, ভগ, বরুণ, অংশু, ধাতা, বিবস্বান্, আদিত্য, ইন্দ্র, পূষা, ত্বষ্টা ও সবিতা—এই দ্বাদশ আদিত্য। অন্যান্য স্থান হইতে এখানে দ্বাদশ আদিত্যের নামের কিছু তারতম্য দৃষ্ট হয়। ঋগ্বেদের দ্বিতীয় মণ্ডল একবিংশতি সূক্তের প্রথম মন্ত্রে এবং নবম মণ্ডলের ১১৩ সূক্তে ও দশম মণ্ডলের দ্বাদশ সূক্তে সপ্ত আদিত্যের বর্ণন দেখিতে পাওয়া যায় ; শতপথব্রাহ্মণের ১১।৬।৩।৮ মন্ত্রে দ্বাদশ আদিত্যের বর্ণন পূর্ণ হইয়াছে। যাহা হউক, মানসযজ্ঞ হইতেই বাহ্য যজ্ঞের প্রবৃত্তি হইয়াছে। এতদ্দ্বারা ইহাই অনুমেয় যে, প্রথমে যাবতীয় যজ্ঞই মানসে সঙ্কল্পরূপে আধ্যাত্মিক ভাবে উদিত হইয়া পরে বাহ্যে অনুষ্ঠানের আকার ধারণ করিয়াছিল ॥১৫॥

কণ্ডিকা—১৬, মন্ত্র—১

যজ্ঞেনযজ্ঞময়জন্তদেবাস্তানিধর্ম্মাণিপ্রথমান্যাসন্ ॥

তেহনাকম্মহিমানঃসচন্তযত্রপূর্ব্বেসাধ্যাঃ

সন্তিদেবাঃ ॥১৬॥

* ইতি পুরুষসূক্তং সমাপ্তম্ *

ঋষ্যাদি—(১) ওঁ যজ্ঞেনেত্যস্য নারায়ণঋষিঃ, ত্রৈষ্টুভ্ ছন্দঃ, যজ্ঞো দেবতা, বিষ্ণুপূজনে বিনিয়োগঃ ॥১৬॥

মন্ত্রার্থ—(দেবাঃ) সিদ্ধসঙ্কল্প দেবগণ (যজ্ঞেন) মানস-যজ্ঞদ্বারা (যজ্ঞম্) যজ্ঞস্বরূপ প্রজাপতিকে (অযজন্ত) পূজন করিতে করিতে (তানি) সেই সকল (ধর্ম্মাণি) যজ্ঞপুরুষ-পূজন সম্বন্ধী ধর্ম্ম (প্রথমানি) মুখ্য (আসন্) হয় অর্থাৎ সেই যজ্ঞে প্রজাপতির পূজার ফলস্বরূপ চিরন্তন ধর্ম্ম প্রথা প্রচলিত হয়। এই পর্য্যন্ত সৃষ্টিপ্রতিপাদক সূক্তভাগ।

(যত্র) বিরাট্-প্রাপ্তিরূপ স্বর্গে (পূর্ব্বে) পুরাতন (সাধ্যাঃ) বিরাট্-উপাধি-সাধক দেবতাগণ (সন্তি) অবস্থান করেন, সেই

(নাকম্) বিরাট্-প্রাপ্তিরূপ স্বর্গকে (হ) ই (তে) তাঁহারা (মহিমানঃ) উপাসক মহাত্মাগণ (সচন্তে) প্রাপ্ত হন। এতদ্দ্বারা সৃষ্টি প্রবাহের নিত্যত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে—"সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ" ইতি ॥১৬॥

সরলার্থ—সিদ্ধসঙ্কল্প দেবগণ মানসযজ্ঞের দ্বারা যজ্ঞস্বরূপ প্রজাপতির পূজন করিয়া তাহাই মুখ্য ধর্ম্ম বলিয়া জগতে চিরন্তন প্রবাহ প্রচলিত করিয়াছিলেন। যে বিরাট্-প্রাপ্তিরূপ স্বর্গে সেই আদি দেবগণ যজ্ঞের দ্বারা স্থিত থাকেন, সেই বিরাটের আরাধনাকারী মহাত্মাগণও সেই স্বর্গই প্রাপ্ত হন। এই জন্যই সৃষ্টিপ্রবাহ নিত্য ॥১৬॥

বিবৃতি—মানসযজ্ঞকারী দেবগণ সিদ্ধসঙ্কল্প। বিরাট্ পুরুষ হইতে বিশ্ব চরাচর সৃষ্ট হইয়া তৎ সঙ্গে সঙ্গেই মুখ্য ধর্ম্ম জগতে চলিয়া আসিয়াছে। এই যজ্ঞদ্বারা প্রজাপতির উপসনারূপ ধর্ম্মের তুলনা আর নাই। এই জন্য এই ধর্ম্মকে প্রথম ও এক অদ্বিতীয় বলা হয়।

জগৎ-সৃষ্টির সঙ্গেই বর্ণধর্ম্ম সৃষ্ট হইয়াছে। যাহা জগতকে ধারণ করে, ধর্ম্ম তাহাকেই কহে। এতদ্ধেতু জগত ধারণের সামর্থ্য জগৎ-সৃষ্টির সঙ্গে যুগপৎই প্রণীত হইবার আবশ্যকতা, অন্যথা সৃষ্টিলোপ পাইবার সম্ভাবনা থাকে। ধর্ম্মই যে জগতকে ধারণ করিয়া থাকেন, একথা বেদ স্বয়ংই বলেন—

"ধর্ম্মো বিশ্বস্য জগতঃ প্রতিষ্ঠা লোকে ধর্ম্মিষ্ঠং প্রজা উপসর্পন্তি,
ধর্ম্মেণ পাপমপনুদতি ধর্ম্মে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং।
তস্মাদ্ধর্ম্মং পরমং বদন্তি"॥

—তৈত্তিরীয়ারণ্যক দশম প্রপাঠকে

জগতের যে প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়, তাহাকেই ধর্ম্ম কহে। ধর্ম্মিষ্ঠই সর্ব্বসাধারণের উপজীবনস্বরূপ; প্রজা ধর্ম্মাত্মার নিকট গমন করেন; ধর্ম্মদ্বারা পাপ দূর হয়; সমস্ত বস্তুই ধর্ম্মে স্থাপিত, এই হেতু ধর্ম্মকে শ্রেষ্ঠ বা পরম বলা হইয়া থাকে। পুরুষসূক্তের এই মন্ত্রে ধর্ম্মকে "প্রথম" এবং তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে ধর্ম্মকে "পরম" শব্দদ্বারা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অতএব ধর্ম্মের উৎকৃষ্টতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহই নাই।

ধর্ম্ম কি বস্তু জানিতে হইলে এতদ্ সম্বন্ধে তৈত্তিরীয়ারণ্যকের দশম প্রপাঠকের ৬৩ অনুবাকে বিশদভাবে পাওয়া যাইবে। উহাতে সত্য, তপ, দম, শম, দান, বিধিপূর্ব্বক সন্তানোৎপাদন, গার্হপত্যাদি অগ্নিত্রয়, ত্রয়ীবিদ্যা, অগ্নিহোত্র, যজ্ঞ, মানসযজ্ঞ ও সন্ন্যাস—এই দ্বাদশ ধর্ম্মের অবয়ব নির্দ্দেশ করিয়া তদনন্তর তাহার ফল প্রদর্শিত হইয়াছে। অন্তরিক্ষের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা বায়ু পূর্ব্বজন্মে সত্যধর্ম্মের অনুষ্ঠান করতঃ অন্তরিক্ষের অধিষ্ঠাতৃত্ব ও জগতের ধারকত্ব প্রাপ্ত হন; প্রকাশাত্মক সূর্য্যের অধিষ্ঠাতৃ-

দেবতা আদিত্য তপঃপ্রভাবেই জগতের ধাবকত্ব প্রাপ্ত হন, ইত্যাদি বিষয়ের দ্বারা ধর্ম্মই জগদ্ধারণকারী বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

পুরুষসূক্তের পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক যিনি দেবগণ-সদৃশ মানস-যজ্ঞ করেন, তাহার ফলস্বরূপ তিনি প্রজাপতির উপাসনায় তাঁহাকে তৃপ্ত করিয়া তদ্দ্বারা পূর্ণাহুতি দিয়া যজ্ঞেশ্বর শ্রীহরির সান্নিধ্য ও তদ্ধাম লাভরূপ মুক্তির অধিকারী হন। যিনি মানস যজ্ঞ করিয়া সৃষ্টি করেন, তাঁহার মুক্তি বিরাট্-উপাসনা হইতে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই জন্য বেদচতুষ্টয়েই এই পুরুষসূক্তের দ্বারা বিরাট্-উপাসনার প্রসিদ্ধি আছে। এই বিরাট্-উপাসক মুক্তকুলের অভাব নাই, সৃষ্টিপ্রবাহেরও বিরাম নাই। কল্পশেষে ব্রহ্মলোকনিবাসী মুক্তকুলের অস্তিত্ব অনাদিকাল হইতেই চলিয়া আসিয়াছে।

এই ষোড়শ মন্ত্রে সর্ব্বাঙ্গের দ্বারা বিরাটের উপাসনার বিস্তারীত বিধি ছান্দোগ্য পঃ ৫, সং ১২-২৪ পর্য্যন্ত পাওয়া যায়, ব্রহ্মসূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের ৫৭ সূত্রের উপর শঙ্কর-ভাষ্যও দ্রষ্টব্য ॥ ১৬ ॥

ইতি শ্রীমাধ্যন্দিনীয়পাঠে বাজসনেয়ি শ্রীশুক্লযজুর্বেদ-সংহিতায় শ্রীপুরুষসূক্তের **বন-ব্যাখ্যা** সমাপ্তা

অথোত্তরনারায়ণানুবাকঃ

কণ্ডিকা—১৭, মন্ত্র—১

অনুবাক—২

অদ্ভ্যঃ সম্ভৃতঃ পৃথিব্যৈরসাচ্চ বিশ্বকর্ম্মণঃ

সমবর্ত্ততাগ্রে ॥

তস্য ত্বষ্টা বিদধদ্রূপমেতি তন্মর্ত্ত্যস্য দেবত্বমাজানমগ্রে ॥১৭॥

ঋষ্যাদি—(১) ওঁ অদ্ভ্য ইত্যস্য নারায়ণঋষিঃ, ভুরিগার্ষী ত্রিষ্টুপ ছন্দঃ, আদিত্যো দেবতা, সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ ॥১৭॥

বিধি—(১) পুরুষকে প্রোক্ষণ পূর্ব্বক মন্ত্রদ্বারা স্বীয় আত্মাতে অগ্নি আরোপনের পর এই অধ্যায়ের ১৭ হইতে ২২ পর্য্যন্ত ছয় কণ্ডিকাত্মক উত্তরনারায়ণানুবাক পাঠপূর্ব্বক সূর্য্যোপস্থানা ,৮ বন-গমন করিতে হইবে। শতপথব্রাহ্মণ ১৩।৬।২।২০—

"অদ্ভ্যঃ সম্ভৃত ইত্যুত্তরনারায়ণেনাদিত্যমুপস্থায়।" মহীধরাচার্য্য তদীয় ভাষ্যে বলেন যে, আত্মাতে অগ্নি গ্রহণকালে মুখ ব্যাদান করিয়া অগ্নির তাপ গ্রহণ বিধেয় ॥১৭॥

মন্ত্রার্থ—(পৃথিব্যৈ) পৃথিব্যাদি সৃষ্টির নিমিত্ত অথবা পৃথিবী হইতে (চ) ও (অদ্ভ্যঃ) জল হইতে পৃথিবীকে গ্রহণ করিলে পঞ্চভূতের গ্রহণ হয় অর্থাৎ পঞ্চভূত হইতে যে-রস (সম্ভৃতঃ) পুষ্ট হইয়াছে এবং (বিশ্বকর্ম্মণঃ) বিশ্বই যাঁহার কর্ম্ম সেই কালের (রসাৎ) প্রীতিরস (অগ্রে) সর্ব্বপ্রথম (সমবর্ত্তত) হইয়া থাকে। পঞ্চভূত ও কাল এই সকলের কারণস্বরূপ বলিয়া পুরুষমেধযাজীর লিঙ্গশরীরে পঞ্চভূতের ও কালের তুষ্টিসাধন হয়। তাহারা তুষ্ট হইলে তৎফলস্বরূপ কোন এক রস উত্তম জন্মদানকারিরূপে উৎপন্ন হইল। (তস্য) সেই রসের (রূপং) রূপ (বিদধৎ) ধারণ করতঃ (ত্বষ্টা) আদিত্য (এতি) প্রতিদিন উদয় হয়েন। (অগ্রে) প্রথম (মর্ত্তস্য) মনুষ্যরূপ সেই পুরুষমেধযাজীর (আজানম্) সূর্য্যরূপ হইতে মুখ্য (তৎ) সেই (দেবত্বম্) দেবত্ব প্রাপ্ত হন ॥১৭॥

সরলার্থ—পৃথিব্যাদি সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত সর্ব্বপ্রথম জল হইতে পৃথিবী এবং তাহা হইতে পঞ্চভূত আকর্ষণ করিলে যে রসপুষ্টি হইয়া থাকে, তাহাই বিশ্ব-সৃষ্টি-কার্য্যে বিশ্বকর্ম্মার সর্ব্বপ্রথম প্রীতিরস। এই বিশ্বস্রষ্টা, কাল এবং পঞ্চভূত

প্রীতিরস সকলের কারণস্বরূপ বলিয়া পুরুষমেধ-যাজীর সূক্ষ্মশরীরে সেই রসের কাল ও পঞ্চভূতসহ তুষ্টি সাধিত হইয়া তাহার ফলস্বরূপে জন্মদানোপযোগী এক উত্তম রসোৎপত্তি হয়। সেই উত্তম রসের রূপধারণ করিয়াই আদিত্য প্রতিদিন উদিত হইয়া থাকেন। সেই উদিত আদিত্য হইতেই পুরুষমেধযাজী তাঁহার প্রথম মনুষ্যরূপ দেবত্ব প্রাপ্ত হন।

দেবতা দ্বিবিধ—কর্ম্মদেব ও আজানদেব। কর্ম্ম হইতে দেবত্ব প্রাপ্ত কর্ম্মদেব এবং সৃষ্টির আদিতে উৎপন্ন আজানদেব। কর্ম্মদেবগণ হইতে শতগুণ অধিক আনন্দ আজানদেবগণ উপভোগ করেন—যথা, "তে কর্ম্মদেবেভ্যঃ শ্রেষ্ঠাঃ যে শতং কর্ম্মদেবানামানন্দাঃ স এক আজানদেবানামানন্দঃ" ইতি শ্রুতেঃ (বৃহদারণ্যক ৪।৩।৩৩)। পুরুষমেধযাজী পূর্ব্বকল্পে আদিত্য রূপ লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া স্তুতি করা হইয়াছে ॥ ১৭ ॥

বিশেষ—পৃথিবী সৃষ্টির জন্য সেই পুরুষের দ্বারা জল হইতে রস হয়; তাহাই সর্ব্বজগতের উপাদান-কারণ। পূর্ব্বে যে জগৎ বর্ত্তমান ছিল, কল্পান্তে এই রস হইতেই আবার সেই সমগ্র জগতের উৎপত্তি হয়। তখন জগতের রূপ বিধানার্থ আদিত্যের সৃষ্টি হয়। এই আদিত্যই জগতের সর্ব্বরূপের কারণ এবং তিনিই মর্ত্ত্যলোকে কর্ম্মদেবত্ব প্রকট করেন। মুক্ত পুরুষের পক্ষে পুরুষমেধযাজীর কর্ম্ম হইতে তাহার ফলস্বরূপ রস প্রকট হইয়া

থাকে। তাঁহার সেই কর্ম্মের ফল প্রদানকারী এই আদিত্যদেব। এবম্বিধ পুরুষ সূর্য্যলোকে গমন করিয়া আদিত্যের রূপ প্রাপ্তান্তে মুক্তির পথে অগ্রসর হন ॥ ১৭ ॥

কণ্ডিকা—১৮, মন্ত্র—২

ব্বেদাহমেতম্পুরুষম্মহান্তমাদিত্ত্যবর্ণ্ণন্তমসঃ পরস্তাৎ ॥

তমেবব্বিদিত্ত্বাতিমৃত্যুমেতিনান্যঃপন্থাব্বিদ্যতেঽয়নায় ॥ ১৮ ॥

ঋষ্যাদি—(১) **ওঁ বেদাহমিত্যস্য নারায়ণঋষিঃ, নিচৃদার্ষী-ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ, পুরুষো দেবতা, বিষ্ণুপূজনে বিনিয়োগঃ ॥১৮॥**

মন্ত্রার্থ—(অহম্) আমি (এতম্) এই (মহান্তম্) সর্ব্বোৎকৃষ্ট (আদিত্যবর্ণম্) আদিত্যরূপকে (তমসঃ) অন্ধকার হইতে (পরস্তাৎ) পরে অন্ধকাররূপী অবিদ্যা হইতে দূরে (পুরুষম্) পুরুষকে (বেদ) জ্ঞাত হই। (তং) তাঁহাকে (এব) ই (বিদিত্বা) জ্ঞাত হইয়া (মৃত্যুম্) মৃত্যুকে (অত্যেতি) আক্রমণ করি। (অয়নায়) আশ্রয়ের

নিমিত্ত (অন্যঃ) দ্বিতীয় (পন্থাঃ) মার্গ (ন বিদ্যতে) বিদ্যমান নাই ॥১৮॥

সরলার্থ—এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট আদিত্যরূপের কৃপায় অর্থাৎ আরাধনার দ্বারা তাঁহার তুষ্টিসাধন করিয়া অন্ধকার হইতেও ঘোর অন্ধকারসম অবিদ্যা হইতে বহুদূরে চির অধিষ্ঠিত রবিমণ্ডলের মধ্যস্থিত পরমপুরুষ মহাবিষ্ণুকে জ্ঞাত হই। তাঁহাকে অবগত হইয়া মৃত্যুকে জয় করি। তাঁহার আশ্রয় ব্যতীত আর কোন দ্বিতীয় পন্থা নাই ॥১৮॥

বিবৃতি—সেই কারণরূপ সর্ব্বোৎকৃষ্ট জগদীশ্বর আদিত্যবর্ণ। পরমেশ্বরের দিব্য-চিন্ময়-অখণ্ড-জ্ঞান হইতেই জীবের মুক্তি হয়। এই ভগবৎ জ্ঞানের মার্গকেই দেবযান পন্থা কহে। এতদ্ব্যতীত মুক্তির আর কোন দ্বিতীয় উপায় নাই। অজ্ঞানান্ধকার তিরোহিত হইলেই আত্মজ্ঞানোদয়ে ভগবানের অনন্ত অচিন্ত্য মহিমা উপলব্ধি করা যায় ॥১৮॥

কণ্ডিকা—১৯, মন্ত্র—১

প্রজাপতিশ্চরতিগর্ব্ভেঽঅন্তরজায়মানোবহুধাব্বিজায়তে ।।

তস্যযোনিম্পরিপশ্যন্তিধীরাস্তস্মিন্ হতস্থুর্ব্বুবনানিব্বিশ্বা

।।১৯।।

ঋষ্যাদি—(১) ওঁ প্রজাপতিরিত্যস্য নারায়ণঋষিঃ, ভুরিগার্ষী ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ, পুরুষো দেবতা, বিষ্ণুপূজনে বিনিয়োগঃ ॥১৯॥

মন্ত্রার্থ—(প্রজাপতিঃ) সর্ব্বাত্মা প্রজাপতি অন্তর্হৃদয়ে স্থিত আছেন, (গর্ভং) প্রত্যেক গর্ভ (অন্তঃ) মধ্যে (চরতি) প্রবিষ্ট হন (অজায়মানঃ) জন্মরহিত বা অজ এবং নিত্য হইয়াও (বহুধা) অনেকপ্রকার কার্য্যকারণরূপে (বিজায়তে) উৎপন্ন হন অর্থাৎ মায়াশক্তি সাহায্যে প্রপঞ্চে প্রকট হন। (ধীরাঃ) ব্রহ্ম-জ্ঞাতা (তস্য) সেই প্রজাপতির (যোনিম্) স্থানস্বরূপকে (পরিপশ্যন্তি) দর্শন করেন। (বিশ্বা) সম্পূর্ণ (ভুবনানি) ভূত সমূহ প্রাণী (তস্মিন্) তাঁহাতে (হ) ই (তস্থুঃ) স্থিত হন ॥১৯॥

সরলার্থ—সর্ব্বজীবহৃদয়ে স্থিত প্রজাপতি প্রত্যেক গর্ভে প্রবেশ করতঃ অজ হইয়াও প্রত্যেক বস্তুর কারণস্বরূপে বহুরূপে জগতে প্রকট হন। ব্রহ্মজ্ঞগণ তাঁহার সৃষ্টি উৎপাদনকারী

অবয়ব ও তদীয় স্বরূপ মানসনেত্রে সম্যক্ প্রকারে দর্শন করেন। সমগ্র বিশ্বের যাবতীয় প্রাণিসকল তাঁহাতেই অবস্থিত ॥১৯॥

বিবৃতি—সমগ্র ঐশ্বর্য্যসমন্বিত শ্রীভগবানের অভিন্নস্বরূপ তাঁহার শক্তিতে শক্তিমান্ জগৎস্রষ্টা প্রজাপতি এবং তাঁহার অধীশ্বররূপে ভগবান্ স্বয়ং অন্তর্য্যামিস্বরূপে সর্ব্ব জীবহৃদয়ে অধিষ্ঠান করেন। সেই অজ ভগবান্ অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে তদীয় স্বরূপশক্তি যোগমায়ার সাহায্যে অবতারাদিরূপে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াও তদধীন হন না। আর সেই অন্তর্য্যামী ভগবানের ইচ্ছাশক্তিতে শক্তিমান্ হইয়া প্রজাপতি ভগবানের বহিরঙ্গা-শক্তি মায়ার সহযোগে ব্রহ্মাণ্ডে যাবতীয় প্রাণীর হৃদয়ে প্রবেশ করতঃ বহুধারূপে প্রকাশিত হন। তাৎপর্য্য এই যে, পরমাত্মা পুরুষই জন্মরহিত হইয়াও সর্ব্ববস্তুতে ব্যাপ্ত থাকিয়া অনেক রূপ ধারণ করতঃ জগতে প্রকাশমান্ ॥১৯॥

সায়ণাচার্য্য—"ব্রহ্মাণ্ডরূপী অনন্তগর্ভে প্রজাপতি বিগ্রহবান্ হইয়া বিচরণ করেন। তাঁহার বাস্তব স্বরূপ আছে। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা প্রতিপাদিত হইলেও মায়িক রূপেই বহুধা স্থাবর-জঙ্গমাদি বহুপ্রকার বিশেষে প্রকটিত হন। ধৈর্য্যবান্ মহাত্মাগণ যোগবলে সেই প্রজাপতির যোনিই জগৎকারণরূপ বাস্তবস্বরূপ বলিয়া জানিতে পারেন। বিধাতার জগৎ-সৃষ্টি-কর্তৃত্বে মরীচি, অত্রিপ্রমুখ মহর্ষিগণেরও জগদুৎপাদকত্ব লক্ষিভূত হইয়াছে ॥ ১৯ ॥

কণ্ডিকা—২০, মন্ত্র—১

যোদেবেভ্যঽআতপাতযোদেবানাম্পুরোহিতঃ ॥

পূর্ব্বোযোদেবেভ্যোজাতোনমোরুচায়ব্রাহ্ময়ে ॥২০।

ঋষ্যাদি—(১) ওঁ যো দেবেভ্য আতপতীতস্য নারায়ণ-ঋষিঃ, আর্য্যনুষ্টুপ্ ছন্দঃ, পুরুষো দেবতা, বিষ্ণুপূজনে বিনিয়োগঃ ॥২০॥

মন্ত্রার্থ—(যঃ) যে আদিত্যরূপ প্রজাপতি (দেবেভ্যঃ) দেবগণের নিমিত্ত (আতপতি) সর্ব্বদিক্ হইতে প্রকাশিত হন, (যঃ) যে (দেবানাম্) দেবগণের (পুরোহিতঃ) সর্ব্বকার্য্যে অগ্রণী অথবা প্রথম হিতকর ও তজ্জন্য পূজ্য, (যঃ) যে (দেবেভ্যঃ) সর্ব্ব দেবগণ হইতে (পূর্ব্বঃ) প্রথম প্রকটিত হন, সেই (রুচায়) দীপ্যমান্ (ব্রাহ্ময়ে) ব্রহ্মের অবয়বরূপকে (নমঃ) নমস্কার ॥২০॥

সরলার্থ—যিনি সূর্য্যরূপে সর্ব্বদেবগণকে তাপিত করেন, যিনি অগ্নিরূপে দেবগণের পুরোহিত, যিনি কারণবারিতে সর্ব্ব আদিতে প্রকট হন, আদিত্য-মণ্ডলের মধ্যস্থিত সেই ব্রাহ্মী কান্তিমান্ পরমপুরুষ মহাবিষ্ণুকে নমস্কার ॥২০॥

সায়ণাচার্য্য—যে পরমেশ্বর দেবগণের দেবত্বের নিমিত্ত সর্ব্বত্র প্রকাশমান, যিনি দেবগণের দেবত্ব সিদ্ধির জন্য তাঁহাদের হৃদয়ে চৈতন্যরূপে প্রবেশ করিয়া আবির্ভূত হন, যিনি দেবগণের পুরোহিত বৃহস্পতিরূপে বিরাজমান (বৃহস্পতির্দেবানাম্ পুরোহিতঃ ইতি শ্রুতেঃ), যিনি দেবগণেরও পূর্ব্বে হিরণ্যগর্ভরূপে জাত ("হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে" ইতি শ্রুতেঃ), তাদৃশ রোচমান স্বয়ং প্রকাশমান পরব্রহ্মস্বরূপ ব্রহ্মকে বা বেদপ্রতিপাদ্যকে নমস্কার ॥২০॥

কণ্ডিকা—২১, মন্ত্র—১

রুচম্ব্রাহ্মঞ্জনয়ন্তোদেবাঽঅগ্রেতদব্রুবন্ ।।

যস্ত্বৈবম্ব্রাহ্মণোবিদ্যাত্তস্যদেবাঽআসন্বশে ।।২১।।

ঋষ্যাদি—(১) **ওঁ রুচমিত্যস্য নারায়ণঋষিঃ, আর্ষ্যনুষ্টুপ ছন্দঃ, পুরুষো দেবতা, বিষ্ণুপূজনে** বিনিয়োগঃ ॥২১॥

মন্ত্রার্থ—(দেবাঃ) দীপ্তিমান্ ইন্দ্রিয়গণের দেবতাগণ (রুচম্) শোভন (ব্রাহ্মং) ব্রহ্মজ্যোতিঃরূপ আদিত্যকে (জনয়ন্তঃ) প্রকট করিয়া (অগ্রে) প্রথমে (তৎ) সেই বাণী (অব্রুবন্) বলেন—"যে

আদিত্য! (যঃ) যে (ব্রাহ্মণঃ) ব্রাহ্মণ (ত্বা) তোমাকে (এবম্) উক্ত প্রকারে প্রকটিত অজরামর (বিদ্যাৎ) জানেন, (তস্য) সেই আদিত্য-উপাসক ব্রাহ্মণের (দেবাঃ) দেবগণ (বশে) অধীনে (আসন্) হন ॥২১॥

সরলার্থ—সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দীপ্তিমান দেবগণ সেই পরম শোভন ব্রহ্মজ্যোতিঃরূপ আদিত্যকে মানসযজ্ঞে প্রকট করিয়া সর্ব্বপ্রথমে এই বলিয়া স্তুতি করেন—"হে আদিত্য! তোমার উপাসক যে ব্রাহ্মণ তোমাকে জগতে প্রকট দেখিয়াও উত্তম-প্রকারে অজরামর জানেন, দেবগণ নিশ্চয়ই সেই ব্রাহ্মণের বশীভূত হন" ॥২১॥

বিবৃতি—স্বীয় হৃদয়ে স্বপ্রকাশ ব্রহ্মবোধ প্রকট করিয়া দেবত্ব-প্রাপ্ত ঋষিগণ এইরূপ কহিয়াছেন—"যিনি এইপ্রকারে ব্রহ্মকে অজরামর বুঝিতে পারেন, দেবগণ তাঁহার বশীভূত হইয়া যান। আদিত্যের যথাযোগ্য উপাসনাদ্বারা সেই ব্রাহ্মণ-হৃদয়ে ব্রহ্ম প্রকাশিত হন, এবং ব্রহ্মজ্যোতিঃ যখন তাঁহার হৃদয়ান্ধকার বিদূরীত করিয়া প্রকাশ পায়, তখন সর্ব্বদেবই তদ্রূপ ব্রাহ্মণের বশীভূত হন" ॥২১॥

সায়ণাচার্য্য—দেবগণ সর্ব্বাগ্রে সৃষ্ট্যাদিরও পূর্ব্বে ব্রহ্মবিদ্যা-সম্প্রদায়প্রবর্ত্তনকালে পরব্রহ্মসম্বন্ধী চৈতন্যকে অবগত হইয়া, বিদ্যাদ্বারা প্রাদুর্ভূত ব্রহ্মতত্ত্বকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন।

কি বলিয়াছিলেন ? তদুত্তরে বলিতেছেন—"হে পরমাত্মন্ ! যে পুণ্যবান্ ব্রাহ্মণ তাঁহার বিদ্যাপ্রভাবে তোমাকে যথোক্তভাবে জ্ঞাত হইয়া ব্রহ্মবিৎ হন, দেবগণ তাঁহার অধীন হন।" তিনি স্বয়ংই সেই সকল দেবতার অন্তর্য্যামী পরমাত্মা হইতে অভিন্নস্বরূপ লাভ করায় দেবগণ তাঁহার ঈশ্বর নহেন, পরন্তু স্বভাবতঃই তদধীন। এইরূপ অর্থ বাজসনেয়িগণ স্পষ্ট করিয়াছেন—"য এবং বেদাহং ব্রহ্মাস্মীতি স ইদং সর্ব্বং ভবতি তস্য দেবাশ্চ নাভূত্যা ঈশতে আত্মা হ্যেষাংস ভবতি" ইতি ॥২১॥

কণ্ডিকা—২২, মন্ত্র—১

শ্রীশ্চতেলক্ষ্মীশ্চপত্ন্যাবহোরাত্রেপার্শ্বে নক্ষত্রাণি রূপমশ্বিনৌব্যাত্তম্ ॥

ইষ্ণন্নিষাণামুম্মইষাণসর্ব্বলোকম্মইষাণ ॥২২॥

* ইতি শুক্লযজুঃসংহিতায়ামেকত্রিংশোঽধ্যায়ঃ *

ঋষ্যাদি—(১) ওঁ শ্রীশ্চত ইত্যস্য নারায়ণঋষিঃ, নিচৃদার্ষীত্রিষ্টুপ্ছন্দঃ, পুরুষো দেবতা, বিষ্ণুপূজনে বিনিয়োগঃ ॥২২॥

মন্ত্রার্থ—হে স্বপ্রকাশস্বরূপ! (শ্রীঃ) লক্ষ্মী, যাঁহার দ্বারা সর্ব্বজন আপনার আশ্রয়নীয় হয়, (চ) এবং (লক্ষ্মীঃ) যাঁহার দ্বারা আপনাকে দেখা যায় অর্থাৎ আপনার সৌন্দর্য্যলক্ষ্মী, (পত্ন্যৌ) স্ত্রীস্থানীয়, (চ) এবং (অহোরাত্রে) দিবারাত্র (পার্শ্বে) পার্শ্বস্থানীয়, (নক্ষত্রাণি) আকাশস্থ নক্ষত্ররাজি (রূপং) আপনার রূপ, কেননা আপনারই তেজঃ হইতে তাহারা প্রকাশিত, (অশ্বিনৌ) দ্যাবাপৃথিবী আপনার (ব্যাত্তম্) মুখস্থানে ব্যাপ্ত—"অশ্বিনৌ দ্যাবাপৃথিব্যৌ ইমে হীদংসর্ব্বমশ্নুবাতাম্" ইতি শ্রুতেঃ। (ইষ্ণন্) কর্ম্মফল ইচ্ছা করতঃ (ইষাণ) ইচ্ছা করুন; (অমুম্) পরলোক (মে) আমার নিমিত্ত (ইষাণ) ইচ্ছা করুন অর্থাৎ আমার নিমিত্ত পরলোক সমীচীন হউক এইরূপ অমোঘ ইচ্ছা যাহাতে আপনার হয়; (সর্ব্বং) সর্ব্বলোকাত্মক যাহাতে হই, অর্থাৎ মুক্ত যাহাতে হই, সেইরূপ (মে) আমার নিমিত্ত (ইষাণ) ইচ্ছা করুন "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ইতি সামশ্রুতেঃ ॥২২॥

সরলার্থ—মনুষ্যের এইরূপ ব্রহ্মবোধ লাভ করা প্রার্থনীয় যে, শ্রী ও লক্ষ্মী—শোভা বা কান্তি ও সম্পত্তি সমস্তই সেই আদিত্য-দেবের প্রাণস্বরূপ স্বপ্রকাশ ভগবান্ মহাবিষ্ণুর পত্নীস্বরূপ। "হে স্বপ্রকাশস্বরূপ ভগবন্! যাবতীয় সৌন্দর্য্য ও সম্পত্তি তোমারই অঙ্কশায়িনী পত্নীস্বরূপা। দিবা ও রাত্র তোমারই দুই পার্শ্বচর; তোমারই রূপে নক্ষত্ররাজি রূপবিশিষ্ট; দ্যাবাপৃথিবী তোমারই শ্রীঅঙ্গের রক্ষকরূপে সাবধানতার সহিত তোমাকে

নিরন্তর দৃষ্টিপথে রাখিয়া ব্যাপ্ত করিয়া স্থিত ; তোমারই ইচ্ছায়, প্রভো, এই লোকসমূহ তব ইচ্ছাধীন ; সর্ব্বলোক তোমারই এবং তুমিও সর্ব্বলোকের ; তোমার উপাসকের পরলোক প্রাপ্তি হউক ; সর্ব্বত্রই যেন তোমার উপস্থিতি অনুভব করিতে পারি, প্রভো ! এই তব শ্রীচরণকমলে প্রার্থনা।" এই মন্ত্রে আদিত্যে মহাবিষ্ণুর অঙ্গের জ্যোতিঃস্বরূপ ব্রহ্মোপাসনান্তে তাঁহার নিত্য চিন্ময়-স্বরূপের উপাসনা নির্দ্ধারিত হইয়াছে ॥২২॥

সায়ণাচার্য্য—শ্রীঃ লজ্জাভিমানিনী দেবতা ; লক্ষ্মী ঐশ্বর্য্যাভিমানিনী দেবতা ; হে পরমাত্মন্ ! শ্রীঃ ও লক্ষ্মী আপনার ভার্য্যাস্থানীয়া ; অহোরাত্র আপনার পার্শ্বচরদ্বয়স্থানীয় ; গগণের দৃশ্যমান নক্ষত্ররাজির রূপ আপনার শরীর স্থানীয় ; অশ্বিনীদ্বয় যে দুই দেবতা, তাঁহারা আপনার বিবৃত-মুখস্থানীয়। এই প্রকারে, হে বিরাট্‌পুরুষ ! আমাদের আত্মবোধরূপ পরম শ্রেয়ঃ বস্তু আমাদিগকে প্রদান করুন। এই বিশ্বে দৃশ্যমান গবাশ্বাদি প্রদান করুন। অধিক কি, সর্ব্ব ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল বিধান করুন ॥২২॥ ইতি—

ভাগবত-পারম্পর্য্যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভু হইতে দশমাধস্তন-ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়াচার্য্যবর্য্য-নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট-পরমহংসবর শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী-গোস্বামী-প্রভুপাদের শিষ্য, শ্রীহর্ষবংশপরম্পরায় পঞ্চ-ত্রিংশাধস্তন বিক্রমপুর-বহর-নিবাসী ব্রাহ্মণবংশাবতংস-বেদ-

বিহিত-স্বধর্ম্মাচরণানুরক্ত-জ্যোতিঃশাস্ত্রপারঙ্গদ-বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন
স্বর্গীয় রজনীকান্ত মুখোপাধ্যায়-মহোদয়ের কনিষ্ঠ পুত্র, এবং
বারাণসী-নিবাসী বাজসনেয়ী শাখাধ্যায়ী যজুর্বেদজ্ঞ সর্ব্ব-
শাস্ত্রবিশারদ-বিনয়াবনত-সর্ব্বসদ্‌গুণবিভূষণ-পরমপণ্ডিত
বেদাচার্য্য শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপাঠক কাবসে-মহোদয়ের
বৈদিক-ছাত্র পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-হৃদয় বন-কৃতা শ্রীমাধ্যন্দিনীয়া
বাজসনেয়ি-সংহিতায় পুরুষমেধ-প্রকরণে
পুরুষসূক্তোক্তনারায়ণানুবাক-
বর্ণনে একত্রিংশ অধ্যায়ের
বন-ব্যাখ্যা সমাপ্তা।

একাদশ অধ্যায়

ঈশোপনিষদের বন-ব্যাখ্যা

অথ বাজেসনেয়িশুক্লযজুর্বেদসংহিতায়াম্
চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

অথানুবাকসূত্রম্

ঈশাবাস্যমষ্টাবন্ধং তমোনবন্ধোসপ্তদশ ॥২॥১৭॥

কণ্ডিকা—১, মন্ত্র—১,

অনুবাক—১

ঈশাবাস্যমিদꣳ সর্ব্বং যত্কিঞ্চজগত্যাঞ্জগৎ ॥

তেনত্যক্তেনভুঞ্জীথামাগৃধꣳকস্যস্বিদ্ধনম্ ॥১॥

ঋষ্যাদি—(১) ওঁ ঈশাবাস্যমিত্যস্য দধীচঋষিঃ, অনুষ্টুপ্-
ছন্দঃ, আত্মা দেবতা, উপদেশে বিনিয়োগঃ ॥ ১ ॥

বিধি—শুক্লযজুর্বেদের ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় হইতে চত্বারিংশ অধ্যায় পর্য্যন্ত এই পঞ্চাধ্যায়ী আথর্বণ-দধীচঋষিদ্বারা দৃষ্ট হইয়াছিল—"দধ্যঙ্ বা আথর্বণ এতং শুক্রমেতং যজ্ঞং বিদাংচকার" ইতি। যদ্যপি যজুর্বেদের প্রথম একোনচত্বারিংশ অধ্যায়ে কর্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞান তিন বিষয়েরই উল্লেখ আছে, তথাপি ঐ সকল অধ্যায়ে মুখ্যভাবে কর্ম্মকাণ্ডই বর্ণিত, আর এই চত্বারিংশ অধ্যায়ে পরমাত্মবিষয়ক জ্ঞান সম্বন্ধেই বিশেষভাবে কথিত হইয়াছে। এই মন্ত্রসমূহ আত্মমঙ্গলেচ্ছু জীবকে ঈশ্বর সান্নিধ্যে লইয়া যাইতে সমর্থ বলিয়া এই অধ্যায়কে 'ঈশোপনিষৎ' বলা হয়—ইহাতে কর্ম্মের কোন প্রয়োগ নাই এবং এই মন্ত্রসমূহেরও কোন কর্ম্মানুষ্ঠানে বিনিয়োগ নাই। আত্মজ্ঞান এক নিত্য, শুদ্ধ, নিষ্পাপ, জড়শরীর-রহিত চেতনসত্ত্বাবিশিষ্ট বলিয়া ইহার কর্ম্মের সহিত কোন সম্বন্ধ থাকে না। আত্মজ্ঞানী জড়-সম্বন্ধরহিত এবং শুদ্ধচেতন-ভূমিকায় পরাৎপর পরব্রহ্মের সহিত অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সম্বন্ধযুক্ত হইয়া ক্রমবর্দ্ধমান নিত্য নবীন ভগবৎ-সেবা-সুখানন্দে নিরত, আর স্ব-স্বরূপ-বিভ্রান্ত-কর্তৃত্বাভিমানী-উৎপন্নবিকারী-প্রাপ্তসংস্কারী ভোক্তাই কর্ম্মের যোগ্য হন। প্রাকৃতভেদ নিরস্ত করিয়া চিদ্বিলাস বৈচিত্রে ব্রহ্মতেজ অনুভবকারীই শুদ্ধজ্ঞানের অধিকারী। মহর্ষি জৈমিনির মতে, যে পুরুষ অগ্নি-তেজাদি দৃষ্ট ও স্বর্গাদি অদৃষ্ট ফলকামী, আর যিনি স্থূলসূক্ষ্মদেহে অহং বুদ্ধি সম্পন্ন হইয়া নিজেকে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-

বৈশ্যাদি জাতি, পণ্ডিত-মূর্খ, ধনী-দরিদ্র প্রভৃতি অভিমান করেন, তাঁহারই কর্ম্মে অধিকার। এতৎকারণে এই চত্বারিংশ অধ্যায়ের মন্ত্রসমূহ আত্মমঙ্গলপ্রার্থী ও শুদ্ধস্বরূপোপলব্ধিরূপ মুক্তিকামীর নিত্য স্বভাব প্রকাশ করতঃ বিষয়কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিয়া শোকমোহাদি সংসারধর্ম্মের বিষয়াশক্তির বন্ধন ছেদন ও স্বভাবের পূর্ণ জ্ঞানোদয় করায়। গর্ভাধানাদি সংস্কারে সংস্কৃত বেদজ্ঞ লব্ধ-পুত্র যথাশক্তি যজ্ঞ নিষ্পাদন করিয়া নিষ্পাপ, নিঃস্পৃহ, যম-নিয়মাদিযুক্ত শুদ্ধশরীরবিশিষ্ট নিত্যমুক্তি-প্রার্থী শিষ্যের প্রতি উপদেশরূপ এই ঈশোপনিষৎ।*

ভাগবত-মতে স্বায়ম্ভুবমনুর দুহিতা আকূতির যজ্ঞ-নামক পুত্র। সেই দৌহিত্রকে ভগবান্ বিষ্ণুদেবতা জানিতে পারিয়া তাঁহার প্রীতি ও স্বীয় মোক্ষকামনায় ঈশাবাস্যাদি মন্ত্রে ঋষি তাঁহার স্তব করেন। বিষ্ণুস্তুতি শ্রবণে অসহ্য হইয়া রাক্ষসগণ স্বায়ম্ভুবমনুকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইলে বৈদিক স্তুতিতে প্রীত হইয়া যজ্ঞনামা বিষ্ণু রুদ্রাদিদেবের বরে অবধ্য রাক্ষসগণকে হত্যা করতঃ ঋষিবরকে রাক্ষসের করাল কবল হইতে মুক্তি দিয়াছিলেন। স্বায়ম্ভুব-কৃত যজ্ঞস্তুতিই উপনিষদের সার ঈশোপনিষৎ।

ঈশাবাস্য-মন্ত্রের পূর্ব্বার্দ্ধে আত্মতত্ত্বের উপদেশ, তৃতীয় পাদে জিজ্ঞাসুকে আত্মজ্ঞানের প্রকৃতা অর্থাৎ কর্ম্মের নিদানরূপ এষণা-

---

* দধ্যঙাথর্ব্বণ-দধীচ ঋষি নিষ্কামধর্ম্ম-নির্ম্মলচিত্ত-সৎসঙ্কল্পক শ্রদ্ধালু শান্তস্বভাব-বিশিষ্ট স্বশিষ্য পুত্রকে এই ঈশোপনিষদের মন্ত্র উপদেশ করিয়াছিলেন।

ত্রয় ত্যাগ করাইয়া চতুর্থ পাদে কর্ম্মের ইচ্ছা ত্যাগ সূচনা পর-প্রকৃতার নিমিত্ত বলা হইয়াছে। এই প্রথম মন্ত্র আত্মজ্ঞান লাভরূপ মুমুক্ষু ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারীর জন্য। আর যিনি সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক আত্মজ্ঞানের অভ্যাসে অসমর্থ, তাঁহার জন্য পরবর্ত্তী দ্বিতীয় মন্ত্রে উপদেশ উদ্দিষ্ট হইয়াছে ॥১॥

মন্ত্রার্থ—(ঈশা) সর্ব্ব প্রাণীর অধীশ্বর পরমেশ্বরের দ্বারাই (ইদম্) এই যাবতীয় প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান (সর্ব্বম্) সম্পূর্ণ জগৎ (বাস্যম্) আবৃত হইবার যোগ্য (যৎ) যাহা (কিঞ্চ) কিছুও (জগত্যাম্) ত্রিলোকে (জগৎ) স্থাবর-জঙ্গমাদি সম্বন্ধযুক্ত (তেন) সেই হেতু (ত্যক্তেন) ত্যাগ করিয়া (ভুঞ্জীথাঃ) ভোগ বা রক্ষা কর। (কস্য) কাহার (স্বিৎ) ও (ধনম্) ধন বা সম্পত্তি (মা) না (গৃধঃ) গ্রহণ বা আকাঙ্ক্ষা কর। অথবা যাহা কিছু 'জগত্যাম্' ত্রিলোকে 'জগৎ' স্থাবরজঙ্গমাদি স্বামিসম্বন্ধে আলিঙ্গিত আছে, তাহা সমস্তই 'ত্যক্তেন' ত্যাগ করিয়া বা লোকৈষণা, বিত্তৈষণা, পুত্রৈষণা প্রভৃতি ত্যাগ করতঃ 'ভুঞ্জীথাঃ' প্রারব্ধ ভোগ অনুভব কর অথবা আত্মরক্ষা কর। 'গৃধঃ' 'এই সমস্ত আমার' এইরূপ লালসা 'মা' করিও না। 'স্বিৎ' বিচার কর যে, 'কস্য' কাহার 'ধনম্' ধন? বস্তুতঃ কাহারও নয়। সমগ্র দ্রব্য এক অপরের নিকট গমনাগমন করে, এই হেতু 'ইহা আমার' এই প্রকার বুদ্ধিরূপ অবিদ্যা ত্যাগই বাঞ্ছনীয়—যাবতীয় চরাচর ভগবানের অর্থাৎ

ভগবৎসম্বন্ধীয়। ঐ প্রকারের পরমার্থ-সত্য আত্মজ্ঞান দ্বারা এই অনৃতবিনাশী বস্তুসকল আচ্ছাদন কর—সর্ব্বত্র পরমাত্মার অধিষ্ঠান অনুভব কর ॥ ১ ॥

সরলার্থ—এই বিশ্বে দৃশ্যাদৃশ্য স্থাবর-জঙ্গমাদি যাবতীয় বস্তুই সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বর কর্ত্তৃক আবৃত। অতএব তদধীন হইয়া অনাসক্তভাবে যথাযোগ্য বিষয় ভুঙ্ক্ষ্ব বা স্বীকার কর; কোন ধনই নিজের বলিয়া কোন প্রকারের আকাঙ্ক্ষা করিও না ॥ ১ ॥

বিবৃতি—অবিচিন্ত্য শক্তিমান্ সর্ব্বেশ্বরেশ্বর ভগবান্ স্বীয় শক্তিপ্রভাবে দৃশ্যমান জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহাতে ওতপ্রোতভাবে বিরাজমান। ভগবানের অধিষ্ঠান ব্যতীত কোন বস্তুরই অস্তিত্ব সম্ভব নয়—তিনি সর্ব্বান্তর্য্যামী পরমাত্মারূপে স্থাবর-জঙ্গম-চরাচর প্রত্যেক বস্তুর অভ্যন্তরে অবস্থিত এবং বৃহৎ ব্রহ্মরূপে বিশ্ব ব্যাপ্ত করিয়া বিষ্ণুনামে অভিহিত। ভগবান্ই সর্ব্ববস্তুর একমাত্র অধীশ্বর। তদীয় বহিরঙ্গাশক্তি মায়ার করাল-কবলে পতিত, স্বরূপ-বিভ্রান্ত, স্থূলসূক্ষ্মদেহে-'অহং'-বুদ্ধিসম্পন্ন জীবকুল, সেই ভগবানের বস্তুতে 'আমার' বুদ্ধি করতঃ অবিদ্যাগ্রস্ত হইয়া জন্ম-মৃত্যুমালা অঙ্গীকার ছলে ত্রিতাপদগ্ধ হয়। অবিদ্যার তীব্র পীড়ন হইতে ত্রাণ ও আত্মকল্যাণ লাভ করিতে হইলে 'সমস্তই ভগবানের', সুতরাং অপরের দ্রব্য ভোগ করা অন্যায়'-বিচারে, যুক্ত-বৈরাগ্য সহকারে ভগবানের আরাধনার জন্য শরীর রক্ষার্থে

যথোযোগ্য বস্তু তাঁহার আশীর্ব্বাদ বা প্রসাদস্বরূপ গ্রহণ করিতে হইবে।

জগতে যত কিছু জগদ্ভাব আছে, পৃথিবী আদি লোক-লোকান্তরে যে জগৎ, তাহাতে যাহা কিছু নাম-রূপাদি, মন-বুদ্ধি-অহংকার, স্থূলসূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়গণ অনুভব যোগ্য আছে, তাহা সমস্তই সেই সর্ব্বব্যাপী ভগবান্ দ্বারা আচ্ছাদিত। জীবাত্মার সহিত এই সকল পার্থিব বস্তুর কোনই সম্বন্ধ নাই; বদ্ধভূমিকায় ক্ষণভঙ্গুর কল্পিত সম্বন্ধ অবিদ্যা হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। জীবাত্মা নিত্য চেতনবস্তু—পরমাত্মার সহিত নিত্য-সম্বন্ধযুক্ত। পরমাত্মা, জীবাত্মা ও জগৎ—এই তিনের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ-জ্ঞানাভাবে জীব ত্রিতাপ-ক্লেশ ভোগ করে, আর শুদ্ধজ্ঞানোদয়েই তাহা হইতে মুক্ত হয়। সর্ব্বশক্তিমান্ পরমাত্মার বহিরঙ্গাশক্তি-প্রসূতই এই জড় জগৎ; চিৎশক্তি হইতে নিত্য-দিব্য-চিন্ময়-পরব্যোমধাম; এবং তটস্থাশক্তি বা জীবশক্তি হইতে জৈবজগৎ বা জীবাত্মার নিত্য অভ্যুদয়। পরমাত্মা ও জীবাত্মা নিত্য ও নব নবায়মান রসযুক্ত; জড় জগৎও সত্য, কিন্তু পরিবর্ত্তনশীল এবং চিন্ময় পরব্যোমের বিকৃত প্রতিবিম্ব। তটিনীকূলে দোলায়মান বৃক্ষের অস্তিত্বে যে প্রকার জলে প্রতিবিম্বিত বৃক্ষচ্ছায়া বিকৃতভাবে বর্ত্তমান, ভগবদ্‌সম্বন্ধে জগৎও তদ্রূপ সত্ত্বাবিশিষ্ট, অথচ পরিবর্ত্তনশীল। বৃক্ষছায়া যেমন বৃক্ষের সহিত বিকৃত সম্বন্ধযুক্ত, জগৎও পরমাত্মার সহিত তদ্রূপ সমাশ্লিষ্ট। কিন্তু জীবাত্মা

স্বরূপতঃ পরমাত্মা হইতে চিদংশে অভিন্ন, এবং সেবক-সেব্য—অনুবৃহৎভাবে—মায়াবশ-যোগ্য ও ময়ার অধীশ্বর বিচারে যুগপৎ বিভিন্ন। এবম্বিধ প্রকারে জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার নিত্য সম্বন্ধ জ্ঞাত হইয়া চরাচর সেই পরমাত্মার ও জীবাত্মার নিত্যশুদ্ধ স্বরূপ হইতে পৃথক্ জ্ঞানে জীব তাহা ভোগের আকাঙ্ক্ষা না করতঃ অনাসক্তভাবে যথাযোগ্য গ্রহণান্তে জীবিকা নির্ব্বাহ দ্বারা নিঃশ্রেয়স অর্জ্জন করিবেন। ভ্রমোৎপন্ন স্ব-পরভেদরূপ অসতী বুদ্ধি হইতেই জীব স্বার্থপর হইয়া ভোগে প্রমত্ত হয়। কিন্তু সমস্ত বস্তুতে যদি পরমাত্ম-প্রতীতি জন্মে, তবে তাহাতে পরধন বোধে বিষয়াসক্তি জন্মে না।

উবটাচার্য্য তদীয় ভাষ্যে বলিয়াছেন যে, ঈশ্বর যাবতীয় বিশ্ব 'আমার বাসনীয়' এই ভাবনাদ্বারা আবৃত করিয়া স্থাবরজঙ্গমাদি স্বস্বামিসম্বন্ধালিঙ্গিত ভাবে রাখিয়াছেন। আর ত্যক্ত-স্বামিসম্বন্ধ হইলেই তাহাতে ভোগের প্রবৃত্তি জন্মে। এই জগতের ধন কাহারও নয়, সুতরাং অপরের ধনে আকাঙ্ক্ষা করিতে হইবে না। সর্ব্ব দ্রব্যাদি ঈশ্বরের শক্তিদ্বারা সৃষ্ট; কিন্তু ইহার বিপরীত বুদ্ধিতেই অবিদ্যার উদয়। তথা চ—কটককেয়ূরকুণ্ডলাদীন্য-লঙ্কারাণ্যন্যং চান্যং চ পুরুষমুপতিষ্ঠমানানি দৃশ্যন্তে। অতঃ সর্ব্বার্থস্য যঃ স্বস্বামিসম্বন্ধো মমেদমিতি বুদ্ধিঃ সা ত্ববিদ্যা। নিঃস্পৃহস্য যোগেঽধিকার ইতি বাক্যার্থঃ"—নিস্পৃহেরই যোগে অধিকার।

"স্বতঃ প্রবৃত্ত্যশক্তত্বাদীশাবাস্যমিদং জগৎ।
প্রবৃত্তয়ে প্রকৃতিগং যস্মাৎ স প্রকৃতীশ্বরঃ॥"

—ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে

ভগবানের স্বতঃ প্রবৃত্তি তদধীনা শক্তি হইতে জাত বলিয়া সমস্ত তাঁহারই ; অতএব তাঁহারই (ঈশ্বরেরই) ভোগ্য—অন্যের নহে এইরূপ ভাষ্য শ্রীমাধবাচার্য্য করিয়াছেন।

বেদবাণীস্বরূপ অচিন্ত্যশক্তি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কারণ এবং ত্রিবিক্রম সর্ব্বেশ্বর শ্যামসুন্দরবিগ্রহ শ্রীভগবানকে নমস্কারান্তে শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ তদীয় ভাষ্যে বলেন যে, দুর্ম্মতিগণই জীবের স্বতঃ কর্ত্তৃত্ব, বেদের কর্ম্মে নিখিলপুমর্থহেতুত্ব, বিষ্ণুর কর্ম্মাঙ্গত্ব, কর্ম্মফলের নিত্যত্ব ইত্যাদি কল্পনা করে। কিন্তু বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ভগবানেরই স্বাতন্ত্র্য, সর্ব্বকর্ত্তৃত্ব, সর্ব্বজ্ঞতা, পুমর্থাদি-ধর্ম্মকত্ব ও জ্ঞানসুখস্বরূপত্ব নিরূপণ করেন। ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম্ম—এই পঞ্চতত্ত্ব জগতে শ্রুত হয়। তন্মধ্যে বিভুচৈতন্য ঈশ্বর, অনুচৈতন্য জীব রবির প্রকাশকত্ববৎ জ্ঞানের জ্ঞাতৃত্ব নিত্যজ্ঞানাদি গুণযুক্ত ঈশ্বর ও জীব উভয়েই বিদ্যমান আছে। স্বরূপশক্তিমান্ ঈশ্বর প্রকৃতির মধ্যে ওতপ্রোতভাবে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া ক্ষেত্রজ্ঞরূপে আছেন। তিনি এক হইয়াও বহুভাবে অভিন্নরূপে দেহদেহী—গুণগুণিভাবে বিদ্বৎ প্রতীতির বিষয় এবং অব্যক্ত হইয়াও ভক্তিদ্বারা ব্যক্ত হইয়া চিৎসুখস্বরূপে অনুভূত হন। জীব বহু অবস্থা

লাভ করেন। ভগবদ্বৈমুখ্যবশতঃ সেই জীব ভগবৎ সাক্ষাৎকার হইতে স্বস্বরূপ-বিভ্রান্তি ও তদ্‌গুণাবরণরূপ দ্বিবিধ বন্ধনে রুদ্ধ। তৃতীয় বস্তু প্রকৃতি। সত্ত্ব-রজঃ-তমোগুণের সাম্যাবস্থা প্রকৃতি বা মায়া। মায়া ভগবানের ঈক্ষণপ্রভাবে সমর্থপ্রাপ্তা বিচিত্র-জগজ্জননী; কাল—ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানযুগ চির-ক্ষিপ্রাদি ব্যবহার বিশেষ; ক্ষণাদি পরার্দ্ধ চক্রবৎ পরিবর্ত্তনশীল। উক্ত ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি ও কাল এই চতুর্বস্তু নিত্য—জীবগণ ভগবানের অধীন তত্ত্ব। আর, কর্ম্ম জড় এবং অনাদি হইয়াও বিনাশযোগ্য। এই পঞ্চবিধ তত্ত্বের মধ্যে পরব্রহ্ম পরমাত্মাই কেবলমাত্র শক্তিমৎ-তত্ত্ব, আর বাকী সমস্তই তদধীন।

আত্মযাথাত্ম্য-প্রকাশার্থেই 'ঈশাবাস্যম্'-আদি মন্ত্র প্রযুক্ত—কর্ম্মে বিনিয়োগের জন্য নয়; পরন্তু উপাসনাতে প্রযোজ্য। ভগবানের সহিত সম্বন্ধ বিশেষের সাধনার নামই উপাসনা এবং ভগবৎ সাম্মুখ্যই জীবের সম্বন্ধ ॥১॥

তথ্য—**ঈশা**—ঐশ্বর্য্যে ক্বিবন্তঃ ঈষ্টে ইতি ঈট্। সর্ব্ববস্তুর ও সর্ব্বজন্তুর পরমেশ্বরই অভীষ্ট। তাঁহাদ্বারাই এই প্রত্যক্ষ প্রমাণসিদ্ধ বিশ্ব আচ্ছাদিত হইয়া আছে।

বাস্যং—'বস আচ্ছাদনে' ঋহলোর্ণ্যদিতি ণ্যৎ-প্রত্যয়ঃ, ণিত্বাৎ স্বরিতঃ আচ্ছাদনীয়মিত্যর্থঃ। ভগবানের দ্বারাই সর্ব্ব ব্যাপ্ত। যথা—"স এবাধঃস্থাৎ স এবোপরিষ্টাৎ অন্তর্বহিশ্চ তৎ

সর্ব্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ” ইতি শ্রুতেঃ। কেবল প্রত্যক্ষদৃষ্ট বিশ্বই ব্যপ্ত করিয়া নহে, ব্রহ্মাণ্ডের অভ্যন্তরেও পরমেশ্বর বিদ্যমান। যথা—“যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎপ্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি” ইত্যাদি শ্রুতেঃ। এবম্বিধ স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্ব ঈশ্বরের দ্বারা সৃষ্ট, রক্ষিত ও নিয়মিত। ত্যক্তেন—'বিসৃষ্টেন স্বাদৃষ্টানুসারিণা বিষয়েণ ভুঞ্জীথাঃ ভোগাননুভবেঃ।' স্বীয় কর্ম্মফল ও অদৃষ্ট অনুযায়ী বিষয় গ্রহণ ব্যতীত ততোধিক 'মা গৃধঃ'—গৃধু অভিকাঙ্ক্ষায়াং। পরমাত্মার ইচ্ছাধীনে থাকিয়া বিষয় গ্রহণ করাই উদ্দেশ্য ॥১॥

কণ্ডিকা—২, মন্ত্র—১

কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ ।

এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে ॥২॥

ঋষ্যাদি—(১) ওঁ কুর্ব্বন্নিত্যস্য দধীচ ঋষিঃ, ভুরিগার্ষ্যনুষ্টুপ্ ছন্দঃ, অধিকারী দেবতা, কর্ম্মোপদেশে বিনিয়োগঃ ॥২॥

মন্ত্রার্থ—(ইহ) এই সংসারে (কর্ম্মাণি) দর্শপৌর্ণমাস-অগ্নিহোত্রাদি হইতে আরম্ভ করিয়া অশ্বমেধাদি একোন-চত্বারিংশ অধ্যায় পর্য্যন্ত যাগযজ্ঞাদি কর্ম্মসমূহ (কুর্ব্বন্)

সম্পাদন করিয়া (এব) ই (শতম্) শত (সমাঃ) বৎসর (জিজীবিষেৎ) জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করুক। (এবম্) শরীর শুদ্ধির সহিত বিষয়াসক্তি হইতে ত্রাণ এবং স্বরূপোপলব্ধির জন্য অন্য কামনা রহিত হইয়া এই প্রকার কর্ম্ম করিলে (ত্বয়ি) তোমাতে (নরে) মনুষ্যলোকে (কর্ম্ম) কর্ম্ম (ন লিপ্যতে) লিপ্ত করিবে না। (ইতঃ) এতদ্ব্যতীত (অন্যথা) প্রকারান্তর (ন অস্তি) নাই। নিষ্কাম কর্ম্ম করিয়া শুদ্ধান্তঃকরণ হইতে শুদ্ধজ্ঞান, এবং আত্মজ্ঞান হইতে মুক্তি হয় ॥২॥

সরলার্থ—এই জগতে বেদবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া শত বৎসর জীবিত থাকিবার ইচ্ছা করিয়া জীবিত থাকিলেও তুমি সেই কর্ম্মে লিপ্ত হইবে না। ইহার অন্যথা নাই ॥২॥

বিবৃতি—অধিকার বিচারে এই মন্ত্রে বেদবিহিত নিষ্কাম কর্ম্মের উপদেশ দিতেছেন। পূর্ব্বমন্ত্রানুযায়ী বিশ্বে সর্ব্বত্র ভগবৎ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া চিত্তশুদ্ধির জন্য বিহিত অবশ্য অনুষ্ঠেয় অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম শতবৎসর পরমায়ু লাভ করিয়া নিষ্কামভাবে পালন করিলেও তাহা কর্ম্মানুষ্ঠাতাকে বিষয়ে অনুরক্ত না করিয়া আত্মানুষ্ঠানেই পর্য্যবসিত করিবে। শরীরে প্রাণ থাকা কাল পর্য্যন্ত জগতে কোন না কোন প্রকারের কর্ম্ম করিতে হইবেই, নতুবা জীবন ধারণ সম্ভব নয়। কেবলমাত্র আহার-নিদ্রা-ভয়-ইন্দ্রিয়তোষণাদির জন্য কর্ম্মই জীবকে সংসারে আবদ্ধ করে, আর

যে কর্ম্ম পরমাত্মানুশীলনরূপে যাজিত হয় তাহা জীবকে বিষয়াশক্তি হইতে মুক্ত করিয়া ভগবানে অনুরক্ত করায়—ইহাকেই জ্ঞান বা ভক্তি বলে। কর্ম্মফল ভগবানে অর্পিত হইলেই কর্ম্মফলভোগ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। অজ্ঞ ব্যক্তির কর্ম্ম তাহাকে সংসারে আবদ্ধ করায়, আর জ্ঞানীর কর্ম্ম বিষয় হইতে বিমুক্ত করাইয়া ধ্রুবানন্দ প্রদান করে।

যতক্ষণ পর্য্যন্ত না জীবের ভগবদনুসন্ধিৎসা ও আত্মজ্ঞান হৃদয়ান্ধকার দূর করে, ততক্ষণ বেদবিহিত কর্ম্মই তাহার ধর্ম্ম; এবম্বিধ কর্ম্ম অনুষ্ঠান না করিলে ধর্ম্মহানিরূপ প্রত্যবায় হয় জানিয়া কামনাহীন হইয়া সময় ব্যতীত করা বিধেয়। নিষ্কাম কর্ম্ম অন্তঃকরণ শুদ্ধ করাইয়া আত্মজ্ঞানরূপ মুক্তিলাভের সহায়ক বলিয়া জীবন সমাপ্তি পর্য্যন্ত পালনীয়। তাৎপর্য্য এই যে, যে পর্য্যন্ত দৃঢ় বিষয়বৈরাগ্য না জাগ্রত হয়, সেই পর্য্যন্ত কামনা-রহিত কর্ম্ম করিলে মনুষ্যদেহাভিমানীরূপ কর্ম্মবন্ধন হইবে না। সকাম কর্ম্ম হইতেই পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। যথা—

"যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ।
স্থাণুমন্যেঽনুসংযন্তি যথা কর্ম্ম যথাশ্রুতম্॥"

—কঠোপনিষৎ অঃ ২।২।৭

যাঁহার যেই প্রকার কর্ম্ম বা বিজ্ঞান, সেই দেহী তদনুরূপ

মনুষ্যাদি যোনি অথবা বৃক্ষলতাদি স্থাবর-দেহ প্রাপ্ত হন। ভোগেচ্ছা ক্ষুণ্ণ হইয়া তীব্র বৈরাগ্যোদয়েই সন্ন্যাসের অধিকার; তাহা না হওয়া পর্য্যন্ত বেদ-বিহিত কর্ম্ম করাই বদ্ধ জীবের পক্ষে মঙ্গলপ্রদ। অনুপযুক্ত ব্যক্তি সাময়িক উত্তেজনায় সংসার ত্যাগ করিয়া অন্তিমে কুকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া জগজ্জঞ্জাল হইয়া পড়ে।

উবটাচার্য্য তদীয় ভাষ্যে বলেন—নিস্পৃহ যোগীরও জ্ঞানের নিমিত্ত কর্ম্মে অধিকার আছে। ইহলোকে রুগ্নব্যক্তি যেমন হিতকর পথ্য ভক্ষণ করেন, তদ্রূপ মুক্তির হেতুরূপ বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য শত বৎসর জীবিত থাকিবার ইচ্ছা ও চেষ্টা হিতের উদ্দেশ্যে। এতদুপায় ব্যতীত মুক্তির অন্য উপায় নাই। উবট আরও বলেন যে, স্বর্গ প্রাপ্তির যেমন নানাপ্রকার উপায় আছে, মুক্তি প্রাপ্তির তদ্রূপ নাই। এখন শঙ্কা হইতে পারে যে, কর্ম্ম যখন ফল ভোগ করায়, তখন ইহা হইতে মুক্তি প্রাপ্তির কি সম্ভাবনা আছে? তদুত্তরে বলিতেছেন, 'ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে'—মনুষ্যলোকে মুক্তির নিমিত্ত যে কর্ম্মানুষ্ঠান, তাহা জীবকে কর্ম্মফলবাধ্য করায় না, যেহেতু মুক্তিদানের দ্বারা সেই কর্ম্মের শক্তি উপক্ষীণ হয়। বৃহদারণ্যক বলেন—"তমেতং বেদানুবচনেন বিবিদিষন্তি ব্রহ্মচর্য্যেণ তপসা শ্রদ্ধয়া যজ্ঞেনানশকেন চেতি"—স্বাধ্যায়-ব্রহ্মচর্য্য-তপস্যা-শ্রদ্ধা-যজ্ঞ প্রভৃতি সাত্বিক-কর্ম্মদ্বারা সেই পরম পুরুষকে জানিতে ইচ্ছা করেন; তাৎপর্য্য এই যে, জীবের যতক্ষণ ইচ্ছা-প্রবৃত্তি থাকে, ততক্ষণ তাহার কর্ম্মে অধিকার।

"ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা ॥"

—গীতা

অর্থাৎ পদ্মপত্রে জল যেমন পত্রের সহিত লিপ্ত হয় না, সেইরূপ যিনি আসক্তি রহিত হইয়া ব্রহ্মে কর্ম্মফল অর্পণ করেন তিনিও পাপে লিপ্ত হন না। কাণ্বশাখীয় ভাষ্যকার অনন্তাচার্য্য বলেন—ব্রহ্মার্পণ বুদ্ধিতে কৃতকর্ম্মদ্বারা শুদ্ধাত্মকেবল ব্যক্তিরই মুক্তি লাভ হয়। অসঙ্কল্পিতফল বিহিত-কর্ম্ম ভগবদারাধনায় প্রয়োগ হইলে, তাঁহার মতে, মানুষ পূর্ব্বাপর কর্ম্মফল-বাধ্য হয় না। প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিভেদে দ্বিবিধ পন্থাই বেদে আছে ॥২॥

কণ্ডিকা—৩, মন্ত্র—১

অসুর্য্যানামতেলোকাঽঅন্ধেনতমসাবৃতাঃ ।
তাঁস্তেপ্রেত্যাপিগচ্ছন্তিযেকেচাত্মহনোজনাঃ ॥৩॥

ঋষ্যাদি—(১) ওঁ অসুর্য্যা ইত্যস্য দধীচঋষিঃ, গান্ধারঃ স্বরঃ, আর্য্যনুষ্টুপ্ ছন্দঃ, যজমানো দেবতা, উপদেশে বিনিয়োগঃ ॥৩॥

মন্ত্রার্থ—এই মন্ত্রে সকাম ও নিষিদ্ধ কর্ম্মের নিন্দা করিয়া

চতুর্থ মন্ত্র হইতে আত্মজ্ঞানেই মুক্তি লাভ প্রদর্শনের জন্য আত্মতত্ত্ব নির্ণীত হইয়াছে। (যে) যে (কে) কেহ (চ) ও (আত্মহনঃ) আত্মঘাতী (তে) সেই সকল (জনাঃ) মনুষ্য (প্রেত্য) মৃত্যুর পর (তান্) সেই স্থাবরাদি জন্মে (অধিগচ্ছন্তি) গমন করে। (তে) সেই সকল (লোকাঃ) কর্ম্মফল ভোগ করাইবার লোকসমূহ (অসুর্য্যাঃ) অসুর (নাম) নামক (অন্ধেন) গাঢ় (তমসা) তমসা (আবৃতাঃ) আবৃত ॥৩॥

সরলার্থ—যাহারা পূর্ব্বকথিত বেদবিহিত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম পরমাত্মসম্বন্ধ-রহিত হইয়া অনুষ্ঠান করে, সেইসকল আত্মঘাতী মৃত্যুর পর ঘোর তমসাবৃত আসুরীভাবপ্রাপ্ত লোক-সমূহে গমন করিয়া কর্ম্মফল ভোগ করে ॥৩॥

বিবৃতি—নিষ্কাম কর্ম্ম ভগবানের উদ্দেশে যাজিত হইলেই মুক্তি প্রাপ্তির সহায়ক হয়, আর ভোগলালসামূলে সকাম ও নিষিদ্ধ কর্ম্মদ্বারা আত্মবিস্মৃতিরূপ অমঙ্গলই আনয়ন করে। ধর্ম্মোদ্দেশে কর্ম্ম, বিষয়ে বিরাগ উদয় করাইবার জন্য ধর্ম্ম এবং ভগবানের পাদপদ্ম-সেবানুরক্তির নিমিত্তই বিষয়ে বিরাগ প্রয়োজন। যদি তাহাই সাধিত না হইল তবে সকল কর্ম্ম-ধর্ম্ম-বৈরাগ্য আত্মানুশীলনের সহায়ক না হইয়া অকিঞ্চিৎকর ইন্দ্রিয়লালসাবেগ বৃদ্ধি করিয়া হীনা স্বার্থপরতায় পরিণত হয়। মৃত্যুসমই এতাদৃশ জীবন। যথা—

"ন যস্য কর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
ন তীর্থপাদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ॥"

—ভাগবতম্

যতক্ষণ শরীর থাকিবে, ততক্ষণ কোন না কোন কর্ম্ম করিতেই হইবে। কিন্তু যদি ধর্ম্মোদ্দেশে সাধিত বেদবিহত কর্ম্ম ভগবানে অনুরাগ বৃদ্ধি না করাইয়া মায়ার দাস্যেই নিযুক্ত রাখে, যদি সুদুর্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া ভগবানের অহৈতুকী কৃপারূপ অনুকূল-বায়ু সাহায্যে শ্রীগুরুকর্ণধারের সদয় নিয়ামকত্বে নক্র-মকরাদি-হিংস্র জলজন্তুসদৃশ কাম-ক্রোধাদি এবং উত্তাল-তরঙ্গসম ত্রিতাপ সঙ্কুল সংসার-সমুদ্র পার হইয়া জীবন তরণী পরপারে নিত্য-দিব্য-চিন্ময়ধামে শ্রীভগবানের অশোক-অভয় পাদপদ্মতলে শান্তি-ছায়া-লাভ না করিল, তবে সেই জীবনই বস্তুতঃ আত্মঘাতী। হলাহল পানে, কণ্ঠে রজ্জুবন্ধন বা নদীগর্ভে ঝম্প প্রদান দ্বারা প্রাকৃত শরীর মাত্র বিনষ্ট হইতে পারে, কিন্তু বেদবিহিত কর্ম্মের দ্বারা ধর্ম্ম-যাজন করতঃ মায়াদাস্য পরিত্যাগ করিয়া ভগবদ্দাস্য প্রাপ্ত না হওয়াই মনুষ্যজীবনে প্রকৃত আত্মঘাতের কারণ। যথা—

"নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং
প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥"

—ভাগবতম্

এই প্রকার জীবের জীবন জড়ে বিনষ্টপ্রায় হইতে থাকে বলিয়া তাহাকে 'আত্মঘাতী' কহে। জীবাত্মার স্বাভাবিকী দৈবী-বৃত্তি ক্রমশঃ আচ্ছাদিতা হইয়া আসুরী ভাব লাভ করে। সেই বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সর্ব্ব বেদবিহিত কর্ম্ম পরমাত্মসম্বন্ধ স্থাপন পূর্ব্বক সাধনের জন্য জীবাত্মার প্রতি এই উপদেশ-মন্ত্র। স্বরূপতঃ ভগবৎ-পরিচর্য্যার নিমিত্ত যে বাহ্য বিচারে বেদবিহিত কর্ম্ম, তাহাকেই ভক্তি-ধর্ম্ম বলা হয়।

নিষ্কামকর্ম্ম পরিত্যাগ করতঃ সকাম ও নিষিদ্ধকর্ম্ম যাজনকারী অবিবেকিগণের মৃত্যুর পর কি গতি হয় তাহাই উক্ত মন্ত্রে উদ্দিষ্ট হইয়াছে। আত্মার যথার্থ-দর্শনাভাবে অদর্শনাত্মক অজ্ঞানাবৃত দেবতাদি শরীররূপী লোকসমূহকেও 'অসূর্য্যানাম' কহে। আত্মজ্ঞানানুভবযোগ্য শুদ্ধজ্ঞানের তথায় প্রকাশ নাই। দেবাদি হইতে স্থাবর পর্য্যন্ত অসূর্য্যলোক। পরমাত্মাকে পরমাত্মীয় জ্ঞান না হওয়াই জীবাত্মার 'আত্মঘাত।' ইহা হইতে নিত্য-শুদ্ধ-মুক্তস্বরূপ আত্মা অবিদ্যা-দোষে জড়শরীরে জন্ম-মরণাদি বিপরীত ভাব প্রাপ্ত হয়।

অন্তঃকরণ শুদ্ধির জন্য যে ব্যক্তি নিষ্কাম কর্ম্ম না করে, পরন্তু অপকর্ম্ম-বিকর্ম্ম করিয়া জীবন অতিবাহিত করে, মৃত্যুর পর সে জন্ম-মরণদোষযুক্ত লোকে গমন করে। 'অসূর্য্যলোক' বলিতে যখন দেবলোক নির্দ্দেশ করে, তখন ফল-ভোগকারী সূক্ষ্মদেহধারী দেবগণের লোক বুঝিতে হইবে; স্বয়ংপ্রকাশ সর্ব্বেশ্বরেশ্বর

পরমাত্মার সম্বন্ধ রহিত হওয়ায় সেই স্থানকেও 'অসুর্য্য' বলে। ছান্দোগ্যবৃহদারণ্যকে ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা দেবগণকে 'অসুর' নামে অভিহিত করা হইয়াছে। অতএব দেবলোকও আত্ম-প্রকাশক না হইয়া অজ্ঞানান্ধকারে আবৃত—কেননা, দেবগণও বিষয়ের লালসা করেন।

অজ্ঞান-অন্ধকারে আবৃত অজ্ঞানী সকামী পুরুষ বিষয় ভোগবিলাসার্থে কর্ম্মারাধনাপর হইয়া তত্তৎ লোকে গমন করে; অথবা যে ব্যক্তির সদা নিষিদ্ধ-কর্ম্ম যাজন ফলে আত্মার বৃত্তি জাগরূপা হয় নাই, মৃত্যুর পর সে পশু-পক্ষী-বৃক্ষাদি শরীর প্রাপ্ত হয়। সুতরাং মনুষ্য-জীবনে এইভাবে আত্মার বিনাশ সাধন না করিয়া পরমাত্ম-সম্বন্ধযুক্ত বিহিত-নিষ্কামকর্ম্ম পালনান্তে আত্মজ্ঞান লাভ করাই উচিত ॥৩॥

কণ্ডিকা—৪, মন্ত্র—১

অনেজদেকম্মনসো জবীয়ো নৈনদ্দেবাऽআপ্নুবন্পূর্বমর্শৎ ॥
তদ্ধাবতোऽন্যানত্যেতি তিষ্ঠত্তস্মিন্নপো মাতরিশ্বা দধাতি ॥৪॥

ঋষ্যাদি—(১) ওঁ অনেজদিত্যস্য দধীচঋষিঃ, ধৈবতঃ স্বরঃ, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ, আত্মা দেবতা, উপদেশে বিনিয়োগঃ ॥৪॥

মন্ত্রার্থ—যে ব্রহ্ম (অনেজৎ) অচল স্বীয় অবস্থায় চিরস্থিত রসস্বরূপ (একম্) এক অদ্বিতীয়—সর্ব্বজীব-হৃদয়ে বিজ্ঞানঘনরূপ অন্তর্য্যামী পরমাত্মারূপে বিরাজিত (মনসঃ) সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক মন হইতেও (জবীয়ঃ) অত্যন্ত বেগবান্। এই মন হইতেও (পূর্ব্বমর্শৎ) প্রথমে প্রাপ্ত বলা হইয়াছে (দেবাঃ) দ্যোতনাত্মক চক্ষু আদি ইন্দ্রিয়সমূহ (এনৎ) এই ব্রহ্মকে (ন আপ্নুবন্) প্রাপ্ত হয় না, অর্থাৎ মনের অগম্য। (তৎ) সেই আত্মা (তিষ্ঠৎ) স্বস্থানে স্থিত (ধাবতঃ) দ্রুত গমন করেন (অন্যান্) মন-বাক্য-ইন্দ্রিয়াদি অন্যকে (অত্যেতি) অতিক্রমণ করিয়া গমন করেন। (মাতরিশ্বা) অন্তরিক্ষে গমনশীল বায়ু (তস্মিন্) সেই চৈতন্যস্বভাব আত্মতত্ত্বের সত্তা হইতেই (অপঃ) বারিবর্ষণাদি কর্ম্ম প্রাণী সকলের চেষ্টালক্ষণ (দধাতি) ধারণ করে ॥৪॥

সরলার্থ—পরমাত্মতত্ত্ব এক নিশ্চল রসস্বরূপ অদ্বিতীয় বাস্তব সত্তা সর্ব্বজীব হৃদয়ে বিজ্ঞানঘনস্বরূপে বিরাজিত থাকিয়া বায়ুবৎ সুদ্রুতকর মন হইতেও বেগবান্। তিনি চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের অগোচর অধোক্ষজপুরুষ; তিনি মনেরও অগম্য, যেহেতু আত্মা ইন্দ্রিয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী। মন-বাক্য-ইন্দ্রিয়াদি ধাবমান হইলে আত্মা তাহাদিগকে অতিক্রমণ করতঃ দ্রুত গমন করিয়া স্বস্থানে স্থিত থাকেন। সেই চৈতন্যস্বভাব আত্মতত্ত্বের সত্তা হইতেই অন্তরিক্ষে গমনশীল বায়ু প্রাণিগণের চেষ্টালক্ষণরূপ বারিবর্ষণাদি কর্ম্ম ধারণ করে অর্থাৎ আত্মা স্থির থাকিলে বায়ু তাহাতে কর্ম্ম বিধান করে ॥৪॥

বিবৃতি—আত্মাকে একবার নিশ্চল, পুনরায় মন হইতেও দ্রুত গমনশীল বলাতে বিরুদ্ধধর্ম্মের সমন্বয় বুঝিতে হইবে। যখন তিনি সর্ব্বোপাধিরহিত তখন আকাশবৎ নিশ্চল, আর অন্তঃ-করণের সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক-বৃত্তিরূপী যে মন সর্ব্বশরীরে ব্যাপ্ত থাকিয়া চক্ষের পলকের মধ্যে দেশদেশান্তর গমনের দ্রুতশক্তি-সম্পন্ন, তাহাকেও অতিক্রমণ করিয়া গতিশক্তি আত্মার থাকা নিবন্ধন 'বেগবান্' বলা হইয়াছে। সর্ব্ব প্রাকৃতেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা মন—পরমাত্মা সেই মনেরও বিষয় নহেন। মনের দ্বারা পরমাত্ম-বস্তুকে কল্পনা করা যায় না। 'অত্যেতি'—ইন্দ্রিয়সমূহকে পশ্চাতে রাখিয়া আত্মা অগ্রগামী অর্থাৎ সর্ব্বত্র প্রাকৃতক্রিয়ারহিত মায়িক উপাধিশূন্য চিল্লীলামিথুন-"রসো বৈ সঃ"—রসস্বরূপ ভগবান্ চিন্ময়ী ভূমিকায় নিত্য ক্রিয়াবান্ এবং সংসারের বিশেষ ক্রিয়া দর্শনকারী। অবিবেকী মূঢ় পুরুষই আত্মার দেহ-দেহী অভিন্নত্ব বুঝিতে সমর্থ হয় না; তজ্জন্য প্রাকৃত উপাধি-ধর্ম্ম আত্মার ধর্ম্ম বলিয়া ভ্রম করে। পরন্তু বস্তুতপক্ষে পরমাত্মা আকাশ-সদৃশ সর্ব্বত্র পূর্ণরূপে বিরাজিত থাকিয়াও প্রাকৃত উপাধিদ্বারা স্পৃষ্ট হন না।

"অপঃ দধাতি"—যাঁহাতে সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড ওতপ্রোতভাবে স্থিত এবং যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড ক্রিয়াশীল, সেই আত্মতত্ত্বের সত্তার আশ্রয় হইতেই ব্রহ্মাণ্ডের কর্ম্মসমূহ তিনি ধারণ করেন। প্রাণিগণের চেষ্টালক্ষণাত্মক অগ্নি-রবি প্রভৃতির

জ্বলন-দহন-প্রকাশ-বর্ষণাদি কর্ম্মসমূহ বায়ু ব্রহ্মসত্তা হইতে বিভাগ করে। যথা—

"ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্য্যঃ"

—তৈত্তিরীয়ারণ্যক

সর্ব্ব কার্য্য-কারণ-ক্রিয়ার আস্পদ চৈতন্যরূপ ব্রহ্মই ; অথবা, যে বায়ু যজ্ঞ-হোমাদি কর্ম্ম যাহাতে স্থাপিত করে,—"স্বাহা বাতে ধাঃ" অর্থাৎ সমষ্টি বায়ু যে কর্ম্মের স্থাপনা করে, সেই কর্ম্মাবসানরূপ ত্যাগই হোম-দানাদির পরম নিদান। এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের আধার যে জলসমূহ তাহার আধারস্বরূপ স্থিরবায়ু ব্রহ্মেতেই অবস্থিত। এমন যে সর্ব্ববায়ুর মূলাধার ব্রহ্মবস্তু, তিনি সর্ব্বদেবতার পূর্ব্বেই সদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান ; দেবগণও তাঁহার অনুগমনে সমর্থ নহেন এবং তিনি অচল হইয়াও চঞ্চল মন অপেক্ষাও অধিক বেগবান—ইহাই তাৎপর্য্য।

এই মন্ত্র 'আত্মা'-শব্দদ্বারা 'জীবাত্মা' ও 'পরমাত্মা' উভয়কে নির্দ্দেশ করিয়াছে। পরমাত্মা বিভুচৈতন্য, জীবাত্মা অনুচৈতন্য। বিভুত্বে অনুত্বে পরমাত্মা জীবাত্মার মধ্যে নিত্য-ভেদ থাকিলেও চেতনস্বরূপে যুগপৎ নিত্য-অভেদত্ব নিবন্ধন বেদবাক্যে 'আত্মা' শব্দ অনেকস্থলে 'জীবাত্মা' এবং অনেকস্থলে 'পরমাত্মা'কে উদ্দেশ করিয়াছে। উক্ত মন্ত্রে আত্মতত্ত্ব উভয়ার্থক। জড়জগৎ ও সূক্ষ্ম-মনজ্জগৎ হইতে আত্মতত্ত্বের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন হয়

হইয়াছে : স্থূল-সূক্ষ্ম জগতের মধ্যে মনই শীঘ্রগামী, কিন্তু আত্মার গতি ততোধিক। জীবাত্মা নিশ্চল ; কিন্তু মায়াশক্তির বশীভূত হইলে বায়ু তাহার প্রাণরূপী হইয়া কার্য্য করে। পরমাত্মাও স্থির ; কিন্তু তদীয় স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ইচ্ছা-ক্রিয়া-শক্তি তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া ক্রিয়াবতী হয় ॥৪॥

উবটভাষ্য—পূর্ব্ব মন্ত্রে স্বর্গাদিপ্রাপ্তির হেতুরূপ কর্ম্ম সম্পাদনকারীর নিন্দা করিয়া এই চতুর্থমন্ত্রে যম-নিয়মবতা মুমুক্ষাকামীর উপাস্য পরব্রহ্মের স্বরূপ নির্ণীত হইয়াছে। কথিত হইয়াছে—

"অহং ব্রহ্মাস্মি সংকল্প্য ইদং সর্ব্বং চ মন্ময়ম্।
ইয়ং বিদ্যা সমুদ্দিষ্টা বিমুক্তির্যন্নিবন্ধনী ॥"

অনেজদেকং—যিনি অচল-তত্ত্ব এক অদ্বিতীয় বিজ্ঞানঘনরূপ। জগৎ-প্রসবকারণরূপে তিনি মন হইতেও শীঘ্রতর গতিশক্তি সম্পন্ন ; দেবগণও তাঁহার অনুগমনে অসমর্থ—তাঁহার সূক্ষ্মত্বই ইহার কারণ। **পূর্ব্বমর্শৎ**—'রিশতির্হিংসাকর্ম্মা অবিনশ্যদাস্তে অনাদিনিধনমিত্যর্থঃ' ছন্দের নিমিত্ত ধাতুর—'ই'কার লোপ হওয়ায় 'অর্শৎ' হয়—তিনি অবিনশ্য, অনাদিনিধন অর্থে। অন্যান্য পুরুষ অতিক্রম করিয়া তিনি গমনশীল বলিয়া সর্ব্বগত —ইহা তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তার পরিচায়ক। **তস্মিন্নপঃ**—যজ্ঞ-দান-হোম সর্ব্বকর্ম্ম বায়ুর দ্বারা স্থাপিত হয় অর্থাৎ সর্ব্ব যাগ-হোম-দানাদি কর্ম্মের সমষ্টিব্যষ্টিরূপ বায়ুই পরম নিদান ॥ ৪ ॥

কণ্ডিকা—৫, মন্ত্র—১

তদেজতিতন্নৈজতিতদ্দূরেতদ্বন্তিকে ॥

তদন্তরস্যসর্ব্বস্যতদুসর্ব্বস্যাস্যবাহ্যতঃ ॥৫॥

ঋষ্যাদি—(১) ওঁ তদিত্যস্য দধীচঋষিঃ, গান্ধারঃ স্বরঃ, আর্ষ্যনুষ্টুপ্ ছন্দঃ, আত্মা দেবতা, বিষ্ণুপূজনে বিনিয়োগঃ ॥৫॥

মন্ত্রার্থ—(তৎ) সেই আত্মা (এজতি) চলে (তৎ) সেই আত্মা (ন এজতি) চলে না। (তৎ) আত্মা (দূরে) দূরে বর্ত্তমান (তৎ) আত্মা (অন্তিকে) সমীপে (উ) আর (তৎ) সেই (অস্য) এই (সর্ব্বস্য) সকলের (অন্তঃ) ভিতরে (উ) আর (তৎ) সেই আত্মা (অস্য) এই (সর্ব্বস্য) সকলের (বাহ্যতঃ) বাহিরে বর্ত্তমান ॥৫॥

সরলার্থ—সেই আত্মতত্ত্ব চল ও অচল ; দূরে ও সমীপে এবং সর্ব্ব বিশ্বচরাচরের অন্তরে ও বাহিরে বর্ত্তমান ॥৫॥

বিবৃতি—পরমাত্মাই সমগ্র ঐশ্বর্য্য-বীর্য্য-যশঃ-শ্রী-জ্ঞান-বৈরাগ্য-সমন্বিত ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্। স্বরূপ-বিভ্রান্ত মূঢ় মানবের ক্ষুদ্র বোধের অতীত তাঁহার অলৌকিক শক্তিমত্তা।

সেই অচিন্ত্যশক্তি প্রভাবে জড় সম্বন্ধীয় বিরুদ্ধধর্ম্মসকল তাঁহাতে সামঞ্জস্য লাভ করে। তিনি প্রাকৃতক্রিয়া রহিত বলিয়া 'অচল' এবং দিব্যধামে চিন্ময়স্বরূপে সর্ব্বশক্তির ঈশ্বর বলিয়া স্বরূপ-শক্তির সহিত নিত্য ক্রিয়াবান্, সুতরাং 'চল'। অজ্ঞান ও দেহাত্মবুদ্ধিসম্পন্ন বদ্ধ জীবকুলের কোটী কোটী বর্ষের মনোধর্ম্মের আরাধনায় প্রাপ্য নহেন বলিয়া তিনি দূরে—"বর্ষকোটিশতৈরপি অবিদুষামপ্রাপ্যত্বাৎ দূরে ইবেত্যর্থঃ।" আর, স্বরূপ-উপলব্ধ মুক্ত পুরুষগণের হৃদয়ের অতি নিকটে তিনি প্রতিভাত হন—"বিদুষাং হৃদ্যবভাসমানত্বাদন্তিক ইবাত্যন্তং সমীপ ইব।" প্রেমরূপ অঞ্জনে সুশোভিত ভক্তিনেত্রে সাধুগণ সেই পরমাত্মাকে তাঁহাদের অতি সমীপস্থ হৃদয়াভ্যন্তরে দর্শন করেন।

এতদ্ব্যতীত সেই পরমাত্মা সর্ব্বব্যাপক—অণু হইতেও অণু এবং মহৎ হইতেও মহৎ; সুতরাং অণুত্বনিবন্ধন এই বিশ্বের যাবতীয় দৃশ্য ও অদৃশ্য বস্তুমাত্রেরই অন্তরে পরমাত্মারূপে বর্ত্তমান। যথা—

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি"

—গীতা

এবং বৃহত্বহেতু সর্ব্বচরাচর তাঁহার অভ্যন্তরে ধারণ করিয়া তিনিই হিরণ্যগর্ভ-বিরাট্‌স্বরূপে বিরাজমান। "বৃহত্বাৎ বৃংহণত্বাৎ ইতি ব্রহ্ম।"

উক্ত মন্ত্র জীবাত্মার প্রতি উদ্দিষ্ট অর্থে এইরূপ বুঝিতে হইবে যে, বদ্ধাবস্থায় জীবাত্মা যখন শুক্র-শোণিত-জাত স্থূল এবং মন-বুদ্ধি-অহঙ্কারসংযুক্ত সূক্ষ্মদেহে আবদ্ধ হয়, তখন মায়া তাহাকে জনম-মরণ-মালায় সজ্জিত করিয়া ত্রিতাপক্লিষ্ট এই পরিবর্ত্তনশীল জগতে যাতায়াত করায় বলিয়া 'চল'—

"ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া"

—গীতা

জঙ্গম-শরীররূপী উপাধির সহিত সংসারে গমনাগমনই জীবাত্মার 'চলত্বে'র পরিচায়ক। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জীবাত্মা ভ্রাম্যমান্ নহে—তাহার উপাধিক শরীরেরই পরিবর্ত্তন হয়। আকাশস্থ মেঘপুঞ্জ বায়ুদ্বারা বিক্ষিপ্তহেতু অজ্ঞ বালকের চক্ষে চন্দ্রমাই গতিশীল বলিয়া প্রতিয়মান হয়; তদ্রূপ বিমূঢ়াত্ম অজ্ঞান জীবের পাঞ্চভৌতিক স্থূলদেহ ও অপরা-প্রকৃতিজাত সূক্ষ্মদেহ মায়াদ্বারা ভ্রাম্যমান বিধায় তদভ্যন্তরে আবদ্ধ জীবাত্মাও ভ্রাম্যমান মনে হয়। কিন্তু উপাধিরহিত জীবাত্মা নিত্য, সর্ব্বগত, স্থাণু, অচল এবং সনাতন। যথা—

"নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ"

—গীতা

মন ও বুদ্ধির দ্বারা আত্মজ্ঞান—যাথার্থ্য লাভ হয় না—স্থূল-সূক্ষ্ম-দেহরূপ গভীর কূপে নিমজ্জিত সদা সমুদ্বিগ্নমনা বদ্ধজীবের

পক্ষে আত্মজ্ঞান বহু দূরে, আবার সাধনপ্রভাবে স্বরূপের নিত্যা বৃত্তি জাগরূপা হইলে সেই আত্মস্বরূপই অতি সান্নিধ্য লাভ করে। "নিহিতো গুহায়াম্"—কঠ, অর্থাৎ শুদ্ধবুদ্ধিরূপী গুহাতে স্থিতপ্রজ্ঞ হইলে অনুভবের সমীপস্থ হয়। জীবাত্মা "সর্ব্বগতঃ" বলিয়া আকাশবৎ শরীরের ভিতরে-বাহিরে অবস্থান করিতে যোগ্য ॥৫॥

উবটভাষ্য—উবটাচার্য্য এই মন্ত্রের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—পূর্ব্বমন্ত্রে আত্মার কারণরূপ বর্ণন করিয়া এখানে কার্য্যরূপ নির্ণীত হইতেছে। সেই আত্মা সর্ব্ব জন্তুতে বা সর্ব্বরূপে অবস্থিত হইয়া কম্পবৎ হন, অর্থাৎ ক্রিয়াবৎ হন; স্থাবররূপে স্থিত হইয়া তিনি নিশ্চল। আদিত্য-নক্ষত্ররূপে তিনি দূরে; পৃথিব্যাদিরূপে তিনি অন্তিকে। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মেতি—" বিচারে সর্ব্বপ্রাণিজাতির অন্তরে বিজ্ঞানঘনরূপে অন্তর্মধ্যত তিনি বর্ত্তমান; আবার সর্ব্বপ্রাণিজাতির বাহ্যে জড়রূপে ব্যবস্থিত সেই অনন্ত-চেতনাচেতনরূপে সর্ব্বগত সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্মই আছেন। অর্চি-আদি উপাসনা-মার্গে সেই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যথা—

"ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি"

—বৃহদারণ্যক

তথ্য—আত্মার উপাধি-নিরুপাধি প্রতিকূল গুণ সর্ব্বত্র সিদ্ধ

করিয়া সর্ব্বপ্রকারে এক বিজ্ঞানঘন আত্মারই উপদেশ করা হইয়াছে। মুক্তিকামী এই উপাধি-নিরুপাধি উভয়বিধ জ্ঞান লাভ করিয়া ভগবৎ আরাধনায় নিযুক্ত হইবেন। এই মন্ত্রে বিরুদ্ধগুণসমূহ প্রতিপাদন করতঃ মঙ্গলপ্রার্থী যাহাতে যাবতীয় প্রাকৃত দ্বৈতভাব বর্জ্জন করিয়া এবং দ্বিতীয়াভিনিবেশ হইতে জাত সর্ব্বপ্রকারের ভয় হইতে ত্রাণ লাভ করিয়া পরা শান্তি লাভ করিতে পারেন, তজ্জন্য আত্মতত্ত্বই সুষ্ঠুরূপে স্থাপিত হইয়াছে। এক্ষণে স্বরূপোপলব্ধিরূপ মুক্তির নিমিত্ত আত্মবিচারের রীতি ও তাহার ফল পরবর্ত্তী দুই মন্ত্রে প্রতিপাদিত হইতেছে ॥৫॥

কণ্ডিকা—৬, মন্ত্র—১

যস্তু সর্ব্বাণিভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি ॥

সর্ব ভূতেষু চাত্মানন্ততোনবিচিকিৎসতি ॥৬॥

ঋষ্যাদি—(১) **ওঁ যস্ত্বিত্যস্য দধীচঋষিঃ, গান্ধারঃ স্বরঃ, নিচৃদার্ষ্যনুষ্টুপ্ ছন্দঃ, জ্ঞানী দেবতা, পাঠে বিনিয়োগঃ** ॥৬॥

মন্ত্রার্থ—(তু) আর (যঃ) যে মুক্তিকামী আত্মজ্ঞানী **সংশয়শূন্য হইয়া স্বরূপোপলব্ধি করিয়াছেন তিনি** (**সর্ব্বাণি**)

সমগ্র (ভূতানি) অব্যক্ত-স্থাবরাদি হইতে চেতন-অচেতন প্রাণি-সমূহ (আত্মনি) আত্মাতে (এব) ই (অনুপশ্যতি) দর্শন করেন, (চ) আর (সর্ব্বভূতেষু) সর্ব্বভূতে (আত্মানম্) আত্মাকে (অনুপশ্যতি) দর্শন করেন ; (ততঃ) সেই হেতু অর্থাৎ এই প্রকার দর্শনকারী (ন বিচিকিৎসতি) সন্দেহ বা ঘৃণা করেন না ॥৬॥

সরলার্থ—যে আত্মজ্ঞানী স্ব-স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনি স্থাবর-জঙ্গমাদি হইতে যাবতীয় চেতনাচেতন প্রাণীই পরমাত্মাতে এবং পরমাত্মাকে অন্তর্য্যামীরূপে সর্ব্বপ্রাণীর হৃদয়াভ্যন্তরে দর্শন করেন। এতদ্ধেতু তাঁহার কোন সন্দেহ বা ঘৃণা থাকে না ॥৬॥

বিবৃতি—যাঁহার একবার স্বীয় নিত্য স্বরূপের শুদ্ধ জ্ঞান উদয় হইয়াছে, তাঁহার আর আত্মস্বরূপে প্রাকৃত স্বগত-স্বজাতীয়-বিজাতীয় ভেদদর্শন থাকে না। ভেদদর্শন ও স্থূলসূক্ষ্ম-দেহ-দর্শন হইতেই ভয় ও ঘৃণার উদয় হয় ; কিন্তু আত্মস্থ হইলে জীবের আত্মার সুপ্রসন্নতা হয় এবং শোক-মোহ-আকাঙ্খা রহিত হইয়া সর্ব্বত্র ভগবৎ সম্বন্ধ উপলব্ধি করিয়া এবং সর্ব্ব-প্রাণীতে ভগবানের অবস্থান দিব্যজ্ঞান-নেত্রে দর্শন করিয়া তিনি সকলের প্রতিই প্রেমযুক্ত হন। তখন প্রীতির বিরুদ্ধধর্ম্ম যে ঘৃণা, তাহা তাঁহার হৃদয়কে স্পর্শ করিতে পারে না। এবম্বিধ ব্যক্তিকে মহাভাগবত বলা হয়। যথা—

"সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥"

—ভাগবতম্

অর্থাৎ 'যিনি নিখিলবস্তুকে সর্ব্বভূতে নিয়ন্তৃরূপে অধিষ্ঠিত পরমাত্মা-শ্রীহরির "বিভূতি" বলিয়া দর্শন করেন এবং ভগবান্ শ্রীহরিতে সর্ব্বভূতকে দর্শন করিয়া থাকেন, তিনি উত্তম ভাগবত।' শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃষ্ণপ্রেমে দিব্য ভাবোদয়ে এইরূপ অবস্থা হইয়াছিল। যথা—

"স্থাবর জঙ্গম দেখে, না দেখে তা'র মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্র হয় তাঁর ইষ্টদেব স্ফূর্ত্তি॥
বন দেখি' ভ্রম হয় এই বৃন্দাবন।
শৈল দেখি' মনে হয় এই গোবর্দ্ধন॥
যাঁহা নদী দেখে তাঁহা মানয়ে কালিন্দী।
মহাপ্রেমাবেশে মহাপ্রভু পড়ে কান্দি॥"

—চৈতন্য চরিতামৃত ॥৬॥

কণ্ডিকা—৭, মন্ত্র—১

যস্মিন্‌সর্ব্বাণিভূতান্যাত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ ॥

তত্রকোমোহঃকঃশোকঃএকত্বমনুপশ্যতঃ ॥৭॥

ঋষ্যাদি—(১) ওঁ যস্মিন্নিত্যস্য দধীচঋষিঃ, গান্ধারঃ স্বরঃ, নিচৃদাচার্য্যনুষ্টুপ্‌ ছন্দঃ, জ্ঞানী দেবতা, পাঠে বিনিয়োগঃ ॥৭॥

মন্ত্রার্থ—(যস্মিন্‌) যে অবস্থাবিশেষে (বিজানতঃ) গুরু-বিষ্ণু-বেদপ্রসাদে আত্মস্বরূপ সুষ্ঠু উপলব্ধিকারীর (সর্ব্বাণি) সমস্ত (ভূতানি) প্রাণী (আত্মা) আত্মা (এব) ই (অভূৎ) হয় (একত্বম্‌) অভিন্নত্ব (অনুপশ্যতঃ) দর্শনকারীর (তত্র) সেই সময় (কঃ) কি (মোহঃ) মোহ (কঃ) কি (শোকঃ) শোক থাকে? ॥৭॥

সরলার্থ—গুরু-বিষ্ণু-বেদপ্রসাদে যাঁহার অবস্থাবিশেষে আত্মস্বরূপ সুষ্ঠু উপলব্ধি হইয়া সর্ব্বপ্রাণীতে আত্মস্বরূপের এক অভিন্নত্ব দর্শন হয়, তদ্রূপ আত্মদর্শনকারীর আর শোক ও মোহ কোথায়? ॥ ৭ ॥

বিবৃতি—যে সময় আত্মজ্ঞানী বেদশাস্ত্র, গুরু ও ভগবানের অনুকম্পায় উপলব্ধি করেন যে, সর্ব্বপ্রাণী শুদ্ধসত্ত্বায় আত্ম বস্তুই, যখন তিনি শুদ্ধজ্ঞাননেত্রে দর্শন করেন যে সমগ্র জৈবজগতে এক চেতনা সত্ত্বাই বর্ত্তমান, তখন প্রাকৃতিক ভেদ-দর্শন আর তাঁহার থাকে না এবং সমস্ত শোক ও মোহ হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন। সর্ব্বপ্রাণীর স্বরূপ-সত্ত্বা-বিচারে এক চেতনা শক্তিই দৃষ্টা হয়; তখন পরস্পরের মধ্যে ক্ষুদ্র ভেদ থাকে না; স্থূল-সূক্ষ্মদেহ থাকা কালেই পরিবর্ত্তনশীল ভেদ। অথবা, যখন আত্মজ্ঞানী সর্ব্ব-জীব-হৃদয়ে একই অদ্বিতীয় অদ্বয়জ্ঞানস্বরূপ সর্ব্বশক্তিমান্ পর-মাত্মাকে 'শক্তিশক্তিমতোরভেদাৎ অভিন্নত্বম্'—শক্তি-শক্তিমানের অভেদত্ব দর্শন করেন, তখন তাঁহার আর কোন শোক বা মোহ থাকিতে পারে না। মোহ ও শোক জ্ঞানের বিরুদ্ধ ধর্ম্ম। শোক-মোহ-ভয় দ্বারা কলুষিত চিত্তে পরমাত্মবিষয়ক শুদ্ধ-জ্ঞানোদয় হয় না, আর সেই দিব্যজ্ঞান-সূর্য্য হৃদয়াকাশে একবার উদিত হইলে শোক-মোহাদিরূপ অজ্ঞানান্ধকার সম্পূর্ণ তিরোহিত হয়। এই সম্বন্ধে শ্রীব্যাসদেব বলেন—

"যস্যাং বৈ শ্রূয়মানায়াং কৃষ্ণে পরমপুরুষে।
ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসাং শোকমোহভয়াপহা॥"

—ভাগবতম্

অর্থাৎ 'ইন্দ্রিয়জ্ঞানাতীত বিষ্ণুতে অব্যবহিতা ভক্তি অনুষ্ঠিতা

হইলে সংসার-ভোগ নিবৃত্ত হয় দর্শন করিয়া সর্ব্বজ্ঞ বেদব্যাস এ বিষয়ে অনভিজ্ঞ লোকের মঙ্গলের নিমিত্ত শ্রীমদ্ভাগবত নামক পারমহংসী সংহিতা রচনা করিলেন। যে পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গেই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শোকমোহভয়-নাশিনী ভক্তি উদিতা হয়।'

সর্ব্বত্র এক পরব্রহ্ম বিরাজমান্ জানিয়া তাঁহার উপাসনা করিলে চিত্ত শান্ত হয়। শান্তচিত্তে শোক-মোহ থাকিতে পারে না। যথা—

"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত"

—ছান্দোগ্য

অর্থাৎ পরিদৃশ্যমান জগতের যাবতীয় চেতন ও অচেতন বস্তু সেই ব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন, তাঁহাতেই অবস্থিত এবং অন্তিমে তাঁহাতে পুনরাবর্ত্তন করিবে। আমরা যাহা কিছু দেখিতেছি, বস্তুতত্ত্ব বিচারে তাহা সমস্তই ব্রহ্ম হইতে পৃথক্‌ভাবে স্বতন্ত্ররূপে অবস্থান করিতে পারে না, কারণ ব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় কোন বস্তু নাই। সুতরাং শান্তভাবে তাঁহার উপাসনা করা কর্ত্তব্য। বৃহদারণ্যকেও আছে—"নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।"

স্থূল-সূক্ষ্ম কার্য্যকারণাত্মক সর্ব্বভূতে আত্মার ও পরমাত্মার অবস্থিতি শ্রুতি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বদ্ধাবস্থায় জীব স্বীয় স্বরূপ ভ্রান্ত হইয়া দ্বৈতজ্ঞানে বিষয়রূপ তিক্তফল ভোগ

করিয়া মায়া দ্বারা মুহ্যমান ও শোকসন্তপ্ত চিত্তে অবস্থান করে, আর পরমাত্মা সাক্ষিস্বরূপে তাহার এই দুর্দ্দশা দর্শন করেন। যখন এই প্রকার শোক-মোহ-হত জীব নিকটস্থ পরমাত্মাকে দেখিতে পান, তখন সমস্ত শোক নির্ম্মুক্ত হইয়া ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলা-মহিমার অনুশীলন করিয়া পরম সাম্য লাভ করেন। যথা—

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি ॥
সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমেতি বীতশোকঃ ॥"

—মুণ্ডক, শ্বেতাশ্বতর

আত্মতত্ত্ববেত্তার শোকমোহাদি থাকে না—"তরতি শোকমাত্মবিৎ" ইতি ছান্দোগ্যে। জ্ঞানের উদয়ে শোকমোহাদির কামনা থাকে না। বস্তুর অভাব বোধ হইতে আকাঙ্খার উদয় হয় এবং আকাঙ্খিত বস্তু অপ্রাপ্তিতে বা নষ্টে শোক হয়। ব্রহ্মভূত জীবের আকাঙ্খা ও শোক বিদূরীত হইয়া প্রসন্নতার উদয় হয়। যথা—

"ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি"

—গীতা

স্থুল-সূক্ষ্মদেহে অহংবুদ্ধি ও তৎসম্বন্ধীয় বিষয়ে 'আমার' বুদ্ধিকে 'মোহ' কহে। যথা—

"মম মাতা মম পিতা মমেয়ং গৃহিণী গৃহম্।
এতদন্যং মমত্বং যৎ স মোহঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥"

কারণ নাশে কার্য্য নাশ হয়। মোহের কারণ হইল দেহে আত্মবুদ্ধি; আত্মানুভূতিতে এই বিবর্ত্ত নষ্ট হইলে মোহও বিদূরীত হয়॥৭॥

তথ্য—ষষ্ঠ ও সপ্তম মন্ত্রে প্রধানতঃ মুক্তপুরুষের আত্মবিচার-রীতি সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। আর "তত্র কঃ মোহঃ কঃ শোকঃ" ইত্যাদি বাক্যে জ্ঞানবানের শোক-মোহের অভাবরূপ ফল কথিত হইয়াছে। অজ্ঞানতা হইতে উৎপন্ন শোক-মোহাদির নিবৃত্তিই জ্ঞানের স্বরূপলক্ষণ। শোক-মোহাদি অবিদ্যার কার্য্য—শোক-মোহ মনেরই উর্ম্মী, ক্ষুধা-পিপাসা প্রাণের উর্ম্মী, জন্ম-মরণ দেহের উর্ম্মী বলা যাইতে পারে। ইহা সমস্তই দেহ ও মনের ধর্ম্ম; আত্মার নহে। আত্মা এই সমস্ত হইতে বিমুক্ত শুদ্ধ বিজ্ঞানঘন। 'আমি স্থুল দেহ নহি', আমি সূক্ষ্ম মন নহি,' 'শোক-মোহ, ক্ষুধা-পিপাসা, জন্ম-মৃত্যু আমার দেহের ও মনের — আমার শুদ্ধ সত্ত্বার নহে', 'আমি শুদ্ধ চেতনস্বরূপ আত্মবস্তু' —ইত্যাদি বিচার দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ হইলে, জীব নিজেকে পরব্রহ্ম হইতে ভেদাভেদরূপে উপলব্ধি করেন। জ্ঞানবান্

আত্মাভ্যাসী পুরুষ সর্ব্বত্র ব্রহ্ম দর্শন করেন এবং স্বীয় স্বরূপ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন জানেন—"ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি"—ইতি শ্রুতেঃ। পরবর্ত্তী মন্ত্রে বিধি-নিষেধ বাক্য দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপ প্রতিপাদিত হইয়াছে। ॥৭॥

কণ্ডিকা—৮, মন্ত্র—১

সপর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরꣳশুদ্ধমপাপবিদ্ধম্ ॥

কবির্ম্মনীষীপরিভূঃস্বয়ম্ভূর্য্যাথাতথ্যতোঽর্থান্ব্যদধাচ্ছা-

শ্বতীভ্যꣳসমাভ্যꣳ ॥৮॥

ঋষ্যাদি—(১) **ওঁ সপর্য্যাগাদিত্যস্য দধীচঋষিঃ, নিষাদঃ স্বরঃ, বিরাডতিজগতীছন্দঃ, পরমাত্মা দেবতা, পাঠে বিনিয়োগঃ** ॥৮॥

মন্ত্রার্থ—(সঃ) পরমাত্মা (পর্য্যগাৎ) সর্ব্বগত সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত (শুক্রং) শোকরহিত (শুদ্ধং) বিজ্ঞানানন্দ-স্বভাবযুক্ত (অকায়ং) স্থূলসূক্ষ্মশরীররহিত (অব্রণং) অছিদ্র অর্থাৎ পূর্ণ (অস্নাবিরং) প্রাকৃত স্নায়ু-শিরাদিশূণ্য (অপাপবিদ্ধং) ধর্ম্মাধর্ম্মবর্জ্জিত (কবিঃ)

সর্ব্বজ্ঞ (মনীষী) মেধাবী (পরিভূঃ) সকলকে বশীভূতকারী (স্বয়ম্ভূঃ) স্বতন্ত্র (শাশ্বতীভ্যঃ) নিত্যপদার্থ সমূহকে (সমাভ্যঃ) বৎসরাদি তত্ত্ববিশেষ (যাথাতথ্যতঃ) যথার্থ স্বরূপ (অর্থান্) পদার্থসমূহ (ব্যদধাৎ) বিধান করেন ॥৮॥

সরলার্থ—পরমাত্মা সর্ব্বব্যাপী, শোকশূণ্য, বিজ্ঞানানন্দ স্বভাবযুক্ত, স্থূল-সূক্ষ্ম-শরীরশূণ্য, অক্ষত, শিরারহিত, ধর্ম্মাধর্ম্ম দোষগুণ বর্জ্জিত,সর্ব্বজ্ঞ, মেধাবী, স্বতন্ত্র ও পরিভূ। তিনি স্বীয় শক্তি প্রভাবে তদধীন অন্যান্য পঞ্চপদার্থের পরস্পরের যথাযথ পার্থক্য পৃথক্ পৃথক্ বিধান করিয়াছেন ॥৮॥

বিবৃতি—এই 'ঈশোপনিষৎ' অধ্যায়ের প্রথম মন্ত্রে জীবের এষণাত্রয় রহিত হইয়া সন্ন্যাসপূর্ব্বক অর্থাৎ আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনাদি বিষয়াসক্তি পরিত্যাগ করিয়া আত্মজ্ঞান বা ভগবানে অনুরক্তিরূপ ভগবদারাধনার কথা সূচনা করতঃ দ্বিতীয় মন্ত্রে ভগবদনুরক্তিরূপ আত্মজ্ঞান লাভে অসমর্থ ব্যক্তির জন্য নিষ্কাম কর্ম্ম উপদিষ্ট হইয়াছে। আর উক্ত উভয় বিধ পথানুসরণে অযোগ্য সকাম ও নিষিদ্ধ কর্ম্ম যাজনকারীর অসুর্য্যনাম-লোক প্রাপ্তিই তৃতীয় শ্রেণীর সাধকের গতি তৃতীয় মন্ত্রে পরিস্ফুট হইয়াছে। এই ভাবে প্রথম তিন মন্ত্রে উত্তম, মধ্যম ও অধম ত্রিবিধ সাধকের কথা কীর্ত্তনমুখে উত্তমের আত্মজ্ঞানলাভে সর্ব্বত্র ভগবদ্দর্শন, মধ্যমের বেদমন্ত্র-বিহিত নিষ্কাম কর্ম্মদ্বারা

ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি, এবং নিষিদ্ধ ও সকাম কর্ম্মকারী আত্মঘাতী নিকৃষ্ট কনিষ্ঠের অন্ধতম অধমগতি প্রাপ্তির কথা বর্ণিতা হইয়াছে। পুনরায়, উত্তম অধিকারীর সাধনে নিষ্ঠার নিমিত্ত চতুর্থ ও পঞ্চম মন্ত্রে দৃঢ়তা প্রতিপাদিতা হইয়াছে; আর সাধ্যবস্তু পরমাত্মার স্বরূপজ্ঞান বিষয়ক অধ্যাসরীতি ষষ্ঠ ও সপ্তম মন্ত্রে বলিয়া সপ্তম মন্ত্রের তৃতীয় পাদে উত্তম অধিকারীর শোকমোহ-ভয়াপহ-শুদ্ধ-দিব্য-জ্ঞানের সম্যক্ প্রাপ্তির লক্ষণ প্রদর্শিত হইয়াছে। তৎপর জীবের শুদ্ধ স্বরূপের সহিত পরমাত্মস্বরূপের স্বরূপগত অভেদত্ব নিবন্ধন পরমাত্মার স্বরূপলক্ষণ ও কার্য্যপ্রণালী অষ্টম মন্ত্রে বিধিনিষেধমুখে বর্ণিত হইয়াছে। এই ভাবে উত্তম অধিকারীর ভগবদ্দর্শনাবধি কীর্ত্তনান্তে পরবর্ত্তী নবম হইতে সপ্তদশ মন্ত্র পর্য্যন্ত মধ্যম ও কনিষ্ঠের প্রসঙ্গ আলোচিত হইয়াছে।

জীব যখন সাধনার দ্বারা স্বরূপসিদ্ধ হন, তখন আত্মস্বরূপে ও পরমাত্মস্বরূপে এক অবিচিন্ত্য ভেদাভেদরূপ নিত্য সম্বন্ধ উপলব্ধি করেন। আত্মানুভূতির সঙ্গে সঙ্গে ভগবদ্দর্শন হয়— তখন আর উভয়ের মধ্যে প্রাকৃত স্বগত-স্বজাতীয়-বিজাতীয় ভেদ থাকে না, অথচ নিত্য সেব্য-সেবক—আরাধ্যারাধক সম্বন্ধ-জ্ঞানোদয়ে সমজাতীয়ত্ব নিবন্ধন চেতনের অভেদ ভূমিকায় এক অপার্থিব সেবানন্দরসে আপ্লুত হইয়া "রসো বৈ সঃ" পরমাত্মার অখিল সদ্‌গুণরাজির অবিশ্রান্ত কীর্ত্তনে নিযুক্ত থাকেন। ব্যোম-জগতের পরপারে পূর্ণ চেতনের নিত্যরাজ্যে জীব যখন স্বীয়

অনুচৈতন্যের চিরারাধ্য বিভুচৈতন্য পরমাত্মাকে দর্শন করেন, তখন তাঁহার স্বরূপ কি তাহাই উক্ত মন্ত্রে বর্ণিত হইতেছে। সেই পরমাত্মা অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন বলিয়া শুক্র; তিনি সর্ব্বত্র গমনশীল অর্থাৎ ব্রহ্মরূপে তিনি সর্ব্বব্যাপী এবং পরমাত্মারূপে তিনি সর্ব্ববস্তুর অন্তর্নিহিত অধিষ্ঠাতৃদেবতা ; তাঁহার ভোগযোগ্য কোন প্রাকৃত স্থূলসূক্ষ্ম শরীর নাই, কিন্তু ব্রহ্ম-পরমাত্মারূপ বৃহৎ ও সূক্ষ্ম অধিষ্ঠান ব্যতীত ভগবৎস্বরূপে তিনি অপ্রাকৃত-অপূর্ব্ব-রূপ-লাবণ্য-মাধুর্য্য-বিশিষ্ট নিত্য মধ্যমাকৃতিযুক্ত ; তিনি পূর্ণ বিভুবস্তু ; গর্ভবাসহেতু জীবের যে প্রকারের শিরা প্রভৃতি থাকে, অজ ভগবানের তদ্রূপ গর্ভবাসদোষ-জনিত কোন স্নায়ু বা শিরা নাই—অজ ভগবান্ যখন মানবজ্ঞানের অতীত অচিন্ত্য-শক্তিপ্রভাবে জগতে স্বেচ্ছায় অবতীর্ণ হন, তখন গর্ভবাসে তাঁহাকে সাধারণ জীবের ন্যায় কোন প্রাকৃতত্ব ও হেয়তা স্পর্শ করে না ; একই প্রকারের আপাত প্রতীয়মান হইলেও বস্তুগত-বিভেদত্ব আছে ; সেই পরমাত্মা শুদ্ধ অর্থাৎ সত্ত্ব-রজ-তমোগুণাদি প্রসূত উপাধিশূন্য বলিয়া নির্ম্মল ; তিনি অপাপবিদ্ধ মায়াতীত বা ধর্ম্মাধর্ম্ম বর্জ্জিত ; তিনি কবি বা কান্তদর্শী—তিনি সকলের দ্রষ্টা, "নান্যোঽতোস্তি দ্রষ্টা" ইতি বৃহদারণকে ; সর্ব্বজীবের মনোগত ভাবের জ্ঞাতা বলিয়া তিনি মনীষী, সুতরাং সর্ব্বজ্ঞ ; তিনি পরিভূ অর্থাৎ সর্ব্বোপরি, কাহারও দ্বারা আচ্ছাদিত না হইয়া আকাশাদি সকলকে আচ্ছাদনকারী সর্ব্বপ্রাণীর তর্কের

বহির্ভূত, অথবা সূর্য্য-চন্দ্র-পৃথিবী-জল-অগ্নি-বায়ু-কাল-দিক্-দেব-দৈত্য-পিতৃগণ-ভৌতিকাদি সর্ব্ব জগতকে স্বীয় আজ্ঞাধীন রাখিয়াছেন বলিয়া পরিভূ বা সর্ব্বোপরি। তিনি স্বয়ম্ভু অর্থাৎ স্বয়ংসিদ্ধ—তাঁহার নিজের স্বতন্ত্র ইচ্ছায়ই তিনি নিত্যবর্ত্তমান; তিনি সর্ব্বকারণের মূল কারণ।

এই মন্ত্রের প্রথমার্দ্ধের প্রথমাংশে পরমাত্মার নির্ব্বিশেষত্ব ও দ্বিতীয়াংশে সবিশেষ গুণের কথা নির্ণীত হইয়াছে। পরমাত্মা অকায়, অব্রণ, অস্নাবির, অপাপবিদ্ধ প্রভৃতি নিষেধবাচক; আর, তিনি শুক্র, কবি, মনীষী, পরিভূ, সয়ম্ভূ ইত্যাদি তাঁহার সবিশেষ পরিচায়ক। সেই পরমাত্মা কায়াদিরহিত হইলেও যে তিনি জগৎসর্জ্জনাদি কার্য্যক্ষম, তাহা মন্ত্রের শেষার্দ্ধে বর্ণন করিয়া পরমাত্মার অচিন্ত্যশক্তিত্বাদি ও নিত্যস্বরূপ প্রতিপাদিত হইয়াছে। পরমেশ্বর নিত্য বাস্তব বস্তু এবং তাঁহার অধীন আরও পঞ্চ পদার্থ বা বস্তু আছে। যথা—

> **"দ্রব্যং কর্ম্ম চ কালশ্চ স্বভাবো জীব এব চ।**
> **যদনুগ্রহতঃ সন্তি ন সন্তি যদুপেক্ষয়া॥"**
>
> —ভাগবতম্

দ্রব্য, কর্ম্ম, কাল, স্বভাব ও জীব—এই পঞ্চ পদার্থ পরমেশ্বরের অনুগ্রহেই সত্ত্বাবিশিষ্ট, আর তাঁহার দ্বারা উপেক্ষিত হইলে ইহাদেরও অস্তিত্ব থাকে না, অর্থাৎ এই পঞ্চ পদার্থ স্বতন্ত্র

স্বয়ম্ভু নয়, পরন্তু পরতন্ত্র—ভগবদধীন। এই পঞ্চবিধ বস্তু সেই শক্তিমান্ পরমেশ্বরের দ্বারা তত্ত্ববিশেষ-ধর্ম্ম লাভ করা নিবন্ধন পৃথক্‌কৃত হইয়াছে। উক্ত পঞ্চ পদার্থ নিত্য এবং পরমাত্মাও পরম নিত্য; তিনিই সকল বস্তুর আশ্রয়স্বরূপ; এক হইয়া তিনিই বহুরূপে নিত্যপ্রকাশমান। যথা—

"নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং"

—ইতি শ্রুতেঃ

দ্রব্য-কর্ম্ম-কাল-স্বভাব-জীব এই পঞ্চ পদার্থের নিত্যত্ব পরমাত্মার নিত্যত্বেই অবস্থিত; পরমাত্মাই সর্ব্বচেতনের মূল চেতন। তাঁহার প্রাকৃত শরীর নাই, কিন্তু সিদ্ধস্বরূপ সর্ব্বদা অপ্রাকৃত। সেই সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর স্বীয় চিচ্ছক্তি দ্বারা সকল কার্য্য সম্পাদন করেন—তিনি নিষ্ক্রিয় নহেন। শ্রুতি 'অরূপ-অব্যয়' দ্বারা তাঁহার প্রাকৃত রূপ-ক্রিয়াই নিষেধ করিয়াছেন ॥৮॥

মাধ্বভাষ্য—শ্রীমন্ মধ্বাচার্য্য উক্ত মন্ত্রের তদীয় ভাষ্যে বরাহপুরাণ হইতে ইহার তাৎপর্য্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা—

"শুক্রং তচ্ছোকরাহিত্যাদব্রণং নিত্যপূর্ণতঃ।
পাবনত্বাৎ সদা শুদ্ধমকায়ং লিঙ্গবর্জ্জনাৎ ॥
স্থূল-দেহস্য রাহিত্যাদস্নাবিরমুদাহৃতম্।
এবম্ভূতোঽপি সার্ব্বজ্ঞ্যাৎ কবিরিত্যেব শব্দ্যতে ॥

ব্রহ্মাদিসর্ব্বমনসাং প্রকৃতের্মনসোঽপি চ।
ঈশিতৃত্বান্মনীষী স পরিভূঃ সর্ব্বতো বরঃ॥
সদাঽনন্যাশ্রয়ত্বাচ্চ সয়ম্ভূঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
স সত্যং জগদেতাদৃঙ্ নিত্যমেব প্রবাহতঃ॥
অনাদ্যনন্তকালেষু প্রবাহৈকপ্রকারতঃ।
নিয়মেনৈব সসৃজে ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ॥
সজ্ জ্ঞানানন্দশীর্ষোঽসৌ সজ্ জ্ঞানানন্দবাহুকঃ।
সজ্ জ্ঞানানন্দদেহশ্চ সজ্ জ্ঞানানন্দপাদবান্॥
এবং শ্রুতো মহাবিষ্ণুর্যথার্থং জগদীদৃশম্।
অনাদ্যনন্তকালীনং সসর্জ্জাত্মেচ্ছয়া প্রভুঃ॥"

—বরাহপুরাণে

অর্থাৎ সেই পরমাত্মা শোকরহিত বলিয়া শুক্র; নিত্য পূর্ণ বলিয়া তিনি অব্রণ; পাবনত্ব হেতু শুদ্ধ; লিঙ্গবর্জ্জিত বলিয়া অকায়; স্থূলদেহের রাহিত্যের জন্যই অস্নাবির বলিয়া কথিত; এই প্রকার হইয়াও তিনি সর্ব্বজ্ঞ বিধায় কবি-শব্দ দ্বারা উদ্দিষ্ট; ব্রহ্মাদি সর্ব্বপ্রাণীর এবং প্রকৃতির মনের ঈশ্বরত্ব তাঁহাতে আছে বলিয়া তিনি মনীষী; সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিভূ; সদা অনন্যাশ্রয় বলিয়া তিনি সয়ম্ভূ-শব্দে পরিকীর্ত্তিত; অনাদি-অনন্ত-কালের স্রোতে ভাসমান জগৎ নিত্য এবং তিনিও নিত্য প্রবাহমান; সেই ভগবান্ পুরুষোত্তম নিয়মসহকারে সৃজনাদি কার্য্য সম্পাদন করেন; সচ্চিদানন্দ তাঁহার মস্তক, সচ্চিদানন্দ তাঁহার বাহুদ্বয়,

সচ্চিদানন্দ তাঁহার দেহ এবং সচ্চিদানন্দ তাঁহার চরণকমলযুগল। এবম্বিধ শ্রুতিনির্দ্দিষ্ট মহাবিষ্ণুই স্বয়ং জগদীশ্বরস্বরূপ। সেই প্রভুই স্বীয় ইচ্ছায় অনাদি-অনন্তকাল ধরিয়া সর্জ্জনাদি কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন ॥৮॥

উবটভাষ্য—উবটাচার্য্য, মহীধর ও মিশ্র উক্ত মন্ত্রের জীবন্মুক্ত বা আত্মা দেবতা নির্দ্দেশ করিয়া তদনুরূপ জীবাত্মা পরমাত্মার অভেদত্বপর ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উবটাচার্য্য এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যিনি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে আত্মার উপাসনা করেন, তিনি মুক্তাবস্থায় আত্মত্ব প্রাপ্ত হন এবং বিজ্ঞানানন্দ-স্বভাব ও অচিন্ত্যশক্তি লাভ করেন। তাঁহার শরীর থাকে না এবং সেই হেতু অব্রণ ও অস্নাবির এবং তজ্জন্যই শুদ্ধ অর্থাৎ সত্ত্ব-রজ-তমোগুণাদি দ্বারা অনুপহত; তিনি ক্লেশ-কর্ম্মবিপাকাশয় হইতে অসংস্পৃষ্ট বলিয়া অপাপবিদ্ধ। অকায়-অব্রণ-অস্নাবির প্রভৃতি দ্বারা আত্মার তদ্রূপ অবস্থা লাভের যোগ্যতা আছে বলিয়া অদোষ এবং এই হেতু ব্রহ্ম প্রতিপাদিত্য হইতেছে। অনন্তর আত্মোপাসনার ফল কথিত হইতেছে—যিনি আত্ম-উপাসনার দ্বারা ব্রহ্মস্বরূপ লাভ করিয়াছেন, তিনি কবি অর্থাৎ কান্তদর্শী; মনীষী বা মেধাবী; পরিভূ বা বিজ্ঞানবলে সর্ব্বত্র অবস্থানে সমর্থ; স্বয়ম্ভু অর্থাৎ জ্ঞানবলে স্বয়ং ব্রহ্মরূপ লাভ করেন। সেই

আত্মজ্ঞানী স্বস্বামী-সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়াই চেতনাচেতনরূপ প্রাপ্ত হইয়া অনন্ত বর্ষব্যাপী কর্ম্মে লিপ্ত হন। কর্ম্মজাড্য বশতঃ তিনি মনুষ্য-লোক প্রাপ্ত হন সত্য, কিন্তু ব্রহ্মভাবজনক আত্মসংস্কার দ্বারা পুনঃ অচিন্ত্য শক্তিতে অকায় বিজ্ঞানানন্দ স্বভাব ব্রহ্ম হন। মহীধরও উবটাচার্য্যের ভাষ্যের অনুরূপ ভাষ্য করিয়াছেন ॥৮॥

মিশ্রভাষ্য—যিনি পূর্ব্বোক্তপ্রকারে এষণাত্রয়রহিত হইয়া 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' (বৃহদারণ্যক ৬।৪), 'এতদ্বৈ তৎ' (কঠ, ৪র্থ বল্লী), 'স আত্মা তত্ত্বমসি' (ছান্দোগ্য ৬।৮) ইত্যাদি শ্রুতি-বচনসমূহের অভ্যাস করেন, তিনি নদী-সমুদ্রবৎ পরমাত্মার সহিত অভেদত্ব প্রাপ্ত হন। এবম্বিধ পরমাত্মার বিজ্ঞানানন্দস্বভাব অচিন্ত্যশক্তি আছে; তিনি স্বয়ংপ্রকাশ; কায়রহিত অর্থাৎ সমষ্টি-সূক্ষ্ম-উপাধি লিঙ্গশরীর 'পুর্য্যষ্টিকা' ও ব্যষ্টি-সূক্ষ্ম-উপাধি মহত্তত্ত্বাদি অষ্ট প্রকৃতি, বিকৃতি অথবা সমস্ত সূক্ষ্মশরীরের সমষ্টি হিরণ্যগর্ভ অর্থাৎ সূক্ষ্মশরীররূপী ব্যষ্টি-সমষ্টি-উপাধিরহিত হইয়া অকায়; অব্রণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের গোলকরূপী ছিদ্র ও ব্রণাদিরহিত; নাড়ী-আদি বিবর্জ্জিত—এখানে অব্রণ ও অস্নাবির উভয় কথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, ব্যষ্টি-স্থূলশরীররূপ উপাধি ও সমষ্টি-বিরাট্ শরীররূপী স্থূল উপাধি-রহিত; সত্ত্বরজস্তমোগুণের কার্য্য হইতে অনুপহত বলিয়া নির্ম্মল; পাপরহিত; এমন যে সর্ব্বোপাধি

রহিত পরমাত্মা, তিনি ব্যাপক—আকাশাদি হইতেও মহাসূক্ষ্ম বলিয়া সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত।

পূর্ব্বার্দ্ধে আত্মার নিষেধমুখে 'অস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘমলোহিতম্' (বৃহদারণ্যক-৫।৭), 'শুক্রমকায়মব্রণং' বলিয়া উত্তরার্দ্ধে বিধিমুখে বিশেষ প্রতিপাদন করিতেছেন—তিনি (পরমাত্মা) কান্তদর্শী সকলের দ্রষ্টা 'নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা' (বৃহদারণ্যক ৫।৬); মনের জ্ঞাতা সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর, সুতরাং মনীষী; সকলের আচ্ছাদনকারী; স্বতঃসিদ্ধ। এমন যে নিত্য-শুদ্ধ-পূর্ণ-মুক্তস্বভাব পরমাত্মা অনন্তকালস্থায়ী বর্ষের নিমিত্ত বা সংবাসরনামক প্রজাপতির নিমিত্ত যথাভূত কর্ম্মফলসাধন দ্বারা অর্থসমূহের বিভাগ করেন, অর্থাৎ কর্ত্তব্য পদার্থ সকলকে যথাযথ বিভাগ করেন; যে পদার্থ যাহার যে যোগ্য, তাহা তাহাকেই প্রদান করেন ॥৮॥

স্বামী দয়ানন্দ—"হে মানব! যে অনন্তশক্তিযুক্ত অজন্মা নিরন্তর সদামুক্ত ন্যায়কারী, নির্ম্মল, সর্ব্বজ্ঞ, সকলের সাক্ষী, নিয়ন্তা ও অনাদিস্বরূপ ব্রহ্ম, তিনি কল্পের প্রারম্ভে জীবগণকে স্বীয় কথিত বেদসমূহ হইতে শব্দ, অর্থ ও তাহার সম্বন্ধ-জ্ঞানের বিদ্যার উপদেশ করিয়াছেন; তদ্ব্যতীত কেহ বিদ্বান্ হইতে পারিবে না। আর, ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের ফল ভোগ করিবার যোগ্য তুমি; সেইহেতু, সর্ব্বদা এই ব্রহ্মের উপাসনা কর।" স্বামী দয়ানন্দ

সরস্বতী বেদের যে 'সত্যার্থ প্রকাশ' ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা ব্যাস-পরম্পরায় আচার্য্যানুগ নহে; যজুর্বেদের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া তিনি শ্রুত্যুক্ত বা স্মৃত্যুক্ত শাস্ত্রানুসরণও করেন নাই। তাঁহার এই ব্যাখ্যা শতপথব্রাহ্মণ, কাত্যায়নসূত্র ও গৃহ্যসূত্র অনুসারে না হওয়ায় স্বকপোলকল্পিত পাণ্ডিত্য-প্রতিভা বিস্তার-কারিণী মাত্র। ব্যাকরণে অগাধ পাণ্ডিত্যের সাহায্যে তিনি মন্ত্রার্থ করিয়াছেন। এই মন্ত্রের মন্ত্রার্থ উদাহরণস্বরূপ দেওয়া হইল। যথা—

'হে মনুষ্যগণ! যে ব্রহ্ম (শুক্রম্) শীঘ্রকারী সর্ব্বশক্তিমান্ (অকায়ম্) স্থূল, সূক্ষ্ম আর কারণ শরীর রহিত (অব্রণম্) ছিদ্র রহিত ও তাঁহাকে ছিদ্র করা যায় না (অস্নাবিরম্) নাড়ী আদির সহিত সম্বন্ধরূপ বন্ধন রহিত (শুদ্ধম্) অবিদ্যাদি দোষ রহিত বলিয়া সদা পবিত্র, আর (অপাপবিদ্ধম্) যিনি পাপযুক্ত, পাপকারী ও পাপে প্রীতিযুক্ত কখনও হন না (পরি অগাৎ) সর্ব্বদিকে ব্যাপ্ত। যিনি (কবিঃ) সর্ব্বজ্ঞ (মনীষী) সকলপ্রাণীর মনোবৃত্তির জ্ঞাতা (পরিভূঃ) দুষ্ট পাপীকে তিরস্কারকারী, আর (স্বয়ম্ভূঃ) অনাদি স্বরূপ, যাঁহার সংযোগ হইতে উৎপত্তি, বিয়োগ হইতে বিনাশ, মাতাপিতা হইতে গর্ভবাস, জন্ম-বৃদ্ধি-মৃত্যু ইত্যাদি হয় না, সেই পরমাত্মা (শাশ্বতীভ্যঃ) সন্তান অনাদিস্বরূপ স্ব স্ব স্বরূপ হইতে উৎপত্তি ও বিনাশরহিত (সমাভ্যঃ) প্রজাগণের নিমিত্ত (যথাতথ্যতঃ) যথার্থভাবে (অর্থান্) বেদ দ্বারা সকল পদার্থের

(ব্যদধাৎ) বিশেষ করিয়া সৃজন করেন, সেই পরমেশ্বর তোমাদের উপাসনার যোগ্য ॥৮॥

কণ্ডিকা—৯, মন্ত্র—১, অনুবাক—২

অন্ধন্তমঃ প্রবিশন্তি যেসম্ভূতিমুপাসতে ॥

ততোভূয়ঽইবতে তমোযঽউসম্ভূত্যাꣳরতাঃ ॥৯॥

ঋষ্যাদি—(১) ওঁ অন্ধন্তম ইত্যস্য দধীচঋষিঃ, গান্ধারঃ স্বরঃ, আর্ষ্যানুষ্টুপ্ ছন্দঃ, আত্মা দেবতা, পাঠে বিনিয়োগঃ ॥৯॥

মন্ত্রার্থ—পূর্ব্বে তৃতীয় মন্ত্রে কনিষ্ঠ ও অধম অধিকারীর সকাম ও অশুভকর্ম্মানুসারে অজ্ঞানাবৃত অসুরলোকরূপী ফলপ্রাপ্তির কথা উদ্দিষ্ট হইয়াছে। উদ্দেশ্য এই যে, স্বরূপজ্ঞান-লাভরূপ মুক্ত জ্ঞানী মধ্যম অধিকারীর পক্ষে সকাম ও নিষিদ্ধ কর্ম্ম করা উচিত নয়, আর উত্তম অধিকারীর পক্ষে এতদ্বিষয়ের স্মরণ করাও নিষিদ্ধ। ঈশোপনিষদের উত্তরার্দ্ধে উপাসনা-প্রসঙ্গে সম্ভূতি ও অসম্ভূতির উপাসনার অধিকারী ও তাহার ফল পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বর্ণিত হইতেছে। প্রথমে কনিষ্ঠ

অধিকারীর আদি-কার্য্যকারণরূপ সম্ভূতি ও অসম্ভূতির উপাসনায় কি গতি হয়, তাহা এই মন্ত্রে উদ্দিষ্ট হইয়াছে।

(যে) যে সকল ব্যক্তি (অসম্ভূতিম্) অবিদ্যা-কাম-কর্ম্মবীজভূতা প্রকৃতিকে (উপাসতে) উপাসনা করে, সেই সকল ব্যক্তি (অন্ধম্) অন্ধকার বা অজ্ঞান (তমঃ) সংসার (প্রবিশন্তি) প্রবেশ করে অর্থাৎ প্রাপ্ত হয়। আর, (যে) যাহারা (সম্ভূত্যাং) কার্য্যব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভতে (উ) ই (রতাঃ) রত বা তাহার উপাসনায় নিযুক্ত, (তে) তাহারা (ততঃ) তাহা হইতেও (ভূয়ঃ) অধিক (ইব) তদ্রূপ (তমঃ প্রবিশন্তি) সংসার প্রাপ্ত হয় ॥ ৯ ॥

সরলার্থ—যাহারা অসম্ভূতি অর্থাৎ অবিদ্যা-কাম-কর্ম্মবীজভূতা প্রকৃতির উপাসনা করে, তাহারা সংসাররূপ অজ্ঞানান্ধকারে প্রবেশ করে। আর, যাহারা হিরণ্যগর্ভরূপ সম্ভূতির উপাসনায় রত, তাহারা অধিকতর তমোরাজ্য প্রাপ্ত হয় ॥ ৯ ॥

বিবৃতি—এই মন্ত্রে ব্যাকৃত ও অব্যাকৃত উভয়ের উপাসনাই নিন্দনীয় বলা হইয়াছে। যাহা সম্ভব নয়, তাহা অসম্ভূতি; কার্য্যের উৎপত্তি বা উৎপত্তিবিশিষ্টা বা তাহার অন্যা প্রকৃতিই যাহার কারণ, সেই অব্যাকৃতা আখ্যাতা অবিদ্যা-কামকর্ম্ম-বীজভূতা অদর্শনাত্মিকাকে অসম্ভূতি কহে। যাহারা তাহার উপাসনা করে, অর্থাৎ জগৎসৃষ্টির কারণরূপ অদর্শনাত্মিকা

প্রকৃতির উপাসনা যাহারা কাম্যকর্ম্মের দ্বারা করে, তাহারা তদনুরূপ অজ্ঞানান্ধকাররূপ সংসারে প্রবিষ্ট হয়। আর জগদুৎ-পত্তির কার্য্য-ব্রহ্মরূপ ব্যাকৃত বা ব্যক্ত হিরণ্যগর্ভই সম্ভূতি; যাহারা তাহার উপাসনা করে, তাহারা অধিকতর ভাবে সংসারাবদ্ধ হইয়া পড়ে। বস্তুর বিশেষত্ব লোপ হইলে নির্ব্বিশেষ অনুসন্ধানকারী অসম্ভূতির উপাসনা দ্বারা অন্ধকারে প্রবিষ্ট হয়, আর জড়সত্তারত সম্ভূতি বা হিরণ্যগর্ভের আরাধনায় আত্মতত্ত্ব হইতে অত্যন্ত দূরীভূত হইয়া ঘোর তমসা দ্বারা আবৃত হয় ॥ ৯ ॥

উবটভাষ্য—উত্তর-উপাসনা এই মন্ত্রে কথিতা হইয়া অন্ধকারময় তমোরাজ্য নিন্দিত হইয়াছে। যাহাদের মত যে, জীবগণ জলবুদ্‌বুদের ন্যায়, মদশক্তিবৎ বিজ্ঞান, একবার মৃত্যু হইলে মৃতের পুনর্ব্বার আগমনের আর সম্ভাবনা নাই, সুতরাং শরীর গ্রহণ হইতেই আমাদের মুক্তি, যমনিয়ম-গ্রাহ্য বিজ্ঞানাত্মা বলিয়া কোন অনুচিচ্ছক্তিধর্ম্ম নাই—এই প্রকার অসম্ভূতির উপাসকগণ অজ্ঞানলক্ষণযুক্ত তমোরাজ্যে প্রবেশ করে। সেই তমঃ বহুপ্রকার ও অনর্থক। দ্বিতীয়ার্দ্ধে যাহারা তমে প্রবেশ করে, তাহারা 'উ' অর্থাৎ 'উ'কার কর্ম্মোপসংগ্রহার্থে। যাহারা সম্ভূতি-উপাসনায় রত তাহারা মনে করেন, "আমি আত্মাই" —আত্মা ব্যতীত অন্য কিছু নাই, অর্থাৎ দেহই আত্মা ইহাই অভিপ্রায় যাহাদের, সেই কর্ম্মপরাঙ্মুখের কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড

উভয়ই অসম্ভব, ইহাই অভিপ্রেত্য বলিয়া তাহারা স্ববুদ্ধি উদ্ভূতা ভাবনা দ্বারা দেহরূপ আত্মজ্ঞানেই রত হন ॥ ৯ ॥

মহীধরভাষ্য—যম-নিয়ম সম্বন্ধবান্ বিজ্ঞানাত্মা বলিয়া কেহ নাই, জলবুদ্বুদের ন্যায় জীবসকল, মদশক্তিবদ্বিজ্ঞান ইত্যাদি মতবাদী চার্ব্বাক-জৈন-বৌদ্ধগণ নিন্দিত হইয়াছেন। যে সকল মানব অসম্ভূতি বা 'অসম্ভবের' উপাসনা করে, অর্থাৎ "মৃত ব্যক্তির পুনঃ সম্ভব নাই, অতএব শরীরান্তে আমাদের মুক্তি"—এই প্রকার বলে, তাহারা অন্ধতমোরূপ অজ্ঞানলক্ষণে প্রবেশ করে। আর যাহারা 'উ' অর্থাৎ 'সম্ভূতি'-রত, অর্থাৎ মৃত্যুর পরও জীবের পুনরাগমন সম্ভব মনে করে সেই সম্ভূতি-আত্মাতে আসক্ত কর্ম্মপরাঙ্মুখ স্ববুদ্ধির স্বল্পতা বিষয়ে অজ্ঞান আত্মজ্ঞান মাত্রে রত হইয়া 'জড়দেহে আত্মজ্ঞানরূপ ভ্রান্ত বিচারে কেবল আত্মাই আছে, অন্য কিছু কর্ম্মকাণ্ডজ্ঞানকাণ্ড-সম্বন্ধ নাই' এই প্রকার অভিপ্রায়যুক্ত মানবগণ সেই অন্ধ বা অজ্ঞান হইতে তমসাবৃত হয়। 'ইব' শব্দ অনর্থক-বাচক। এবম্বিধ অজ্ঞানী বহুতর তমে প্রবেশ করে। এই মন্ত্রে ব্যাকৃত (প্রকাশিত) ও অব্যাকৃত উভয়বিধা উপাসনা তিরস্কৃতা হইয়াছে। কার্য্যোৎপত্তির নাম সম্ভূতি বা সম্ভব; তাহার অন্য অসম্ভূতি প্রকৃতি কারণ অব্যাকৃত নামক তামস। সেই তামসী অসম্ভূতি বা অব্যাকৃতা, কারণরূপ-অবিদ্যা-কামকর্ম্মবীজভূতা,

অদর্শনাত্মিকা প্রকৃতির উপাসনা যাহারা করে, তাহারা তদনুরূপই অন্ধকার-তমোময় অদর্শনাত্মক সংসারে প্রবিষ্ট হয়। যাহারা সম্ভূতি নামক কার্য্যব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভের উপাসনায় রত হয়, তাহারা তাহা হইতেও বহুতর তমে প্রবেশ করে ॥ ৯ ॥

মিশ্রভাষ্য—কারণ-প্রকৃতি অব্যাকৃতা মায়াকে উপাসনা করে যে কাম্যকর্ম্ম-যাজনকারী, সেই পুরুষ অদর্শনাত্মক অজ্ঞানান্ধকারে প্রবেশ করে, অর্থাৎ বারম্বার কারণ-ভাবই প্রাপ্ত হয়। কারণ অবিদ্যার কার্য্যকামনা গ্রহণ করতঃ সকাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান হইতে অদর্শনাত্মক অজ্ঞানরূপ সংসারে প্রবেশ করে। এই জন্য স্বয়ং অনেক শরীর ধারণের স্বয়ংই কারণ হয়। আর যে ব্যক্তি কার্য্য-ব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভেই রত হয়, সেই ব্যক্তি তাহা হইতেও অধিক তদ্রূপ অন্ধকারে প্রবেশ করে। অর্থাৎ যে অত্যন্ত অবিবেকী সকাম পুরুষ, সে উৎপত্তিকারী আদি-কার্য্যরূপ হিরণ্যগর্ভের সকাম উপাসনা করে এবং অতিশয় অদর্শনাত্মক অজ্ঞান অন্ধকারে প্রবেশ করে, অর্থাৎ কার্য্যকে কার্য্যভাবে উপাসনা করিয়া জড়াত্মক কার্য্যের ভাবই প্রাপ্ত হয়। তাৎপর্য্য এই যে, প্রকৃতির কার্য্য হিরণ্যগর্ভ, তাহার কার্য্য অণিমাদি ঐশ্বর্য্য। তাহার কামনায় যে হিরণ্যগর্ভের উপাসনারূপ কার্য্য করে, তাহা হইতে রত্নাদি জড় ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হয়। অথবা নাস্তিক যে আত্মাকে অসম্ভূতি মনে করিয়া বলে

—যমনিয়মবান্ বিজ্ঞানাত্মা বলিয়া কেহ নাই, অসম্ভব অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির পুনরাগমন আর সম্ভব নয়, অর্থাৎ শরীর নষ্ট হইলেই আত্মার বিনাশ হয়, তৎপর আর কোন আত্মা থাকে না যে তাহার পুনঃ আগমনের সম্ভাবনা থাকিবে, অতএব আত্মা অসম্ভূতি —যে ব্যক্তি এই প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়াছে, সেই পুরুষ অত্যন্ত অন্ধ এবং শ্বান-শূকরাদি শরীররূপী নরক প্রাপ্ত হয়। আর সম্ভূতি, অর্থাৎ সম্ভবপর শরীরকেই আত্মারূপ করে যে, শরীরই আত্মা—এই প্রকার দেহাত্মবাদী অধমাধিকারী মহা অন্ধতম বৃক্ষ-পাষাণাদি জড়ভাব বারম্বার প্রাপ্ত হয়। অথবা, যে ব্যক্তি দৃষ্টিমাত্র ব্রহ্মবিদ্যায় রত, আর আত্মাভ্যাস হইতে রহিত হইয়া অনেক বিষয়-বাসনা হৃদয়ে পোষণ করিয়া নিজেকে জ্ঞানবান্ অকর্তা কল্পনা করিয়া শিশ্নোদরপরায়ণ হয় এবং অগ্নিহোত্রাদি অন্তঃকরণ-শুদ্ধির কারণ বিহিত-কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে না, সেও মহা অন্ধকারে গমন করে ॥ ৯ ॥

কণ্ডিকা—১০, মন্ত্র—১

অন্যদেবাহুঃ সম্ভবাদন্যদাহুরসম্ভবাৎ ॥

ইতি শুশ্রুমধীরাণাং যেনস্তদ্বিচচক্ষিরে ॥১০॥

ঋষ্যাদি—(১) ওঁ অন্যদিত্যস্য দধীচঋষিঃ, গান্ধারঃ স্বরঃ, আর্য্যনুষ্টুপ্ ছন্দঃ, আত্মা দেবতা, পাঠে বিনিয়োগঃ ॥১০॥

মন্ত্রার্থ—সম্ভূতি ও অসম্ভূতি উভয়বিধ উপাসনা হইতে আত্মস্বরূপের পার্থক্য এখানে বর্ণিত হইতেছে। (সম্ভবাৎ) কার্য্য-ব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভের উপাসনা হইতে (অন্যৎ) পৃথক্ (এব)ই (আহুঃ) কথিত হইয়াছে। (অসম্ভবাৎ) অসম্ভূতি অব্যাকৃতা উপাসনা হইতে (অন্যৎ) পৃথক্ (আহুঃ) কথিত হইয়াছে, (ইতি) এই প্রকার (ধীরাণাং) ধীরগণের (শুশ্রুম) আমরা শ্রবণ করিয়াছি (যে) যে ধীরগণ (নঃ) আমাদিগকে (তৎ) পূর্ব্বোক্ত সম্ভূতি-অসম্ভূতির উপাসনার ফল (বিচচক্ষিরে) ব্যাখ্যা করিয়াছেন ॥১০॥

সরলার্থ—তত্ত্ববিৎ মনীষিগণের নিকট আমরা শ্রবণ করিয়াছি যে, তাঁহাদের ব্যাখ্যাত সম্ভূতি ও অসম্ভূতির উভয়বিধ উপাসনার ফল হইতে আত্মতত্ত্ব পৃথক্ ॥১০॥

বিবৃতি—মহর্ষিগণ, যোগিগণ, তত্ত্ববিদ্ মনীষিগণ জগদ্‌গুরু-রূপে জগতের পতিত জীবের মঙ্গলার্থে তাঁহাদের প্রতি সত্যাসত্য, নিত্যানিত্য বিষয়ক উপদেশ করেন। তাঁহাদের মুখনিঃসৃত সেই সনাতনী বীর্য্যবতী সত্যবাণী শ্রবণ করিয়া মোহান্ধ জীব আত্ম-মঙ্গলের পথানুসরণে পরিচালিত হইবার সুযোগ-সৌভাগ্যার্জ্জন করিতে সমর্থ হয়। সেই পরদুঃখদুঃখী মহাত্মা নিত্যতত্ত্ববিদ্‌গণ কার্য্য-ব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভরূপ সম্ভূতির উপাসনা হইতে অণিমাদি

ঐশ্বর্য্য লক্ষণরূপ ফল প্রাপ্তে অন্ধতম অবস্থালাভকারী ব্যক্তিগণ এবং কারণরূপ অব্যাকৃতি প্রকৃতি অসম্ভূতির উপাসনা হইতে প্রকৃতিলয়রূপ অজ্ঞানান্ধকার-ফলপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ হইতে আত্ম-তত্ত্বের পার্থক্য নির্ণয় করিয়াছেন। জড় জগতে জন্ম-মৃত্যু, উৎপত্তি-লয়, সম্ভূতি-অসম্ভূতি এই বিরুদ্ধাবস্থা মানবের স্থূল-সূক্ষ্ম দেহাবরণকে স্পর্শ করিতে পারে। কিন্তু নিত্য-শুদ্ধ-পূর্ণ-সনাতন জীবাত্মা তাহাদ্বারা স্পৃষ্ট হয় না। আত্মার জন্ম-মৃত্যু নাই—সে নিত্য। অজ্ঞ ব্যক্তিগণই নিত্য জীবাত্মার উৎপত্তি ও লয় আছে মনে করিয়া ভ্রম করে। ভগবদ্দাস্য পরিত্যাগের অপরাধে আত্ম-স্বরূপ বিস্মৃতির ফলেই জীব গুণময়ী প্রকৃতিদ্বারা স্থূলসূক্ষ্ম দেহে আবরিত হইয়া জড়জগতে কর্তৃত্বাভিমান করে। জীবের সেই জড়-সম্বন্ধ বিচ্ছেদের নামই মুক্তি। এবম্বিধ মুক্ত জীব আর তখন প্রকৃতি-পুরুষের উপাসনাদ্বারা জড়ত্বাভিমান বা অণিমাদি ঐশ্বর্য্যের দ্বারা অভিভূত হইয়া অজ্ঞানান্ধকারে প্রবিষ্ট না থাকিয়া সচ্চিদানন্দবিগ্রহ পরমাত্মার ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্য-ঔদার্য্যের নিত্যসেবায় নিরত থাকেন ॥১০॥

উবটভাষ্য—যে ধীর ব্যক্তিগণ আমাদের নিকট ব্রহ্মতত্ত্বের স্বরূপ বর্ণন করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকটই আমরা শ্রবণ করিয়াছি যে, সম্ভব-পরিজ্ঞান হইতে এবং অসম্ভব-পরিজ্ঞান হইতে ফল ভিন্ন ভিন্ন। ইহাই তাঁহারা কীর্ত্তন করিয়াছেন ॥১০॥

মিশ্রভাষ্য—সম্ভবাৎ অর্থাৎ ব্রহ্ম-দৃষ্টি হইতে কার্য্যের উপাসনার জন্যই বিদ্যুল্লোক-প্রাপ্তি ফল আচার্য্যগণ বলেন; আর কারণরূপ প্রকৃতি উপাসনা হইতে প্রকৃতি-লয়রূপ ফল তাঁহারা বলেন। এবম্বিধ আচার্য্যগণের বচন আমরা শুনিয়াছি, যাঁহারা আমাদিগের নিকট কার্য্যকারণ-উপাসনার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সম্ভূতি ও অসম্ভূতির উপাসনানুসারে ভিন্ন ভিন্ন ফল দুই দুই প্রকারে কথিত হইয়াছে। তন্মধ্যে এক এক প্রকারে সম্ভূতি ও অসম্ভূতির ফল নিশ্চয়রূপে বলিয়াছেন যে, যে কনিষ্ঠ মধ্যম অধিকারী সকাম উপাসক, তাহাদের সম্ভূতি অসম্ভূতির উপাসনার ফল অন্ধতম ও অধিক অন্ধতম বলা হইয়াছে। এই ভাবে প্রথম একপ্রকার ফল প্রতিপাদন করতঃ, এখন এখানে দ্বিতীয় প্রকারের মধ্যম অধিকারী, যে আত্ম-অধ্যাসে অসমর্থ হইয়া সংসারের ক্লেশ সকলের নিবৃত্তির জন্য নিষ্কামভাবে সম্ভূতি-অসম্ভূতির উপাসনা করে, তাহার উপাসনানুযায়ী মৃত্যু হইতে ত্রাণ ও অমরত্ব প্রাপ্তি-রূপ ফল পশ্চাতে একাদশ মন্ত্রে বর্ণিত হইবে। এখানে সম্ভূতি-অসম্ভূতির উপাসনার ফল সকাম-নিষ্কাম ভেদে ভিন্ন হয়। এই ভাবে এই বিদ্যা একজন হইতে অন্যে প্রাপ্ত হয়। দেহলীদীপক-ন্যায়ের সদৃশ এই দশম মন্ত্র নবম ও একাদশ মন্ত্রের মধ্যে সম্বন্ধ রক্ষা করিয়াছে। সম্ভূতি-অসম্ভূতির ফল একপ্রকারে কনিষ্ঠ-মধ্যমের নিমিত্ত নবম এবং অন্য প্রকারের ফল মধ্যম অধিকারীর জন্য একাদশ কণ্ডিকায় বর্ণিত হইয়াছে ॥১০॥

মাধ্বভাষ্য—শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যপাদ নবম ও দশম কণ্ডিকার ভাষ্য একত্রে করিয়াছেন। যথা—

"এবং চ সৃষ্টিকর্ত্তৃত্বং নাঙ্গীকুর্ব্বন্তি যে হরেঃ।
তেঽপি যান্তি তমো ঘোরং তথা সংহারকর্ত্তৃতাম্ ॥
নাঙ্গীকুর্ব্বন্তি তেঽপ্যেবং তস্মাৎ সর্ব্বগুণাত্মকম্।
সর্ব্বকর্ত্তারমীশেশং সর্ব্বসংহারকারণম্" ॥৯-১০॥

কণ্ডিকা—১১, মন্ত্র—১

সম্ভূতিঞ্চবিনাশঞ্চযস্তদ্বেদোভয়ঙ্‌ঁসহ ॥
বিনাশেনমৃত্যুন্তীর্ত্ত্বাসম্ভূত্যামৃতমশ্নুতে ॥১১॥

ঋষ্যাদি—(১) ওঁ সম্ভূতিমিত্যস্য দধীচঋষিঃ, গান্ধারঃ স্বরঃ, আর্ষ্যানুষ্টুপ্ ছন্দঃ, আত্মা দেবতা, পাঠে বিনিয়োগঃ ॥১১॥

মন্ত্রার্থ—(যঃ) যে ব্যক্তি (সম্ভূতিম্) সর্ব্ব জৈব জগতের জীবাত্মাকে (চ) এবং (বিনাশম্) বিনাশধর্ম্মযুক্ত শরীরকে (চ) ও (তৎ) সেই (উভয়ং) উভয়কে (সহ) এক (বেদ) জানে, অর্থাৎ শরীর হইতে পৃথক্ শরীরী কর্ম্মবশে শরীরের সহিত একযোগ প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা জ্ঞাত হইয়া (বিনাশেন) বিনাশী শরীর দ্বারা

(মৃত্যুম্) মৃত্যুকে (তীর্ত্বা) অতিক্রম করিয়া (সম্ভূত্যা) আত্ম-জ্ঞান দ্বারা (অমৃতম্) অমৃতত্ব (অশ্নুতে) প্রাপ্ত হয় ॥১১॥

সরলার্থ—যে ব্যক্তি নিজকর্ম্মবশে প্রাপ্ত বিনশ্বর শরীর ও স্বীয় নিত্য জীবসত্ত্বার মধ্যে শরীর-শরীরিসম্বন্ধ জ্ঞাত হইয়াছেন, সেই যোগী পুরুষ কর্ম্মফলবশ শরীর সম্বন্ধে নিষ্কাম কর্ম্ম সাধনার দ্বারা শরীরের অনিত্যত্ব বিষয়ক জ্ঞানাগ্নিতে বিনশ্বর শরীর ভস্মিভূত করিয়া মৃত্যুকে জয় করতঃ অন্তঃকরণশুদ্ধি হইতে আত্মার নিত্যস্বরূপজ্ঞান দ্বারা জড়াভিমান দূরীকরণরূপ মুক্তি বা অমৃতত্ব লাভ করেন ॥১১॥

অথবা

মন্ত্রার্থ—(যঃ) যে পুরুষ (সম্ভূতিং চ) অসম্ভূতি প্রকৃতি ও—ছন্দহেতু 'অ'কার লোপ—(বিনাশং) বিনশ্বর হিরণ্যগর্ভ (তৎ) উভয় (সহ) একীভূত (বেদ) জানে, সেই ব্যক্তি (বিনাশেন) কার্য্যরূপ-হিরণ্যগর্ভের উপাসনা দ্বারা (মৃত্যুম্) অণিমাদি ঐশ্বর্য্য (তীর্ত্বা) অতিক্রম করিয়া (অসম্ভূত্যা) অব্যাকৃতা প্রকৃতির উপাসনা দ্বারা (অমৃতম্) আপেক্ষিক প্রকৃতিলয়লক্ষণ-রূপ অমরত্ব (অশ্নুতে) প্রাপ্ত হয় ॥১১॥

সরলার্থ—যে পুরুষ বিনশ্বর হিরণ্যগর্ভ ও অব্যাকৃতা প্রকৃতি এই উভয়কে একই জানেন, তিনি কার্য্যরূপ-হিরণ্যগর্ভোপাসনার দ্বারা অণিমাদি ঐশ্বর্য্য জয় করতঃ, অর্থাৎ তাহা দ্বারা অভিভূত

না হইয়া, অব্যাকৃতা প্রকৃতির উপাসনার দ্বারা জড়-প্রকৃতিলয় অর্থাৎ স্থূলসূক্ষ্ম জড়াভিমান পরিত্যাগ করতঃ অমৃতত্ব বা মুক্তি লাভ করেন ॥১১॥

বিবৃতি—বিজ্ঞ ব্যক্তি সম্ভূতি ও অসম্ভূতির উপাসনা একই পুরুষার্থলাভে নিযুক্ত করেন। জড় সঙ্গই জীবের সর্ব্বানর্থের মূল কারণ। ইহা হইতেই জীব স্থূলসূক্ষ্মদেহে 'আমি' ও তৎসম্বন্ধীয় বস্তুতে 'আমার' বুদ্ধিরূপ মোহগ্রস্ত হইয়া ত্রিতাপক্লিষ্ট ও জন্মমৃত্যু-বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এই জড়াভিমান বিচ্ছেদ বা জড়াশক্তি ছেদনরূপ জড়-বিনাশ হইতেই সেই জীব মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পায়। তখন চিৎস্বরূপ-জ্ঞানোদয়রূপ মুক্তিতে শুদ্ধসত্ত্বায় নিত্য-চিৎ-রসামৃতপানে অমৃতত্ব লাভ করেন। যতক্ষণ জীব করণরূপা অব্যাকৃতা অবিদ্যাকামকর্ম্মবীজভূতা প্রকৃতির উপাসনা এবং ব্যাকৃত কার্য্যব্রহ্ম-হিরণ্যগর্ভের উপাসনার দ্বারা সংসারের ভোগ-পিপাসা ও জড়ত্ব লাভে উন্মুখ থাকে, ততক্ষণ স্বস্বরূপ-জ্ঞান সম্ভব হয় না। কিন্তু যখন আচার্য্য বা গুরুমুখ-নিঃসৃত দিব্য-জ্ঞানবাণী শ্রবণের সৌভাগ্য হয়, তখন সেই জীবই আবার পূর্ব্বোপাসিতা অসম্ভূতি (প্রকৃতি) ও সম্ভূতির (হিরণ্যগর্ভের) পরস্পর সম্বন্ধজ্ঞান লাভ করিয়া তাহাদের মধ্যে শরীর-শরীরী একত্ববোধে অসম্ভূতির আরাধনা দ্বারা জড়-বিনাশে মৃত্যু জয় করেন, এবং সম্ভূতির আরাধনা দ্বারা স্বীয়

নিত্য জীবস্বরূপ যে প্রাকৃত স্থূলসূক্ষ্মশরীর হইতে পৃথক্ সেই জ্ঞানালোকে আত্ম-স্বরূপ দর্শনরূপ মুক্তিতে চিদানন্দরসামৃত পানে অমৃতত্ব লাভ করেন। তখন তাঁহার পক্ষে জড়-বিনাশই 'অসম্ভূতি' এবং আত্মতত্ত্বজ্ঞানই 'সম্ভূতি' ॥১১॥

মাধ্বভাষ্য—শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য উক্ত মন্ত্রের ভাষ্যে কূর্ম্মপুরাণ হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা—

"যো বেদ সংহৃতিজ্ঞানাদ্দেহবন্ধাদ্বিমুচ্যতে।
সৃষ্ট্যজ্ঞানাদিকর্তৃত্বজ্ঞানাত্তদ্ ব্যক্তি মা ব্রজেৎ ॥
সর্ব্বদোষবিনির্ম্মুক্তং গুণরূপং জনার্দ্দনম্।
যানি যান্যগুণানাঞ্চ ভাগহানিং প্রকল্পয়েৎ ॥
ন মুক্তানামপি হরেঃ সাম্যং বিষ্ণোরভিন্নতাম্।
নৈব প্রচিন্তয়েত্তস্মাৎ প্রহ্লাদৈঃ সাম্যমেব বা ॥
মানুষাদিবিরিঞ্চান্তং তারতম্যবিমুক্তিকম্।
ততো বিষ্ণোঃ পরোৎকর্ষং সম্যগ্ জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে ॥"
—ইতি কৌর্ম্মে

উবটভাষ্য—সম্ভূতিম্ অর্থাৎ সমগ্র জগতের সম্ভবহেতু পরব্রহ্ম। বিনাশঃ অর্থাৎ বিনাশিশরীর। যে যোগী এই উভয়কে একীভূত জানেন, তিনি শরীর-গ্রহণদ্বারা জ্ঞানোৎপত্তিকারী কর্ম্মসমূহ যাজন করেন, এবং বিনাশিশরীর সাহায্যে নিষ্কামকর্ম্মের দ্বারা মৃত্যু অতিক্রম করতঃ সম্ভূত্যা অর্থাৎ আত্মবিজ্ঞানদ্বারা অমৃতত্ব লাভ করেন ॥১১॥

মহীধরভাষ্য—এখানে সম্ভূতি শব্দে সর্ব্বজগৎ-সম্ভবের এক হেতু পরব্রহ্ম। বিনাশঃবিনাশোঽস্যাস্তীতি বিনাশঃ অর্শ-আদিত্বাদচ্ প্রত্যয়ঃ। বিনাশধর্ম্মযুক্ত শরীর এতদুভয়ে অর্থাৎ পরব্রহ্ম ও বিনশ্বর শরীরে, শরীরিশরীররূপ যে যোগী একীভূত জানেন—দেহাভিন্ন আমি দেহী, কর্ম্মবশে এখন এই দেহবাসী—ইহা জ্ঞাত হইয়া শরীর সাহায্যে জ্ঞানোৎপত্তিকারী নিষ্কামকর্ম্ম করেন, তিনি এই বিনশ্বর শরীরের দ্বারা এবম্ভূতভাবে মৃত্যুকে উত্তীর্ণ অর্থাৎ অন্তঃকরণ শুদ্ধ করতঃ (নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারা) সম্ভূত্যা অর্থাৎ আত্মজ্ঞানপ্রভাবে মুক্তি প্রাপ্ত হন। উক্ত ঋচার অর্থান্তর এই যে, সম্ভূতি ও অসম্ভূতি উভয় উপাসনার একই পুরুষার্থ। এখানে পৃষোদরাদির জন্য বিনাশশব্দদ্বয়ে অবর্ণলোপ দ্রষ্টব্য। সম্ভূতি অর্থাৎ বিনাশী ব্যাকৃতাব্যাকৃত উপাসনাদ্বয় একই যে জানে, সেই যোগী অবিনাশী অব্যাকৃতো-পাসনার দ্বারা মৃত্যু অর্থাৎ অনৈশ্বর্য্য-অধর্ম্মকামাদি দোষসমূহ অতিক্রম করিয়া সম্ভূতিদ্বারা অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভের উপাসনা দ্বারা প্রকৃতিলয়লক্ষণ লাভ করে ॥১১॥

মিশ্রভাষ্য—আত্মজ্ঞানে অসমর্থ মধ্যম অধিকারী পুরুষ সম্ভূতি শব্দে অসম্ভূতি এবং বিনাশ শব্দে সম্ভূতি এই উভয়কে, অর্থাৎ আদি-কারণ প্রকৃতি ও আদিকার্য্য হিরণ্যগর্ভকে এক বলিয়া জানে, অর্থাৎ অসম্ভূতি ও সম্ভূতিকে, একই পুরুষ তথা

উহাদের ফলকে একই জ্ঞাত হইয়া কামনা রহিত হইয়া উভয়ের সমুচিত সেবা করে। সেই পুরুষ বিনাশধর্ম্মরূপ কার্য্য সম্ভূতি হিরণ্যগর্ভের উপাসনা দ্বারা অনৈশ্বর্য্যরূপী মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হইয়া অসম্ভূতি আদিকারণ প্রকৃতির উপাসনা দ্বারা প্রকৃতিলয়লক্ষণরূপ প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ অনৈশ্বর্য্য-অধর্ম্ম-কামাদি-দোষমুক্ত হইয়া হিরণ্য-গর্ভোপাসনা দ্বারা প্রকৃতিলয়লক্ষণরূপ অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয় ॥১১॥

বিশেষ—এই মন্ত্রের ভাষ্যে শ্রীমদ্ শঙ্করাচার্য্যপাদ 'সম্ভূতির' অর্থ 'অসম্ভূতি' এবং 'বিনাশের' অর্থ 'সম্ভূতি' করিয়াছেন। শ্রীমদ্ উচটাচার্য্য তদ্রূপ করেন নাই। আমরা উভয়বিধ প্রকারেই ব্যাখ্যা করিলাম। "বিনাশেন মৃত্যুং তীর্ত্বা" দ্বারা এই মন্ত্রে বিনাশধর্ম্মযুক্ত সম্ভূতিরূপ কার্য্যব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভ সম্পূর্ণ সূক্ষ্মশরীর সকলকে সমষ্টিরূপে প্রকৃতিতে পরিণত করিলে, বিনাশী হিরণ্য-গর্ভের উপাসক অনৈশ্বর্য্যরূপ মৃত্যুকে অতিক্রম করেন অর্থাৎ দারিদ্র্যরূপ অনৈশ্বর্য্যরূপী মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হন। হিরণ্য-গর্ভোপসনায় অণিমাদি ঐশ্বর্য্য অসাধারণ ফল হিরণ্যগর্ভের নিষ্কাম উপাসক প্রাপ্ত হন।

তখন অসম্ভূতি অর্থাৎ সম্ভব রহিত আদি কারণ প্রকৃতি, যে পরমাত্মার সত্তা হইতে শক্তি প্রাপ্ত হইয়া স্থূলসূক্ষ্ম সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন করে, তাহার নিষ্কাম উপাসনা দ্বারা সেই ব্যক্তি দেহান্তে প্রকৃতিজাত জড়াভিমান বিনাশে আত্মজ্ঞানরূপ অমৃতত্ব লাভ

করে। এতদর্থেই 'সম্ভূতি' শব্দে অসম্ভূতি প্রকৃতি এবং বিনাশ-শব্দে হিরণ্যগর্ভ আচার্যগণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই মন্ত্রে মধ্যম অধিকারীর অসম্ভূতি ও সম্ভূতির নিষ্কাম উপাসনার পরিণতি প্রদর্শিত হইয়াছে ॥১১॥

কণ্ডিকা—১২, মন্ত্র—১

অন্ধন্তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে ॥

ততো ভূয়ইব তে তমো যউ বিদ্যায়াᳯ রতাঃ ॥১২॥

ঋষ্যাদি—(১) **ওঁ অন্ধন্তম ইত্যস্য দধীচ ঋষিঃ, গান্ধারঃ স্বরঃ, নিচ্যদার্ষ্যনুষ্টুপ্ ছন্দঃ, আত্মা দেবতা, পাঠে বিনিয়োগঃ** ॥১২॥

মন্ত্রার্থ—(যে) যে সকল পুরুষ (অবিদ্যাম্) অনাদি অনুৎপন্ন সত্ত্ব-রজ-তমোগুণময়ী প্রকৃতি বা জড় বস্তুর, অথবা ব্রহ্মবিদ্যা হইতে বিপর্য্যয় মায়া-প্রসূত কেবল অগ্নিহোত্রাদিলক্ষণরূপ কাম্যকর্ম্মের দ্বারা স্বর্গাদি প্রাপ্তির জন্যই (উপাসতে) উপাসনা করে অর্থাৎ নিরন্তর অনুষ্ঠান করে, তাহারা (অন্ধম্) অদর্শনাত্মক (তমঃ) অজ্ঞানান্ধকারে (প্রবিশন্তি) প্রবেশ করে, অর্থাৎ অবিদ্যাবশতঃ অগ্নিহোত্রাদি সকাম কর্ম্মানুষ্ঠানকারী স্বর্গাদিতে স্বীয় কৃতকর্ম্মফল ভোগ করতঃ আত্মস্বরূপোপলব্ধির অযোগ্যতা

নিবন্ধন অদর্শনাত্মক অজ্ঞানাবৃত শরীরে প্রবেশ করিয়া ইহ সংসারে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করে। আর, (যে) যাহারা (বিদ্যায়াম্) কেবল জ্ঞানপ্রভাবে নির্ভেদব্রহ্মাত্মসন্ধানে (উ) ই (রতাঃ) রত, (তে) তাহারা (ততঃ) তাহা হইতেও (ভূয়ঃ) অধিক (ইব) তদ্রূপ (তমঃ) অন্ধকার অর্থাৎ আত্মবিনাশরূপ অন্ধকারে প্রবেশ করে ॥১২॥

সরলার্থ—যাহারা ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার অবিদ্যা-বৃত্তি-প্রসূত জড় বস্তুর জন্য অগ্নিহোত্রাদি কাম্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে রত, তাহারা স্বরূপবিভ্রান্তি-রূপ অদর্শনাত্মক অজ্ঞানান্ধকারসম এই সংসারে স্থূলসূক্ষ্ম-দেহাবরণে পুনঃ পুনঃ প্রবেশ করে। আর, যাহারা ত্রিগুণময়ী মায়ার বিদ্যাবৃত্তি প্রভাবে স্বর্গাদি ফল প্রসবকারী অগ্নিহোত্রাদি সকাম কর্ম্ম পরিত্যাগ করতঃ কেবল-জ্ঞানাবলম্বনে নির্বিশেষ ব্রহ্মানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া মোক্ষের উপাসনা করে, তাহারা অন্ধকারসম শরীরে আবদ্ধ হইয়া সংসার-প্রাপ্তি হইতেও অধিকতর ভাবে আত্মবিনাশরূপ তমসাবৃত হয় ॥১২॥

বিবৃতি—ভগবান্ সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন পরম পুরুষ। তাঁহার বিচিত্র শক্তি আছে, তন্মধ্যে ত্রিবিধা শক্তি প্রধানা। যথা—

"পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ"

—শ্বেতাশ্বতর

সেই বিবিধ শক্তির মধ্যে মায়াশক্তি দ্বারাই ভগবান এ বিশ্ব সৃজন করিয়াছেন। বিদ্যা ও অবিদ্যাভেদে মায়ার দ্বিবিধা বৃত্তি—বিদ্যাবৃত্তি জড়কে বিনাশ করে, আর অবিদ্যাবৃত্তি জড়কে প্রসব করে। স্বরূপ-বিভ্রান্ত মানবগণ অবিদ্যাগ্রস্ত হইয়া জড়ের অন্ধকারে স্ব স্ব চিৎপ্রকৃতি আবৃত করিয়া ফেলেন। স্থূল-সূক্ষ্ম দেহই [illegible] আবরণরূপ অন্ধকার, তাহা হইতে অজ্ঞানতা উৎপন্ন হইয়া জীবকে সকাম কর্ম্মে রত করাইয়া পুনঃ পুনঃ সংসারে যাতায়াত করায়। অবিদ্যা-প্রপীড়িত জীব কর্ম্মফলবাধ্য। আর যাহারা অবিদ্যা পরিত্যাগ করিয়া কেবলা বিদ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহারা অন্তিমে নিরাশ্রয় হইয়া অধিকতর তমসাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। কারণ, মায়ার বিদ্যাবৃত্তি জড়বিনাশেই সমর্থা, কিন্তু আত্মার চিদনুশীলনের সহায়কা হয় না। বিদ্যাশ্রয়ে জড়াভিনিবেশ পরিত্যাগে প্রবৃত্ত হইয়া সেই জীব জড়ের বিচিত্রতা নিরাশমুখে আত্মরাজ্যের বৈচিত্র্যও অস্বীকার করতঃ আত্মবিনাশ-রূপ অধিকতর অন্ধকারে প্রবিষ্ট হয়। মায়িক জগতে পরমাত্মার সহিত যাবতীয় বস্তুর ও ক্রিয়ার সম্বন্ধ সংস্থাপন আত্মার নিত্যা বৃত্তিতেই সম্ভব—মায়ার বিদ্যা বা অবিদ্যা কোন বৃত্তিই যোগ্যা নয়। জড়মুক্ত হইবার জন্য আত্মবৃত্তিই আশ্রয়নীয়া। জড়ে যে 'বিশেষ' ধর্ম্ম আছে, অবিদ্যাবশে জীব তাহা ভোগ করিবার জন্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া অহংকারবিমূঢ়াত্ম হয়, আবার, বিদ্যাবশে সেই উপাদেয়ত্ব পরিত্যাগ করিতে যাইয়া নির্ব্বিশেষরূপ অনর্থদ্বারা

তাহাদের চিত্ত আক্রান্ত হয়, এবং তৎফলে মহাদুর্গতি হয়। অবিদ্যা যেমন অন্ধকারসম, বিদ্যাও চিদাভাস হইলেও জড়নির্ব্বিশেষ হইতে চিদ্‌নির্ব্বিশেষরূপ বৃথা অভিমানে আত্ম-বিনাশরূপ অধিকতর অমঙ্গল আনয়ন করে। উভয়ই মায়ার কার্য্য। মায়াই তমসা। যথা—

"ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ॥"

—ভাগবতম্

স্বরূপ-তত্ত্বই যথার্থ তত্ত্ব। সেই তত্ত্বের বাহিরে যাহা প্রতীত হয় এবং সেই স্বরূপ-তত্ত্বে যাহার প্রতীতি নাই, তাহাকেই আত্মতত্ত্বে মায়া-বৈভব জানিবে। স্বরূপ-তত্ত্ব সূর্য্যস্থানীয় জ্যোতির্ম্ময় বস্তু। তাঁহার মায়া দ্বিবিধ—আভাসস্থানীয়া জীবমায়া ও তমঃস্থানীয়া গুণমায়া। সেই গুণময়ী মায়াদ্বারা বিমোহিত হইয়া দুর্ব্বুদ্ধি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এই স্থূলদেহে 'আমি' এবং তদনুগ ব্যক্তি ও বস্তুতে 'আমার' এইরূপ প্রলাপ-বাক্যে সংসারাসক্ত হইয়া পড়ে। তখন মায়া তাহাদিগকে কখন অবিদ্যাদ্বারা ভোগে, আর কখনও বা বিদ্যাদ্বারা ত্যাগে প্রবৃত্ত করাইয়া স্বরূপ-বৈচিত্ত্যরূপ তমসাদ্বারা স্বরূপোপলব্ধি ও চিদ্‌বিলাসবৈচিত্র্য আবৃত করিয়া দেয়। মায়িক অজ্ঞানে 'ভোগ' যেমন অন্ধকারসম, মায়িক জ্ঞানে 'ত্যাগ' ততোধিক তমঃ।

"জড়বিদ্যা যত মায়ার বৈভব তোমার ভজনে বাঁধা।
অনিত্য সংসারে মোহ জনমিয়া জীবকে করয়ে গাধা॥"

এই মোহ হইতে ফল্গুবৈরাগ্যের উদয়ে জীবকে অধিক ভাবে তমসাবৃত করে। যথা—

"প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥"

—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

জড়-বিদ্যা বা অপরা-বিদ্যাদ্বারা পরিচালিত মুমুক্ষুগণ ভগবদ্‌সম্বন্ধি বস্তুকে প্রাকৃত জ্ঞানে পরিত্যাগ করেন। এই বৈরাগ্যকে 'ফল্গু' বা মিথ্যা কহে। স্থূল-ত্যাগে অন্তর্নিহিত ভোগবৃত্তি অধিকতর বঞ্চনাকারী। নির্ব্বিশেষজ্ঞানে আত্মবিনাশ হইতে অবিদ্যাপ্রসূত ভোগ বরং শ্রেয়তর। এই বিদ্যা-অবিদ্যা উভয়বিধ উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া ভগবৎ-সম্বন্ধ-জ্ঞান আত্মবৃত্তি পরাবিদ্যার সাহায্যেই সম্ভব; তাহাই প্রকৃত বৈরাগ্য। যথা—

"অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥"

—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

কৃষ্ণেতর বিষয়াশক্তি শূন্য হইয়া এবং কৃষ্ণ-সম্বন্ধে নির্ব্বন্ধ করিয়া তদীয় সেবানুকূল বিষয় মাত্র গ্রহণ করিলে, তাহাকেই যুক্ত

বৈরাগ্য বলে। দেহধারিব্যক্তি রোগাদিভয়ে আহারাদি বর্জ্জন করিলেও বিষয়নিবৃত্তি হয় না ; এবং সেই হেতু বিষয়-তৃষ্ণাও নষ্ট হয় না। পরন্তু, স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি স্বপ্রকাশানন্দ পরম তত্ত্বের রসমাধুর্য্য অনুভব করিয়া প্রাকৃত বিষয়-তৃষ্ণা হইতে বিমুক্ত হন। যথা—

"বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে॥"

—গীতা

সুতরাং অবিদ্যাদ্বারা ভোগে প্রমত্ত হইয়া কাম্যকর্ম্মে নিযুক্ত ব্যক্তি যে স্থূলসূক্ষ্মদেহাবরণরূপ অজ্ঞানান্ধকারে নিমজ্জিত হয়, ততোধিক তমসাবৃত হইয়া অধঃপতিত হয় বিদ্যাশ্রয়ে আত্মস্বরূপ বিনাশকামী নির্ব্বিশেষবাদী। ভগবানের পাদপদ্মাশ্রয় ব্যতীত কেবল জ্ঞানে জীবের মঙ্গল নাই, ইহাই তাৎপর্য্য। যথা ভগবানের প্রতি দেবগণের বাক্য—

"যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥"

—ভাগবতম্

অর্থাৎ 'হে পদ্মলোচন! আপনার ভক্তব্যতীত অন্যে যাহারা আপনাদিগকে বিমুক্ত বলিয়া অভিমান করে, আপনার প্রতি

ভক্তি না থাকায় তাহাদের বুদ্ধি শুদ্ধ নহে। তাহারা শম-দমাদি অত্যন্ত কৃচ্ছ্র সাধনের ফলে জীবন্মুক্ত বোধ করিয়াও আশ্রয়স্বরূপ আপনার পাদপদ্মকে অনাদর করিয়া অধঃপতিত হয় অর্থাৎ পুনরায় অধিকতর হীনাবস্থা প্রাপ্ত হয়' ॥১২॥

বিশেষ—শ্রীমৎ উবটাচার্য্য ও শ্রীমৎ মহীধরপাদ এই মন্ত্রের ভাষ্যে নবম মন্ত্র হইতে বিশেষ পার্থক্য কিছু বলেন নাই; কেবল, 'অসম্ভূতি' স্থানে 'অবিদ্যা' এবং 'সম্ভূতি' স্থানে 'বিদ্যা' মন্ত্রানুসারে প্রয়োগ করিয়াছেন। তৃতীয় মন্ত্রে যে আত্মঘাতী অধম বা কনিষ্ঠাধিকারীর কথা বর্ণিত হইয়াছে, এখানে তাহারই অবিদ্যাবশে কাম্যকর্ম্ম এবং বিদ্যাবশে কর্ম্ম-ত্যাগরূপ অত্যন্ত অজ্ঞানভাব ফলে যে অন্ধ ও অন্ধতর অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহা এই মন্ত্রে পরিস্ফুট হইয়াছে। ফল ভোগাকাঙ্খায় কর্ম্ম সাধনে যেমন অবিদ্যাগ্রস্ত হইয়া জড়দেহে অহংবুদ্ধিসম্পন্ন পুনঃ পুনঃ সংসারে যাতায়াত করিয়া অজ্ঞানান্ধকারে আবৃত হইতে হয়, ততোধিক অন্ধকারে নিমজ্জিত হয় সেই সকল পুরুষ যাহারা জড়বিদ্যাদ্বারা প্রতাড়িত হইয়া আত্মধ্বংসকারী বিচারে নির্ব্বিশেষবাদী হইয়া পড়ে। নিষিদ্ধ কর্ম্ম, অপকর্ম্ম, বিকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া শাস্ত্র-বিহিত নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠানে অন্তঃকরণের ও শরীরের শুদ্ধতা অর্জ্জন পূর্ব্বক পরমাত্মার আরাধনা দ্বারা আত্মার নিত্যা বৃত্তি জাগরূপা করিবার জন্য সদ্‌গুরু-প্রদর্শিত পথে সাধনা করা-ই

বদ্ধজীবমাত্রের উচিত। যতক্ষণ শরীর থাকিবে, ততক্ষণ কর্ম্মও করিতে হইবে। নিষিদ্ধ কর্ম্মানুষ্ঠানে যেমন অজ্ঞানাবৃত হইতে হয়, আত্মবঞ্চনার জন্য সম্পূর্ণ ভাবে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আলস্যের প্রশ্রয়ে নির্ব্বিশেষবাদী হইয়া যাওয়া ততোধিক অমঙ্গলকারক। পরমাত্ম-সম্বন্ধপর হইয়া নিষিদ্ধ কর্ম্ম-ত্যাগ ও বিহিত নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠানে দেহ-মনের পবিত্রতা অর্জ্জন পূর্ব্বক ভগবৎ সেবাপরা ভক্তি যাজনেই আত্মস্বরূপ জ্ঞানের উদয় হইয়া নিঃশ্রেয়স লাভ করা যায়। যে বিদ্যামদে মত্ত হইয়া কুতার্কিক আস্তিক-উপদেশ শ্রবণে অনিচ্ছুক, সেই ব্যক্তি গাঢ়ান্ধকারে জীবন নষ্ট করে ॥ ১২ ॥

কণ্ডিকা—১৩, মন্ত্র—১

অন্যদেবাহুর্বিদ্যায়াঽঅন্যদাহুরবিদ্যায়াং ॥
ইতিশুশ্রুম ধীরাণাং যেনস্তদ্বিচচক্ষিরে ॥১৩॥

ঋষ্যাদি—(১) ওঁ অন্যদিত্যস্য দধীচঋষিঃ, গান্ধারঃ স্বরঃ, আর্য্যনুষ্টুপ্ ছন্দঃ, আত্মা দেবতা, পাঠে বিনিয়োগঃ ॥ ১৩ ॥

মন্ত্রার্থ—পরমাত্মতত্ত্ব (বিদ্যায়াঃ) জড়বিদ্যাপ্রসূত কেবল-

জ্ঞানের ফল হইতে (অন্যৎ) পৃথক্ (এব)ই (আহুঃ) বলিয়াছেন, (অবিদ্যায়াঃ) অবিদ্যাজাত কর্ম্মের ফল হইতে (অন্যৎ) পৃথক্ (ইতি) এই প্রকার (ধীরাণাং) ধীর তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের বচন (শুশ্রুম) আমরা শ্রবণ করিয়াছি, (যে) যাঁহারা অর্থাৎ যে তত্ত্ব-জ্ঞানী আচার্য্যগণ (নঃ) আমাদিগের নিকট (তৎ) সেই অবিদ্যা-জাত জ্ঞান-কর্ম্মের (বিচচক্ষিরে) ব্যাখ্যা করিয়াছেন ॥১৩॥

সরলার্থ—যে তত্ত্ববিদ্ মহাজনগণ আমাদিগের নিকট তত্ত্বোপদেশ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট আমরা শ্রবণ করিয়াছি যে, অবিদ্যা-পরিচালিত জ্ঞান ও কর্ম্ম ফল হইতে পরমাত্মতত্ত্ব পৃথক্ বস্তু ॥ ১৩ ॥

বিবৃতি—কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি পথের তারতম্য এই মন্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কর্ম্মের দ্বারা পিতৃলোক, জ্ঞানের দ্বারা দেবলোক এবং ভক্তি দ্বারা পরমাত্মাকে লাভ করা যায়। যথা—

"কর্ম্মণা পিতৃলোকো বিদ্যয়া দেবলোক"

—ইতি শ্রুতিঃ

অবিদ্যাপ্রভাবে মনুষ্য সকাম কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, এবং তদ্দ্বারা পিতৃলোক সাধ্য হয় ; আর, জড়বিদ্যামত্ত পুরুষ তদীয় জ্ঞান-সাধনার দ্বারা সর্ব্বকর্ম্মবর্জ্জিত হইয়া পরমাত্মা ব্যতীত অন্য দেবারাধনায় দেবলোক প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এই মায়ার উভয়বিধা

অবিদ্যা ও বিদ্যা বৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া যখন জীব আচার্য্য বা মুক্তপুরুষের আনুগত্যে ভগবান্ ও ভগবদভিন্ন শ্রীগুরুচরণকমল-সেবানিরত হন, তখনই তাঁহার নিত্যসেবারূপ বিমলা পরাভক্তিপ্রভাবে শাস্ত্রের এই নিগূঢ় সিদ্ধান্ত হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি পায়। শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য পরমাত্মার স্বরূপ তাঁহার নিকট প্রকাশিত হয়। যথা—

"যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥"

—শ্বেতাশ্বতর

এই তত্ত্বপূর্ণ সুসিদ্ধান্ত জগতের কর্ম্মি বা জ্ঞানীর নিকট লভ্য নয়—শ্রৌতপরম্পরায় শ্রোত্রিয়-ব্রহ্মনিষ্ঠ-আচারবান্ তত্ত্ববিদ মুক্তপুরুষ বা সদ্‌গুরুর নিকট হইতে প্রণিপাত-পরিপ্রশ্ন-সেবা বৃত্তির দ্বারাই লভ্য।

পরমাত্মা ও জীবাত্মা উভয়ই চিদ্বস্তু—বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়ই জীবাত্মা-পরমাত্মা হইতে পৃথক্। সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের স্বরূপ-শক্তির ছায়াস্বরূপিনীই মায়া; সুতরাং সে ভগবদধীনা ও বিলজ্জমানা হইয়া ভগবানের সম্মুখ হইতে দূরে অপাশ্রিতা ভাবে দণ্ডায়মানা থাকে। তাহার যাবতীয় কার্য্যে ভগবানের স্বরূপ-শক্তিই সামর্থ্য অর্পণ করেন। এই হেতু পরমাত্মা মায়ার নিত্য নিয়ন্তা। কিন্তু জীব চিদ্বস্তু হইলেও পরমাত্মার অণুঅংশ বলিয়া

দুরত্যয়া মায়ার দ্বারা তাহার অভিভাব্য বা তদ্বশ্যতা স্বীয় গঠনসিদ্ধ। জীব যে অণুচৈতন্য তাহার শ্রুতিপ্রমাণ এই—

"বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয় স চানন্ত্যায় কল্পতে॥"

—শ্বেতাশ্বতর

এই শ্রুতি-বচন হইতে জীবের অণুচৈতন্যত্ব ও বদ্ধত্ব প্রমাণিত হয়। এই অণুত্ব নিবন্ধন মায়া তাহাকে স্বীয় শক্তির অধীন করিতে সমর্থা হয়। জীব মায়ার বশীভূত হইয়া শোক প্রাপ্ত হইলে অবিদ্যাবশে জড়ময় অন্ধকারে ক্লেশ প্রাপ্ত হয়। অবিদ্যাক্লিষ্ট জীব তখন পুনরায় তন্মুক্তির বৃথা আশায় বিদ্যাশ্রয়ে নির্ব্বিশেষ-চিন্তাপর হইয়া আত্মবিনাশের চেষ্টায় অধিকতর ক্লেশে পতিত হয়। সুতরাং আত্মতত্ত্ব নিত্যভক্তি অনুসন্ধান করাই উচিত ॥১৩॥

কণ্ডিকা—১৪, মন্ত্র—১

বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চযস্তদ্বেদোভয়ং সহ ॥

অবিদ্যয়ামৃত্যুন্তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে ॥১৪॥

ঋষ্যাদি—(১) ওঁ বিদ্যামিত্যস্য দধীচ ঋষিঃ, ধৈবতঃ স্বরঃ, আর্চীপংক্তিশ্ছন্দঃ, আত্মা দেবতা, পাঠে বিনিয়োগঃ ॥১৪॥

মন্ত্রার্থ—(বিদ্যাম্) বিদ্যা অর্থাৎ জড় জ্ঞানকে (চ) এবং (অবিদ্যাম্) অবিদ্যারূপ কর্ম্মকে (চ) ও (যঃ) যে (তৎ) সেই (উভয়ম্) উভয়কে (সহ) সহিত (বেদ) জানে, (অবিদ্যয়া) অবিদ্যা অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদি নিষ্কাম কর্ম্ম অনুষ্ঠান দ্বারা (মৃত্যুম্) মৃত্যুকে, অর্থাৎ কর্ম্মজ্ঞান হইতে অহংগ্রহোপসনা ও নির্ব্বিশেষারাধনা হইতে আত্মবিস্মৃতিরূপ মৃত্যুকে (তীর্ত্বা) উত্তীর্ণ হইয়া, অর্থাৎ অন্তঃকরণের শুদ্ধতা হইতে কৃতকৃতার্থ হইয়া (বিদ্যয়া) বিদ্যাদ্বারা, অর্থাৎ শুদ্ধাত্মজ্ঞানদ্বারা (অমৃতম্) অমৃত বা মুক্তি বা আত্মস্বরূপোপলব্ধি (অশ্নুতে) প্রাপ্ত হন ॥১৪॥

সরলার্থ—যিনি আত্মতত্ত্বকে বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয় স্বরূপে জানেন, তিনি অবিদ্যাদ্বারা মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হইয়া বিদ্যাদ্বারা অমৃত লাভ করেন ॥১৪॥

বিবৃতি—বিদ্যা ও অবিদ্যাসমন্বিতা মায়া পরমাত্মার স্বরূপ-শক্তিরই ছায়ারূপ বিকৃতি মাত্র ; সুতরাং যে বিদ্যা ও অবিদ্যা বৃত্তিদ্বয় বিকৃতভাবে মায়াতে আছে, তাহার শুদ্ধতা নির্দ্দোষভাবে মায়ার আশ্রয়স্বরূপ মূলতত্ত্ব স্বরূপশক্তিতে উপাদেয় ভাবেই বর্ত্তমান আছে। পরমাত্মার সহিত সম্বন্ধজ্ঞানযুক্ত হইয়া জীব যদি স্বরূপশক্তির বিদ্যা ও অবিদ্যার আশ্রয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া মায়ান্তর্গত বিদ্যা ও অবিদ্যার বিকৃতি নাশে যত্নশীল হয়, তবে চিচ্ছক্তিগত 'বিশেষ ধর্ম্ম' বা চিদ্বিলাস বৈচিত্র্য দর্শনে সমর্থ হয়।

তখন আর জড়বিদ্যার অহংকারে নির্ব্বিশেষত্ব লাভরূপ মৃত্যুর আবাহন করে না। তখন মায়াই তাহার জড়বিদ্যার সাহায্যে জড়বিশেষ প্রদর্শনমুখে চিদ্বিশেষ অমৃতের সন্ধান দেয়, এবং মায়ার অবিদ্যা স্বীয় উপাদেয় আদর্শ যে চিচ্ছক্তিতে আছে তাহা লক্ষ্য করিয়া তখন জীবের নিকট নিজেই সেই আদর্শতত্ত্বে পরিণত হয়। এমতাবস্থা লাভ করিলে জীব পরমাত্মার অপ্রাকৃত স্বরূপ, স্বীয় নিত্যচিন্ময়রূপ এবং সেই নিত্যরূপ-বিশিষ্ট পরমাত্মার সহিত অপ্রাকৃত সম্বন্ধ উপলব্ধি করিয়া চিন্ময় রস আস্বাদন করে।

মায়ার অবিদ্যা জীবকে সকাম কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া স্থূলসূক্ষ্ম অহংবুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া কর্ম্মফল ভোগ করতঃ জড়ধর্ম্মস্বরূপ মৃত্যু প্রাপ্ত হয়; আর, জীব যখন চিচ্ছক্তির অবিদ্যাবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হয়, তখন ভগবানের সম্বন্ধপর সেবারূপ নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারা অন্তঃকরণ শুদ্ধকরিয়া চেতন ধর্ম্মের জাগরণে অমৃতের পথে অগ্রগামী হয়। পুনরায়, মায়ার বিদ্যাবশে জীব জড় অভিনিবেশজনিত সুখদুঃখ হইতে ত্রাণলাভের বৃথা আশায় জড় বিশেষ ধর্ম্ম বা জড়-সাহিত্য পরিত্যাগ করিয়া অহংগ্রহোপাসনার দ্বারা চিদ্‌রাহিত্য বা জড়বিনাশের সহিত চেতনের নির্ব্বিশেষত্বের দিকে অগ্রসর হইয়া মহা অকল্যাণ বরণ করে; আবার, চিচ্ছক্তির বিদ্যা বা শুদ্ধাত্মজ্ঞানপ্রভাবে পরমাত্মার নিত্য স্বরূপ, স্বীয় নিত্য চেতনাবৃত্তি ও উভয়ের মধ্যে নিত্য সেব্যসেবক ধর্ম্মের

সম্বন্ধজ্ঞান লাভ করিয়া চিদ্ রসাস্বাদনের অধিকারী হয়। তখন জ্ঞান, বিরাগ ও ভক্তি একই তাৎপর্য্যপর হইয়া পড়ে। যথা—

"জ্ঞানবিরাগভক্তিসহিতং নৈষ্কর্ম্ম্যমাবিষ্কৃতম্"

—ভাগবতম্

॥১৪॥

মিশ্রভাষ্য—উবট, মহীধর ও মিশ্র ভাষ্যত্রয় একই তাৎপর্য্য-পর বলিয়া এখানে মিশ্রভাষ্য তুলনার্থ দিলাম। "বিদ্যাদেবতা জ্ঞান ও অবিদ্যারূপে কর্ম্ম উভয়কে সম জ্ঞান করে, অর্থাৎ দেবতা স্বরূপ আয়তন প্রতিষ্ঠাদির জ্ঞানপূর্ব্বক অহংগ্রহ অভেদ উপাসনা ও অবিদ্যা অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদি বিহিত-নিষ্কামকর্ম্ম এই উভয়ের ফল যে পুরুষ এক বলিয়া অনুষ্ঠানযোগ্য জানে, সেই মধ্যমাধিকারী কর্ম্মকাণ্ডকে জ্ঞানকাণ্ডের গুণীভূত জানিয়া অবিদ্যা-অগ্নিহোত্রাদির নিষ্কাম অনুষ্ঠানদ্বারা স্বাভাবিক কর্ম্ম-জ্ঞানরূপ মৃত্যু অতিক্রম করতঃ অর্থাৎ অন্তঃকরণের শুদ্ধতা নিবন্ধন কৃতকৃত্য হইয়া, বিদ্যাদ্বারা দেবত্বজ্ঞান হইতে অমৃত অর্থাৎ দেবতাস্বভাব প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ অবিদ্যারূপ অগ্নিহোত্রাদি বিহিত নিষ্কাম কর্ম্ম অনুষ্ঠানের অকরণ প্রত্যবায় বশতঃ জাত অশুভ যোনি-প্রাপ্তিরূপ মৃত্যু হইতে ত্রাণ লাভ করিয়া দেবতার স্বরূপজ্ঞানের সহিত অহংগ্রহোপাসনার অভেদ-উপাসনারূপ বিদ্যা হইতে দেবতার সহিত অভেদ ভাবরূপ অমরত্ব প্রাপ্ত হয়।

কেবল স্বীয় বিদ্যাবুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া "শ্রুতি বাক্যরূপ আগমানুযায়ী ধর্ম্মাচরণ করা এবং ধর্ম্ম নির্ণয় করা যাইতে পারে না।" যদ্যপি নিষ্কাম কর্ম্মরূপ অবিদ্যা হইতে অন্তঃকরণ শুদ্ধি দ্বারা মৃত্যু পার হইয়া বিদ্যা অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান হইতে অমরত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়, যদ্যপি এইরূপ অর্থও হইতে পারে, তথাপি এখানে উপাসনা-প্রকরণ বলিয়া উপরি লিখিত অর্থ হওয়াই উচিত। কারণ, ষোড়শ মন্ত্রে অগ্নি হইতে পথের বা উপাসনা-প্রণালীর প্রার্থনা আছে। আর ব্রহ্মবিদ্যার দ্বারা ব্রহ্মের ও আত্মার অভেদ-উপাসক যে জ্ঞানী, সে পূর্ব্বোক্ত উপাসনামার্গ হইতে রহিত, কারণ মৃত্যুর সময়ে জ্ঞানীর প্রাণ উৎক্রমণ না হইয়া স্বীয় অধিষ্ঠানেই লীন হইয়া যায়; এই জন্য বিদ্যা ও অবিদ্যার ব্যাখ্যা উপাসনাপর করাই সঙ্গত। যে ব্যক্তি অগ্নিবিদ্যার জ্ঞান রহিত কেবল অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মানুষ্ঠান করে, সে দেহত্যাগের পর পিতৃলোকে কর্ম্মফল ভোগ করিয়া পুনরায় ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণে কর্ম্মানুসার জন্ম গ্রহণ করিয়া কর্ম্মই করে— "কর্ম্মণা পিতৃলোকঃ।" আর নিষ্কাম অগ্নিহোত্রাদি বিহিত কর্ত্তব্য কর্ম্ম না করিলে প্রত্যবায়বশতঃ অশুভযোনি প্রাপ্তি হয় এবং তৎকৃত ফলে অশুভযোনি-প্রাপ্তিরূপ মৃত্যু হইতে ত্রাণ লাভ করে; আর যে পঞ্চাগ্নি বৈশ্বানর-ত্রিণাচিকেত-আদি অগ্নিবিদ্যা, অথবা দহরাদি-বিদ্যাদ্বারা দেবতাস্বরূপজ্ঞানপূর্ব্বক অহংগ্রহ অভেদ উপাসনা করে, তাহা হইতে ব্রহ্মলোক কিম্বা অগ্নি আদি

দেবভাবের প্রাপ্তিই অমৃতত্ব প্রাপ্তি—'বিদ্যয়া দেবলোকঃ'—অর্থাৎ সমষ্টি দেবত্বভাব প্রাপ্ত হয়। এই মন্ত্রে অবিদ্যা দ্বারা কর্ম্ম-উপাসনার সেবক মধ্যমাধিকারীর ফল প্রাপ্তির কথা এবং ইহার অবান্তর বিদ্যা-অবিদ্যার স্বরূপ ও তাহার ফল পৃথক্ পৃথক্ বর্ণিত হইয়াছে ॥ ১৪ ॥

কণ্ডিকা—১৫, মন্ত্র—১

ব্বায়ুরনিলমমৃতমথেদম্ভস্মান্তꣳ শরীরম্ ॥

ওꣳম্ ক্রতো স্মর ॥ ক্লিবে স্মর ॥ কৃতꣳ স্মর ॥১৫॥

ঋষ্যাদি—(১) ওঁ বায়ুরিত্যস্য দধীচঋষিঃ, ঋষভঃ স্বরঃ, আর্চীপংক্তিশ্ছন্দঃ, প্রার্থনা দেবতা, প্রার্থনে বিনিয়োগঃ ॥১৫॥

মন্ত্রার্থ—(অথ) এখন এই আগত মৃত্যুসময়ে (বায়ুঃ) সপ্তদশাত্মক লিঙ্গশরীররূপ প্রাণবায়ু অধ্যাত্ম পরিচ্ছেদ পরিত্যাগ করতঃ অধিদৈবতারূপ সর্ব্বাত্মক (অমৃতম্) সূত্রাত্মরূপ (অনিলম্) বায়ুতে প্রবেশ করুক, অর্থাৎ জ্ঞানকর্ম্ম দ্বারা সংস্কৃত লিঙ্গশরীর উৎক্রমণ হউক্। আর, (ইদম্) এই স্থূল (শরীরম্) শরীর (ভস্মান্তম্) ভস্মিকৃতাবশেষ হউক, অর্থাৎ এই স্থূলশরীর অগ্নিতে

ভূত হইয়া ভস্মরূপ হউক, ইহাই ইহার পরিণাম প্রয়োজন। অনন্তর যোগীর অবলম্বনরূপ অক্ষরের কথা বলিতেছেন। হে (ওঁম্) সর্ব্বরূপ-সর্ব্বত্রব্যাপক-ব্রহ্মন্! (ক্রতো) হে সঙ্কল্পাত্মক মন (স্মর) স্মরণ কর, যাহা স্মরণ করা কর্ত্তব্য সেই স্মরণের এই-ই যোগ্য সময়; অতএব ব্রহ্মচর্য্য-গার্হপত্যে যাহা যাহা করিয়াছিলে, তাহা সমস্তই স্মরণ কর। (ক্লিবে স্মর) আমার দ্বারা ইহাকে এই লোক দিতে হইবে অর্থাৎ কর্ত্তব্য স্মরণ কর। (কৃতম্ স্মর) বাল্যকালাবধি আমি যাহা কিছু করিয়াছি তাহার স্মরণ কর ॥ ১৫ ॥

সরলার্থ—আমার মৃত্যু সময় উপস্থিত হইয়াছে। সুতরাং আমার প্রাণবায়ু অমৃতাশ্রিত মহাবায়ুতে উৎক্রান্ত হউক; অথবা আমার সূক্ষ্মশরীর অধ্যাত্ম-পরিচ্ছেদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অধিদৈবত-রূপ সর্ব্বাত্মক সূত্রাত্মাবায়ুতে প্রবেশ করুক। আর আমার স্থুলশরীর মৃত্যুর পর অগ্নিতে ভস্মিভূত হইবে ইহা নিশ্চয় জানিয়া ওঁ-কাররূপী পরম উপাস্যদেবতার নিরন্তর স্মরণ পূর্ব্বক, হে সঙ্কল্পাত্মক মন! স্মরণ কর যে, তুমি কোথা হইতে আসিয়াছিলে এবং কোথায় যাইবে, এবং এই কর্ম্মভূমিতে আসিয়া কি কি কার্য্য করিয়াছ, তাহা স্মরণ কর। এইসময় ভুলিও না, স্বীয় কর্ত্তব্যের প্রতি দৃষ্টি রাখ ॥১৫॥

কাত্যায়ণসূত্র—"ক্রতো ত্রিভির্যজুর্ভিরন্তে যজ্ঞান্ যোগী

স্মারয়তীতি"—যজ্ঞান্তে 'ক্রতো' প্রভৃতি যজুত্রয় দ্বারা যোগী স্মরণ করিবেন ॥ ১৫ ॥

বিবৃতি—"হে ভগবন্! আমার মৃত্যুর সময় আগত; আমার প্রাণবায়ু উৎক্রমণ করিয়া সূত্রাত্মাকে প্রাপ্ত হউক, আর স্বপ্নাবস্থায় এবং মৃত্যুর পর পরলোকের ভোক্তা যে আমার সূক্ষ্মশরীর তাহা কারণভাব প্রাপ্ত হউক; এবং এই যে দৃশ্যমান সাবয়ব পিণ্ডরূপ স্থূলশরীর তাহা মৃত্যুর পর অগ্নিতে ভস্ম হউক" —এই পর্যান্ত প্রাকৃত জগতের সম্বন্ধ হইতে জড় মুক্তির প্রার্থনা। ইহা ভক্তিপথে বিশেষ প্রশস্ত নয়; তবে আত্মজ্ঞানের ইঙ্গিত করিলে, জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির দ্বারা ক্রমশঃ শুদ্ধা ভক্তির আশ্রয় হইতে পারে। প্রথমার্দ্ধে স্থূলসূক্ষ্মদেহের গতি নির্দ্দেশ করিয়া দ্বিতীয়ার্দ্ধে আত্মানুভূতির জন্য ব্যতিরেকভাবে কৃতকর্ম্মের অনুশোচনা মূলে নাম-ব্রহ্মের স্মরণ দ্বারা ভগবৎস্মৃতি বিধান করিয়াছে। এই প্রকারের সাধক প্রণবের আশ্রয় গ্রহণ করেন। প্রণবই ইহ জগতে ব্রহ্মের প্রতিমাস্বরূপ। যথা—

"ওমিতি ব্রহ্মণঃ প্রতিমা নাম বা।
অস্য ব্রহ্মঋষিঃ, গায়ত্রী ছন্দঃ, পরমাত্মাদেবতা,
বেদারম্ভে হোমে শান্তিপুষ্টিকর্ম্মসু কাম্যেষু
নৈমিত্তিকেষপি কর্ম্মসু বিনিয়োগঃ।"

মৃত্যুকালে যে ব্যক্তি অবধানতার সহিত প্রণব উচ্চারণ

করেন, তিনি স্বীয় মনের প্রতি সম্বোধন পূর্ব্বক বলেন—'হে সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক মন! এতদিন পর্য্যন্ত প্রণবের সাধন করিয়াছ, এই সময় পরমাত্মার স্মরণ কর; তাহা হইলে সেই প্রণবপ্রভাবে ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মাদ্বারা ত্রিমাত্রিক প্রণবের উপদেশ লাভ করিয়া অমৃতত্ব প্রাপ্তির যোগ্য হইতে পারিবে; অতএব স্বীয় কল্যাণের নিমিত্ত ওঁ-কার স্মরণ কর। আর, প্রণবোপাসনার জন্য যে অগ্নিহোত্রাদি বেদবিহিত নিষ্কাম কর্ম্ম করিয়াছিলে, যাহা দ্বারা নিষিদ্ধ কর্ম্ম বিনাশ করিয়া তোমার অন্তঃকরণ শুদ্ধির সহায়ক হইয়াছিল, তাহাও স্মরণ কর ॥১৫॥

মহীধরভাষ্য—এই মন্ত্রে কৃত বা যজ্ঞোপাসনাকারী যোগীর মৃত্যুকালের প্রার্থনা বিষয় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহাতে দুইটী যজুঃ আছে। এখানে বায়ু-শব্দে প্রাণ বুঝিতে হইবে। সপ্তদশক-লিঙ্গোপলক্ষণার্থ বায়ুগ্রহণ। বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, সপ্তদশাত্মক লিঙ্গরূপ প্রাণবায়ু অধ্যাত্ম-পরিচ্ছেদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দৈবতরূপ সর্ব্বাত্মক অমৃতস্বরূপ সূত্রাত্মা নামক অনিল বা বায়ুতে পরিণত হউক বা প্রবেশ করুক।

"বায়ুর্বাব গৌতমসূত্রং বায়ুনা গৌতমসূত্রেণেদং সর্ব্বং সংদৃব্ধম" (বৃহদারণ্যক) ইতি শ্রুতেঃ। জ্ঞানকর্ম্ম দ্বারা সংস্কৃত লিঙ্গ-শরীর উৎক্রমণ করুক, ইহাই বক্তব্য। তৎপর এই স্থূলশরীর অগ্নিতে হুত হইয়া ভস্মরূপ প্রাপ্ত হউক—ভস্মান্তই যাহার স্বরূপ

তাহা প্রাপ্ত হওয়াই প্রয়োজন। তৎপর যোগীর অবলম্বনীয় অক্ষর সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে। ওঁ-কার ব্রহ্মের নাম বা প্রতিমা; ইঁহার ব্রহ্মা ঋষি, গায়ত্রী ছন্দ, পরমাত্মা দেবতা, বেদারম্ভে-হোমে-শান্তিপুষ্টিকর্ম্মে-কাম্যকর্ম্মে-নৈমিত্তিককর্ম্মে বিনিয়োগ হয়। ওঁ-কার প্রতীকাত্মক নিবন্ধন সত্যাত্মক, অগ্নিনামক ব্রহ্ম অভেদরূপে কথিত হইয়াছে ॥১৫॥

কণ্ডিকা—১৬, মন্ত্র—১

অগ্নেনয়সুপথারায়েঽঅস্মান্বিশ্বানিদেবব্বয়ুনানিব্বিদ্বান্ ॥
যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনোভূয়িষ্ঠান্তেনমঽউক্তিম্বিধেম
॥১৬॥

ঋষ্যাদি—(১) ওঁ অগ্নে নয়েত্যস্য অগস্ত্য ঋষিঃ, ধৈবতঃ স্বরঃ, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ, অগ্নির্দ্দেবতা, পাঠে বিনিয়োগঃ ॥১৬॥

মন্ত্রার্থ—(দেব) হে দিব্য ক্রিড়া-দানাদিগুণবিশিষ্ট (অগ্নে) অগ্নিদেব বা অগ্নিস্বরূপ ভগবন্! (বিশ্বানি) সমগ্র (বয়ুনানি) আমাদের কর্ম্ম সকলের (বিদ্বান্) জ্ঞাতা যে আপনি (অস্মান্) আমাদিগকে, অর্থাৎ সমাহিত চিত্তে নিরন্তর বেদবিহিত নিষ্কাম

কর্ম্মানুষ্ঠানকারী যে আপনার পাদপদ্মসেবাপ্রার্থী আমরা সেই আমাদিগকে, (রায়ে) মুক্তিরূপ পরমার্থ ধনের নিমিত্ত (সুপথা) শোভনমার্গে বা দক্ষিণমার্গবর্জ্জিত উত্তরায়ণপথে (নয়) চালিত করুন। (জুহুরাণম্) আর কুটিলবঞ্চনাত্মক (এনঃ) পাপসমূহকে (অস্মৎ) আমাদিগ হইতে (যুযোধি) পৃথক্ করুন, যাহাতে আমরা অত্যন্ত পবিত্র হইয়া স্বীয় ইষ্ট অমৃতস্বরূপ ভগবানের পাদপদ্মে প্রেমভক্তি লাভ করিতে পারি; কারণ, এই পাপহেতু শরীরাবসানে অশক্যতাবশতঃ হবনাদি পরিচর্য্যায় আমরা অসমর্থ। (তে) আপনার উদ্দেশ্যে (ভূয়িষ্ঠাম্) বহুতর (নম উক্তিম্) নমস্কার-বচন (বিধেম) বিধান করিতেছি ॥১৬॥

সরলার্থ—হে অগ্নিদেব! আমাদের যাবতীয় কর্ম্ম ও জ্ঞানের পরিজ্ঞাতা আপনি। সুপথ দিয়া আমাদিগকে পরমার্থ ধনের নিকট লইয়া চলুন। আমাদের হৃদয়ের অবিদ্যাস্থ পাপ-বিনাশ করুন। আপনার প্রীতির জন্য আপনাকে পুনঃ পুনঃ জানাইতেছি ॥ ১৬ ॥

বিবৃতি—নিষিদ্ধ কর্ম্মে নিরত জীব যখন ইন্দ্রিয়ের তাড়নায় কামান্ধ হইয়া পড়ে, তখন ভগবানের কথা হৃদয়ে জাগ্রত হয় না। কিন্তু বিষয়-মলিন-চিত্ত-শুদ্ধি বেদবিহিত নিষ্কাম অগ্নি-হোত্রাদি কর্ম্ম করিলে পূর্ব্বকৃত পাপের জন্য অনুশোচনা উপস্থিত হইলে তাহা হইতে তখন মুক্ত হইবার জন্য ব্যাকুল হয়। শুদ্ধ-

জ্ঞানাগ্নিতে সর্ব্বপাপ ভস্মিভূত করিবার জন্য হৃদয়ে কর্ম্মফলরূপ বিষয়ে বিরাগ, ভগবানের জ্ঞানই যে শুদ্ধজ্ঞান এবং তাঁহার পদসেবারূপ ভক্তি আহ্বান করতঃ অগ্নিদেবতার নিকট প্রার্থনা করেন। কেননা অগ্নিরূপ পরমাত্মার জ্যোতিঃ যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সম্বরিত হইবে ততক্ষণ নিত্য-দিব্য-স্বরূপ ভগবান্ তাঁহার জ্যোতিঃ সম্বরণ করেন; তজ্জন্য তৎসাধনোপায় প্রথমে জ্ঞান-বিরাগসহিত অগ্নিদেবতার তৃপ্তি-বিধানই বিধেয়। আত্মাই পরমাত্মস্বরূপ জ্ঞান-বৈরাগ্য-ভক্তির সাহায্যে দর্শন করিতে সমর্থ। যথা—

"তচ্ছ্রদ্দধানো মুনয়ো জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তয়া।
পশ্যন্ত্যাত্মনি চাত্মানং দৃষ্ট-শ্রুত-গৃহীতয়া॥"

—ভাগবতম্

অগ্নিদেব সর্ব্বজীবের হৃদয়ের কথা জানেন। সুতরাং জ্ঞাতাজ্ঞাত ভাবে যে সকল পাপ দ্বারা জীবগণ তাহাদের হৃদয় মলিন করিয়াছে, তাহা সমস্তই অগ্নিদেব জ্ঞাত আছেন। তাঁহার নিকট গোপণ করা সম্ভব নয়; সুতরাং সৎপথ প্রদর্শন করাইয়া তিনি যাহাতে সর্ব্ব পাপ ভস্মিভূত করেন, ইহাই প্রথম প্রার্থনা। যে কুটিলতা জীবহৃদয়কে অত্যন্ত ঘৃণিতভাবে কলুষিত করিয়া দেয় এবং পরমার্থপথে পরম কণ্ঠকস্বরূপ হইয়া বিঘ্ন উৎপাদন করে, তাহা অপনোদনের জন্য অগ্নিদেবতার নিকট দ্বিতীয় প্রার্থনা।

অসত্যপথে পরিচালিত বিষয়লোলুপ জীবকে সুপথ প্রদর্শন করাইয়া পরমার্থ সন্ধান দেওয়ার জন্য তৃতীয় প্রার্থনা ॥ ১৬ ॥

উবটভাষ্য—হে অগ্নে! সুপথা অর্থাৎ দেবযানে—মার্গে মুক্তিলক্ষণাত্মক ধনের জন্য আমাদিগকে, সর্ব্ব বিশ্বকে, লইয়া চল। হে দেব! তুমি দানাদিগুণযুক্ত। তুমি জ্ঞানের জ্ঞাতা; সেই জ্ঞান-লাভের প্রতিবন্ধকস্বরূপ আমাদের পাপরাশি আমাদের শুদ্ধজ্ঞান হইতে পৃথক্ কর। কেননা, পাপবিমুক্ত হইলে আমরা তোমার প্রতি বহুতর নমস্কারোক্তি করিতে পারিব ॥ ১৬ ॥

মহীধরভাষ্য—এই মন্ত্রে যোগী পুনরায় ব্রহ্মপ্রতি পথ যাচ্ঞা করিতেছেন। হে দেব! হে নানাগুণযুক্ত অগ্নে! আমাকে শোভন মার্গে দেবযানে লইয়া চল। 'সুপথা' বিশেষণের দ্বারা দক্ষিণমার্গ নিবৃত্তি বুঝাইয়াছে। বর্ত্তমানে গতাগতলক্ষণ-ধর্ম্মযুক্ত দক্ষিণমার্গে আমি নিবিষ্ট; সুতরাং হে অগ্নে! তোমার নিকট প্রার্থনা করি যে, গমনাগমন-বর্জ্জিত শোভন পথে আমার ন্যায় কর্ম্মফলবশ আমাদিগকে লইয়া চল। কেন? 'রায়ে' অর্থাৎ মুক্তিলক্ষণরূপ ধনের জন্য; কর্ম্মফল ভোগের জন্যই তাৎপর্য্য। তোমার স্বরূপ কি প্রকার? সর্ব্ববিশ্বের সর্ব্বকর্ম্মের পরিজ্ঞাতা তুমি। তুমি আমাদের হৃদয়ের পাপ ও কুটিলতা জ্ঞাত আছে; আমাদিগের হৃদয় হইতে তাহা পৃথক্ অর্থাৎ বিনাশ কর। তাহা

হইলে বিশুদ্ধান্তঃকরণে আমরা তোমার বহুতর নম-উক্তি বা নমস্কার বচন করিব। উপস্থিত পাপবশতঃ তোমার যথাযথ পরিচর্য্যা করিতে পারিতেছি না; তোমার দ্বারা পাপবিনষ্ট হইলেই শুদ্ধ হইয়া নমস্কার দ্বারা তোমার পরিচর্য্যা করিতে যোগ্য হইব, ইহাই তাৎপর্য্য ॥১৬॥

মাধ্বভাষ্য—'বয়ুনং অর্থাৎ জ্ঞান—"তদ্দত্তয়া বয়ুনয়েঽহমচষ্ট বিশ্বমিতি" বচন হইতে। 'জুহুরাণম্' অর্থাৎ অস্মানপ্রীকুর্ব্বৎ। 'যুযোধি' অর্থাৎ বিয়োজয়। যথা—

"যদস্মান্ কুরুতে হ্বরাং তদেনোঽস্মাদ্বিযোজয়।
নয়নো মোক্ষবিত্তায়েভ্যস্তোন্ যজ্ঞং মনুঃ স্বরাট্ ॥"

—ইতি স্কান্দে

'যুষুবিয়োগ' ইতি ধাতুঃ। ভক্তিজ্ঞানাভ্যাং ভূয়িষ্ঠাং নম উক্তিং বিধেম ॥১৮॥

বিশেষ—'কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি' এই মন্ত্রে আত্ম-অধ্যাসে অসমর্থ মধ্যম অধিকারীর পক্ষে নিষ্কাম বিহিত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম বিধেয়; তাহার পক্ষে অমৃতত্ব প্রাপ্তির জন্য কর্ম্মোপাসনাই সাধনা। বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানাভাব হইতে পাপ হয়; মধ্যম অধিকারী তাহা হইতে রক্ষা পাইয়া অগ্নিদেবতা, তথা ত্রিমাত্রিক প্রণবের বেদবাক্য অনুসারে উপাসনা করে। সেই বিদ্যার উপাসনা হইতে তদ্রূপ উপাসক যে ফল প্রাপ্ত হয়, তাহা পঞ্চদশ মন্ত্রে

বর্ণিত হইয়াছে। এক্ষণে সেই উপাসক অগ্নির প্রার্থনা দ্বারা শুদ্ধ হইয়া উত্তরায়ণ দেবযান পথে সত্যলোক বা শুদ্ধ-সত্ত্বস্বরূপ প্রাপ্ত হয়। এই প্রকারে জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্ত বেদবাক্যানুসারে অগ্নিদেবতার উপাসনার দ্বারা "ন স পুনরাবর্ত্ততে"—জন্মমৃত্যুরূপ সংসারে আর পুনরাগমন করে না। অগ্নি বা সূর্য্যদেবতার দ্বারা যিনি বিশুদ্ধ সত্ত্ব বিষ্ণুকে উদ্দেশ করেন তাঁহার সেই ভগবানের স্বরূপ পরবর্ত্তী মন্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে ॥১৬॥

কণ্ডিকা—১৭, মন্ত্র—১

হিরণ্ময়েনপাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতম্মুখম্ ॥

যোঽসাবাদিত্যেপুরুষঃ সোঽসাবহম্ ॥১৭॥

ওম্ খম্ ব্রহ্ম ॥

ইতি শ্রীবাজসনেয়িসংহিতায়াং চত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ

ঋষ্যাদি—(১) ওঁ **হিরণ্ময়েনেত্যস্য দধীচঋষিঃ, গান্ধারঃ স্বরঃ, উষ্ণিক্ ছন্দঃ, মহাপুরুষো দেবতা,** পাঠে বিনিয়োগঃ ॥ ১৭ ॥

মন্ত্রার্থ—(হিরণ্ময়েন) হিরণ্ময়ের ন্যায় জ্যোতির্ম্ময় বা তেজোময় (পাত্রেণ) পাত্রের দ্বারা অর্থাৎ সূর্য্যমণ্ডলের দ্বারা

(সত্যস্য) সত্যরূপ ভগবানের অর্থাৎ আদিত্য-মণ্ডলস্থ অবিনাশী পুরুষোত্তম ভগবানের (মুখম্) মুখ অর্থাৎ লীলাবিগ্রহস্বরূপ (অপিহিতম্) আচ্ছাদিত আছে। (যঃ) যে এই পুরুষ (আদিত্যে) আদিত্যে আছেন, (সঃ) তিনি (অসৌ) এই (অহম্) আমি অর্থাৎ আমাতেও আছেন। (ওম্) এই ওঁকার (খং) আকাশবৎ ব্যাপক, অর্থাৎ এই ওঁকারই বিশ্বব্যাপক ভগবান্ বিষ্ণু, যিনি সূর্য্যমণ্ডলের অভ্যন্তরে, জীবের হৃদয়ে এবং বিশ্বচরাচরে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া অবস্থান করেন ॥১৭॥

সরলার্থ—এই হিরণ্ময় সূর্য্যদ্বারা সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরের মুখ অর্থাৎ লীলাবিগ্রহস্বরূপ আচ্ছাদিত থাকে। আদিত্যমণ্ডলের মধ্যে অবিনাশী পুরুষোত্তম ভগবান্ বিষ্ণু অধিষ্ঠান করেন ; আমি যে তাঁহারই বিভিন্নাংশ অনুচৈতন্য, সেই আমার অভ্যন্তরেও তিনিই বিরাজিত আছেন। আকাশ যেমন ব্যাপক, তদ্রূপ সমগ্রবিশ্ব ব্যপ্ত করিয়া সেই ভগবান্ বিষ্ণুই ব্রহ্মস্বরূপ ওঁকার নামে উপাসিত হন ॥ ১৭ ॥

বিবৃতি—এই যে দৃশ্যমান সূর্য্য তাহা হিরণ্ময়পাত্রসদৃশ পরমাত্মার দর্শন হইতে আমাদের চক্ষু আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছে। জ্যোতির্ম্ময় পাত্রের অভ্যন্তরের বস্তু যেমন বাহির হইতে দেখা যায় না, তদ্রূপ তেজোময় আদিত্যের প্রভাবে আমাদের চক্ষু আবরিত হওয়ায় সেই সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যস্থিত

পুরুষোত্তমের দিব্য সচ্চিদানন্দ রূপ দেখা যায় না। সেই অভ্যন্তরস্থ সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের নিকট হইতে শক্তি প্রাপ্ত হইয়াই সূর্য্য তেজোবিশিষ্ট, যেমন শরীরের অভ্যন্তরে চেতনাস্বরূপ জীবাত্মার অস্তিত্ব থাকাকাল পর্য্যন্ত মন ও শরীর ক্রিয়াশীল। বস্তুতঃপক্ষে সূর্য্যের জ্যোতিতে বিভুবস্তু পরমেশ্বর আচ্ছাদিত হন নাই, দৃশ্যমান সূর্য্যের উপাসক যে আমরা, আমাদের অণুত্ব নিবন্ধন আমাদের ক্ষুদ্র চক্ষু আবরিত হওয়ায়ই রবিমণ্ডলমধ্যস্থিত পুরুষোত্তমের চিন্ময় কান্তি দর্শনে অসমর্থ হই। ভাষায় আমরা অনেক সময় বলিয়া থাকি যে, একখণ্ড মেঘ সূর্য্যকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে, অথচ আমরা জ্ঞাত আছি যে, এক খণ্ড মেঘ, এমন কি সমস্ত পৃথিবী হইতে সূর্য্য বহু সহস্রগুণে বৃহত্তর; প্রকৃতপক্ষে দর্শকের ক্ষুদ্র নেত্র আবরিত হওয়ায় বৃহত্তর দৃশ্যবস্তুও দৃষ্ট হয় না; দর্শক হইতে আবরণেরই বৃহত্তরত্ব প্রমাণিত হয়; ততোধিক বৃহৎ দৃশ্য-বস্তু। যাহা হউক, সূর্য্যের জ্যোতিতে পরমেশ্বরের অদর্শনজনিত দুঃখে সূর্য্যোপাসক এই মন্ত্রে সূর্য্যদেবের নিকট প্রর্থনা করিতেছেন—হে দেব! তোমার মণ্ডলে যে সত্য-স্বরূপ ভগবান্ আছেন, তাঁহার দর্শন তোমার তেজোময় পাত্র অর্থাৎ বিম্ব দ্বারা আচ্ছাদিত আছে; তুমি সত্যস্বরূপ, সেই সত্যধর্ম্ম-স্বরূপ ভগবানকে যাহাতে আমি দর্শন করিতে পারি, তজ্জন্য তোমার রুদ্ধদ্বার খুলিয়া দাও। অথবা, হে দেব! আমার হৃদয়ে যে চির-উপাস্য সত্যস্বরূপ ভগবান্ আছেন, তাঁহাকে

দর্শনের যে মুখ্য দ্বার শুদ্ধান্তঃকরণ, তাহা এখন হিরণ্ময়পাত্র অর্থাৎ সুবর্ণাদি দ্রব্য বিষয়পিপাসা দ্বারা আবৃত আছে; সেই জন্য তোমার উপাসনা করিয়া প্রার্থনা করিতেছি যে, আমার হৃদয়ের রুদ্ধ দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দাও, অর্থাৎ আমার হৃদয় নির্ম্মল করিয়া দাও। সত্যধর্ম্মস্বরূপ লীলাপুরুষোত্তমের ওঁকাররূপ নামের সাধনা হইতেই এই বর্ত্তমান আবরণ তিরোহিত হয়। এইজন্য ব্যাসদেব বলিয়াছেন—

"অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ"

—ব্যাসসূত্র

স্বপ্রকাশ স্বরাট ভগবানকে কেবলমাত্র শ্রবণাদি সাধনা দ্বারাই সাক্ষাৎকার করা যায় না—তাঁহার অনুগ্রহও সাপেক্ষ। তাঁহার কৃপাতে যখন মায়ার আবরণ অপসারিত হয়, তখনই অনুচিৎ জীব সবিতৃমণ্ডলাভ্যন্তরস্থ ভগবানের দিব্য মূর্ত্তি দর্শন-সৌভাগ্য লাভ করে। সেই রূপ দর্শন সম্বন্ধে মহাত্মা নারদ বলিয়াছেন—

"জ্যোতিরভ্যন্তরে রূপমতুলং শ্যামসুন্দরম্"

—নারদবাক্য

এই অপরূপ-মাধুর্য্যময় শ্যামসুন্দর ভগবানের নিত্য-স্বরূপ

কর্ম্মজ্ঞান-গ্রাহ্য নহে—চেতনের পূর্ণোদয়ে পরাভক্তির দ্বারাই উপলব্ধির বিষয় ॥ ১৭ ॥ ইতি—

শ্রীকৃষ্ণ-ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়াচার্য্যবর্য্য নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট-পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্
ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী-গোস্বামী-প্রভুপাদের যোগ্য শিষ্য, বিক্রমপুর-
বহর-নিবাসী বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন-বেদধর্ম্মাচরণনিষ্ঠ মুখ্যবংশকুলগৌরব
ব্রাহ্মণ-সমাজাধিপতি স্বর্গীয় রজনীকান্ত মুখোপাধ্যায়-
মহোদয়ের কনিষ্ঠ পুত্র, পরমপূতভূমি-বারাণসীধামনিবাসী
বিদ্বজ্জনপ্রিয় সদাপ্রফুল্লিতচিত বেদবিদ্যাবারিধি
বেদাচার্য্য শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপাঠক কাবলে মহোদয়ের
বৈদিক ছাত্র আকুমার-ব্রহ্মচর্য্যব্রতনিষ্ঠ প্রাচ্য-
পাশ্চাত্যে বেদপুরাণানুমোদিত গৌড়ীয়বৈষ্ণব-
ধর্ম্ম-আচারপ্রচাররত পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন-কৃত
শুক্লযজুর্বেদীয় মন্ত্রভাগে চত্বারিংশ-
অধ্যায়ে ঈশোপনিষদের

বন-ব্যাখ্যা সমাপ্তা

শ্রীবেদপুরুষায় নমঃ

৬ই ফাল্গুন, শনিবার, ১৩৪৫ সন—১৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৯ সন

শ্রীঅযোধ্যাধাম

• শুভমস্তু •

পরিশিষ্ট

একাদশ প্রকারে বেদপাঠ

সংহিতা, পদ ও ক্রম—এই ত্রিবিধ প্রকৃতি-পাঠ হয়। আর—

"জটামালাশিখারেখাধ্বজোদণ্ডোরথোঘনঃ।
অষ্টৌবিকৃতয়ঃ প্রোক্তা ক্রমপূর্ব্ব মহর্ষিভিঃ॥"

—চরণব্যূহ

জটা, মালা, শিখা, রেখা, ধ্বজ, দণ্ড, রথ ও ঘন—এই অষ্ট প্রকারে প্রত্যেক বেদমন্ত্র ক্রমপূর্ব্বক পাঠই মহর্ষিগণ 'বিকৃতি-পাঠ' বলিয়াছেন।

সংহিতা-পাঠ

স্বস্তিনঽইন্দ্রোবৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তিনঃপূষাবিশ্ববেদাঃ।

স্বস্তিনস্তার্ক্ষ্যোঽঅরিষ্টনেমিঃস্বস্তিনোবৃহস্পতির্দধাতু॥

পদ-পাঠ

স্বস্তি । নঃ । ইন্দ্রঃ । বৃদ্ধশ্রবাঃইতি বৃদ্ধ । শ্রবাঃ ।

স্বস্তি । নঃ । পূষা । বিশ্ববেদাঃইতি বিশ্ব । বেদাঃ ॥

স্বস্তি । নঃ । তার্ক্ষ্যঃ । অরিষ্টনেমিরিত্যরিষ্ট । নেমিঃ ।

স্বস্তি । নঃ । বৃহস্পতিঃ । দধাতু ॥

ক্রম-পাঠ

স্বস্তিনঃ । নঃইন্দ্রঃ । ইন্দ্রোবৃদ্ধশ্রবাঃ ।

বৃদ্ধশ্রবাঃস্বস্তি । বৃদ্ধশ্রবাঃইতি বৃদ্ধ । শ্রবাঃ ।

স্বস্তিন-ঃ । নঃ পূষা । পূষা বিশ্ববেদাঃ ।

বিশ্ববেদাऽইতি বিশ্ব । বেদাঃ ॥

স্বস্তিন-ঃ । নস্তাক্ষ্যঃ-ঃ । তাক্ষ্যোऽঅরিষ্টনেমিঃ ।

অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি । অরিষ্টনেমিরিত্যরিষ্ট ।

নেমিঃ ।

স্বস্তিন-ঃ । নোবৃহস্পতি-ঃ । বৃহস্পতির্দ্দধাতু ।

দধাত্বিতি দধাতু ॥

জটা-পাঠ

ত্রিবিধ প্রকৃতি-পাঠের পর অষ্টবিধ বিকৃতি-পাঠের মধ্যে জটা-পাঠের লক্ষণে প্রাতিশাখ্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

"**অনুক্রমশ্চোৎক্রমশ্চ ব্যুৎক্রমোঽভিক্রমস্তথা।**
সংক্রমশ্চেতি পঞ্চৈতে জটায়াং কথিতাঃ ক্রমাঃ।"

—প্রাতিশাখ্য

অর্থাৎ অনুক্রম, উৎক্রম, ব্যুৎক্রম, অভিক্রম ও সংক্রম—এই পঞ্চক্রমানুসারে জটা পাঠ হয়। যথা—

স্বস্তিন—ঃ ইত্যনুক্রমঃ।

নোন—ঃ ইত্যুৎক্রমঃ।

নঃ স্বস্তি ইতি ব্যুৎক্রমঃ।

স্বস্তি স্বস্তি ইত্যভিক্রমঃ।

স্বস্তিন—ঃ ইতি সংক্রমঃ।

এই নিয়মানুসারে পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র নিম্নলিখিতভাবে জটা-পাঠ হইবে। যথা—

স্বস্তিনোন-ঃ স্বস্তি স্বস্তি ন-ঃ।

নꣳইন্দ্রꣳইন্দ্রোনোনꣳইন্দ্র-ঃ।

ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবা বৃদ্ধশ্রবাꣳইন্দ্রꣳইন্দ্রোবৃদ্ধশ্রবাঃ।

বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি স্বস্তি বৃদ্ধশ্রবা বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি।

বৃদ্ধশ্রবাꣳইতি বৃদ্ধ। শ্রবাঃ॥

স্বস্তিনোন-ঃ স্বস্তি স্বস্তি ন-ঃ।

নঃ পূষাপূষানোনঃপূষা।

পূষাবিশ্ববেদা বিশ্ববেদাঃ পূষা পূষাবিশ্ববেদাঃ।

বিশ্ববেদাঽইতি বিশ্ব । বেদাঃ ॥

স্বস্তিনোন-ঃ স্বস্তি স্বস্তিন-ঃ।

নস্তার্ক্ষ্য স্তার্ক্ষ্যোনো নস্তার্ক্ষ্য-ঃ।

তার্ক্ষ্যোঽরিষ্টনেমিররিষ্টনেমিস্তার্ক্ষ্যস্তার্ক্ষ্যোঽ
অরিষ্টনেমিঃ।

অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি স্বস্ত্যরিষ্টনেমিররিষ্টনেমিঃ স্বস্তি

অরিষ্টনেমিরিত্যরিষ্ট । নেমি-ঃ ॥

স্বস্তিনোনঃ স্বস্তি স্বস্তি নঃ।

নোবৃহস্পতির্বৃহস্পতির্নো। নোবৃহস্পতিঃ।

বৃহস্পতির্দ্দধাতু দধাতু বৃহস্পতির্বৃহস্পতির্দ্দধাতু।

দধাত্বিতি দধাতু॥

জটা-পাঠ বিভিন্ন প্রকারে হয়। পূর্ব্বকথিত ক্রমের ব্যুৎক্রম করিয়া পুনরায় তাহার ক্রম পাঠের নাম 'জটা' বলিয়া পণ্ডিতগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—

> "ক্রমং যথোক্তং প্রক্রয়াদ্ব্যুৎক্রমেণ ক্রমেণ চ।
> লক্ষণং সর্ব্বসন্ধৌ চ জটা সা প্রোচ্যতে বুধৈঃ॥"

মালা-পাঠ

> "মালামালেবপুষ্পাণাং পদানাং গ্রন্থিনীহি সা।
> আবর্ত্তন্তে ত্রয়স্তস্যাং ক্রমব্যুৎক্রমসংক্রমাঃ॥"

—প্রাতিশাখ্য

সূত্রে পুষ্প গ্রন্থিত করিয়া যেমন মালা প্রস্তুত হয়, তদ্রূপ বেদপাঠে পদের সহিত ক্রম-ব্যুৎক্রম-সংক্রম ত্রিবিধ প্রকারে সংযুক্ত করিয়া পাঠের নাম 'মালা'। যথা—

স্বস্তিন—ঃ । নঃ স্বস্তি । স্বস্তিন—ঃ ।

নঽইন্দ্র—ঃ । ইন্দ্রোনঃ । নঽইন্দ্র—ঃ ।

ইন্দ্রোব্বৃদ্ধশ্রবাঃ । ব্বৃদ্ধশ্রবাঽইন্দ্র—ঃ ।
ইন্দ্রোব্বৃদ্ধশ্রবাঃ ।

ব্বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি । স্বস্তিব্বৃদ্ধশ্রবাঃ । ব্বৃদ্ধশ্রবাঃ
স্বস্তি ।

ব্বৃদ্ধশ্রবাঽইতি । ব্বৃদ্ধ । শ্রবাঃ ॥

স্বস্তিন—ঃ । নঃ স্বস্তি । স্বস্তিন—ঃ ।

নঃ পূষা । পূষা নঃ । নঃ পূষা ।

পূষা বিশ্ববেদাঃ । বিশ্ববেদাঃ পূষা ।

পূষা বিশ্ববেদাঃ ।

বিশ্ববেদাঽইতি । বিশ্ব । বেদাঃ ॥

স্বস্তি নঃ । নঃ স্বস্তি । স্বস্তি নঃ ।

নস্তার্ক্ষ্যঃ । তার্ক্ষ্যো নঃ । নস্তার্ক্ষ্যঃ ।

তার্ক্ষ্যোঽঅরিষ্টনেমিঃ । অরিষ্টনেমিস্তার্ক্ষ্যঃ ।

তার্ক্ষ্যোঽঅরিষ্টনেমিঃ ।

অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি। স্বস্ত্যরিষ্টনেমিঃ।

অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি।

অরিষ্টনেমিরিত্যরিষ্ট। নেমিঃ॥

স্বস্তিনঃ। নঃ স্বস্তি। স্বস্তিনঃ।

নোবৃহস্পতিঃ। বৃহস্পতির্নঃ। নোবৃহস্পতিঃ।

বৃহস্পতির্দধাতু। দধাতু বৃহস্পতিঃ।

বৃহস্পতির্দধাতু।

দধাত্বিতি। দধাতু॥

শিখা-পাঠ

"পাদোত্তরাং জটামেব শিখামার্য্যাঃ প্রচক্ষতে"—

—প্রাতিশাখ্য

পূর্ব্বোক্ত জটার সহিত এক উত্তর-পদ গ্রহণ করিয়া শিখা-পাঠ হয়—এইরূপই ঋষিগণ বলেন। যথা—

স্বস্তিনোনঁ স্বস্তি স্বস্তি নऽইন্দ্রঃ।

নऽইন্দ্রऽইন্দ্রো নোনऽইন্দ্রোবৃদ্ধশ্রবাঁ।

ইন্দ্রোবৃদ্ধশ্রবা বৃদ্ধশ্রবাऽইন্দ্রऽইন্দ্রোবৃদ্ধশ্রবাঁ স্বস্তি।

বৃদ্ধশ্রবাঁ স্বস্তি স্বস্তিবৃদ্ধশ্রবা বৃদ্ধশ্রবাঁ স্বস্তিনঃ।

বৃদ্ধশ্রবাऽইতি বৃদ্ধ। শ্রবাঁ॥

স্বস্তিনোনঃ স্বস্তি স্বস্তিনঃ পূষা।

নঃ পূষা পূষানোনঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ।

পূষা বিশ্ববেদা বিশ্ববেদাঃ পূষা পূষা বিশ্ববেদাঃ।

বিশ্ববেদাऽইতি বিশ্ব বেদাঃ॥

স্বস্তিনোনঃ স্বস্তি স্বস্তিনস্তার্ক্ষ্যঃ।

নস্তার্ক্ষ্যস্তার্ক্ষ্যো নোনস্তার্ক্ষ্যোऽঅরিষ্টনেমিঃ।

তার্ক্ষ্যোऽঅরিষ্টনেমিররিষ্টনেমিস্তার্ক্ষ্যস্তার্ক্ষ্যোऽ

অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি।

অরিষ্টনেমিং স্বস্তি স্বস্ত্যরিষ্টনেমিররিষ্টনেমিং

স্বস্তিনঃ।

অরিষ্টনেমিরিত্যরিষ্ট। নেমিং ॥

স্বস্তিনোনং স্বস্তি স্বস্তিনোবৃহস্পতিঃ।

নোবৃহস্পতির্বৃহস্পতির্নোনোবৃহস্পতির্দধাতু।

বৃহস্পতির্দধাতু দধাতুবৃহস্পতির্বৃহস্পতির্দধাতু।

দধাত্বিতি দধাতু ॥

রেখা-পাঠ

"ক্রমাদ্বিত্রিচতুঃপঞ্চ পদক্রমমুদাহরেৎ।
পৃথক্ পৃথক্ বিপর্য্যস্য রেখামাহু পুনঃ ক্রমাৎ ॥"

—প্রাতিশাখ্য

ক্রমানুসারে দ্বিপদ, ত্রিপদ, চতুষ্পদ ও পঞ্চপদ বলিয়া প্রতিক্রমে পৃথক্ পৃথক্ বিপর্য্যয় করিয়া পাঠ করতঃ পুনঃ ক্রমানুসারে পাঠ করিতে হইবে। ইহাকেই বিকৃতি রেখা-পাঠ কহে।

স্বস্তিন—ঃ। নঃ স্বস্তি। স্বস্তিন—ঃ।

নঽইন্দ্রোবৃদ্ধশ্রবাঃ। বৃদ্ধশ্রবাঽইন্দ্রোনঃ।

নঽইন্দ্র—ঃ। ইন্দ্রোবৃদ্ধশ্রবাঃ।

বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তিন—ঃপূষা। পূষান—ঃস্বস্তিবৃদ্ধশ্রবাঃ।

বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি।

বৃদ্ধশ্রবাঽইতি বৃদ্ধ। শ্রবাঃ স্বস্তিন—ঃ॥

নঃপূষা। পূষাবিশ্ববেদাঃ। বিশ্ববেদাঃপূষা।

পূষাবিশ্ববেদাঃ।

বিশ্ববেদাঽইতি বিশ্ব। বেদাঃ ॥

স্বস্তিনস্তাক্ষ্যোঽঅরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি।

স্বস্ত্যরিষ্টনেমিস্তাক্ষ্যানঃ স্বস্তি।

স্বস্তিনঃ। নস্তাক্ষ্যঃ। তাক্ষ্যোঽঅরিষ্টনেমিঃ।

অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি। অরিষ্টনেমিরিত্যরিষ্ট। নেমিঃ ॥

স্বস্তিনঃ। নঃস্বস্তি। স্বস্তিনঃ।

নোবৃহস্পতিঃ। বৃহস্পতির্নঃ। নোবৃহস্পতিঃ।

বৃহস্পতির্দ্দধাতু। দধাতু বৃহস্পতিঃ। বৃহস্পতির্দ্দধাতু।

দধাত্বিতি। দধাতু ॥

উক্ত মন্ত্রের প্রথম চরণের 'নঃ পূষা' পর্য্যন্ত চতুর্থ পদ সমাপ্তির পর পঞ্চম পদ না থাকায় অবশিষ্ট দুই পদ ক্রম ও ব্যুৎক্রম পাঠে সমাপ্ত হইয়াছে, এবং দ্বিতীয় চরণে পঞ্চম পদের বিপর্য্যয় ও ক্রমপাঠের পর তিন পদ বাকী থাকে, তাহাও ক্রম ও ব্যুৎক্রমানুসারে পাঠ সমাপ্তি হইল।

ধ্বজ-পাঠ

"ক্রমাদাদেঃ ক্রমং সম্যগন্ত্যাদুত্তারয়েদিতি।
বর্গে বা ঋচি বা যস্য পঠনং স ধ্বজঃ স্মৃতঃ॥"

—প্রাতিশাখ্য

মন্ত্রের আরম্ভে ক্রম-পাঠ, তৎপর মন্ত্রের ঋচা কিম্বা বর্গের অন্ত্য পদের পাঠকে ধ্বজ-পাঠ বলে। পদ ও অবসানহীন যজুর 'ধ্বজা' পাঠ হয় না। কেবল মাত্র গায়ত্রী ছন্দের নয়-পদাত্মক ঋচা কিম্বা বর্গেরই ধ্বজ-পাঠ সম্ভব। "স্বস্তি নঃ"—মন্ত্র অনুষ্টুপ্ ছন্দ হওয়ার দরুন্ ইহার ধ্বজা পাঠ হইবে না। এই জন্য অন্য মন্ত্রের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইতেছে—

সংহিতা-পাঠ

বিষ্ণোঽকর্ম্মাণি পশ্যতযতোব্রতানিপস্পশে ॥

ইন্দ্রস্যযুজ্যঽসখা ॥

অথ ধ্বজ-পাঠ

বিষ্ণোঃ কর্ম্মাণি । সখেতি সখা ।

কর্ম্মাণি পশ্যত । যুজ্যঃ সখা ।

পশ্যত যতঃ । ইন্দ্রস্য যুজ্যঃ ।

যতো ব্রতানি । পস্পশ ইতি পস্পশে ।

ব্রতানি পস্পশে । ব্রতানি পস্পশে ।

পস্পশ ইতি । পস্পশে ॥

যতো ব্রতানি । ইন্দ্রস্য যুজ্যঃ ।

পশ্যত যতঃ । যুজ্যঃ সখা ।

কর্ম্মাণি পশ্যত । সখেতি সখা ।

বিষ্ণোঃ কার্ম্মাণি ॥

দণ্ড-পাঠ

"ক্রমমুক্ত্বা বিপর্য্যাস্য পুনশ্চ ক্রমমুত্তমম্ ।
অর্দ্ধর্চা দেবমুক্তোয়ং ক্রমদণ্ডোভিধীয়তে ॥"

—প্রাতিশাখ্য

অর্দ্ধ ঋচা পর্য্যন্ত ক্রম বলিয়া পুনরায় তাহার বিপর্য্যয় করিয়া পাঠের নাম "ক্রমদণ্ড"; শেষার্দ্ধ ঋচাও ঐ প্রকারেই পাঠ করিতে হইবে। যথা—

স্বস্তিন-ঃ । নঃস্বস্তি । স্বস্তিন-ঃ ।

নঽইন্দ্র-ঃ । ইন্দ্রোনঃস্বস্তি । স্বস্তিন-ঃ । নঽইন্দ্র-ঃ ।

ইন্দ্রোবৃদ্ধশ্রবাঃ । বৃদ্ধশ্রবাঽইন্দ্রোনঃ স্বস্তি ।

স্বস্তিন–ঃ | নऽইন্দ্র–ঃ | ইন্দ্রোব্বৃদ্ধশ্রবাঃ |

ব্বৃদ্ধশ্রবাऽইন্দ্রোনঃ স্বস্তি ।

স্বস্তিন–ঃ | নऽইন্দ্র–ঃ | ইন্দ্রোব্বৃদ্ধশ্রবাঃ |

ব্বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি ।

ব্বৃদ্ধশ্রবাऽইতি ব্বৃদ্ধ । শ্রবাঃ ॥

স্বস্তিব্বৃদ্ধশ্রবাऽইন্দ্রোনঃ স্বস্তি ।

স্বস্তিন–ঃ | নऽইন্দ্র–ঃ | ইন্দ্রোব্বৃদ্ধশ্রবাঃ |

ব্বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি ।

বৃদ্ধশ্রবাऽইতি বৃদ্ধ। শ্রবাঃ॥

স্বস্তিন-ঃ। নঃ স্বস্তি। বৃদ্ধশ্রবাऽইন্দ্রোনঃ স্বস্তি।

স্বস্তিন-ঃ। নऽইন্দ্র-ঃ। ইন্দ্রোবৃদ্ধশ্রবাঃ।

বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি।

বৃদ্ধশ্রবাऽইতি বৃদ্ধ। শ্রবাঃ॥

স্বস্তিন-ঃ। নঃ পূষা। পূষান-ঃস্বস্তি বৃদ্ধশ্রবাऽ

ইন্দ্রোনঃ স্বস্তি।

স্বস্তিন-ঃ। নऽইন্দ্র-ঃ। ইন্দ্রোবৃদ্ধশ্রবাঃ।

বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি।

বৃদ্ধশ্রবাঽইতি বৃদ্ধ। শ্রবাঃ॥

স্বস্তিন–ঃ। নঃপূষা। পূষান–ঃ স্বস্তিবৃদ্ধশ্রবাঽ
ইন্দ্রোনঃস্বস্তি।

স্বস্তিন–ঃ। নঽইন্দ্র–ঃ। ইন্দ্রোবৃদ্ধশ্রবাঃ।
বৃদ্ধশ্রবাঃস্বস্তি।

বৃদ্ধশ্রবাঽইতি বৃদ্ধ। শ্রবাঃ॥

স্বস্তিন–ঃ। নঃপূষা। পূষাবিশ্ববেদাঃ।
বিশ্ববেদাঃ পূষান–ঃ।

স্বস্তিবৃদ্ধশ্রবাঽইন্দ্রোনঃস্বস্তি।

স্বস্তিন–ঃ । নঽইন্দ্র–ঃ । ইন্দ্রোবৃদ্ধশ্রবাঃ ।

বৃদ্ধশ্রবাঃস্বস্তি ।

বৃদ্ধশ্রবাঽইতি বৃদ্ধ । শ্রবাঃ ॥

স্বস্তিন–ঃ । নঃপূষা । পূষাবিশ্ববেদাঃ ।

বিশ্ববেদাঽইতি বিশ্ব । বেদাঃ ॥

স্বস্তিন–ঃ । নঃ স্বস্তি । স্বস্তিন–ঃ ।

নস্তার্ক্ষ্য–ঃ । তার্ক্ষ্যোনঃ স্বস্তি ।

স্বস্তিন–ঃ । নস্তার্ক্ষ্য–ঃ । তার্ক্ষ্যোঽঅরিষ্টনেমিঃ ।

অরিষ্টনেমিস্তাক্ষ্যো নঃ স্বস্তি ।

স্বস্তি ন-ঃ । নস্তাক্ষ্য-ঃ । তাক্ষ্যোঽরিষ্টনেমিঃ ।

অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি ।

অরিষ্টনেমিরিত্যরিষ্ট । নেমিঃ ॥

স্বস্ত্যরিষ্টনেমিস্তাক্ষ্যো নঃ স্বস্তি ।

স্বস্তি ন-ঃ । নস্তাক্ষ্য-ঃ । তাক্ষ্যোঽরিষ্টনেমিঃ ।

অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি ।

অরিষ্টনেমিরিত্যরিষ্ট । নেমিঃ ॥

স্বস্তি ন-ঃ । নঃ স্বস্ত্যরিষ্টনেমিস্তাক্ষ্যো নঃ স্বস্তি ।

স্বস্তিন-ঃ। নস্তাক্ষ্যঃ-ঃ। তাক্ষ্যোঽঅরিষ্টনেমিঃ।

অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি।

অরিষ্টনেমিরিত্যরিষ্ট। নেমিঃ॥

স্বস্তিন-ঃ। নোবৃহস্পতি-ঃ। বৃহস্পতিনঃ

স্বস্ত্যরিষ্টনেমিস্তাক্ষ্যানঃ স্বস্তি।

স্বস্তিন-ঃ। নস্তাক্ষ্যঃ-ঃ। তাক্ষ্যোঽঅরিষ্টনেমিঃ।

অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি।

অরিষ্টনেমিরিত্যরিষ্ট। নেমিঃ॥

স্বস্তিন÷ । নোবৃহস্পতি÷ । বৃহস্পতির্নঃ

স্বস্ত্যরিষ্টনেমিস্তাক্ষ্যোনঃ স্বস্তি ।

স্বস্তিন÷ । নস্তাক্ষ্য÷ । তাক্ষ্যঽঅরিষ্টনেমিঃ ।

অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি ।

অরিষ্টনেমিরিত্যরিষ্ট । নেমিঃ ॥

স্বস্তিন÷ । নোবৃহস্পতি÷ । বৃহস্পতির্দধাতু ।

দধাতু বৃহস্পতির্নঃ স্বস্ত্যরিষ্টনেমিস্তাক্ষ্যোনঃ স্বস্তি ।

স্বস্তিন÷ । নস্তাক্ষ্য÷ । তাক্ষ্যঽঅরিষ্টনেমিঃ ।

অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি ।

অরিষ্টনেমিরিত্যরিষ্ট । নেমিঃ ॥

স্বস্তিনঃ । নোবৃহস্পতিঃ । বৃহস্পতির্দধাতু ।

দধাত্বিতি দধাতু ॥

রথ-পাঠ

"সমে ঋচৌ গৃহীত্বা চ রথবচ্চলতি ক্রমঃ।
পাদশোর্দ্ধর্চ শোবাচি সহোক্ত্যা দণ্ডবদ্রথঃ॥"

—প্রাতিশাখ্যসূত্র

রথ যেমন দ্বিচক্র, চতুশ্চক্র কিম্বা পঞ্চচক্র-যুক্ত হইয়া চলে, তদ্রূপ যে মন্ত্রে উভয় ঋচা সমান পদযুক্ত আছে, তাহার ক্রম ও পূর্ব্বকথিত দণ্ডবৎ ব্যুৎক্রম (বিপর্য্যয়) করিয়া রথ-পাঠ হয়। সমান পদযুক্ত অর্দ্ধ-ঋচার দ্বিচক্র-রথ পাঠ হয়; সমান পাদ ও পদযুক্ত ঋচার চতুষ্পাদের ক্রম ও দণ্ডবৎ ব্যুৎক্রম করিয়া চতুশ্চক্র-রথ পাঠ; এবং সমান পদযুক্ত পঞ্চ পৃথক্ পৃথক্ ঋচার যুগবৎ

দুই দুই পদ গ্রহণ করিয়া তাহার ক্রম ও দণ্ডবৎ ব্যুৎক্রম পাঠেই পঞ্চ-চক্র-রথ সাধিত হয়। পাদযুক্ত ঋচা হইলে চতুশ্চক্রযুক্ত রথ পাঠ হয়—সমস্ত মন্ত্রেরই চতুশ্চক্র হইতে পারে না; বিভিন্ন পঞ্চ ঋচা প্রত্যেকটী সমান পদযুক্ত হইলেই পঞ্চচক্রযুক্ত রথ-পাঠ হয়, অন্যথা যে কোন পঞ্চ ঋচার উক্ত বিকৃতি পাঠ হয় না; এবং পাদহীন কেবল মাত্র সমান পদযুক্ত ঋচাতেই দ্বিচক্রযুক্ত রথ হয়। ব্যুৎক্রম বা বিপর্য্যাস দ্বিবিধ—দুই পদ লইয়া সাধারণ ব্যুৎক্রম, আর দণ্ডবৎ ব্যুৎক্রমে ঋচার সমাপ্তি পর্য্যন্ত সমস্ত পদেরই বিপর্য্যয় হয়। যথা চতুশ্চক্রযুক্ত রথ-পাঠ—

স্বস্তিন-ঃ | স্বস্তিন-ঃ | স্বস্তিন-ঃ | স্বস্তিন-ঃ ।

নঃ স্বস্তি | নঃ স্বস্তি | নঃ স্বস্তি | নঃ স্বস্তি ।

স্বস্তিন-ঃ | স্বস্তিন-ঃ | স্বস্তিন-ঃ | স্বস্তিন-ঃ ।

নঽইন্দ্র-ঃ | নঃ পূষা | নস্তাক্ষ্ম্য-ঃ |

নোবৃহস্পতি-ঃ ।

ইন্দ্রোনঃ স্বস্তি । পূষানঃ স্বস্তি । তার্ক্ষ্যোনঃ স্বস্তি ।

বৃহস্পতির্নঃ স্বস্তি ।

স্বস্তিনঃ । স্বস্তিনঃ । স্বস্তিনঃ । স্বস্তিনঃ ।

নঃইন্দ্রঃ । নঃ পূষা । নস্তার্ক্ষ্যঃ ।

নোবৃহস্পতিঃ ।

ইন্দ্রোবৃদ্ধশ্রবাঃ । পূষাবিশ্ববেদাঃ ।

তার্ক্ষ্যোঽঅরিষ্টনেমিঃ । বৃহস্পতির্দ্দধাতু ।

বৃদ্ধশ্রবাঽইতি বৃদ্ধশ্রবাঃ । বিশ্ববেদাঽইতি

বিশ্ব । বেদাঃ ।

অরিষ্টনেমিরিত্যরিষ্ট । নেমিঃ । দধাত্বিতি দধাতু ॥

ঘন-পাঠ

"শিখামুক্ত্বা বিপর্য্যস্য তৎপদানি পুনঃ পঠেৎ।
অয়ং ঘন ইতি প্রোক্তা ইত্যষ্টৌ বিকৃতীঃ পঠেৎ ॥"

—প্রাতিশাখ্য সূত্র

প্রথমে শিখা পাঠ করিয়া তাহার বিপর্য্যয় এবং পশ্চাৎ সেই পদসকলের পুনঃ ক্রম-পাঠের নাম ঘন-বিকৃতিপাঠ। যথা—

স্বস্তিনোনঃ স্বস্তি স্বস্তিনঽইন্দ্রঽইন্দ্রোনঃ স্বস্তি

স্বস্তিনঽইন্দ্রঃ ।

নঽইন্দ্রঽইন্দ্রোনোনঽইন্দ্রোবৃদ্ধশ্রবা

বৃদ্ধশ্রবাঽইন্দ্রোনোনঽইন্দ্রোবৃদ্ধশ্রবাঃ ।

ইন্দ্রোবৃদ্ধশ্রবাবৃদ্ধশ্রবাঽইন্দ্রঽইন্দ্রোবৃদ্ধশ্রবাঃ

স্বস্তি স্বস্তিবৃদ্ধশ্রবাঽইন্দ্রঽইন্দ্রোবৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি ।

বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি স্বস্তিবৃদ্ধশ্রবাবৃদ্ধশ্রবাঃ

স্বস্তিনোনঃ স্বস্তিবৃদ্ধশ্রবাবৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তিনঃ ।

বৃদ্ধশ্রবাঽইতিবৃদ্ধ । শ্রবাঃ ॥

স্বস্তিনোনঃ স্বস্তি স্বস্তিনঃপূষাপূষানঃস্বস্তি

স্বস্তিনঃপূষা ।

নঃ পূষা পূষানোনঃ পূষাবিশ্ববেদাবিশ্ববেদাঃ

পূষানোনঃ পূষাবিশ্ববেদাঃ ।

পূষাবিশ্ববেদাবিশ্ববেদাঃ পূষাপূষাবিশ্ববেদাঃ ।

বিশ্ববেদাঽইতিবিশ্ব । বেদাঃ ॥

স্বস্তিনোনঃ স্বস্তি স্বস্তিনস্তার্ক্ষ্যস্তার্ক্ষ্যোনঃ স্বস্তি

স্বস্তিনস্তার্ক্ষ্যঃ ।

নস্তার্ক্ষ্যস্তার্ক্ষ্যোনোনস্তার্ক্ষ্যোঽঅরিষ্টনেমিররিষ্ট-

নেমিস্তার্ক্ষ্যোনোনস্তার্ক্ষ্যোঽঅরিষ্টনেমিঃ ।

তার্ক্ষ্যোঽঅরিষ্টনেমিররিষ্টনেমিস্তার্ক্ষ্যস্তার্ক্ষ্যোঽ

অরিষ্টনেমিঃ—

স্বস্তি স্বস্ত্যারিষ্টনেমিস্তার্ক্ষ্যস্তার্ক্ষ্যোঽঅরিষ্টনেমিঃ

স্বস্তি ।

অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি স্বস্ত্যরিষ্টনেমিররিষ্টনেমিঃ স্বস্তি-

নোনঃ স্বস্ত্যরিষ্টনেমিররিষ্টনেমিঃ স্বস্তিনঃ।

অরিষ্টনেমিরিত্যরিষ্ট। নেমিঃ॥

স্বস্তিনোনঃ স্বস্তি স্বস্তিনোবৃহস্পতির্বৃহস্পতির্নঃ

স্বস্তি স্বস্তিনোবৃহস্পতিঃ।

নোবৃহস্পতির্বৃহস্পতির্নো।নোবৃহস্পতির্দধাতুদধাতু-

র্বৃহস্পতির্নো।নোবৃহস্পতির্দধাতু।

বৃহস্পতির্দধাতুদধাতুর্বৃহস্পতির্বৃহস্পতির্দধাতু।

দধাত্বিতি দধাতু॥

এবম্বিধ সংহিতা, পদ ও ক্রম ত্রিবিধ প্রকৃতি-পাঠ এবং জটা-মালা-শিখা-রেখাদি অষ্ট বিকৃতি-পাঠ একটি মাত্র মন্ত্রের উদাহরণে দেখান হইল। পূর্ব্বকালে প্রত্যেক বৈদিক পণ্ডিত এই একাদশ প্রকারে যথাবিধি সমগ্র বেদমন্ত্র কণ্ঠস্থ বলিতেন। সমগ্র সংহিতা-পাঠ এখনও বৈদিক ব্রাহ্মণগণ কণ্ঠস্থ বলেন, কিন্তু অষ্টবিধ বিকৃতি-পাঠের বেদজ্ঞ বর্ত্তমান সময়ে অতীব বিরল। জগতের অন্য কোন গ্রন্থেরই পাঠে এই প্রকার বিধি-নিষেধ দৃষ্ট হয় না। শ্রৌতপরম্পরায় কেবল মাত্র বেদশাস্ত্রই এই প্রকারে সংরক্ষিত হইয়াছে। এই বিশেষত্ব যাঁহারা একবার অনুধাবন করিবেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই এই বেদপাঠে অনুরাগ বিশিষ্ট হইবেন ও বেদ-পন্থার গভীরত্বে শ্রদ্ধাযুক্ত হইবেন সন্দেহ নাই।

—সমাপ্ত—

THE GEETA

As a Chaitanyite Reads it

BY

TRIDANDI SWAMI B. H. BON

PUBLISHED BY

THE POPULAR BOOK DEPOT

Lamington Road, Bombay 7.

Pages 408. Price : Rs. 5/- or 8sh. 6d net.

The Amrita Bazar Patrika, Calcutta : "The present volume offers an opportunity to the world to have an insight into the devotional outlook of the theistic aspect of Hinduism as embodied in the Geeta.........The introductory chapter of the publication will serve as an eye-opener to many readers of the Geeta."

The Hindu Outlook, New Delhi : "Since the time when the Holy Geeta was preached by the blessed Lord Himself on the battlefield of Kurukshetra there has been an unending overflow of commentaries on this monumental work and every one of the great commentators has tried to put his own meaning to it. Some hold that Karma is the object lesson of Sri Krishna, while others enjoin either Brahma Jnana, or Para Bhakti to be the real purposes of

the Geeta. The present work is written by an author of the Chaitanya School and hence it is devoted mainly to the devotional aspect of the Geeta. In this volume an explanatory translation of the Geeta is given in English and in his translation the learned author has followed the commentaries of Sri Viswanath Chakkravarty, Valadeva Vidyabhusan and Srila Thakur Bhaktivinode, the pioneers of the revival of Bhakti cult in Bengal ...... The book will, no doubt, offer the reader with ample information about the theistic aspects of Hinduism as distinct from the monistic understanding of an Impersonal God of Shri Shankara. This useful and instructive book, however, suffers from one or two serious drawbacks to which we cannot but draw the attention of the learned author and the publishers for future improvement. There is nowhere the number of the verses given in the book......May we hope that due attention will be paid to our suggestions."

The Hindu, Madras :...... The Swamiji tells in the Introductions that his explanatory translation is based on the commentary of Sri Viswanatha Chakravarty. It would have been better if the simple text and the soul-stirring commentary had been given separately. ......It is natural that a Chaitanyite version of the Geeta should make the Bhakti element in the scripture predominant. There is no doubt that the Gita, being a layman's Upanished and a theistic scripture, makes surrender to a personal God the core of its teaching. It is interesting to notice that there are several references in the Gita to what is called a secret doctrine and to find out what exactly the secret is......But

the Bhakti taught by the Gita is a well-balanced Bhakti. The great Teacher does not, in any way, belittle Karma and Jnana or any aspect of spiritual life in the way in which the later Bhakti schools do. What would He say to Tridandi Swami's statement ?—"Prema-Bhakti is not tinged by the baseness of the rind of fruitive Karma and the seed of dry Jnana. Prema-Bhakti is like a sweet ripe fruit which has no rind and no seed."

The Occult Review, London : As with the Christian Bible, so with the Hindu Bhagavad Gita : this may be read exoterically or esoterically. The author of the present translation has interpreted the Gita on the basis of the philosophy and teachings of Sri Krishna Chaitanya. The Chaitanya religion is devotional and evangelical almost to the point of identity with the worship of Christ. The present translation should therefore appeal particularly to Western students of Indian thought.

Printed and published in Bombay, this volume is a very creditable production, a decided advance on the usual level of Indian books.

LEON ELSON.

Sir M. N. Mukherji, Kt. : "আপনার গীতার অনুবাদ আমি কয়েকটা স্থান (যাহা আমার অপেক্ষাকৃত ভাল জানা আছে) পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। আপনি অতিশয় প্রাঞ্জল ভাষায় যথাযথ ভাবে এমন সুন্দর অনুবাদ করিয়াছেন যে, এমন কি অতিশয় সাধারণ রকমের পাঠকের পক্ষেও শ্লোকগুলির প্রকৃত মর্ম্ম সহজবোধ্য হইয়াছে।

স্তুত্যাদি করিয়া লিখিতে হইবে বলিয়া যে একথা লিখিলাম তাহা নহে,—আপনার পুস্তকখানি পাঠ করিবার সময় আমার মনে সত্য সত্য যে কথা উদয় হইয়াছে তাহাই লিখিলাম জানিবেন।"

Sir P. S. Sivaswami Aiyer, K. C. S. I. etc. : "I have read your introduction and looked at your translation. The Gita has been interpreted by numerous commentators and various schools of religious and philosophical thought in India. There are many followers of Sri Chaitanya in Bengal and perhaps elsewhere in India. Your book should be welcome to the followers of the Chaitanya school of thought and to others who though unable to read the commentaries of Visvanatha Chakravarty and others in Bengalee, are interested in the study of the interpretation of the Gita according to this school. The Gita lends itself to interpretation by the various schools according to their own system of thought and even by different individuals according to their own lights and opinions. No commentator can claim to have said the last word on the Gita. The view that the Gita is intended to emphasise Bhaktimarga and that the the Karmamarga and the Jnanamarga are not in cconflict with it but admit of a synthesis is a perfectly tenable one and finds support in several passages. The emphasis which a student of the Gita places upon one or the other of the three paths is largely dependent upon the temperament and inclinations of the reader. *Your introduction is valuable and takes one along many lines of thought.*

The Maharajadhiraja Bahadur of Burdwan, G. C. I. E., K. C. S. I., etc. "The book has arrived and what little I have seen of it promises to be most interesting reading...knowing however how industrious and thorough you are in your endeavours and how ardently you follow your religion I am sure to find the work of much usefulness."

Mr. B. K. Chatterji (Accountant General, Nagpore) : "I am glad to see 'the Geeta, as a Chaitanyite reads it' by Tridandi Swami B H. Bon. In the introduction to this book he has explained the point of view from which scholars belonging to his school study the Gita. He has also given a list of the commentaries of the Gita. In this book he has followed the commentaries of Bishwanath Chakravarty and Baladeva Vidyabhusan (who appeared shortly after Sri Chaitanya) and also that of Bhaktibinode Thakur (a modern exponent of Chaitanya religion). The present book is not exactly a translation of the Gita but an elucidation in English according to the philosophy of the Gaudiya Math. The author is a well known writer and speaker on Vaishnava religion. The book is well written. It reveals the author's power of grasping and exposition. The get-up of the book is all that can be desired. We hope that the book will prove useful to English reading public who take interest in religious subjects."

Dewan Bahadur Har Bilas Sarda : "I have read parts of your excellent book on Geeta. The English

rendering is admirable. At times it is abstruce ; at places very difficult to comprehend not because of the language but because of the extremely difficult nature of the idea..."

Mr. H. K. Kripalani, C. I. E., I. C. S. : "I was somewhat surprised by the bulk of your book until I discovered that interspersed with the translation of the Shlokas was a lot of explanatory commentary by you. This no doubt is very helpful but should, I think, be kept distinct from the text. ......For the rest although I have not yet read the book through, in passages I have found your explanations helpful."

Mr. J. N. Basu, M. L. A. : "The work that you have brought out is a beautiful production. I have not yet been able to read through the entire book, but I have looked through large portions of it and am charmed with the beautiful language in which you have interpreted the spirit of the original. The book in the light of your interpretation is of great interest. I trust it will commend a wide acceptance."

The Rt. Hon. Dr. M. R. Jayakar, P. C. : "The book is worthy of the author."

Dr. Sachchidananda Sinha : "I have read your book with pleasure and profit."

The Hon'ble the Chief of Gabhana : "Your highly valuable translation of the Gita. I am sure this will prove of an immense value to all who have faith in God and religious trend of mind. I hope to reap the greatest benefit out of it."

Mr. Mahitosh Biswas, Advocate : "Your translation of the Gita. I have as yet read the Introduction and what I have read I am sure the explanation based as it is on pure Vishnava philosophy will help the fortunate readers in awakening love for the Almighty in their hearts. A gifted and devoted preacher as you are, the devotion of your whole time and energy for religious discussions and publications like the present one will, I am sure, contribute greatly to the spiritual benefit of mankind."

Mr. Diali Ram Chopra, B.A. : "The valuable copy of your book on the Gita will be a very interesting reading to the pilgrims visiting the Institution (Shri Kurukshetra Restoration Society). I feel sanguine to hope that you will take interest in the noble and sacred cause of our religion by way of such publications."

Mr. H. P. Vidyaratna, M.A. : "I have gone through your most valuable treatise on the Gita with rapt attention and a feeling of beatific delight attending thereon. This excellent book will do immense benefit to that section of the people of the world who have a devotional turn of mind, yet cannot go through the truly devotional exposition of a book at once most popular and widely read for their want of knowledge of the Sanskrit and Bengali languages in which the Bhakti cult are mostly written. You have really filled in a great gap and removed a great want of the world-wide reading public by allowing them a glimpse into the true teachings of His Divine Lordship Sri Krishna. Your book seems to have done ample justice

to the commentaries of the Gita by the Bengal school of Bhakti cult.... Your valuable Introduction has been, it must be admitted by all right-thinking men of an unbiased turn of mind, a most useful asset in the treasure-trover of the devotional school of literature. There is reason to hope that the Name of Sri Krisna-Chaitanya will be broadcasted through the length and breadth of the world by publications like the present one, at once popular, handy and replete with truth."

Prof J. N. Sikdar, M.A.: "........গীতার ইংরাজী শব্দানুবাদ পাইয়া বড়ই প্রীত হইলাম। ভূমিকা পড়িয়া নূতন দৃষ্টিতে গীতার তাৎপর্য্য অনুভব করিবার চেষ্টা করিলাম। ভূমিকাটী পাণ্ডিত্য-পূর্ণ হইয়াছে। অনুবাদ কিছু কিছু পড়িয়াছি। গীতার দুরূহকে সহজ ইংরাজীতে প্রাঞ্জল করিয়া প্রকাশ করিবার চেষ্টা সফল হইয়াছে দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। ইংরাজী পাঠকদের নিকট এই গীতার অনুবাদ আদর পাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।"

Dr. O. B. L. Kapoor, M.A., D. Phil: "I have had opportunity to look more closely into your work on the Geeta. It is, so far as I can see, a faithful interpretation of the Geeta text from the view point of Sree Chaitanya, and you have no doubt rendered a great service to the English reading public by producing it. The views of Sree Chaitanya are little known to the people out side Bengal even to this day and your book will certainly serve to make all those interested in the personality of Sree Chaitanya familiar with his philosophical and theological ideas—all

the more so because the style of your book is so simple and easy flowing...the intrinsic value of the work, which all religious minded persons will read with interest and appriciate."

Dr. S. Das, M.A., Ph. D., Barrister-at-Law : "I have much pleasure in expressing my great appreciation of Svami Vana's explanatory translation of the Gita following the commentaries of the Gaudiya Vaisnava Masters. Svamiji's attempt in placing in his simple and direct language before the English knowing Gita-loving public the Gaudiya Vaisnavite view of the Gita deserves our heartiest congratulations. The general readers as well as the students of religions will derive much from this nice edition."

Dr. D. L. Barnett. D. Litt. : "The work is an able exposition of the sacred text as interpreted by the Chaitanya School, and as such is highly instructive."

Sir Frank Brawn, C. I. E. : "I am not sufficiently versed in the ancient literature of India to be able to compare this translation with the original Sanskrit; but I can see from the short time I have had for any perusal of the work that you have entered deeply into the spirit of this great gem of Vedic literature. I look forward to some happy half hours reading it over the fire-side, and I congratulate you upon discharging so well the labour of love required for the translation."

OTHER WORKS

By

Tridandi Swami B.H. Bon

1. **Gedanken über den Hinduismus** : (in German language, lectures delivered by the author at various Universities in Germany, published from 28, Eisenacher Strasse, Berlin W. 30. Price 1 Mark. To be had of—Otto Harrassowitz, Leipzig CI. Querstrasse 14.

2. **Nam-Bhajan** : (A translation in English ; to be had of South Calcutta Gaudiya Math, Lansdowne Road, Calcutta ; Price -/4/-)

3. **My First Year in England** : (to be had of South Calcutta Gaudiya Math, Lansdowne Road, Calcutta. Price -/8/-)

4. **Sri Chaitanya** : In English on the Life, personality, philosophy and teaching of Sri Chaitanya. Now with the Publishers in the Press—will shortly be out.

5. **Veder Parichaya** : (In Bengali an introduction to the study of the Vedas, Published by The Book Company Ltd., College Square, Calcutta. Pages, 421. Price Rs. 3-0-0).